ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

প্রকাশিত বাক্যের উপর লেখা
ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রকাশিত বাক্য ১ - ২২ অধ্যায়

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

প্রকাশিত বাক্যের উপর লেখা ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রকাশিত বাক্য
১ - ২২ অধ্যায়

প্রাথমিক অনুবাদঃ যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Book of Revelation

Resource Translator

Joash Nitol Baroi

Editor

Shamsul Alam Polash (M.Th)

Translation Resource

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version: in 1 Volume)

Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12, Road # 4, Sector # 7,

Uttara New Model Twon, Uttara Dhaka, Bangladesh.

Email: bacib123@yahoo.com

Web: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

ভূমিকা

ম্যাথিউ হেনরি রচিত বাইবেল কমেন্ট্রি বইটি প্রায় তিন'শ বছর ধরে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত বাইবেল কমেন্ট্রি বা পবিত্র বাইবেলের ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ কমেন্ট্রিটি মোট পাঁচটি খণ্ডে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাচিব ট্রাস্ট সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় এই বহুল আলোচিত কমেন্ট্রিটি বাংলাদেশের সর্বস্তরের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী পাঠকের জন্য ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছে।

বইটি সম্পর্কে কিছু বলার আগে বইটির লেখক সম্পর্কে ছোট করে কয়েকটি কথা বলি। ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ অক্টোবর তারিখে যুক্তরাজ্যের ফ্লিন্টশায়ার অঙ্গরাজ্যে ম্যাথিউ হেনরি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ফিলিপ হেনরি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর একজন সুপরিচিত সেবক ছিলেন। তার মা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চবংশীয় নারী। ম্যাথিউ হেনরি ছিলেন তাদের দ্বিতীয় সন্তান। তিনি জন্মের সময় অত্যন্ত দুর্বল ও রুগ্ন ছিলেন। তবে শারীরিকভাবে রুগ্ন হলেও আত্মিক দিক থেকে তিনি অত্যন্ত সবল ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাথিউ হেনরি লন্ডনের এ্যাকাডেমি অব ইসলিংটনে উচ্চ শিক্ষার জন্য যান। এরপর ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন এবং তার বাবার মত মণ্ডলীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার কথা চিন্তা করেন। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একজন খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারী হিসেবে প্রেসবিটেরিয়ান সনদ লাভ করেন।

ইংল্যান্ডের খ্রীষ্টিয় সমাজে ধর্ম চর্চার বেহাল দশা দেখে তিনি পবিত্র বাইবেলের উপর একটি কমেন্ট্রি বা ব্যাখ্যাভিত্তিক বই লেখার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি সর্বপ্রথম ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে নতুন নিয়মের ব্যাখ্যা রচনা করার মধ্য দিয়ে এই কমেন্ট্রি শুরু করেন। প্রথম খণ্ডটি ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। এরপর পুরো পাঁচটি খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয় ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে।

ম্যাথিউ হেনরির প্রথম স্ত্রী একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে গুটি-বসন্তের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ম্যাথিউ আরেকটি বিয়ে করেন এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তার আরও ছয়টি সন্তান জন্ম নেয়। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে এক বন্ধুর বাড়িতে বসে কথা বলার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ম্যাথিউ হেনরি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৫২ বছর। তার এই অকাল মৃত্যু ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়তো আমরা খ্রীষ্টিয় ধর্মের উপরে আরও কিছু মহান রচনা হাতে পেতাম।

ম্যাথিউ হেনরি তার মৃত্যুর আগে প্রেরিতগণের কার্যবিবরণী পর্যন্ত কমেন্ট্রি লেখা শেষ করেছিলেন এবং একে ষষ্ঠ খণ্ডে রূপ দিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর ১৩ জন নিবেদিতপ্রাণ ধর্মতত্ত্ববিদের একটি দল প্রেরিতগণের পত্রসমূহ এবং প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটির কমেন্ট্রি রচনা করে তার কমেন্ট্রিটিকে পূর্ণতা দান করেন। তার কমেন্ট্রি আজ পর্যন্ত প্রতিটি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য এক চিরভাস্বর আলোকবর্তিকা হয়ে রয়েছে। তার এই অবদান আজীবন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ভূমিকা

এবার আসি কমেন্ট্রি প্রসঙ্গে। সমগ্র পবিত্র বাইবেলের উপরে এই কমেন্ট্রি এক অনন্য এবং অসাধারণ সাহিত্যকর্ম। এর গহীনে যে আত্মিক ও অনন্ত সত্য লুকিয়ে আছে, তা আবিষ্কার করা সকলের জন্যই এক অভাবনীয় আনন্দের বিষয়। এই কমেন্ট্রিটি যতবারই পাঠ করা হবে, ততবারই আমাদের আত্মিক জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

মূলত এই বইটি লেখা হয়েছিল ম্যাথিউ হেনরির প্রতিদিনকার উপাসনা-প্রার্থনা এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মিক উপলব্ধি থেকে। তিনি প্রতিদিনই ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা করতেন এবং পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করতেন। প্রতিদিন যে অংশটি তিনি পাঠ করতেন সেই অংশটি সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং এর প্রকৃত অর্থ তিনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। কালক্রমে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির বর্ণনা রূপ নেয় এক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থে, যা হয়ে ওঠে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বাধিক পঠিত ও প্রচারিত কমেন্ট্রি – ম্যাথিউ হেনরি কমেন্ট্রি।

ম্যাথিউ অত্যন্ত সহজ ভাষায় গুছিয়ে বইটি লেখার চেষ্টা করেছেন। তিনি চেয়েছেন যেন সকল স্তরের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী তাদের আত্মিক জ্ঞান বৃদ্ধিকল্পে এই গ্রন্থটি পাঠ করে উপকৃত হতে পারে। তিনি নিজে তার এই কমেন্ট্রি সম্পর্কে বলেছেন, "পরিকল্পনা মাফিক এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য যথোপযোগী . . . সাদামাটা এবং প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত।" এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, "পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞানের উত্তরণ ঘটানো, যাতে করে মানুষের হৃদয় এবং অন্তর পুনর্জাগরিত হয়।" তিনি বিশ্বাসের মূলনীতির উপর বিশ্বাস রেখে এবং সেই কর্তৃত্ব নিয়ে তার এই কমেন্ট্রি রচনা করেছেন। কিন্তু তথাপি তার মধ্যে ছিল এক অনুপম নম্রতা, যা তাকে করেছে আরও বেশি সম্মানিত এবং তার কমেন্ট্রিকে করেছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, "আমার এমন কোন যোগ্যতা বা সামর্থ নেই যে, আমি এই গ্রন্থ নিজে থেকে রচনা করবো; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেই আমি এই গ্রন্থ রচনা করতে সমর্থ হয়েছি এবং এই অনুগ্রহই আমার জন্য যথেষ্ট।"

১৮'শ শতাব্দীর খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর নেতৃবর্গের উপরে এই কমেন্ট্রি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে সময় অনেক মণ্ডলীতে শিক্ষাদানের জন্য এই কমেন্ট্রি ব্যবহার করা হত। এরই ফলশ্রুতিতে এই কমেন্ট্রি এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এখন পর্যন্ত তা আমাদের মাঝে এতটা গুরুত্ব বহন করছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বইয়ের গুরুত্ব কতটা তা বোধহয় বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের বিগত দুই শতাব্দীর ইতিহাসে খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রসার লাভের পরিধি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল। সে তুলনায় বর্তমানে প্রায় দুই দশক ধরে এ দেশের বৃহত্তর ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের মধ্যে এক নতুন চ্যালেঞ্জের জন্ম নিয়েছে; আর তা হচ্ছে – খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্ত্বীয় গ্রন্থ প্রকাশ করা। নব্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষা ও আলোচনা। সে কারণে মাতৃভাষা বাংলায় বাইবেল ভিত্তিক নতুন কিছু গ্রন্থ প্রকাশের বিষয়টি হয়ে উঠেছিল সময়ের দাবী। এই দাবী পূরণে আমরা **বাচিব** প্রকাশ করেছি বহুল আকাঙ্ক্ষিত

ভূমিকা

এবং যুগোপযোগী বেশ কয়েকটি খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্ত্বীয় গ্রন্থ, যা বৃহত্তর খ্রীষ্টিয় সমাজের আত্মিক জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিয়ে চলেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা এবার সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করছি প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক বিস্তৃত বাইবেল কমেন্ট্রি – ম্যাথিউ হেনরি বাইবেল কমেন্ট্রি। প্রথমেই আমরা প্রকাশ করেছি মার্ক লিখিত সুসমাচারসহ আরও কয়েকটি সুসমাচারের ও প্রেরিতদের পত্রের কমেন্ট্রি। এই মুহূর্তেও বেশ কয়েকটি পুস্তকের অনুবাদ প্রক্রিয়া চলছে এবং অচিরেই তা প্রকাশ করে বাংলা ভাষাভাষী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের হাতে আমরা তুলে দিতে পারবো বলেই আমাদের বিশ্বাস। এভাবে সমগ্র ম্যাথিউ হেনরি বাইবেল কমেন্ট্রি গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য আমাদের ইচ্ছা রয়েছে, এখন আমাদের শুধু প্রয়োজন মহান সদাপ্রভু ঈশ্বরের অপরিসীম অনুগ্রহ এবং সদয় অনুমোদন।

পরিশেষে বলতে চাই, আমাদের এই প্রচেষ্টা যদি বাংলাদেশে সদাপ্রভু ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারে সামান্যতম ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলেই আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমরা ধরে নেব। আমরা চাই আমাদের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা বাংলাদেশে এই যে মহান দায়িত্ব সম্পন্ন করছেন তা যেন সফল হয় এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মাঝে খ্রীষ্টিয় ধর্মের নিগূঢ় সত্য যেন দৃঢ়রূপে গ্রথিত হয়।

ধন্যবাদান্তে,
সামসুল আলম পলাশ (এম.টিএইচ)
চেয়ারম্যান,
ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ ট্রাস্ট
সাধারণ সম্পাদক, বাচিব ট্রাস্ট

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ১

এই অধ্যায়টি হচ্ছে পুরো পুস্তকের একটি ভূমিকাস্বরূপ। এতে রয়েছে:-

ক. একটি বিশেষ স্মারক, যা পুস্তকটির উৎস এবং পরিকল্পনা ঘোষণা করে, পদ ১,২।

খ. তাদের প্রতি প্রৈরিতিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ, যারা এই পুস্তক ও এর সমস্ত বিষয়বস্তুর প্রতি যথাযথ মর্যাদা পোষণ করবে, পদ ৩-৮।

গ. প্রেরিত যোহনের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এক গৌরবময় দর্শন দান, যে দর্শনের মধ্য দিয়েই তিনি যোহনকে প্রকাশিত বাক্য দান করেছিলেন, পদ ৯-২০।

প্রকাশিত বাক্য ১:১-২ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. এই পুস্তকটির প্রারম্ভিক পরিচিতি।

১. এটিই হচ্ছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য। সমগ্র বাইবেলই বস্তুত তাঁর বাক্য, যা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে; কারণ সকল প্রত্যাদেশ ও সমস্ত তত্ত্বের প্রকাশ তাঁর কাছ থেকেই এসেছে এবং তাঁকেই কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে; আর বিশেষভাবে শেষ দিনগুলোতে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেছেন এবং তাঁর পুত্রের বিষয়েই সেই সমস্ত কথা বলেছেন। খ্রীষ্ট মণ্ডলীর রাজা হিসেবে তাঁর মণ্ডলীকে এ কথা জানিয়ে সন্তুষ্ট হন যে, কোন নীতির অধীনে এবং কোন প্রক্রিয়ায় তিনি তাঁর শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন; এবং মণ্ডলীর ভাববাদী হিসেবে তিনি আমাদেরকে জানাতে চেয়েছেন যে, এরপরে আমাদের সামনে আর কী কী ঘটনা ঘটতে চলেছে।

২. এটি এমন এক প্রকাশিত বাক্য যা ঈশ্বর খ্রীষ্টকে দিয়েছেন। যদিও খ্রীষ্ট নিজেই ঈশ্বর এবং তাঁর মধ্যে সেই নূর এবং জীবন রয়েছে, তথাপি যেহেতু তিনি ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে চিরকালীন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, সে কারণে তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে নির্দেশনা পেয়ে থাকেন। খ্রীষ্টের মানবীয় স্বভাব যদিও মহত্ব, পবিত্রতা, ন্যায্যতা ও ধার্মিকতা দ্বারা বিজড়িত ছিল, তথাপি তিনি নিজে থেকে এই সকল মহান ঘটনাবলীর কথা আমাদের সামনে উন্মোচন করেন নি, কারণ তা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উন্মোচন করার মত সত্য নয়, বরং তা একান্তই ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে, যা কেবল স্বর্গীয় পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য মোতাবেক সংঘটিত হবে এবং ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত প্রত্যাদেশ অনুসারে উন্মোচিত হবে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সর্ব মহান প্রতিনিধি; তাঁর কাছে আমাদের যে সমস্ত বিষয় আকাঙ্ক্ষা করা প্রয়োজন, এ সম্পর্কিত যে জ্ঞান আমাদের থাকা প্রয়োজন, তা আমরা তাঁর কাছ থেকেই পেয়ে থাকি।

৩. এই প্রকাশিত বাক্য খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গদূতের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন ও চিহ্নিত করেছেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন কতটা গৌরব ও মহিমা সহকারে এই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ আমাদেরকে দান করা হয়েছে। ঈশ্বর খ্রীষ্টকে তা দিয়েছিলেন এবং খ্রীষ্ট একজন স্বর্গদূতকে দায়িত্ব দিয়েছেন এই বাক্য তাঁর মণ্ডলীর কাছে প্রকাশ করার জন্য। এই স্বর্গদূতেরা হলেন ঈশ্বরের দূত; তারা হলেন পরিত্রাণের উত্তরাধিকারীদের কাছে প্রেরিত পরির্যাকারী আত্মা। তারা খ্রীষ্টের দাসঃ তাদের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খ্রীষ্টের বশীভূত। সকল স্বর্গদূত ঈশ্বরের উপাসনা করতে বাধ্যগত।

৪. স্বর্গদূতেরা প্রেরিত যোহনের কাছে এই বাক্য প্রকাশ করেছেন। স্বর্গদূতেরা যেমন খ্রীষ্টের দূত ছিলেন, তেমনি পরিচর্যাকারীরা হলেন মণ্ডলীর দূত। তারা স্বর্গ থেকে মণ্ডলীর কাছে যা প্রেরণ করার জন্য আদেশ পান তা প্রেরণ করেন। যোহন ছিলেন এমনই একজন পরিচর্যাকারী, যাকে এই প্রকাশিত বাক্য মণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। অনেকে মনে করে থাকেন যে, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং অন্যান্য প্রেরিতগণ নিজ রক্ত দিয়ে তাঁদের সাক্ষ্য সীল মোহরাঙ্কিত করেছিলেন। এটিই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ সম্বলিত শেষ পুস্তক; আর সেই কারণে শেষ প্রেরিত কর্তৃক তা মণ্ডলীর কাছে জ্ঞাত করা প্রয়োজন ছিল। যোহন ছিলেন সেই শিষ্য যাকে খ্রীষ্ট ভালবাসা করতেন। পুরাতন নিয়মের যেমন ছিলেন ভাববাদী দানিয়েল, তেমনি নতুন নিয়মে আমরা দেখতে পাই যোহনকে, যাকে অত্যন্ত প্রেম করা হত। তিনি ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের দাস; তিনি ছিলেন একজন প্রেরিত, একজন প্রচারক এবং একজন ভাববাদী। তিনি মণ্ডলীর প্রধান তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ করেছেন। যাকোব ছিলেন একজন প্রেরিত, কিন্তু তিনি ভাববাদী ছিলেন না, কিংবা প্রচারকও ছিলেন না; মথি ছিলেন একজন প্রেরিত এবং প্রচারকদের, কিন্তু তিনি ভাববাদী ছিলেন না; লূক একজন প্রচারক ছিলেন, কিন্তু ভাববাদী বা প্রেরিত কোনটাই ছিলেন না; কিন্তু যোহন একাধারে এই তিনটি পদেরই অধিকারী ছিলেন। সে কারণেই খ্রীষ্ট তাঁকে এক অসাধারণ অনুভূতি থেকে তাঁর দাস যোহন বলে সম্বোধন করেছেন।

৫. যোহনকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই প্রত্যাদেশটি সমস্ত মণ্ডলীতে প্রেরণ করার জন্য, তাঁর সকল দাসের কাছে প্রেরণ করার জন্য। এই প্রত্যাদেশটি শুধুমাত্র খ্রীষ্টের বিশেষ দাস বা পরিচর্যাকারীদের জন্য ছিল না, বরং তা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সমস্ত সদস্য ও তাঁর সকল দাসদের জন্য ছিল। তাদের সকলেরই ঈশ্বরের বিশেষ বাণী লাভের অধিকার ছিল এবং সেখানে তাদের সকলেই স্বার্থ জড়িত ছিল।

খ. এখানে আমরা এই প্রকাশিত বাক্যের বিষয়বস্তু দেখতে পাই, অর্থাৎ যে সমস্ত ঘটনাবলী খুব শীঘ্রই ঘটতে চলেছে। যোহন আমাদেরকে সংক্ষেপে জানিয়েছেন যে, কী কী ঘটনা ঘটে গেছে; ভবিষ্যদ্বাণী আমাদেরকে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দান করে। এই ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী আমাদের সামনে উন্মোচন করা হয়েছে, তবে ঈশ্বর তা যে ধরনের উজ্জ্বল আলোতে স্থাপন করেছেন তেমন নয়, বরং তিনি যেমনটা উপযুক্ত বলে ভেবেছেন এবং যা তাঁর জ্ঞান ও পবিত্র পরিকল্পনাকে সবচেয়ে যথার্থভাবে প্রকাশ করে, তেমন আলোতে আমরা এই সমস্ত

ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ছায়া দেখতে পাই। ঈশ্বর এই সমস্ত ঘটনাবলী যেভাবে ঘটাবেন ঠিক সেভাবেই যদি তিনি তা আমাদের সামনে পূর্বাভাস হিসেবে প্রকাশ করতেন, তাহলে এই পূর্বাভাসই এর পরিপূর্ণতা আনয়ন করতে বাধা সৃষ্টি করতো। এ কারণেই ঘটনাগুলোকে কিছুটা অস্পষ্ট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে করে আমরা পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি আমাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করি এবং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যথাযথ মনোযোগ ও সচেতনতা বজায় রাখি। এই প্রকাশিত বাক্যে আমরা মণ্ডলীর অভ্যন্তরস্থিত ও সম্পর্কিত স্বর্গীয় কর্তৃত্ব ও অনুশাসনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হই এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমরা এখান থেকে লাভ করি। এই ঘটনাগুলো যে অবশ্যই ঘটবে তাই শুধু নয়, বরং সেই সাথে তা খুব শীঘ্রই ঘটবে; এর অর্থ হচ্ছে, এই ঘটনাগুলো খুব শীঘ্রই একে একে ঘটতে শুরু করবে এবং শীঘ্রই তা সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হবে; কারণ এখন পৃথিবীর শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে।

গ. এখানে আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি সত্যায়ন লক্ষ্য করে দেখতে পাই, পদ ২। এটি যোহনের জন্য একটি বিশেষ চিহ্ন, যিনি ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করেছিলেন এবং সেই সাথে তিনি যা কিছু দেখেছিলেন তার সমস্তই প্রকাশ করেছিলেন। এটি অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক পুস্তকগুলোতে এর লেখকের নাম উল্লেখ করা হয় নি, যেমন বিচারকর্তৃকগণ, রাজাবলি, বংশাবলি; কিন্তু ভাববাদীদের পুস্তকে সব সময়ই লেখকের তথা ভাববাদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন যিশাইয়, যিরমিয় প্রমুখ। এই কারণে সুসমাচার যোহন যদিও তাঁর প্রথম পত্রে নিজের নাম উল্লেখ করেন নি, তথাপি এই ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনি তা উল্লেখ করতে ভুল করেন নি। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার সপক্ষে সাক্ষ্য দান করতে ও জবাব দিতে ভুল করেন নি। তিনি আমাদেরকে শুধু যে তাঁর নাম জানিয়েছেন তা নয়, সেই সাথে তিনি তাঁর পদমর্যাদাও উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি এক অভূতপূর্ব প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বিশেষভাবে যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ও তিনি যা কিছু দেখেছেন তা প্রকাশ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং তিনি যা কিছু দেখেছেন তার কিছুই গোপন রাখেন নি। এই প্রত্যাদেশে এমন কোন কিছুই লিপিবদ্ধ নেই যা তাঁর নিজ আবিষ্কার বা কল্পনাপ্রসূত; বরং এর সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত বাক্য এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য। যেহেতু তিনি এখানে নিজের থেকে কোন কিছু যুক্ত করেন নি, সেহেতু তিনি ঈশ্বরের কোন পরিকল্পনা গুপ্ত রাখেন নি।

প্রকাশিত বাক্য ১:৩-৮ পদ

আমরা এখানে তাদের প্রতি যোহনের প্রৈরিতিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ বর্ষিত হতে দেখি, যারা এই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের প্রতি তাদের যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে; আর এই আশীর্বাদ সার্বজনীন এবং বিশেষ অর্থব্যঞ্জক।

ক. এই প্রৈরিতিক আশীর্বাদ সার্বজনীন, যারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য পাঠ করবে কিংবা শুনবে তাদের সকলের জন্য। এই আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা দানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল

প্রকৃতপক্ষে শ্রোতাদেরকে এই পুস্তকটি পাঠের জন্য উৎসাহিত করা এবং এখানে নানা বিষয় সম্পর্কে যে অস্পষ্ট ছায়াপাত করা হয়েছে সেগুলোর কারণে ভীত না হওয়া; এর মাধ্যমে সতর্ক ও আগ্রহী পাঠকেরা তাদের কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করতে পারবে। লক্ষ্য করুন:-

১. ঈশ্বরের দৈববাণী পাঠ বা শ্রবণের সুযোগ লাভ করা অনেক বড় একটি অনুগ্রহ। এক সময় এটাই ছিল যিহূদী ও অযিহূদীদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশক মৌলিক চিহ্ন ও অধি-কারগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি।

২. পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করা অত্যন্ত অনুগ্রহপূর্ণ একটি কাজ। যারা পবিত্র শাস্ত্রের বাক্য পাঠ করে ও অন্বেষণ করে, তারা সর্বোত্তম কাজে নিয়োজিত থাকে।

৩. আমাদের পক্ষে শুধুমাত্র পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করা নয়, বরং সেই সাথে অন্যদের দ্বারা পুস্তক পাঠ শ্রবণ করাও অনেক বড় একটি সুযোগ, যাদের তা পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমাদের ভেতরে এর অর্থের উপলব্ধি জাগ্রত করার যোগ্যতা রয়েছে।

৪. আমাদের পরিপূর্ণ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভের জন্য শুধুমাত্র পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করা এবং শ্রবণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্রে যা লেখা রয়েছে সে অনুসারে আদেশ পালন করতে হবে। পবিত্র শাস্ত্রের বাণী অবশ্যই আমাদের অন্তরে ও স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে হবে এবং সেই সাথে তা চর্চায় নিয়ে আসতে হবে, আর তাহলেই আমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে সক্ষম হব।

৫. আমরা পবিত্র শাস্ত্রের সমস্ত বাণী পরিপূর্ণ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাব, ততই আমরা এর প্রতি আরও বেশি করে মনোযোগী হব। সময় ঘনিয়ে এসেছে এবং এখনই আমাদের সেই মহান দিন দেখার জন্য আরও মনোযোগী হয়ে উঠতে হবে এবং প্রস্তুত হতে হবে।

খ. এশিয়ার সাতটি মণ্ডলীর প্রতি বিশেষভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রৈরিতিক শুভেচ্ছা বাণী দান করা হয়েছে, পদ ৪। এই সাতটি মণ্ডলীর নাম ১১ পদে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকটিকে পরবর্তী অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে পৃথক বার্তা প্রদান করা হয়েছে। এই মণ্ডলীগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রৈরিতিক শুভেচ্ছা দান করা হয়েছে, কারণ এই মণ্ডলীগুলোর অবস্থান ছিল তাঁর কাছাকাছি, অর্থাৎ পাট্‌ম দ্বীপের কাছাকাছি। উপরন্তু তিনি হয়তো তাদের জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করতেন এবং তাদের তত্ত্বাবধান করতেন, যেহেতু তিনি ব্যতীত সে সময় আর কোন প্রেরিত জীবিত ছিলেন না। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. এই সকল মণ্ডলীর সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য তিনি কী ধরনের আশীর্বাদ বর্ষিত হওয়ার কথা ঘোষণা করছেন: অনুগ্রহ ও শান্তি, পবিত্রতা ও সান্ত্বনা। অনুগ্রহ বা অনুগ্রহ হচ্ছে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এবং তাঁর উত্তম কার্যসমূহ। আর শান্তি হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহের সুমিষ্ট প্রমাণ বা নিশ্চয়তা। যেখানে সত্যিকার কোন অনুগ্রহ নেই, সেখানে কোন সত্যিকার শান্তি থাকতে পারে না। কিন্তু অনুগ্রহ যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানে অবশ্যই শান্তি আসবে।

২. কখন এই অনুগ্রহ আসবে? কার নামে প্রেরিত মণ্ডলীগুলোকে অনুগ্রহ দান করছেন? ঈশ্বরের নামে, সমগ্র ত্রিত্বের নামে; কারণ এটি এক দারুন মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং ঈশ্বর এর একমাত্র মনিব। তাঁর পরিচর্যাকারীরা তাঁর নামে অনুগ্রহ দান করতে পারেন, কিন্তু নিজে থেকে তা দিতে পারেন না। আর এখানে আমরা দেখি:-

(১) প্রথমে পিতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে: পিতা ঈশ্বর, যা তাঁর পদমর্যাদা ও আলোচ্য প্রেক্ষিতে গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হতে পারে, কারণ শুধুমাত্র ঈশ্বর বলা হলে আমরা শুধু ব্যক্তি ঈশ্বরকে বুঝি। ত্রিত্বের মহান প্রথম ব্যক্তিকে এখানে বোঝানো হয়েছে, যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ও ঈশ্বর। তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে যিহোবা হিসেবে, *যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যিনি আসছেন*, যিনি অনন্তকালস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়, যিনি পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীর কাছে এসেছিলেন এবং নতুন নিয়মের সময়কার মণ্ডলীতেও একইভাবে এসেছেন এবং আসন্ন বিজয়ী মণ্ডলীতেও একইভাবে আবির্ভূত হবেন।

(২) পবিত্র আত্মা, যাকে বলা হয়েছে সাতটি আত্মা, তবে এই 'সাত' শব্দটির মধ্য দিয়ে সংখ্যা বোঝানো হয় নি, কিংবা স্বভাবের কথাও বোঝানো হয় নি, বরং ঈশ্বরের অসীম ও নিখুঁত আত্মার কথা বোঝানো হয়েছে, যার মাঝে সকল প্রকার দান ও কার্যপরিকল্পনা রয়েছে। তিনি সিংহাসনের সামনে উপনীত রয়েছেন, যেহেতু ঈশ্বর তাঁকে সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে মনোনীত করেছেন, যে আত্মার মাধ্যমে তিনি সমস্ত কিছু করে থাকেন।

(৩) প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। তিনি তাঁকে পবিত্র আত্মার পরে উল্লেখ করেছেন, কারণ তিনি খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের উপরে আরও কিছু কথা বলতে চেয়েছেন, যাকে ঈশ্বর মাংসে মূর্তিমান করেছিলেন, যাকে প্রেরিত নিজে পৃথিবীর বুকে জীবন ধারণ করতে দেখেছেন, আর এখন তিনি তাকে আবারও দেখতে পাচ্ছেন আরও মহিমাময় এক রূপে। এখানে আমরা খ্রীষ্ট সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ দেখতে পাই, পদ ৫।

[১] তিনি একজন বিশ্বস্ত সাক্ষী; তিনি অনন্তকাল থেকে ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনা এবং কর্মপ্রক্রিয়ার একজন সাক্ষী (যোহন ১:১৮)। তিনি নিরূপিত সময়ে একজন বিশ্বস্ত সাক্ষ্য বহনকারী হিসেবে ঈশ্বরের ইচ্ছা মানুষের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, যিনি এখন তাঁর নিজ পুত্রের মধ্য দিয়ে কথা বলছেন। তাঁর সাক্ষ্যের উপরে আমরা নির্দ্বিধায় নির্ভর করতে পারি, কারণ তিনি একজন বিশ্বস্ত সাক্ষী, তিনি কখনো প্রতারিত হবেন না কিংবা আমাদের সাথে প্রতারণা করবেন না।

[২] তিনি মৃতদের মধ্যে প্রথমজাত কিংবা প্রথম জন্মগ্রহণকারী, কিংবা বলা যায় পরিত্রাণের প্রথম অভিভাবক ও মস্তক, একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর নিজ ক্ষমতায় নিজেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এবং সেই একই ক্ষমতায় যিনি তাঁর লোকদেরকে তাদের কবর থেকে তুলে মহা সম্মানের আসনে বসাবেন; কারণ তিনি তাঁর মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাদেরকে এক জীবনদায়ী আশায় উজ্জীবিত করেছেন।

[৩] তিনি এই পৃথিবীর রাজাদের কর্তা; তাঁর কাছ থেকেই তারা সকলে কর্তৃত্ব পেয়ে থাকে। তাঁর মধ্য দিয়েই তাদের ক্ষমতা সীমিত হয় এবং তাদের ক্রোধ নির্বাপিত হয়। তাঁর মধ্য দিয়েই তাদের সমস্ত পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তাঁর কাছেই তারা সকলে দায়বদ্ধ থাকে। এটি মণ্ডলীর জন্য একটি সুখবর এবং খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের একটি উত্তম প্রমাণ, যিনি রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু।

[৪] তিনি তাঁর মণ্ডলীর ও তাঁর লোকদের মহান বন্ধু, যিনি তাদের জন্য মহান মহান সব কাজ করেছেন এবং তিনি তা করেছেন খাঁটি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা থেকে। তিনি তাদেরকে ভালবেসেছেন এবং সেই চিরস্থায়ী ভালবাসার ফলশ্রুতিতে:-

প্রথমত, তিনি তাঁর নিজ রক্ত দিয়ে তাদের সমস্ত পাপ ও অপরাধ মুছে দিয়েছেন। পাপ আত্মার উপরে একটি দাগ রেখে যায়, কলুষতা ও কালিমার ছাপ রেখে যায়। খ্রীষ্টের রক্ত ব্যতীত অন্য আর কোন কিছুই এই দাগ তুলে ফেলতে পারে না। আর এই প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনভাবে তা পরিষ্কার করা গেলে খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর রক্ত সেচন করতেন না, যেন তাঁর লোকদের জন্য ক্ষমা ও পবিত্রতা ক্রয় করা যায়।

দ্বিতীয়ত, তিনি তাদেরকে ঈশ্বর ও তাঁর পিতার কাছে রাজা ও পুরোহিত হিসেবে তৈরি করেছিলেন। তাদেরকে পবিত্র ও ধার্মিক করার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর পিতার কাছে তাদেরকে রাজা করেছেন; এর অর্থ হচ্ছে, তারা তাঁর পিতার কাছে গণ্য হয়েছে, তাঁর আনুকূল্য লাভ করেছে এবং তাঁর মহিমার ভাগী হয়েছে। রাজাদের মত তারা তাদের নিজেদের আত্মাকে পরিচালনা দান করবে, শয়তানকে বিজিত করবে, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং এই পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। তিনি তাদেরকে পুরোহিত করেছেন, তাদেরকে ঈশ্বরের সম্মুখবর্তী হওয়ার সুযোগ দান করেছেন, তাদেরকে মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করার সুযোগ দান করেছেন এবং আত্মিক ও গ্রহণযোগ্য উৎসর্গ করার অনুমতি দিয়েছেন, এবং সেই সাথে তিনি তাদেরকে এই কাজের সাথে মানানসই এক পবিত্র উৎসাহ দান করেছেন। এই সকল উচ্চ সম্মান ও আনুকূল্যের কারণে তারা চিরকালের জন্য ঈশ্বরের অধীনস্থ ও তাঁর মহিমা প্রকাশে বাধ্য।

[৫] তিনি হবেন এই পৃথিবীর বিচারকর্তা: দেখ, তিনি আসছেন, যেন তোমরা নিশ্চিত হয়ে তোমাদের চোখে তাঁকে দেখতে পাও। তিনি মেঘ সহকারে আসছেন, যা তাঁর রথ ও পা রাখার স্থান। তিনি প্রকাশ্যে আসবেন: প্রতিটি চোখ তাঁকে দেখতে পাবে, তাঁর লোকদের চোখ, তাঁর শত্রুদের চোখ, আপনার ও আমার চোখ। তাঁর আগমনে তারা আতঙ্কিত হবে, যারা তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল কিন্তু অনুতাপ করে নি, যারা তাঁকে আহত ও ক্রুশবিদ্ধ করেছিল তাদের নিজ ধর্মভ্রষ্টতার দরুন। তাঁর আগমনে পৌত্তলিক জগত হবে বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ। কারণ তিনি তাদের উপরে প্রতিশোধ নিতে আসবেন যারা ঈশ্বরকে জানে না এবং যারা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার মান্য করে না।

[৬] খ্রীষ্ট নিজে এই বর্ণনা দিয়েছেন এবং এর সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, পদ ৮। এখানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ন্যায্যভাবে সেই একই সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ঘোষণা

দিচ্ছেন যা তাঁর পিতার রয়েছে, পদ ৮। তিনিই শুরু এবং শেষ; সমস্ত কিছুই তাঁর কাছ থেকে এসেছে এবং তাঁর জন্য এসেছে। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অপরিবর্তনীয় ও অবিনশ্বর। যে কেউ খ্রীষ্টের নামের গুণ থেকে যে কোন একটি মুছে ফেলতে চাইবে, তার নাম অবশ্যই জীবন- পুস্তক থেকে মুছে ফেলা হবে। যারা তাঁকে সম্মান করবে তারাও সম্মান লাভ করবে; কিন্তু যারা তাঁকে অবজ্ঞা করবে তাদেরকে হেয় করা হবে।

প্রকাশিত বাক্য ১:৯-২০ পদ

এখানে আমরা সেই গৌরবময় ও মহিমান্বিত দর্শনের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি যা প্রেরিত যোহন প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে নিয়ে দেখেছিলেন, যখন প্রভু তাঁর কাছে এই প্রকাশিত বাক্য দান করতে এসেছিলেন। এখানে আমরা দেখতে পাব:-

ক. যে ব্যক্তিকে এই মহান দর্শন লাভের অনুগ্রহ দান করা হয়েছে সেই ব্যক্তির পরিচয়। তিনি এখানে নিজের পরিচয় দান করেছেন।

১. তাঁর বর্তমান অবস্থান ও পরিস্থিতি: তিনি ছিলেন সেই সমস্ত মণ্ডলীর ভাই, যারা নির্যাতন ভোগ করছিল এবং সেই সাথে তিনি যীশুতে একই ক্লেশভোগ, রাজ্য ও ধৈর্যের সহভাগী ছিলেন। তিনি তাদের সময়ে সত্যিকার অবশিষ্ট খ্রীষ্টানদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি খ্রীষ্টের প্রতি নিবেদিত থাকার জন্য নির্যাতিত হয়েছিলেন, নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং সম্ভবত তাঁকে বন্দী করেও রাখা হয়েছিল। তিনি ছিলেন তাদের ভাই, যদিও তিনি ছিলেন একজন প্রেরিত। তিনি মণ্ডলীর সাথে তাঁর কর্তৃত্বের ভিত্তিতে নয়, বরং বন্ধুসুলভ সম্পর্কের ভিত্তিতেই নিজেকে মূল্যায়ন করেছিলেন। ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা একজন শিষ্য হতে পারে, কিন্তু সে ঈশ্বরের পরিবারের একজন ভাই ছিল না। তিনি ছিলেন ক্লেশভোগে তাদের সহভাগী। ঈশ্বরের নির্যাতিত দাসরা একাকী যন্ত্রণাভোগ করেন না, অন্যদের জীবনেও ঠিক একই ধরনের পরীক্ষা আসে। তিনি ধৈর্যে তাদের সহভাগী ছিলেন। শুধুমাত্র নির্যাতন ও কষ্টভোগেই তিনি তাদের সাথে থাকেন নি, সেই সাথে তিনি তাদের অনুগ্রহের প্রার্থনার তাদের সাথে ধৈর্য ধারণ করেছেন। যদি আমাদের মধ্যে পবিত্র ব্যক্তিদের মত ধৈর্য থাকে, তাহলে আমাদের তাদের মত পরীক্ষায় পড়ার জন্যও প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। তিনি যীশু খ্রীষ্টের রাজ্যের জন্য ধৈর্য ধারণে তাদের ভাই ও সহভাগী ছিলেন। তিনিও খ্রীষ্টের জন্য তাদের মত কষ্টভোগ করেছেন, কারণ তিনি মণ্ডলী ও পৃথিবীর উপরে খ্রীষ্টের বাদশাহী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ঘোষণা করেছেন এবং যারা এই সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তাদের বিপক্ষে কথা বলেছেন। এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বর্তমান অবস্থার কথা প্রকাশ করলেন, তিনি তাদের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক সহানুভূতির কথা জানালেন এবং তাঁর ও তাদের উভয়ের প্রভু খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাদের জন্য পরামর্শ ও সান্ত্বনা দানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে উজ্জীবিত করলেন।

২. তিনি যখন এই দর্শনটি দেখার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করলেন সে সময় তিনি যেখানে ছিলেন: তিনি ছিলেন পাট্‌ম দ্বীপে। তিনি এ কথা বলেন নি যে, কে তাঁকে সেখানে নির্বাসনে

পাঠিয়েছিল। খ্রীষ্টানদের নিজ কষ্ট-দুঃখ এবং নির্যাতনের কথা বলার ক্ষেত্রে নম্রতা প্রদর্শন করাই বিধেয়। পাট্‌ম দ্বীপটি এজিয়ান সাগরে অবস্থিত বলে আমরা জানি। এই সাগরের অন্য আরেকটি দ্বীপ হচ্ছে সাইক্লেসি এবং পাট্‌ম থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল। এই বন্দীদশার মধ্য দিয়ে প্রেরিত যোহন এই সান্ত্বনাই পেয়েছিলেন যে, তাঁকে কোন নিষ্ঠুর ব্যক্তির হাতে শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে হয় নি, বরং তিনি বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার আগ পর্যন্ত অক্লান্তভাবে সেই যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে গেছেন, যিনি ইম্মানূয়েল – আমাদের সাথে ঈশ্বর, আমাদের পরিত্রাণকর্তা। তাঁর স্বার্থে কষ্টভোগ করা কখনোই হানিকর নয়। মহিমার আত্মা এবং ঈশ্বর আত্মা সব সময় এই নির্যাতিত প্রেরিতের উপরে অবস্থান করতেন।

৩. যে দিনে এবং সময়ে তিনি এই দর্শনটি দেখেছিলেন: সে দিন ছিল প্রভুর দিন, যে দিনটি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর নিজের জন্য পৃথক করে রেখেছিলেন, যেভাবে প্রভুর ভোজ (ঊঁপযধৎরংঃ) নির্ধারিত হয়েছে। নিশ্চিতভাবে এই দিনটি খ্রীষ্টিয় শাব্বাথ বা বিশ্রামবার ছাড়া আর কিছুই নয়, যা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ঘটনা স্মরণ করে সপ্তাহের প্রথম দিন হিসেবে পালন করা হত। আমরা যারা তাঁকে আমাদের প্রভু বলে স্বীকার করি, তাঁরই দিনে তাঁর প্রতি আমাদের অবশ্যই সম্মান জ্ঞাপন করা প্রয়োজন, যে দিনটি প্রভু নিজে তৈরি করেছেন এবং যে দিনে আমাদেরকে তিনি আনন্দ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

৪. তাঁর আত্মা সে সময় যেমন অবস্থানে ছিল: তিনি সে সময় আত্মাবিষ্ট ছিলেন। তিনি পবিত্র আত্মার আবেশে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। তিনি যখন এই দর্শন লাভ করেছিলেন সে সময় শুধু নয়, তার আগেই তিনি পবিত্র আত্মা কর্তৃক আবিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি সে সময় ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা চালিত হয়ে এক মহান, স্বর্গীয় ও আত্মিক অবস্থায় প্রবেশ করেছিলেন এবং তিনি সে সময় পবিত্র আত্মার এক মহা দোয়ার অধীনে ছিলেন। ঈশ্বর সাধারণত তাঁর লোকদের আত্মা তাঁর নিজ আত্মপ্রকাশের জন্য বিশেষভাবে তাদেরকে প্রস্তুত করেন, আর এর জন্য তিনি আগে থেকেই তাদের আত্মাকে তাঁর নিজ পবিত্র আত্মার প্রভাবে পবিত্র ও শুচি করেন। যারা প্রভুর দিনে ঈশ্বরের সাথে আত্মিক সহভাগিতা লাভ করবে, তাদেরকে অবশ্যই নিজ নিজ অন্তর থেকে সমস্ত পার্থিব ও মাংসিক চিন্তা চেতনা দূর করে ফেলতে হবে এবং সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হবে।

খ. প্রেরিত আত্মাবিষ্ট থাকার সময় যা শুনেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। তূরীধ্বনির মত শব্দের মধ্য দিয়ে প্রথমে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এরপর তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনলেন। যীশু খ্রীষ্টের কণ্ঠস্বর তাঁকে সম্বোধন করেছিল এবং তিনি তাঁকে তাঁর এই পরিচয় দিয়েছিলেন, আমিই প্রথম ও শেষ। এই সম্বোধনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রেরিত যোহনকে সেই সমস্ত বিষয় লেখার জন্য আদেশ দিচ্ছেন যা এখন তাঁর সামনে প্রকাশ করা হবে। সেই সাথে তাঁকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যেন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এই বার্তা এশিয়ার সাতটি মণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দেন, যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবেই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, আমাদের পরিত্রাণের রাজা প্রেরিতকে তাঁর মহিমাময় রূপের দর্শন দান করলেন তূরীধ্বনি সহকারে।

গ. তিনি যা দেখেছিলেন তার বর্ণনাও আমরা পাই। যাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল, তাঁকে দেখার জন্য এবং কোথা থেকে সে বাণী আসছিল তা দেখার জন্য তিনি মুখ ফেরালেন; এবং তখন তাঁর সামনে এক অপূর্ব দৃশ্য ভেসে উঠল।

১. তিনি দেখলেন মণ্ডলীগুলোর একটি প্রতিবিম্ব, যা সাতটি স্বর্ণময় প্রদীপ-আসনের নিচে অবস্থিত ছিল, যা এই অধ্যায়ের শেষ পদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাতটি মণ্ডলীকে সাতটি প্রদীপ-আসনের সাথে তুলনা করা হয়েছে, কারণ তারা ছিল সেই যুগে সুসমাচারের আলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রদীপ। খ্রীষ্ট আমাদের একমাত্র আলো এবং তাঁর সুসমাচার হচ্ছে আমাদের প্রদীপ। তারা খ্রীষ্ট ও সুসমাচারের কাছ থেকে আলো পেয়েছিল এবং তাদের দায়িত্ব ছিল তা অন্যদের জন্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তারা ছিল স্বর্ণে মোড়ানো প্রদীপ-আসন, কারণ তাদেরকে হতে হবে মূল্যবান এবং খাঁটি, নিখাদ স্বর্ণের সাথে যার তুলনা চলে। শুধুমাত্র পরিচর্যাকারীদের নয়, বরং মণ্ডলীর প্রত্যেকটি সদস্যকেই এমন খাঁটি হতে হবে। তাদের আলো মানুষের সামনে এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত হতে হবে যেন তারা এর মধ্য দিয়ে অন্যদেরকে ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব করণার্থে নিয়োজিত করতে পারে।

২. তিনি সেই স্বর্ণময় প্রদীপ-আসনের মাঝে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের একটি প্রতিকৃতি দেখেছিলেন; কারণ তিনি পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সব সময় তাঁর মণ্ডলীসমূহের সাথে সাথে থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাদেরকে তাঁর আলো, জীবন ও ভালবাসায় পূর্ণ করা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কারণ তিনি মণ্ডলীর সাথে সাথে থেকে তাদের জন্য এক কার্যকারী ও দিক-নির্দেশক আত্মা হয়ে অবস্থান করবেন। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

(১) যে মহিমামণ্ডিত চেহারায় ও যে বিশেষ পরিচ্ছদে খ্রীষ্ট আবির্ভূত হয়েছিলেন:-

[১] তিনি পা পর্যন্ত লম্বা একটি পরিচ্ছদে আবৃত ছিলেন, যা ছিল এক রাজা ও পুরোহিত-সুলভ পোশাক, যা তাঁর ধার্মিকতা এবং সম্মান নির্দেশ করে।

[২] তিনি একটি স্বর্ণময় পটুকা পরেছিলেন, যা ছিল মহাপুরোহিতের বুকপাটা, যেখানে তাঁর নিজ লোকদের নাম লেখা ছিল। তিনি কোমরবন্ধ পরেছিলেন, কারণ তিনি উদ্ধারকর্তা হিসেবে তাঁর কাজ সম্পন্ন করতে প্রস্তুত ছিলেন।

[৩] তাঁর মাথা ও কেশ ছিল সাদা রংয়ের মেষের লোম কিংবা তুষারের মত। তিনি ছিলেন যুগ-যুগান্তের প্রাচীন। তাঁর সাদা চুল ও মাথা তাঁর বৃদ্ধ হওয়ার বা তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসার ইঙ্গিত দেয় না, বরং এটি ছিল তাঁর গৌরবের মুকুট।

[৪] তাঁর চোখ ছিল আগুনের শিখার তুল্য, তীক্ষ্ণ এবং মানুষের অন্তর ও হৃদয় ভেদকারী, তাঁর বিরোধিতাকারীদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী।

[৫] তাঁর পা ছিল আগুনে পরিষ্কৃত উজ্জ্বল পিতলের তুল্য, শক্ত এবং অটল, যা তাঁর সকল পরিকল্পনা ও ইচ্ছা পূরণে সহায়তা করে, তাঁর শত্রুদের পদানত করে, তাদেরকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়।

[৬] তাঁর রব ছিল জলরাশির শব্দের তুল্য, যেন বহু নদী এক সাথে বয়ে যাচ্ছে। তিনি তাদেরকে নিজ রব শোনাতে পারেন এবং শোনাবেন, যারা তাঁর নিকটবর্তী এবং যারা তাঁর রব শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষী। তাঁদের সুসমাচার এক প্রাঞ্জল ও শক্তিশালী খরস্রোতা নদীর তুল্য, যা উৎস থেকে বয়ে নিয়ে আসছে অসীম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।

[৭] তাঁর ডান হাতে রয়েছে সাতটি তারা, এর অর্থ হচ্ছে, সাতটি মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীগণ, যারা তাঁর নির্দেশনার অধীনে রয়েছেন, তাঁর কাছ থেকেই তারা তাদের সমস্ত আলো ও প্রভাব অর্জন করে থাকেন এবং তাঁর দ্বারাই তারা সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত থাকেন।

[৮] তাঁর মুখ থেকে নির্গত হয়েছে একটি ধারালো তলোয়ার, যার দু'দিকেই ধার রয়েছে। এই ছোরা হচ্ছে তাঁর বাক্য, যা একাধারে আহত করে ও সুস্থ করে, ডানে ও বামের সমস্ত পাপকে নিঃশেষে ধ্বংস করে।

[৯] তাঁর মুখমণ্ডল ছিল সূর্যের মত উজ্জ্বল, যার উজ্জ্বলতা এবং কিরণ এতই শক্তিশালী ছিল যে, মানুষের চোখে তা দেখা সম্ভব ছিল না।

(২) খ্রীষ্টের এই রূপ প্রেরিত যোহনের উপরে যে প্রভাব ফেলেছিল (পদ ১৭): তিনি যীশুকে দেখামাত্র মৃতের মত হয়ে তাঁর চরণে পড়লেন। তিনি খ্রীষ্টের চেহারার মহিমা ও জাঁকজমকে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, যদিও তিনি এর আগে তাঁর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সময় কাটিয়েছেন। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক একটি বিষয় যে, ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আমাদেরই মত মানুষকে ব্যবহার করে থাকেন, যাদেরকে দেখে আমাদের আতঙ্কিত হয়ে পড়তে হয় না, কারণ কে-ই বা সামনা-সামনি ঈশ্বরের চেহারা দেখেও বেঁচে থাকতে পারে!

(৩) শিষ্যর প্রতি যীশু খ্রীষ্টের অপরিসীম ভালবাসার প্রকাশ: তিনি ডান হস্ত দিয়ে আমাকে স্পর্শ করলেন, পদ ১৭। তিনি তাঁকে স্পর্শ করলেন। তিনি তাঁর গৌরব ও মহিমার কারণে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি, বরং তিনি তাঁর প্রেরিতকেও তাঁর শক্তি দান করলেন, তিনি তাঁর প্রতি দয়াপূর্ণ স্বরে কথা বললেন।

[১] সান্ত্বনা ও উৎসাহব্যঞ্জক কথা: ভয় করো না। তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে সমস্ত গোলামিসুলভ ভীতি দূর করে দেওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।

[২] নির্দেশনামূলক কথা। বিশেষভাবে তিনি তাঁকে এই কথা বলছেন, যার কাছে তিনি স্বমহিমায় আবির্ভূত হয়েছেন। আর এখানে তিনি তাঁকে জানাচ্ছেন:-

প্রথমত, তাঁর স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য: আমি প্রথম ও শেষ।

দ্বিতীয়ত, তাঁর পূর্ববর্তী দুঃখভোগ: আমি মারা গিয়েছিলাম; এই কথা তিনি বলছেন সেই শিষ্যকেই, যিনি তাঁকে মানুষের পাপের জন্য ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছিলেন।

তৃতীয়ত, তাঁর পুনরুত্থান ও জীবন: "আমি জীবন্ত; আমি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত,

আমি মৃত্যুকে জয় করেছি এবং কবর উন্মোচন করেছি; আর আমি এক চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী।”

চতুর্থত, তাঁর পদমর্যাদা ও কর্তৃত্ব: মৃত্যু ও পাতালের চাবি আমার হাতে আছে, অদৃশ্য পৃথিবীর উপরে আমার সর্বময় কর্তৃত্ব রয়েছে। তিনি তা খুললে আর কেউ তা বন্ধ করতে পারে না, আবার তিনি বন্ধ করলে আর কেউ তা খুলতে পারে না। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে মৃত্যুর দরজা খুলতে পারেন এবং একইভাবে অনন্ত জীবনের পৃথিবী, অথবা সুখ বা দুঃখও তিনি উন্মোচন করতে পারেন। তিনিই সমস্ত কিছুর উপরে বিচারকর্তা, যাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কারও কাছে আপীল করা যায় না।

পঞ্চমত, তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা: তুমি যা যা দেখলে এবং যা যা আছে ও এর পরে যা যা হবে, সেসবই লিখে রাখবে।

ষষ্ঠত, সেই সাতটি তারার অর্থ: সেই সাতটি তারা ছিলেন সাতটি মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীগণ। আর সেই সাতটি প্রদীপ-আসন হচ্ছে সাতটি মণ্ডলী, যাদেরকে খ্রীষ্ট এখন প্রেরিত যোহনের মধ্য দিয়ে তাঁর সুনির্দিষ্ট ও যথোপযুক্ত বার্তা প্রেরণ করবেন।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ২

প্রেরিত যোহন বিগত অধ্যায়ে সেই সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন যা তিনি নিজে দেখেছিলেন। আর এখন তিনি লিখতে চলেছেন সেই সমস্ত বিষয়, যা তিনি ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে লিখছেন (প্রকাশিত বাক্য ১:১৯), আর তা হচ্ছে এশিয়ার সাতটি মণ্ডলীর বর্তমান অবস্থা, যার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং তিনি যাদের জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করতেন। তাঁকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি তাদের প্রত্যেকটি মণ্ডলীকে পৃথকভাবে তাদের বর্তমান অবস্থান ও পরিস্থিতি অনুসারে চিঠি লেখেন এবং প্রত্যেকটি চিঠি যেন সেই মণ্ডলীগুলোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বর্গদূতদেরকে সম্বোধন করে লেখা হয়। সেই সকল মণ্ডলীর পরিচর্যাকারী বা নিদেনপক্ষে পরিচর্যাকেই স্বর্গদূত বা দূত বলা হয়েছে, কারণ তারা ছিলেন মানুষের কাছে ঈশ্বরের দূত বা বার্তাবাহকস্বরূপ। এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই:-

ক. ইফিষ মণ্ডলীর কাছে পাঠানো বার্তা, পদ ১-৭।

খ. স্মূর্ণা মণ্ডলীর কাছে পাঠানো বার্তা, পদ ৮-১১।

গ. পর্গাম মণ্ডলীর কাছে পাঠানো বার্তা, পদ ১২-১৭।

ঘ. থুয়াতীরা মণ্ডলীর কাছে পাঠানো বার্তা, পদ ১৮-২৯।

প্রকাশিত বাক্য ২:১-৭ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. পত্রটির সম্বোধন, যেখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:

১. কাদের কাছে এই পত্রগুলোর মধ্যে প্রথমটি প্রেরণ করা হয়েছে: ইফিষীয় মণ্ডলীর কাছে, একটি বিখ্যাত মণ্ডলী যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রেরিত পৌল (প্রেরিত ১৯ অধ্যায়), এবং পরবর্তীতে যোহন সেই মণ্ডলীটির পরিচর্যা করেছিলেন এবং তাকে বৃদ্ধি দান করেছিলেন, যিনি সেখানে তাঁর জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছিলেন। আমরা সহজে নির্ধারণ করতে পারি না যে, তীমথি সেই মণ্ডলীর দূত ছিলেন কি না, কিংবা তিনিই সেই সেই মণ্ডলীর একক বিশপ বা পালক ছিলেন কি না সেই সময়ে। তবে যিনিই মণ্ডলীটির দূত থেকে থাকেন না কেন, তিনি অবশ্যই এক অসাধারণ চরিত্রের ও আত্মাবিশিষ্ট মানুষ ছিলেন, এবং স্বভাবতই তিনি অবশ্যই তাঁর লোকদের আত্মার উত্তম অবস্থার জন্য অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষী ছিলেন, যে কারণে তিনি অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য ছিলেন এবং তাঁকে সেই মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজের জন্য প্রশংসা করা হয়েছে।

২. লক্ষ্য করুন, কার কাছ থেকে এই পত্রটি ইফিষীয় মণ্ডলীতে প্রেরণ করা হল। এখানে আমরা সেই উপাধিগুলোর একটি দেখতে পাই যা যীশু খ্রীষ্ট প্রথম অধ্যায়ে যোহনের সামনে যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন সে সময় উল্লিখিত হয়েছিল: যিনি নিজের ডান হস্তে সেই সাতটি তারা ধারণ করেন, যিনি সেই সাতটি স্বর্ণময় প্রদীপ-আসনের মধ্যে যাতায়াত করেন, প্রকা ১:১৩,১৬। এই শিরোনামের দু'টি অংশ রয়েছে:-

(১) তিনি তাঁর ডান হাতে তারাগুলো ধারণ করছিলেন। খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীরা তাঁর বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষার অধীনে থাকেন। এটি ঈশ্বরের জন্য একটি সম্মানের বিষয় যে, তিনি তারাদের সংখ্যা জানেন, তাদেরকে তাদের নাম ধরে ডাকেন। আর এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য সম্মানের বিষয় যে, সুসমাচারের পরিচর্যাকারীরা, যারা মণ্ডলীর জন্য এক দারুন অনুগ্রহস্বরূপ যা পৃথিবীর জন্য তারার বয়ে আনা অনুগ্রহের চাইতেও অনেক মহান, তারা সকলেই তাঁর হাতের অধীনে রয়েছেন। তিনি তাদের সকল গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করে থাকেন। তিনি তাদেরকে জ্যোতিতে ও প্রতাপে পরিপূর্ণ করেন। তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন, নতুবা তারা খুব শীঘ্র পতিত তারা হয়ে যেত। তারা তাঁর হাতিয়ার এবং তারা সকলে সর্বোত্তমভাবে তাদের কাজ করেন যখন তারা তাঁর হাতের অধীনে থাকেন।

(২) তিনি স্বর্ণময় প্রদীপ-আসনের মধ্যে যাতায়াত করেন। এটি প্রকাশ করে মণ্ডলীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা, যেভাবে তিনি তাঁর অন্যান্য পরিচর্যাকারীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেন। খ্রীষ্ট সব সময় তাদের খুব কাছে উপস্থিত থাকেন এবং তিনি তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সময় কাটান। তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন এবং পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি তাদের সাথে থেকে আনন্দ পান, যেভাবে একজন মানুষ বাগানে হাঁটার মধ্য দিয়ে আনন্দ অনুভব করে। যদিও খ্রীষ্ট এখন স্বর্গে রয়েছেন, তথাপি তিনি পৃথিবীতে তাঁর মণ্ডলীগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটা চলা করছেন, তাদের মধ্যে কী কী ভুল ভ্রান্তি রয়েছে তা তিনি লক্ষ্য করছেন এবং তাদের কী কী অভাব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাও তিনি দেখছেন। এটি তাদের জন্য একটি দারুন উৎসাহের বিষয়, যারা মণ্ডলীগুলোর পরিচর্যার দায়িত্ব ভার নিয়েছেন, কারণ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাদেরকে তাঁর নিজ হাতের তালুতে সব সময়ের জন্য রেখেছেন।

খ. পত্রের বিষয়বস্তু, যেখানে অন্যান্য আর সকল পত্রের মতই আমরা দেখতে পাই:

১. খ্রীষ্ট এই মণ্ডলীকে, এর পরিচর্যাকারীদেরকে এবং সদস্যদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ও প্রশংসা করছেন, যা তিনি সব সময় তাদেরকে দিয়ে থাকেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি জানাতে চান যে, তিনি তাদের কাজ সম্পর্কে জানেন। আর সেই কারণে তাঁর প্রশংসা ও তিরস্কার উভয়ই সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি কোন লাভের আশায় বা স্বার্থের জন্য কথা বলেন না: তিনি জানেন তিনি কী বলছেন। এখন আমরা দেখি কীভাবে তিনি ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রশংসা করছেন:-

(১) তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালনের কারণে: আমি জানি তোমার কাজ সকল এবং তোমার পরিশ্রম ও ধৈর্য, পদ ২। এর মধ্য দিয়ে সম্ভবত নির্দিষ্টভাবে এই মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজের

প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে, যে কাজে এই মণ্ডলী ছিল নিরলস এবং অধ্যবসায়ী। মর্যাদাপূর্ণ হতে হলে অবশ্যই দায়িত্ব পালন করতে হবে। যারা খ্রীষ্টের হাতের তারা, তাদের অবশ্যই সব সময় গতিশীল হতে হবে, তাদের মধ্য থেকে অবশ্যই আলোর বিচ্ছুরণ ঘটতে হবে। তুমি আমার নামের জন্য ভার বহন করেছ, ক্লান্ত হও নি, পদ ৩। খ্রীষ্টের জন্য তাঁর দাসেরা যত সেবা কাজ করে থাকে, খ্রীষ্ট তাদের প্রতিটি কাজের প্রতি দিনের এবং প্রতি ঘণ্টার হিসাব রাখেন। তাই প্রভুতে তাদের পরিশ্রম বৃথা যাবে না।

(২) কষ্টের সময় তাদের ধৈর্য ধারণের জন্য: তোমার পরিশ্রম ও ধৈর্য, পদ ২। আমাদের অধ্যবসায়ী হওয়াটাই কেবল যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি আমাদেরকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে এবং খ্রীষ্টের উত্তম সৈনিক হওয়ার জন্য সকল প্রকার ভার বহন করার মত সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই মহা ধৈর্য ধারণের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ধৈর্য ব্যতীত কেউই উত্তম খ্রীষ্টিয় হতে পারে না। আমাদেরকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে, যেন আমরা মানুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে ও স্বর্গীয় কর্তৃত্বের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েও নিজেদেরকে স্থির রাখতে পারি। যখন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করবো, ঠিক তখনই আমরা তাঁর প্রতিজ্ঞার ফল লাভ করবো: ভার বহন করেছ, ক্লান্ত হও নি, পদ ৩। আমরা আমাদের পথে ও কাজে এ ধরনের সমস্যা ও বাধার সম্মুখীন হব যাতে করে আমরা আমাদের ধৈর্য ব্যবহার করে সহজে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি।

(৩) মন্দের বিরুদ্ধে তাদের উজ্জীবিত চেতনার জন্য: তুমি দুষ্টদেরকে সহ্য করতে পার না, পদ ২। এটি চমৎকারভাবে খ্রীষ্টিয় ধৈর্যের প্রকাশ ঘটায়, যা কখনোই পাপ সহ্য করার পরামর্শ দেয় না। যদিও আমাদের সকল মানুষের সাথে নম্র আচরণ করা প্রয়োজন, তথাপি আমাদের কখনোই তা করতে গিয়ে পাপের সাথে আপোষ করা উচিত হবে না। তাদের এই উৎসাহ ছিল আরও বেশি প্রশংসার যোগ্য, কারণ তা ছিল পূর্ববর্তী সময়ে মন্দ মানুষের ভণ্ডামি, মন্দ কাজ ও মন্দ শিক্ষার প্রলোভন থেকে সৃষ্ট এক সুনির্দিষ্ট জ্ঞানপূর্ণ উদ্দীপনা: নিজেদের প্রেরিত বললেও যারা প্রেরিত নয়, তাদেরকে পরীক্ষা করেছ ও মিথ্যাবাদী বলে জেনেছ। সত্যিকার উদ্দীপনা উদ্ভূত হয় সঠিক পথ বেছে নেওয়ার মধ্য দিয়ে; ক্লান্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত কেউই পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। অনেকে মণ্ডলীতে উঠবে যারা সাধারণ পরিচর্যাকারী নয়, বরং প্রেরিত বলে নিজেদেরকে দাবী করবে। তাদের এই দাবী পরীক্ষা করে প্রমাণিত হবে যে, তারা আসলে মিথ্যাবাদী এবং ভণ্ড। যারা কোন প্রকার পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে সত্যের সন্ধান করবে, তারা অবশ্যই সঠিক সত্য ও জ্ঞান লাভ করবে।

২. এই মণ্ডলীর প্রতি কৃত তিরস্কার: তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে, পদ ৪। যারা নিজেরা অত্যন্ত ভাল, তাদের মধ্যেও অনেক ধরনের বিচ্যুতি দেখা যায় এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট একজন নিরপেক্ষ প্রভু ও বিচারক হিসেবে এ দু'টোই লক্ষ্য করে থাকেন। যদিও তিনি প্রথমে দেখেন তাদের মধ্যে ভাল কী রয়েছে এবং তিনি সব সময়ই তা প্রথমে উল্লেখ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন; কিন্তু একই সাথে তিনি বিশ্বস্ততার সাথে তাদের ভুল ভ্রান্তির জন্য তিরস্কারও করেন। খ্রীষ্ট এই মণ্ডলীকে যে পাপের কারণে অভিযুক্ত করেছিলেন তা ছিল তাদের পবিত্র ভালবাসা এবং উৎসাহ থেকে সরে পড়া এবং তাতে ঢিলেমি দেখা

দেওয়া: তুমি তোমার প্রথম ভালবাসা পরিত্যাগ করেছ। সম্পূর্ণভাবে তা পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং তা থেকে দূরে সরে যাওয়া হয়েছে তা নয়, কিন্তু প্রথমে যেমন তীব্র আকারে তা দেখা গিয়েছিল তেমনটি আর নেই। লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) খ্রীষ্টের প্রতি, তথা পবিত্রতার প্রতি ও স্বর্গের প্রতি মানুষের প্রথম ভালবাসা স্বভাবগতভাবেই জীবন্ত ও উষ্ণ। ঈশ্বর ইস্রায়েলের নির্ভরতাপূর্ণ ভালবাসা স্মরণ করেছিলেন, যখন তিনি তাকে তাঁর ইচ্ছানুসারে যে কোন স্থানে নিয়ে যেতেন।

(২) এই জীবন্ত ও উষ্ণ ভালবাসা হয়ে যেতে পারে নির্জীব ও শীতল, যদি এর প্রতি যথাযথ যত্ন করা না হয় এবং অধ্যবসায়ের সাথে তা সব সময় চর্চার মধ্যে রাখা না হয়।

(৩) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কারণে দুঃখবোধ করেন ও অসন্তুষ্ট হন, যখন তিনি তাদেরকে ভ্রান্তির মাঝে বাস করতে দেখেন ও ক্রমাগতভাবে তাঁর প্রতি শীতল আচরণ করতে দেখেন। তখন তিনি কোন না কোন উপায়ে তাদেরকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করেন যে, তিনি তাদের কাছ থেকে সঠিক আচরণ পাচ্ছেন না।

৩. খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাদের প্রতি প্রদত্ত পরামর্শ এবং নির্দেশনা: *অতএব স্মরণ কর, কোথা থেকে পতিত হয়েছ; মন ফিরাও ও প্রথম কর্মসকল সম্পন্ন কর*।

(১) যারা তাদের প্রথম ভালবাসা হারিয়ে ফেলেছে তাদেরকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে, কোথা থেকে তারা পতিত হয়েছে; তাদেরকে অবশ্যই তাদের বর্তমান অবস্থার সাথে তাদের পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনা করতে হবে এবং এ কথাও বিবেচনা করতে হবে যে, তারা কতটা শান্তি, শক্তি, পবিত্রতা ও সন্তুষ্টি হারিয়েছে তাদের প্রথম ভালবাসা ত্যাগ করার কারণে। কত না সাচ্ছন্দ্যের সাথে তারা রাতে ঘুমোতে যেতে পারতো, কত না আনন্দ নিয়ে তারা সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারতো, কত না চমৎকারভাবে তারা তাদের সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করতে পারত এবং কত না নিশ্চিতভাবে তারা সমস্ত স্বর্গীয় বিধানের আনুকূল্য উপভোগ করতে পারত; কত না সহজে তারা মৃত্যুকে গ্রহণ করে নিতে পারত এবং তাদের স্বর্গের আশা ও আকাঙ্ক্ষা আরও কত না বেশি শক্তিশালী হতে পারত।

(২) তাদেরকে অবশ্যই অনুশোচনা করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই অন্তর থেকে নিজ নিজ পাপপূর্ণ আচরণের জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত হতে হবে। তাদের অবশ্যই নিজেদেরকে অভিযুক্ত করতে হবে এবং এর জন্য লজ্জিত হতে হবে। তাদেরকে প্রথমেই তাদের সমস্ত পাপ ও অপরাধ নিঃসঙ্কোচে ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্বীকার করতে হবে এবং নিজেদেরকেই এর জন্য অভিযুক্ত করতে হবে।

(৩) তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রথম কাজে আবার ফিরে যেতে হবে এবং তা সম্পন্ন করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই তা আগের মত করে আবারও শুরু করতে হবে, ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে, যে পর্যন্ত না সেই স্থানটি আসে যেখানে গিয়ে তারা ভুল করেছিল। তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রথম উৎসাহ উদ্দীপনা, যত্নশীলতা ও আন্তরিকতা ফিরিয়ে আনতে হবে ও তাতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই

একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করতে হবে এবং সেই সাথে ঐকান্তিকভাবে সতর্ক থাকতে হবে, যা তাদের প্রথম জীবনে ঈশ্বরের সাথে পথ চলার সময় দেখা গিয়েছিল।

৪. এই উত্তম পরামর্শটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে:

(১) এক মারাত্মক হুমকির মাধ্যমে, যদি তা অবজ্ঞা করা হয়: যদি মন না ফিরাও, তবে আমি তোমার কাছে আসবো ও তোমার প্রদীপ-আসন স্বস্থান থেকে দূর করে দেব। যদি খ্রীষ্টের আত্মা ও অনুগ্রহের উপস্থিতি লাভের জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষী হই, তবে তাঁর অসন্তুষ্টির উপস্থিতির জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। তিনি অনুতাপবিহীন মণ্ডলীর ও পাপীদের কাছে কাছে বিচারের মধ্য দিয়ে আসবেন এবং তা হবে আকস্মিক ও বিস্ময়কর। তিনি তাদেরকে মণ্ডলী বহির্ভূত করবেন এবং তার কাছ থেকে তাঁর সুসমাচার, তাঁর পরিচর্যাকারীদের এবং তাদের জন্য তাঁর সকল বিধান কেড়ে নেবেন। মণ্ডলী কী করবে বা তার স্বর্গদূতরই বা কী হবে, যদি সেই মণ্ডলী থেকে সুসমাচার নিয়ে যাওয়া হয়?

(২) তাদের ভেতরে তখন পর্যন্ত যে উত্তম বিষয়গুলো অবশিষ্ট ছিল সেসবের উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে উৎসাহ দান করা হল: কিন্তু একটি গুণ তোমার আছে; আমি যে নীকলায়তীয়দের কাজ ঘৃণা করি, তা তুমিও ঘৃণা করছো, পদ ৬। "তোমার জন্য মঙ্গলজনক যে ভালবাসা আমি দান করেছিলাম তা যদিও তুমি অবজ্ঞা করেছ, তথাপি যা মন্দ তাকে তুমি প্রতিহত করেছ, বিশেষ করে যা তোমার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক।" নীকলায়তীয়রা ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় দল, যারা খ্রীষ্টিয় ধর্মের আশ্রয়ে থেকে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো। তাদের শিক্ষা ও মতবাদ ছিল ঘৃণিত এবং তারা ঘৃণ্য কাজকর্মের জন্য যীশু খ্রীষ্ট ও সকল খ্রীষ্টানদের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছীকৃত ছিল। ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি কৃত প্রশংসায় এ কথা বলা হয়েছে যে, সেই সমস্ত মন্দ শিক্ষা ও কর্মকাণ্ডের প্রতি তাদের এক ধার্মিক ঘৃণা ও অবজ্ঞা বিদ্যমান ছিল। সত্য ও মিথ্যা, ভাল ও মন্দের বিভেদকারী আত্মার প্রতি গুরুত্বহীনতা, যাকে বলা যেতে পারে দয়া এবং নম্রতা, কিন্তু তা খ্রীষ্টের কাছে তা মোটেও সন্তোষজনক নয়। আমাদের পরিত্রাণকর্তা তাঁর মারাত্মক সাবধান বাণীর সাথে এ ধরনের সদয় প্রশংসা যুক্ত করেছেন, যা আমাদের প্রতি তাঁর পরামর্শকে আরও কার্যকর করে তোলে।

গ. আমরা পত্রটির শেষ ভাগে এসে পৌঁছেছি, যেখানে আমরা দেখতে পাই:

১. মনোযোগী হওয়ার জন্য আহ্বান: যার কান আছে, সে শুনুক, পবিত্র আত্মা সমস্ত মণ্ডলীকে কী বলছেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:

(১) পবিত্র শাস্ত্রে কী লেখা আছে তা ঈশ্বরের আত্মা কর্তৃক কথিত হচ্ছে।

(২) একটি মণ্ডলীকে যা বলা হচ্ছে তা সকল স্থানের সকল কালের মণ্ডলীর জন্য প্রযোজ্য।

(৩) ঈশ্বরের বাক্যে কর্ণপাত না করে অন্য কোন কিছু শোনায় ব্যস্ত থাকা আমাদের জন্য অনুচিত। আমরা যদি তাঁর বাক্যে মনোযোগী না হই, তাহলে আমাদের জীবনে তাঁর মহান উদ্দেশ্যকে আমরা ব্যাহত করি। যারা এখন ঈশ্বরের আহ্বান শুনতে পায় না, তারা এক

সময় এই আফসোস করবে যে, তারা যদি এই কান দিয়ে জীবনে কোন কিছুই না শুনতো, সেটাই তাদের জন্য ভাল ছিল।

২. যারা বিজয়ী হবে তাদের প্রতি এক মহা দয়ার প্রতিজ্ঞা: খ্রীষ্টিয় জীবন হচ্ছে পাপ, শয়তান, পৃথিবী ও মাংসিকতার সাথে সার্বক্ষণিক যুদ্ধ করা। আমাদের জন্য শুধু এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং এর সাথে আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে। আমাদের আত্মিক শত্রুদেরকে কখনোই আমাদের উপরে জয়ী হতে দেওয়া যাবে না, বরং সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে লড়াই করে যেতে হবে যে পর্যন্ত না আমরা বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হই, যেভাবে সমস্ত পরিত্রাণপ্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ানরা করে থাকে। এই যুদ্ধ এবং বিজয় আমাদের জন্য এক মহান প্রাপ্তি ও পুরস্কার বয়ে নিয়ে আসবে। এখানে বিজয়ীদেরকে যে প্রতিজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে তা হল, তারা সেই জীবন বৃক্ষের ফল খেতে পারবে, যা ঈশ্বরের স্বর্গীয় বাগানের মাঝখানে রয়েছে। তারা সেই মহা পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হতে পারবে এবং তারা এর নিশ্চয়তা পেয়েছে, যা আদমও পেতে পারতেন যদি তিনি তাঁর পরীক্ষায় সঠিকভাবে উত্তীর্ণ হতেন। তিনি তাহলে সেই গাছের ফল খেতে পারতেন যা স্বর্গীয় আদন বাগানের মাঝখানে রোপিত রয়েছে, আর তাঁর এই পবিত্র ও সুখী জীবন-যাপনই হতে পারতো তাঁর নিশ্চয়তার আনুষ্ঠানিক চিহ্ন। এই কারণে যারা যারা তাদের খ্রীষ্টিয় পরীক্ষা ও যুদ্ধে রক্ষা পাবে তারা খ্রীষ্টের কাছে আনীত হবে, তারা জীবন-বৃক্ষের ফল ভোজন করতে সক্ষম হবে, ঈশ্বরের আদন বাগানে পবিত্রতা ও শক্তির সাথে বসবাসের নিশ্চয়তা ও পরিপূর্ণতা লাভ করবে; তবে তা পার্থিব আদন বাগান নয়, বরং স্বর্গীয় আদন বাগান (প্রকাশিত বাক্য ২২:১,২)।

প্রকাশিত বাক্য ২:৮-১১ পদ

এখন আমরা দ্বিতীয় পত্রটিতে উপনীত হয়েছি, যা এশিয়ার আরেকটি মণ্ডলীতে পাঠানো হয়েছিল। লক্ষ্য করুন:-

ক. ভূমিকা বা সম্বোধন ও নামস্বাক্ষর:

১. সম্বোধন, যা প্রকাশ করে কার প্রতি এই পত্রটি প্রত্যক্ষভাবে রচিত হয়েছে: স্মুর্ণাস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতকে এই কথা লেখ। স্মুর্ণা আমাদের সময়কার ব্যবসায়ীদের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি স্থান, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সম্পদশালী নগরী, সম্ভবত প্রাচীন বিখ্যাত সাতটি নগরীর মধ্যে একমাত্র নগরী, যেটি আজও সেই পুরানো নামেই পরিচিত রয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রসার কারণে এই নগরীতে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী এখন ততটা শক্তিশালী ও উল্লেখযোগ্য অবস্থানে নেই।

২. নামস্বাক্ষর, যেখানে আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এক গৌরবমণ্ডিত উপাধি আমরা দেখতে পাই: *যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মরেছিলেন এবং জীবিত হলেন;* যা উদ্ধৃত করা হয়েছে প্রকা ১:১৭,১৮ পদ থেকে।

(১) যীশু খ্রীষ্ট হলেন প্রথম ও শেষ। সামান্য কিছু সময়ের জন্য আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণকর্তাই সকলের মধ্যে প্রথম ও শেষ। তিনিই প্রথম, কারণ তাঁর দ্বারাই সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি সমস্ত কিছুর অস্তিত্বের পূর্বে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং তিনি নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। তিনিই শেষ, কারণ সমস্ত কিছুই তাঁর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তিনিই সমস্ত কিছুর বিচারকর্তা। এটি নিঃসন্দেহে একটি সম্মানজনক উপাধি – *প্রথম ও শেষ*। এটি এমন এক ব্যক্তিত্বের উপাধি, যিনি ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে এক অপরিবর্তনীয় মধ্যস্থতাকারী, যীশু, যিনি গতকাল যেমন ছিলেন আজও তেমনি আছেন এবং চিরকাল তেমনি থাকবেন। তিনি ছিলেন প্রথম, কারণ তাঁর মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের যুগে মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল; আর তিনিই শেষ, কারণ তাঁরই মধ্য দিয়ে চূড়ার পাথর সামনে নিয়ে আসা হবে এবং তা কালের শেষ সময়ে স্থাপন করা হবে।

(২) তিনি মরেছিলেন ও জীবিত হয়েছেন। তিনি মারা গিয়েছিলেন, তিনি আমাদের পাপ মোচনের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন; তিনি জীবিত হয়েছেন, কারণ তিনি আমাদের ধার্মিক গণিত করার জন্য পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং তিনি চিরকাল আমাদের মধ্যস্থতা করার জন্য জীবিত থাকবেন। তিনি মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন, আর এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের জন্য পরিত্রাণ ক্রয় করে নিয়ে এসেছেন; তিনি জীবিত হয়েছেন এবং এই জীবনের দ্বারা তিনি আমাদের জন্য ক্রীত পরিত্রাণ কার্যকর করেছেন। আর আমরা যখন শত্রু ছিলাম, আমরা তাঁর মৃত্যুতে একত্রিত হয়েছিলাম, যত বেশি আমরা একত্রিত হয়েছিলাম ততই আমরা তাঁর জীবনের কারণে পরিত্রাণ পেয়েছিলাম। প্রত্যেকটি প্রভুর ভোজের দিনে আমরা তাঁর মৃত্যুকে স্মরণ করি; প্রভুর দিনে ও বিশ্রামবারে স্মরণ করি তাঁর পুনরুত্থান ও জীবন।

খ. স্মুর্ণা মণ্ডলীর কাছে লিখিত পত্রের বিষয়বস্তু, যা খ্রীষ্টের সার্বজনীন কর্তৃত্ব ঘোষণার পর এবং সকল মানুষের কাজের উপরে ও বিশেষ করে তাঁর মণ্ডলীর উপরে তাঁর যে যথার্থ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তা জ্ঞাত করার পর উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক এখানে যে সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন:-

১. তারা তাদের আত্মিক অবস্থার যে উন্নতি সাধন করেছে। এই অংশটি সংক্ষিপ্ত একটি মন্তব্যের আদলে এসেছে, তারপরও তা অত্যন্ত অর্থবহ: *তথাপি তুমি ধনবান* (পদ ১০); পার্থিব বিষয়ে তুমি দরিদ্র, কিন্তু আত্মিক বিষয়ে ধনী – আত্মায় দুর্বল, কিন্তু অনুগ্রহে সম্পদশালী। তাদের আত্মিক সম্পদসমূহ তাদের বাহ্যিক পার্থিব দারিদ্রতার অন্তরালেই ছিল। অনেকেই আছে যারা পার্থিব বিষয় সম্পদে ধনী হলেও আত্মিক দিক থেকে দরিদ্র। এমনটা ছিল লায়দিকেয়া মণ্ডলীর অবস্থা। অনেকে বাহ্যিকভাবে দরিদ্র হলেও অন্তরে ধনী, বিশ্বাসে ও উত্তম কাজে ধনী, সুযোগ লাভে ধনী, বন্ধনে ও দানের ক্ষেত্রে ধনী, আশায় ধনী, পুনরুজ্জীবন লাভে ধনী। আত্মিক ধন সাধারণত মহা অধ্যবসায়ের পুরস্কার; *অধ্যবসায়ী হাত ধন সঞ্চয় করে*। যেখানে প্রচুর পরিমাণে আত্মিকতা রয়েছে, সেখানে পার্থিব দারিদ্রের জন্ম হতেই পারে। যখন ঈশ্বরের লোকেরা যীশু খ্রীষ্টের কারণে ও তাদের উত্তম বিবেকের কারণে পৃথিবীতে দারিদ্রের মুখোমুখি হন, তখন তিনি তাদের সকলকে আত্মিক সম্পদে পূর্ণ

করে দেন, যা আরও বেশি সন্তোষজনক এবং স্থায়ী।

২. তাদের কষ্টভোগ: *আমি জানি তোমার ক্লেশ ও দীনতা* – তারা যে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, যার কারণে তাদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যে যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বস্ত থাকবে তাকে অবশ্যই নানা ধরনের নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের সকলের দুঃখ ও কষ্টভোগের প্রতি নজর রাখেন। তাদের সমস্ত যন্ত্রণা ও পীড়নের কারণে তিনিও যন্ত্রনায় ভোগেন ও পীড়িত হন এবং তাঁর লোকদেরকে যারা কষ্ট দেয় তাদেরকে তিনি শাস্তি দেন, কিন্তু তাঁর লোকদেরকে তিনি তাঁর সাথে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দেন।

৩. তিনি তাদের শত্রুদের দুষ্টতা এবং ভণ্ডামি জানেন: নিজেদের যিহূদী বললেও যারা যিহূদী নয়, কিন্তু শয়তানের সমাজ, তাদের ধর্ম-নিন্দাও আমি জানি। এর অর্থ হচ্ছে, যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের নিয়মের অধীন একমাত্র জাতি বলে মনে করে, যেমন যিহূদীরা নিজেদেরকে নিয়ে গর্ব করতো, এমন কি ঈশ্বর তাদেরকে পরিত্যাগ করার পরও; কিংবা যিহূদী রীতি-নীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলোকে আঁকড়ে ধরে পালন করতো, যা শুধু যে সময়ের জন্য অনুপযোগী ছিল তা নয়, সেই সাথে তা বাতিলও করা হয়েছিল; এরা সকলে বলতে পারে যে, তারাই এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের একমাত্র মণ্ডলী, কিন্তু তারা সুস্পষ্টভাবে *শয়তানের সমাজ*। লক্ষ্য করুন:

(১) যেহেতু এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের একটি মণ্ডলী রয়েছে, যা ঈশ্বরের আত্মিক ইস্রায়েল, সেহেতু শয়তানেরও একটি সমাজ এখানে রয়েছে। যে সমস্ত সমাবেশ সুসমাচারের সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং যা মারাত্মক ভ্রান্তির পথে ধাবিত করে ও ধ্বংস ডেকে আনে; যারা সুসমাচার ভিত্তিক উপাসনার পবিত্রতা ও আত্মিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং এর মধ্য দিয়ে তারা মানুষের মাঝে অসার রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন ঘটায়, যা কখনোই ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবেশ করতে পারে না। এর সবই হল শয়তানের সমাজ: সে তাদের সভাপতিত্ব করে, সে তাদের মাঝে কাজ করে, তার স্বার্থ তাদের মধ্য দিয়ে রক্ষা হায় এবং সে তাদের কাছ থেকে কুৎসিত শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করে।

(২) শয়তানের সমাজ যখন নিজেদেরকে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মণ্ডলী বলে দাবী করতে শুরু করে, তখন এর চেয়ে বড় ঈশ্বরনিন্দা আর কিছু হতে পারে না। ঈশ্বর প্রচণ্ডভাবে অসম্মানিত হন, যখন তাঁর নাম ব্যবহার করে শয়তানের স্বার্থসিদ্ধি করা হয়। তিনি এই ধরনের ঈশ্বরনিন্দাকে দারুনভাবে ঘৃণা করেন এবং যারা এই কাজ করবে তাদের কাছ থেকে তিনি ন্যায্যভাবে প্রতিফল আদায় করবেন।

৪. তিনি তাঁর লোকদের ভবিষ্যতের পরীক্ষার কথা আগে থেকেই জানেন এবং তিনি তাদেরকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য ও এর মুখোমুখি হওয়ার জন্য আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছেন।

(১) তিনি তাদেরকে ভবিষ্যতের পরীক্ষা সম্পর্কে আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছেন:

তোমাদের পরীক্ষার জন্য শয়তান তোমাদের কাউকে কাউকেও কারাগারে নিক্ষেপ করতে উদ্যত আছে, তাতে দশ দিন পর্যন্ত তোমাদের ক্লেশ হবে, পদ ১০। ঈশ্বরের লোকদেরকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে প্রায়শই কষ্টভোগ করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে রাখতে হবে এবং তাদের এই সকল যন্ত্রণা ও পীড়ন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তারা এর আগে তাদের নির্যাতন ও পীড়নের কারণে নিঃস্ব হয়েছে, আর এখন তাদেরকে ধরে বন্দী করা হবে। লক্ষ্য করে দেখুন, শয়তান তার হাতিয়ার, অর্থাৎ মন্দ মানুষদেরকে ঈশ্বরের লোকদের প্রতি অত্যাচার নির্যাতন করার জন্য ব্যবহার করে থাকে। অত্যাচারী এবং নির্যাতনকারীরা হচ্ছে শয়তানের হাতিয়ার, যদিও তারা তাদের নিজেদের পাপপূর্ণ অভিলাষ পূর্ণ করে থাকে এবং তারা জানতেও পারে না যে, তারা এভাবে শয়তানের আক্রোশের বশবর্তী হয়ে তারই হাতে চালিত হচ্ছে।

(২) খ্রীষ্ট তাদেরকে সকল আসন্ন বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

[১] তাঁর পরামর্শের মধ্য দিয়ে: *তোমাকে যেসব দুঃখ ভোগ করতে হবে, তাতে ভয় করো না*। এটি কেবল মাত্র একটি সাধারণ আদেশ বা নির্দেশমূলক বাক্য নয়, কিংবা অযথা ভয় করা থেকে বিরত থাকার আদেশ নয়, বরং তাদের আত্মাকে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে স্থির হয়ে থাকার মত উৎসাহ ও শক্তি দানকারী বাক্য।

[২] তাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণাকে কীভাবে প্রশমিত করা হবে ও সীমিত করা হবে তা দেখানোর মধ্য দিয়ে।

প্রথমত, তাদের মধ্যে সকলেই যন্ত্রণা ভোগ করবে না। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে বন্দী হতে হবে, সকলকে নয়। যারা এই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম এবং অবশিষ্টরা যাদেরকে উপশম ও সান্ত্বনা দানের জন্য আগ্রহী তাদেরকেই কেবল এই ভাগ্য বরণ করতে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদেরকে চিরকালের জন্য এই শাস্তি বা নির্যাতন ভোগ করতে হবে, না বরং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য: *দশ দিন পর্যন্ত তোমাদের ক্লেশ হবে*। এটি কোন চিরস্থায়ী যন্ত্রণাভোগ নয়, মনোনীতের জন্য সময় সংক্ষিপ্ত করে ফেলা হবে।

তৃতীয়ত, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে পরীক্ষা করা, তাদেরকে ধ্বংস করা নয়, বরং যেন তাদের বিশ্বাস, ধৈর্য ও সাহস প্রমাণিত হতে পারে এবং তারা গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হতে পারে।

[৩] তাদের এই বিশ্বস্ততার জন্য যে গৌরবময় পুরস্কার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হল এবং প্রতিজ্ঞা করা হল: *তুমি মরণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাক, তাতে আমি তোমাকে জীবন-মুকুট দেব*। এখানে লক্ষ্য করুন:-

প্রথমত, পুরস্কার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা: *আমি তোমাকে জীবন-মুকুট দেব*। তিনি যা করতে

সক্ষম ঠিক সেটাই তিনি বলেছেন; এবং তিনি যা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন তা তিনি অবশ্যই করেন। তারা তাঁর নিজ হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবে এবং তাদের কোন শত্রুই তাদের হাত থেকে তা কেড়ে নিতে পারবে না, কিংবা তাদের মাথা থেকে তা খুলে নিতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, পুরস্কারের যথোপযুক্ততা:

১. একটি মুকুট: যা তাদের দারিদ্র, তাদের বিশ্বস্ততা ও তাদের কষ্টভোগের পুরস্কার হিসেবে দান করা হবে।

২. একটি জীবন-মুকুট: তাদেরকে এটি পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে, যারা এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকবে, যারা আমরণ তাদের বিশ্বস্ততায় স্থির থাকবে এবং যারা তাদের জীবন দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখবে। কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ করতে করতে যদি নিজের জীবন উৎসর্গ করে কিংবা তাঁর জন্য নিজের প্রাণ বিপণ্ন করে, তাহলে তাকে ভিন্ন ও নতুন এক জীবন দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে এবং সেই জীবন হবে অনন্ত জীবন।

গ. বার্তাটির শেষ অংশ, যেখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের প্রতি, সমগ্র পৃথিবীর প্রতি একটি আহ্বান; খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীদেরকে কীভাবে প্রশংসা করছেন, কীভাবে তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কীভাবে তাদের বিশ্বস্ততার পুরস্কার দিচ্ছেন তা শোনার জন্য বিশেষ আহ্বান। ঈশ্বরের নিজের লোকদের প্রতি তাঁর আচরণের প্রতি দৃষ্টি দিতে সকলকে আহ্বান জানানো হচ্ছে; সমগ্র পৃথিবী এখান থেকে নির্দেশনা ও প্রজ্ঞা লাভ করতে পারে।

২. বিজয়ী খ্রীষ্টানদের প্রতি এক অনুগ্রহপূর্ণ প্রতিজ্ঞা: *যে জয় করে, দ্বিতীয় মৃত্যু তার অনিষ্ট করবে না,* পদ ১১। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) প্রথম মৃত্যুতেই শেষ নয়, বরং দ্বিতীয় আরেকটি মৃত্যুও রয়েছে, যে মৃত্যু ঘটে শারীরিক মৃত্যুর পর।

(২) এই দ্বিতীয় মৃত্যুটি প্রথম মৃত্যুর তুলনায় বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর, একাধারে মৃত্যু যন্ত্রণা, সাংঘাতিক আতঙ্ক (যা আত্মার আর্তস্বর প্রকাশ করে, যেখানে তার জন্য কোন সহায় থাকে না) এবং এর দীর্ঘ স্থায়িত্বের কারণে। এই মৃত্যু হচ্ছে অনন্তকালীন মৃত্যু, কাজেই এই মৃত্যুকে বরণ করার অর্থ হচ্ছে চিরকালের জন্য মারা যাওয়া। যারা এই মৃত্যুতে পতিত হয় তাদের পরিণতি নিদারুন কষ্টকর।

(৩) এই যন্ত্রণাময় ও ধ্বংসাত্মক মৃত্যু থেকে খ্রীষ্ট তাঁর সকল বিশ্বস্ত দাসকে রক্ষা করবেন। যারা প্রথম পুনরুত্থানের অংশীদার হয়েছে তাদের উপরে আর দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। প্রথম মৃত্যু তাদের কোন ক্ষতি করবে না এবং দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন ক্ষমতা তাদের উপর থাকবে না।

প্রকাশিত বাক্য ২:১২-১৭ পদ

এখানেও আমাদেরকে প্রায় একই ধরনের বিষয় বিবেচনা করতে হবে:-

ক. পত্রটির শিরোনাম।

১. কার কাছে এই পত্রটি পাঠানো হচ্ছিল: পর্গামে অবস্থিত মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে। এই শহরটি সম্ভবত প্রাচীন ট্রয় শহরের ধ্বংসাবশেষের উপরে নির্মিত হয়েছিল, তবে তা নিশ্চিত নয়। এই স্থানে খ্রীষ্ট সুসমাচারের একটি মণ্ডলীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তা গঠন করেছিলেন। আর তিনি তা করেছিলেন সুসমাচার প্রচার করার মধ্য দিয়ে এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা তাঁর বাক্যকে কার্যকরী করে তোলার মধ্য দিয়ে।

২. কে পর্গামে এই বার্তা প্রেরণ করছেন: স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট, যিনি নিজেকে তীক্ষ্ণ দ্বিধার ছোরা ধারণকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন (প্রকাশিত বাক্য ১:১৬), যার মুখ থেকে তীক্ষ্ণ দ্বিধার ছোরা নির্গত হচ্ছে। অনেকে লক্ষ্য করেছেন যে, বিভিন্ন পত্রাবলীতে খ্রীষ্টের যে সকল বিভিন্ন উপাধির উল্লেখ করা হয়েছে তা সকল ক্ষেত্রেই তৎকালীন মণ্ডলীসমূহের বিশেষ পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমনটা দেখা যায় ইফিষীয় পত্রের ক্ষেত্রে, কারণ একটি ঝিমিয়ে পড়া ও পিছিয়ে পড়া মণ্ডলী যদি খ্রীষ্ট সম্পর্কে এমন কথা শোনে যে, তিনি তাঁর হাতে তারকারাজি ধরে রেখেছেন এবং স্বর্ণের প্রদীপ-আসনের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করছেন, তাহলে তাদেরকে জাগিয়ে তোলার ও পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য এর চাইতে উপযুক্ত কথা আর কী হতে পারে? পর্গামে অবস্থিত মণ্ডলী আক্রান্ত হয়েছিল দূষিত মানসিকতার লোকদের দ্বারা, যারা মণ্ডলীর সাধারণ বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ও আচরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। খ্রীষ্ট তাঁর বাক্যের ছোরা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াবেন এবং তাঁর এই দ্বিধার ছোরা দিয়ে তিনি তাদের পদমর্যাদা কেড়ে নেবেন।

(১) ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে একটি তলোয়ার; এটি এমন একটি অস্ত্র যা হতে পারে একাধারে রক্ষণাত্মক এবং আক্রমণাত্মক। এটি ঈশ্বরের হাতে যখন থাকে, তখন তা পাপ ও পা যীশুর উভয়কে ধ্বংস করতে পারে।

(২) এটি একটি তীক্ষ্ণ ও ধারালো তলোয়ার। এমন কোন কঠিন হৃদয় নেই যা এই ছোরা কাটতে পারে না। এই ছোরা আত্মা ও অন্তরকে বিভক্ত করে ফেলে, অর্থাৎ আত্মার মাঝে যে সমস্ত পাপ ও মন্দ স্বভাব বাসা বাঁধে সেগুলোকে ছেটে ফেলে এবং নতুন আত্মার রূপ দান করে।

(৩) এটি একটি দ্বিধার বিশিষ্ট তলোয়ার, যার ফলার দু'পাশই ধারালো; তা যে কোন পাশে স্পর্শ করা মাত্রই কেটে ফেলে। এর ফলার একটি পাশ হচ্ছে প্রভুর সকল আদেশ অমান্যকারীদের প্রতি ন্যায় বিচারস্বরূপ এবং অপর পাশটি হচ্ছে সুসমাচারের প্রত্যাদেশের প্রতি অবজ্ঞাকারীদের প্রতি স্বর্গীয় আঘাত। ছোরার একটি পাশ আহত করে এবং অপর পাশটি সেই আহত স্থানকে উপশম দান করে। এই দ্বিধার ছোরা থেকে রেহাই পাওয়ার

কোন উপায় নেই। যদি আপনি এর ডান পাশে সরে যান, সে পাশেও একটি ধারালো ফলা রয়েছে; যদি আপনি বাম পাশে সরে যান, তাহলে আপনি সে পাশেও ছোরা নিচে পড়বেন; এই ছোরার আওতা প্রতিটি দিকে বিস্তৃত রয়েছে।

খ. শিরোনামের পর আমরা পত্রের মূল বিষয়বস্তুর দিকে অগ্রসর হতে পারি, যেখানে পূর্ববর্তী পত্রগুলোর মত করে একইভাবে বক্তব্য দান করা হয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. এই মণ্ডলী কী ধরনের পরীক্ষা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে তা খ্রীষ্ট লক্ষ্য করেছেন: *আমি জানি, তুমি কোথায় বাস করছো,* পদ ১৩। ঈশ্বরের দাসদের কাজ সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশিত হয় যখন তারা এমন পরিস্থিতির মাঝে বসবাস করেন যেখানে তাদের সেই দায়িত্ব পালন করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এখন আমাদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় যে, এই মণ্ডলী যে স্থানে স্থাপিত হয়েছিল তা ছিল সেই স্থান, সেখানে শয়তানের সিংহাসন রয়েছে। এ কারণে এর পরিচর্যা কাজ আরও বেশি প্রশংসার যোগ্য ছিল। আমাদের মহান প্রভু যেমন লক্ষ্য করে থাকেন আমরা যেখানে বাস করি সেখানে আমাদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ও দায়বদ্ধতা অনুসারে আমরা কতটুকু দায়িত্ব পালন করছি, ঠিক সেভাবে তিনি লক্ষ্য করেন সেখান থেকে আমরা কী ধরনের পরীক্ষা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হই এবং তিনি এর জন্য আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে অনুগ্রহ দান করে থাকেন। যেখানে শয়তানের সিংহাসন ছিল এবং যেখানে তার সভা বসতো, সেখানেই এই মণ্ডলীর লোকেরা বাস করতো। তার পদচারণা সারা পৃথিবী জুড়েই রয়েছে। তার আসন এমন এমন স্থানে রয়েছে যা মন্দতা, ভ্রান্তি ও নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাত। অনেকের মতে এই শহরে যে রোমীয় গভর্নর শাসনকর্তা হিসেবে ছিলেন, তিনি ছিলেন খ্রীষ্টানদের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একজন শত্রু; আর খ্রীষ্টানদের প্রতি নির্যাতনের কেন্দ্রস্থলই শয়তানের মূল আসন।

২. তিনি তাদের দৃঢ়তার প্রশংসা করেছেন: *তুমি আমার নাম দৃঢ়রূপে ধারণ করছো, আমাতে তোমার বিশ্বাস অস্বীকার কর নি*। এই দু'টি অংশ অনেকটা একই ভাবার্থে প্রকাশিত হয়েছে। তবে প্রথমটি সম্ভবত প্রভাবের কথা বোঝায় এবং দ্বিতীয় অংশটি বোঝায় এর কারণ বা মাধ্যমের কথা।

(১) "তুমি আমার নাম দৃঢ়রূপে ধারণ করছো; আমার সাথে তোমার সম্পর্ক স্বীকার করতে তুমি লজ্জাবোধ কর নি, বরং আমার নামের সাথে তোমার নাম উচ্চারিত হয়েছে বলে তুমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছ। যেভাবে স্ত্রী তার স্বামীর নাম বহন করে, সেভাবে তুমি আমার নাম বহন করেছ। এর মধ্য দিয়ে তুমি তোমার নিজ সম্মান ও অধিকার অর্জন করে নিয়েছ।"

(২) "তোমাকে যা এমন বিশ্বস্ত করে তুলেছে তা হচ্ছে বিশ্বাসের অনুগ্রহ। তুমি সুসমাচারের মহান শিক্ষা ও এর সত্যকে অস্বীকার কর নি, কিংবা খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস থেকেও বিচ্যুত হও নি। আর এরই মধ্য দিয়ে তুমি সব সময় বিশ্বস্ত থেকেছিলে।"

আমাদের বিশ্বাস আমাদের বিশ্বস্ততার উপরে বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করে। যে সমস্ত লোকেরা খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাস অস্বীকার করে তারা হয়তো অনেক সময় ঈশ্বরের প্রতি ও তাদের বিবেকের প্রতি তাদের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার জন্য গর্ববোধ করতে পারে; কিন্তু এ কথা তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেলে আর কোন বিষয়ে বিশ্বস্ত হলেও তার কোন মূল্য থাকে না। মানুষের বিশ্বাস যখন ভেঙ্গে যায়, তখন তাদের সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশ্বস্ততাও ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। আমাদের গৌরবময় প্রভু যীশু এই মণ্ডলীকে যে অবস্থানে দেখেছিলেন তাতে করে তিনি তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে আরও বেশি শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছিলেন। এমন কি তারা সেই দিনেও নিজেদেকে দৃঢ় রেখেছিল, যখন তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোক আন্তিপা নিহত হয়েছিলেন। এই ব্যক্তি কে ছিলেন এবং তার নামের কোন বিশেষ রহস্য আছে কি না তা আমাদের জানা নেই। তিনি ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত শিষ্য। তিনি শয়তানের আবাসস্থলে তাঁর রক্ত ঢেলে দিয়ে তাঁর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যকে প্রমাণিত করেছিলেন। আর যদিও সেখানকার অধিকাংশ বিশ্বাসী এ ঘটনা জানতেন এবং হয়তো তা দেখেছিলেন, তথাপি তারা নিরুৎসাহিত হন নি কিংবা তাদের অটল অবস্থান থেকে সরে আসেন নি। এই কথাটি এখানে বিশেষ মর্যাদা জ্ঞাপন পূর্বক উল্লিখিত হয়েছে।

৩. তিনি তাদের পাপে পতনের কারণে তিরস্কার করেছেন (পদ ১৪): *তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি কথা আছে, কেননা সেই স্থানে তোমার কাছে বিলিয়মের শিক্ষাবলম্বী কয়েকজন লোক আছে . . . নীকলায়তীয়দের শিক্ষাবলম্বী কয়েকজনও তোমার কাছে আছে, যাদেরকে আমি ঘৃণা করি*। সেখানে এমন কয়েকজন ছিল যারা এই শিক্ষা দিচ্ছিল যে, মূর্তির কাছে উৎসর্গ করার খাবার খাওয়া আইনসঙ্গত এবং সামান্য পরিমাণ ব্যভিচার কোন পাপ নয়। তারা একটি অপবিত্র উপাসনা ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে লোকদেরকে মন্দ পথে টেনে নিচ্ছিল, যেভাবে বিলিয়ম ইস্রায়েলদেরকে মন্দ পথে ধাবিত করেছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) আত্মার কলুষতা ও দেহের কলুষতা অনেক সময় একসাথে চলতে থাকে। ভ্রান্ত শিক্ষা এবং ভ্রান্ত উপাসনা অনেক সময় এক ভ্রান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত করে।

(২) যে সমস্ত নেতা ভণ্ডামি করে থাকে, তাদের নাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করা খুবই ন্যায্য একটি কাজ, কারণ যারা তাদেরকে অনুসরণ করে থাকে তারা এতে করে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারবে। আমরা আসলে কার পক্ষাবলম্বন করবো তা বোঝার জন্য এটি সর্বোত্তম ও সংক্ষিপ্ততম উপায়।

(৩) ভ্রান্ত নীতি ও মন্দ কাজের সাথে জড়িত লোকদের সাথে সম্পর্ক বা যোগাযোগ রাখা ঈশ্বর আদৌ পছন্দ করেন না। তাদের জন্য তিনি পুরো সমাজকে অভিযুক্ত করে থাকেন: *তারা অন্য লোকদের পাপের ভাগী হয়েছে*। যদিও ধর্মভ্রষ্টতা বা অনৈতিকতার জন্য কাউকে শারীরিকভাবে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা মণ্ডলীর নেই, তথাপি তাকে সমাজচ্যুত বা একঘরে

করার ক্ষমতা মণ্ডলীর আছে। আর যদি তা না করা হয়, তাহলে খ্রীষ্ট, যিনি মণ্ডলীর মস্তক ও ক্ষমতার ধারক, তিনি এতে অসন্তুষ্ট হবেন।

৪. তিনি তাদেরকে অনুতাপ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন: *অতএব মন ফিরাও, নতুবা আমি শীঘ্রই তোমার কাছে আসবো এবং আমার মুখের ছোরা দ্বারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো*। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) অনুতাপ করা পাপীদের পাশাপাশি পবিত্র লোকদেরও কর্তব্য। এটি হচ্ছে সুসমাচারের একটি দায়িত্ব।

(২) এটি যেমন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ দায়িত্ব তেমনি সামগ্রিকভাবে মণ্ডলী ও সমাজেরও দায়িত্ব। যারা একত্রে পাপ করে, তাদের একত্রে মন পরিবর্তন করে অনুতাপ করা উচিত।

(৩) খ্রীষ্টিয় সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে অপর ব্যক্তির পাপের জন্য অনুতাপ করা, কারণ সেও তাদেরই সমাজের একটি অংশ।

(৪) যখন ঈশ্বর একটি মণ্ডলীর পথভ্রষ্ট সদস্যদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আসেন, তখন তিনি পুরো মণ্ডলীকেই তিরস্কার করেন, কারণ তাদেরই মধ্যে এই ভ্রষ্টতার ঘটনা ঘটেছে এবং এর দায় পুরো মণ্ডলীর উপরেই বর্তেছে।

(৫) কোন তলোয়ারই এতটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে না, বা আর কোন কিছুই এতটা মরণঘাতী আঘাত করতে পারে না, যতটুকু পারে খ্রীষ্টের মুখ হতে নির্গত তলোয়ার। প্রত্যেক পাপীর বিবেকে খ্রীষ্টের বাক্য তীক্ষ্ণ ছোরার মত বিদ্ধ হয় এবং সে খুব দ্রুত নিজের কারণে নিজেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই শাস্তি যখন কার্যকর হয় তখন পা যীশুর প্রকৃত অর্থেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের বাক্য এখন হোক বা পরে হোক, পাপীদের সন্দেহ বা গড়িমসির জন্য ঠিকই তাদেরকে অভিযুক্ত করবে।

গ. এখানে আমরা দেখতে পাই পত্রটির সমাপনী অংশ, যেখানে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সকলের মনোযোগ আকর্ষণের করা হয়েছে। এরপর আমরা দেখি, যারা জয় করবে, তাদের জন্য যে মহান অনুগ্রহ সঞ্চিত রয়েছে তারই প্রতিজ্ঞা করা হচ্ছে: *যে জয় করে, তাকে আমি গুপ্ত "মান্না" এবং একখানি শ্বেত প্রস্তর তাকে দেব, সেই প্রস্তরের উপরে "নতুন এক নাম" লেখা আছে; আর কেউই সেই নাম জানে না, কেবল যে তা গ্রহণ করে, সেই জানে*, পদ ১৭।

১. গুপ্ত মান্না: খ্রীষ্টের আত্মার সাথে সহভাগিতার মহান উৎসাহ ও সান্ত্বনা, যা স্বর্গ থেকে আত্মার জন্য নেমে আসে, যা বিভিন্ন সময়ে বিশ্বাসীদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়, যেন এর মধ্য দিয়ে স্বর্গে স্বর্গদূতদের সাথে সাধু ব্যক্তিদের যে আনন্দ ও শান্তি অপেক্ষা করছে তার কিছুটা স্বাদ পাওয়া যায়। বাকি পৃথিবীর কাছে এই মান্না গুপ্ত থাকবে। আর কেউ এই আনন্দের ভাগী হবে না। এটি স্থাপন করা হবে খ্রীষ্টের উপর, যিনি আমাদের নিয়ম-সিন্দুক, আমাদের মহা পবিত্র স্থান।

২. একটি শ্বেত প্রস্তর, একটি সাদা পাথর, যার উপর নতুন একটি নাম খোদাই করে লেখা

থাকবে। এই সাদা পাথরটি হচ্ছে পাপ থেকে সম্পূর্ণ পরিস্কৃত হওয়ার প্রতীক। একটি প্রাচীন প্রথার অনুকরণে এই প্রতীকী বাক্য উচ্চারিত করা হয়েছে, যে প্রথা অনুসারে বিচারে নির্দোষ ব্যক্তির হাতে সাদা পাথর তুলে দেওয়া হত এবং দোষী ব্যক্তির হাতে দেওয়া হত কালো পাথর। এই নতুন নাম হচ্ছে দত্তকতার নাম। দত্তককৃত ব্যক্তিকে যে পরিবারে দত্তক নেওয়া হয় সেই পরিবারের নামে পরিচিত করে তোলা হয়। নিজে ছাড়া আর কোন মানুষই কারও দত্তকতার পরিচয় জানতে পারে না। সে নিজেও তা সব সময় জানতে পারে না, কিন্তু সে যদি জীবনের পথে চলে তাহলে সে অবশ্যই পুত্রত্ব এবং উত্তরাধিকার দু'টোই পায়।

প্রকাশিত বাক্য ২:১৮-২৯ পদ

প্রতিটি পত্রের কাঠামো প্রায় একই রকম। আর এই পত্রটিতেও অন্যগুলোর মতই আমরা দেখি শিরোনাম, বিষয়বস্তু এবং উপসংহার।

ক. শিরোনাম, যা আমাদেরকে দেখায় যে:-

১. কার প্রতি এই পত্রটি রচিত হয়েছে: থুয়াতীরা মণ্ডলীর স্বর্গদূতের প্রতি। থুয়াতীরা ছিল এশিয়ায় রোমীয় শাসনকর্তার অধীনস্থ একটি নগরী। উত্তর দিকে মাইসিয়া ছিল এর সীমান্তবর্তী নগর এবং দক্ষিণে ছিল লিডিয়া, যা বাণিজ্য নগরী বলে পরিচিত ছিল। লিডিয়া নগরী থেকেই লিডিয়া নামের সেই মহিলা এসেছিলেন, যিনি বেগুনী রংয়ের কাপড়ের ব্যবসা করতেন এবং ম্যাসিডোনিয়ার ফিলিপিতে ব্যবসা করতে গিয়েই তিনি প্রথম পৌলের প্রচার শোনেন। সেখানেই ঈশ্বর তাঁর অন্তর খুলে দেন, যাতে করে যা বলা হচ্ছিল তা তিনি শোনেন, বিশ্বাস করেন এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন, আর সবশেষে পৌল ও সীলের আতিথেয়তা করেন। তাঁর মাধ্যমেই থুয়াতীরা নগরীতে সুসমাচারের প্রচার সাধিত হয়েছিল কি না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কিন্তু যেভাবেই হোক, সেখানে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল এবং সাফল্যের সাথে সেখানে একটি মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল, যার প্রমাণ আমরা পাই এই পত্র থেকে।

২. কার কাছ থেকে পত্রটি পাঠানো হয়েছিল: ঈশ্বরের পুত্রের কাছ থেকে, যাঁকে এখানে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এমন একজন মানুষ হিসেবে, যাঁর চোখ অগ্নিশিখার তুল্য এবং যাঁর পা উজ্জ্বল পিত্তল সদৃশ। তাঁর সাধারণ উপাধি এখানে বর্ণিত হয়েছে, ঈশ্বরের পুত্র, যার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের একজাত ও অনন্তকালীন পুত্র, যা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, তিনি ও তাঁর পিতা একই স্বভাব বিশিষ্ট, কিন্তু তাঁদের অস্তিত্বের ধরনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েঠেছ। আমরা এখানে উল্লিখিত বর্ণনার মধ্য দিয়ে দু'টি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারি:-

(১) তাঁর চোখ আগুনের শিখার মত, যা তাঁর অন্তর্ভেদী, তীক্ষ্ণ ও যথার্থ জ্ঞান প্রকাশ করে, সকল মানুষ ও সকল বস্তুর মাঝে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির কথা বলে, যিনি সকল মানুষের মর্মের ও হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী (পদ ২৩)। আর তিনি সকল মণ্ডলীকে এই কথা জ্ঞাত করছেন।

(২) তাঁর পা উজ্জ্বল পিতলের মত, এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সব সময়ই দৃঢ়, ভয়ঙ্কর, এবং সর্ব ক্ষেত্রেই পবিত্র ও খাঁটি। তিনি বিচার করেন যথার্থ জ্ঞান দিয়ে, সেই কারণে তিনি যথাযথ শক্তি ও দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করেন।

খ. এই পত্রের বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্য, যেখানে অন্যান্য পত্রগুলোর মত আমরা দেখতে পাই:-

১. খ্রীষ্ট এই মণ্ডলী, তার পরিচর্যা কাজ এবং এর সদস্যদেরকে বিশেষ অভিবাদন ও সম্মান জ্ঞাপন করেছেন। আর এই সম্মাননা এমন একজন ব্যক্তি তাদেরকে দিচ্ছেন, যিনি তাদের কাছে অপরিচিত নন, বরং তিনি তাদের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং তারা যে নীতি অনুসারে কাজ করে থাকে তা তিনি জানেন। খ্রীষ্ট এই মণ্ডলীকে যে সমস্ত কারণে প্রশংসা করছেন তা হচ্ছে:–

(১) তাদের ভালবাসা: সাধারণ অর্থে বলা যায় সকল মানুষের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা, কিংবা বিশেষ অর্থে বলা যায় বিশ্বাসের দুর্গ গেঁথে তোলা। যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে কোন ধর্ম থাকতে পারে না।

(২) তাদের সেবা কাজ: তাদের পরিচর্যা কাজ। এর মধ্য দিয়ে মূলত মণ্ডলীর নেতাদের কথা বোঝানো হচ্ছে, যারা খ্রীষ্টের বাক্য ও তাঁর শিক্ষার জন্য পরিশ্রম করে থাকেন।

(৩) তাদের বিশ্বাস: এটি ছিল সেই অনুগ্রহ যা অপরাপর সমস্ত কিছুকে, তাদের ভালবাসা ও পরিচর্যাকে কাজে রূপান্তরিত করেছিল।

(৪) তাদের ধৈর্য: যারা অন্যদের প্রতি অত্যন্ত ভালবাসায় পূর্ণ, নিজ নিজ কার্যস্থলে আন্তরিক এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত, তাদের অবশ্যই এই চিন্তা করা প্রয়োজন যেন তারা তাদের নিজেদের অধ্যবসায়ের চর্চা করতে পারে।

(৫) তাদের ক্রমবর্ধমান ফলদান: তাদের শেষের কাজ তাদের প্রথম কাজের চাইতে ভাল ছিল। এটি একটি দারুন বৈশিষ্ট্য, যেখানে অন্যরা তাদের প্রথম ভালবাসাকে ত্যাগ করেছে এবং তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে এই মণ্ডলীর সদস্যরা আরও বেশি জ্ঞানে বৃদ্ধি পাচ্ছে ও আরও উত্তমতার পথে ধাবিত হচ্ছে। সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরই এই আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য থাকা উচিত, যাতে করে তাদের শেষের কাজটি তাদের প্রথম কাজের থেকে উত্তম হয়, যাতে করে তারা প্রতিদিন আরও বেশি করে উন্নতি করার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত উত্তম থাকার চেষ্টা করে।

২. তাদের যে ভুল-ভ্রান্তি ছিল তার প্রতি বিশ্বস্তভাবে তিরস্কার করা হল। এখানে মণ্ডলীর উপরে সরাসরি এই দোষ দেওয়া হয় নি যে, তাদের মধ্যে যে দুষ্কৃতিকারীরা ছিল তাদের সাথে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। বরং মণ্ডলীর ভুল ছিল এটাই যে, তাদেরকে আগে থেকেই যথাযথভাবে শাসন করা হয় নি।

(১) এই দুষ্ট প্রলোভনকারীদেরকে ঈষেবলের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং তার নামও

উল্লেখ করা হয়েছে। ঈষেবল ছিল প্রভুর ভাববাদীদের উপরে নির্যাতনকারী এক ভণ্ড মহিলা-ভাববাদী এবং প্রতিমা পূজাকারী ও ভণ্ড ভাববাদীদের এক বিরাট পৃষ্ঠপোষক। এই সকল ভণ্ডদের পাপ ছিল এই যে, তারা ঈশ্বরের দাসদেরকে ব্যভিচারের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তাদেরকে দিয়ে প্রতিমার কাছে পূজা করাতে চেয়েছিল। তারা নিজেদেরকে ভাববাদী বলে সম্বোধন করতো। তারা নিজেদেরকে আরও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও আরও বেশি ক্ষমতাবান হিসেবে মণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চেয়েছিল। দু'টি বিষয় এই পাপীদের পাপকে আরও বেশি গুরুতর করে তুলেছিল, যারা সকলেই তাদের চিন্তায় ও পরিকল্পনায় এক ছিল এবং সকলে এক ব্যক্তির মত হয়ে কথা বলেছিল:-

[১] তারা ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে তাঁরই শিক্ষা ও তাঁর উপাসনার সত্যের বিরোধিতা করেছিল। এ কারণে তাদের পাপ ছিল আরও বেশি গুরুতর।

[২] তারা তাদের মন্দতায় ডুবে থেকে নিজেদেরকে আরও কঠিন করে তোলার জন্য ঈশ্বরের ধৈর্যের অপব্যবহার করেছিল। ঈশ্বর তাদেরকে অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা অনুতাপ করে নি। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, অনুতাপ করা একজন পাপীর ধ্বংস এড়ানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, অনুতাপ করা জন্য সময় প্রয়োজন, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার প্রয়োজন এবং উপযুক্ত সময় প্রয়োজন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এবং তা সময় সাপেক্ষ।

তৃতীয়ত, যেখানে ঈশ্বর অনুতাপ করার জন্য সুযোগ দিয়েছেন, সেখানে তিনি অবশ্যই ফল লাভের আশা করেন।

চতুর্থত, যখন অনুতাপ করার সুযোগ হারিয়ে যায়, তখন পাপীর ধ্বংসও আসে দ্বিগুণ পরিমাণে।

(২) এখন কথা হল, ইষেবলের মন্দ কাজের দায়ে কেন থুয়াতীরা মণ্ডলীকে অভিযুক্ত করা হবে? কারণ সে ঈষেবলের এই মন্দ কার্যকলাপ মুখ বুজে সহ্য করে গেছে। কিন্তু কীভাবে মণ্ডলী তা সহ্য করলো? আসলে একটি মণ্ডলী হিসেবে তাকে নির্বাসিত করার বা বন্দী করার কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব তাদের ছিল না। কিন্তু তাকে একঘরে করার বা মণ্ডলী থেকে বিচ্যুত করার ক্ষমতা মণ্ডলীর ছিল। আর সম্ভবত এই ক্ষমতাটি প্রয়োগ না করার কারণেই থুয়াতীরা মণ্ডলীকে তার পাপের সাথে সম্পৃক্ত করে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

৩. এই ইষেবলের, এই ভণ্ড ভাববাদীর শাস্তি, পদ ২২,২৩। এখানে বাবিলের পতনের একটি প্রতীকী বর্ণনা প্রকাশ করা হয়েছে।

(১) আমি তাকে শয্যাগত করবো, যা বেদনার শয্যা, পীড়নের শয্যা; কোন আনন্দের শয্যা নয়, বরং জ্বলন্ত আগুনের শয্যা। যারা যারা তার সাথে ব্যভিচার করেছে, অর্থাৎ তার সাথে মিলে পাপ করেছে, তারাও তার সাথে যন্ত্রণা ভোগ করবে। কিন্তু তারা যদি অনুতাপ করে তাহলে তারা এই শাস্তি থেকে উদ্ধার পেতে পারে।

(২) আমি তার সন্তানদেরকে আঘাত করে হত্যা করবো। এটাই দ্বিতীয় মৃত্যু, যা প্রকৃত অর্থেই মৃত্যু ঘটায় এবং যাতে আর ভবিষ্যৎ জীবনের কোন আশা থাকে না। যারা দ্বিতীয় মৃত্যুকে বরণ করে, তাদের আর কোন পুনরুত্থান হয় না, বরং তাদের জন্য থাকে শুধু লজ্জা এবং চিরস্থায়ী অতৃপ্তি।

৪. এই দুষ্ট লোকদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার পেছনে যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যদেরকে শিক্ষা দেওয়া, বিশেষ করে মণ্ডলীকে: তাতে সমস্ত মণ্ডলী জানতে পারবে, "আমি মর্মের ও হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী, আর আমি তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্যানুযায়ী ফল দেব।" ঈশ্বর যে বিচার কাজ সাধন করে থাকেন তাতে করে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মন্দ লোকদের উপর এই যে শোধ নেবেন তাতে করে তিনি আমাদেরকে জানাচ্ছেন:

(১) মানুষ অন্তর সম্পর্কে তাঁর অব্যর্থ জ্ঞান: তিনি তাদের নীতি, পরিকল্পনা, চিন্তার কাঠামো ও মেজাজ সম্পর্কে জানেন। প্রতিমার প্রতি তাদের অন্তরের গোপন অভিলাষ, তাদের আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাধারা সবই তিনি জানেন।

(২) তাঁর নিরপেক্ষ বিচার: তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজ অনুসারে প্রতিফল দেন, যাতে করে পাপ ও পাপীদের জন্য খ্রীষ্টানদের নাম কোন সুরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে না পারে এবং মণ্ডলী যেন কোনভাবেই তাদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে না পারে।

৫. যারা নিজেদেরকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখবে, তাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে: কিন্তু থুয়াতীরাতে অবশিষ্ট তোমাদের যত জন সেই শিক্ষা গ্রহণ করে নি, লোকে যাকে গভীরতত্ত্ব বলে, শয়তানের সেই গভীরতত্ত্বগুলো যারা জ্ঞাত হয় নি – তাদের বলছি, পদ ২৪। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) এই মন্দ লোকদের শিক্ষাকে এখানে কী বলা হয়েছে – গভীরতত্ত্ব, নিগূঢ় রহস্য, মানুষের কাছে মনোমুগ্ধকর। লোকদেরকে তারা এর মাধ্যমে বোঝাতে চায় যে, তারা ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে প্রকৃত খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারীদের চেয়েও আরও অনেক বেশি কিছু জানে।

(২) খ্রীষ্ট সেগুলোকে কী বলে সম্বোধন করেছেন – শয়তানের সেই গভীরতত্ত্বগুলো, শয়তানের ধোঁকাবাজি ও দুরভিসন্ধি, শয়তানী রহস্য; কারণ যেমন ঈশ্বরের মহান রহস্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে শয়তানের গূঢ় রহস্য। ঈশ্বরের রহস্যকে অবজ্ঞা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয় এবং একইভাবে শয়তানের রহস্যকে গ্রহণ করাও অত্যন্ত মারাত্মক।

(৩) খ্রীষ্ট তাঁর বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের প্রতি কতটা স্নেহশীল: "তোমাদের উপরে আমি অন্য কোন ভার অর্পণ করি না; কেবল যা তোমাদের আছে, তা আমার আগমন পর্যন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ কর, পদ ২৪,২৫। আমি অন্য কোন নতুন রহস্য জ্ঞাত করে তোমাদের বিশ্বাসের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেব না, কিংবা তোমাদেরকে নতুন কোন আইনের বাধ্যবাধকতায় জর্জরিত করবো না। আমি শুধু চাই তোমাদেরকে এ যাবৎ যা কিছু দেওয়া হয়েছে তার প্রতি তোমরা মনোযোগী হও। আমি না আসা পর্যন্ত তা দৃঢ়তার সাথে ধরে

রেখ, এর বেশি আর কিছুই আমি চাই না।" খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের প্রতি আগত সমস্ত প্রলোভন ও পরীক্ষা দূর করতে আসছেন। যদি তারা তাঁর আগমনের আগ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাসে অটল থাকে এবং উত্তম ও শুদ্ধ বিবেকে জীবন ধারণ করে, তাহলে তাদের সকল সমস্যা ও বিপদ কেটে যাবে।

গ. এখন আমরা এই পত্রের শেষ অংশে চলে এসেছি, পদ ২৬-২৯। এখানে আমরা দেখতে পাইঃ-

১. বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও স্থিরতায় বিজয়ী বিশ্বাসীদের প্রতি এক অমূল্য উপহার দানের প্রতিজ্ঞা, যা দু'টি ভাগে বিভক্তঃ-

(১) অবশিষ্ট পৃথিবীর উপর মহা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বঃ জাতিগণের উপর কর্তৃত্ব, যা এমন এক সময়ের কথা বোঝাচ্ছে, যখন পৃথিবীর বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রগুলো খ্রীষ্টিয় হতে শুরু করবে এবং পুরো পৃথিবী থাকবে খ্রীষ্টিয় রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীন, যেমনটা ছিল কনস্ট্যানটাইনের রাজত্বকালে। অথবা এখানে ভিন্ন এক পৃথিবীর কথা বলা হচ্ছে, যেখানে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সাথে তাঁর বিচারের সিংহাসনে বসবেন এবং তাঁর সাথে বিচার-কার্যে অংশগ্রহণ করবেন। তারা খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর শত্রুদেরকে অভিযুক্ত করে শাস্তি প্রদান করবেন। ধার্মিক ব্যক্তি প্রভাতে কর্তৃত্ব অর্জন করবে।

(২) জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যা এ ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একান্ত প্রয়োজনঃ আমি প্রভাতী তারা তাকে দেব। খ্রীষ্ট হলেন আমাদের প্রভাতী তারা। তিনি আমাদের আত্মার তাঁর আলো নিয়ে আসেন, যা তাঁর অনুগ্রহ ও মহিমার আলো। তিনি তাঁর লোকদেরকে সেই খাঁটি আলো ও জ্ঞান প্রদান করেন যা তাদেরকে পুনরুত্থিত হয়ে ওঠার জন্য আবশ্যকীয় মর্যাদাসম্পন্ন করবে এবং কর্তৃত্ব দান করবে।

২. এই পত্রটি শেষ হয়েছে যথারীতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার মধ্য দিয়েঃ যার কান আছে, সে শুনুক, পবিত্র আত্মা মণ্ডলী সকলকে কি বলছেন। পূর্ববর্তী পত্রগুলোতে আমরা দেখেছি প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করার আগে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এই আহ্বানটি জানানো হয়েছে। কিন্তু এই পত্রটিতে তা করা হয়েছে পরে এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এই কথা ব্যক্ত করা হচ্ছে যে, যারা এই সকল প্রতিজ্ঞার সুফল ভোগ করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের মণ্ডলীর অধীনে থেকে তাঁর সকল নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ৩

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো আরও তিনটি মণ্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের পত্র:

ক. সার্দিতে অবস্থিত মণ্ডলীর প্রতি, পদ ১-৬।

খ. ফিলাডেলফিয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীর প্রতি, পদ ৭-১৩।

গ. লায়দেকিয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীর প্রতি, পদ ১৪-২২।

প্রকাশিত বাক্য ৩:১-৬ পদ

এখানে আমরা দেখি:-

ক. পত্রের ভূমিকা, যাতে রয়েছে:

১. পত্রটির প্রাপকের নাম: সার্দিস্থে অবস্থিত মণ্ডলীর স্বর্গদূত। সার্দি হচ্ছে লিডিয়ার মধ্যবর্তী অত্যন্ত প্রাচীন একটি নগরী, যা মোলাস (এ্সড়ষঁং) পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। বলা হয়ে থাকে যে, এটিই ছিল নিম্নতর এশিয়ার প্রধান শহর। অনেকের মতে এটাই প্রথম নগরী যা খ্রীষ্টিয় ধর্ম থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল এবং প্রথম দিককার যে সমস্ত প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ পৃথিবীতে এখনো টিকে রয়েছে তার মধ্যে একটি, যেখানেও আজ পর্যন্ত কোন মণ্ডলী বা পরিচর্যা কাজের ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে নি।

২. কে এই পত্রটি লিখছেন: প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি এখানে তাঁর সেই মহান রূপটি প্রকাশ করেছেন, যিনি ঈশ্বরের সাতটি আত্মা এবং সাতটি তারা ধারণ করেন, যা আমরা দেখতে পাই প্রকা ১:৪ পদে, যেখানে বলা হয়েছে, সপ্ত আত্মা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন।

(১) তিনি সাতটি আত্মা ধারণ করেন: এর অর্থ হচ্ছে, পবিত্র আত্মা এবং তাঁর নানাবিধ ক্ষমতা, অনুগ্রহ ও কার্যাবলী; কারণ তিনি ব্যক্তিক অর্থে একজন, যদিও তাঁর বিভিন্ন রূপ রয়েছে এবং এ কারণেই এখানে সাতটি আত্মার কথা আসছে, যা সাতটি মণ্ডলীর সংখ্যা এবং সেই মণ্ডলীর স্বর্গদূতদের সংখ্যা প্রকাশ করে। এর উদ্দেশ্য প্রত্যেক মণ্ডলীকে ও এর প্রত্যেক পরিচর্যাকারীকে এটি দেখানো যে, তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে পবিত্র আত্মার দান দেওয়া হয়েছে, যাতে করে তারা নিজেদেরকে এবং মণ্ডলীকে একই সাথে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। মণ্ডলীকে যেমন বিশেষ আত্মিক দান ও ক্ষমতায় পূর্ণ করা হয়েছে, তেমনি প্রত্যেক বিশ্বসীকেও তা দেওয়া হয়েছে। আর এই পত্রটি প্রেরণ করা হয়েছে তেমনই এক মণ্ডলীর কাছে, যা খুব ভাল করেই জানে যে, খ্রীষ্টের সাতটি আত্মা রয়েছে, যা অসীম ও নিখুঁত, যার কাছে তারা তাদের নিজ নিজ দুর্বলতা ব্যক্ত করে সবল হয়ে উঠতে পারে।

(২) তাঁর কাছে ছিল সাতটি তারা, যারা এই মণ্ডলীগুলোর স্বর্গদূত। এদেরকে তিনিই ধারণ করে আছেন এবং তাঁর কাছেই তারা দায়বদ্ধ, যে কথা চিন্তা করে তাদের অবশ্যই আন্তরিক ও বিশ্বস্ত হয়ে ওঠা উচিত। তিনি মণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য এবং তাঁর পরিচর্যাকারীদেরকে নিয়োগ দেন। তাদের দায়িত্ব হল মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি নিশ্চিত করা। পবিত্র আত্মা সাধারণত পরিচর্যাকারীদের কাজের মধ্য দিয়েই মণ্ডলীতে বিচরণ করেন এবং কোন পরিচর্যা কাজই পবিত্র আত্মার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ব্যতীত সাধিত হতে পারে না; সেই একই স্বর্গীয় হাত তাদেরকে ধারণ করে রাখে।

খ. পত্রটির মূল অংশ। এখানে এই বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, অন্যান্য পত্রগুলো খ্রীষ্ট সেই সকল মণ্ডলীর প্রশংসা জ্ঞাপনপূর্বক শুরু করেছেন এবং এরপর তিনি তাদের সমস্ত ভুল -ভ্রান্তির কথা ব্যক্ত করেছেন ও অভিযোগ করেছেন। কিন্তু এই পত্রটি (এবং লায়দেকিয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীর কাছে লিখিত পত্র) খ্রীষ্ট শুরু করেছেন এভাবে:-

১. একটি ভর্ৎসনা, যা অত্যন্ত গুরুতর: আমি জানি তোমার কার্য সকল; তোমার জীবন নামমাত্র; তুমি মৃত। ভণ্ডামি যে কোন ধর্মের জন্য এক ভয়ঙ্কর ক্ষয়কারী রোগ। আর এই পাপের অভিযোগেই এই মণ্ডলীকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এমন একজন ব্যক্তি তাকে অভিযুক্ত করেছিলেন, যিনি তার সমস্ত কিছুই খুব ভাল করে জানেন।

(১) এই মণ্ডলী এক দারুন মর্যাদা ও জনপ্রিয়তার স্তরে উন্নীত হয়েছিল এবং তা ছিল অত্যন্ত বিখ্যাত একটি মণ্ডলী, একটি সুসমৃদ্ধশালী মণ্ডলী। তারা তাদের মধ্যকার জীবন্ত ধর্মীয় চর্চা, তাদের শিক্ষার শুদ্ধতা, তাদের নিজেদের একতা, তাদের উপাসনার ঐক্য, অধ্যবসায় এবং শৃঙ্খলার জন্য বিশেষভাবে সুপরিচিত ছিল। আমরা তাদের মধ্যকার কোন দুঃখজনক মতদ্বৈততার কথা শুনি নি। তাদের সমস্ত কিছুই আপাতদৃষ্টিতে ভাল ছিল, অনন্ত মানুষের চোখে তাদের মধ্যে খারাপ কিছুই ছিল না।

(২) এই মণ্ডলী যতটা সম্মানের আসনে আসীন হয়েছিল, ততটা মর্যাদা লাভের যোগ্য তারা ছিল না। তারা ছিল নামে মাত্র জীবিত, কিন্তু তারা ছিল প্রকৃত অর্থে মৃত। তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরিকৃত ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ঈশ্বর ছিলেন না। তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবন পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই জীবন ঈশ্বরের নির্দেশিত আদর্শে চলছিল না। তাদের জীবন আপাতদৃষ্টিতে পুরোপুরিভাবে মন্দ পথে ধাবিত না হলেও তাদের আত্মা ও তাদের সমস্ত কাজকর্ম ছিল মৃত। এই মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীদের জীবন ছিল মৃতপ্রায়, তাদের পরিচর্যা কাজ ছিল প্রাণহীন। তাদের প্রার্থনা, তাদের বাণী-প্রচার, তাদের কথাবার্তা কোন কিছুতেই যেন প্রাণচাঞ্চল্য ছিল না। তারা যেন সব দিক থেকেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ও নির্জীব হয়ে ছিল।

২. আমাদের প্রভু এই প্রাণহীন মণ্ডলীকে তার জন্য সবচেয়ে ভাল উপদেশটি দান করেছেন: তুমি জাগ্রত হও এবং অবশিষ্ট যেসব বিষয় মৃতপ্রায় হয়েছে তা সুস্থির কর, পদ ২।

(১) তিনি তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন যেন তারা জেগে ওঠে। তাদের এই মৃতপ্রায়

অবস্থার কারণ হচ্ছে, তারা জাগ্রত নয়। তারা নিজেদেরকে পাপে আবৃত করে ফেলেছে এবং এ থেকে বেরিয়ে আসার আদৌ কোন চেষ্টা চালাচ্ছে না। যখনই আমরা আমাদের জাগ্রত অবস্থান থেকে বিচ্যুত হই, যখনই আমরা আমাদের ভিত্তি হারিয়ে ফেলি, তখনই আমাদের পাপের বিপক্ষে, শয়তানের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ানো উচিত, কারণ আমাদের যে কোন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শয়তান আমাদের জীবন ধ্বংস করে দিতে পারে ও আমাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের উপস্থিতি দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

(২) যে সমস্ত বিষয় মৃতপ্রায়, কিন্তু পুরোপুরি মৃত নয়, সেগুলোকে দৃঢ় করে তুলতে হবে। অনেকে মনে করেন এখানে ব্যক্তি বিশেষের কথা বোঝানো হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা তখন পর্যন্ত তাদের ধার্মিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছিল, কিন্তু তারাও অন্যদের সাথে থেকে তা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছিল। আমাদের নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও তাঁর উপস্থিতি ধরে রাখা আসলেই অত্যন্ত কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, যখন আমরা আমাদের চারপাশে শয়তান ও তার অধার্মিকতা ঘিরে ধরে। অথবা এখানে কাজের কথা বোঝানো হয়েছে, কারণ এই উক্তির পরে খ্রীষ্ট বলেছেন: কেননা আমি তোমার কোন কাজ আমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে সিদ্ধ হতে দেখি নি। তাদের কাজ পরিপূর্ণ হয় নি। তাদের মধ্যে ঘাটতি ছিল। তাদের আবরণ ছিল, কিন্তু সারবস্তু ছিল না। তাদের দেহ ছিল, কিন্তু আত্মা ছিল না। তাদের ছায়া ছিল, কিন্তু কায়া ছিল না। তাদের অন্তরের সমস্ত কাজেই ঘাটতি ছিল, কারণ তাদের কাজ ছিল ফাঁপা ও শূন্য। তাদের প্রার্থনা পবিত্র আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিল না; তাদের দান কার্য ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল না; তাদের বিশ্রামবার ঈশ্বরের প্রতি যথাযথ নিবেদন ও উপাসনায় পূর্ণ ছিল না। তাদের বাইরের যাবতীয় কাজ ও প্রকাশভঙ্গির সাথে উপযুক্ত অন্তরের ভালবাসা ছিল না। যেখানে আত্মায় এমন প্রাণের অভাব রয়েছে, সেখানে দেহ আর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না।

(৩) নিজেদের মাঝে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে হবে এবং পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসতে হবে: অতএব তুমি স্মরণ কর, কিরূপে প্রাপ্ত হয়েছ ও শুনেছ, আর তা পালন কর এবং মন ফিরাও, পদ ৩। তারা কী শুনেছে ও গ্রহণ করেছে, ঈশ্বরের কাছ থেকে তারা কী বার্তা পেয়েছে, তাঁর কাছ থেকে তারা কী ধরনের অনুগ্রহ ও করুণা লাভ করেছে, কী প্রচার-বাণী তারা শুনেছে, সেটাই শুধু তাদেরকে স্মরণ করতে বলা হয় নি; বরং কীভাবে গ্রহণ করেছে ও শুনেছে, প্রথমবার ঈশ্বরের বাক্য তাদের অন্তরে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল, তাঁর বাক্য ও প্রত্যাদেশের অধীনে থেকে তারা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, সেটাই তাদেরকে স্মরণ করতে বলা হচ্ছে। তাদেরকে স্মরণ করতে হবে, কীভাবে তারা তাদের বন্ধু ও প্রতিবেশীদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতো, তাদের সন্তানদের প্রতি স্নেহ ও মমতা প্রকাশ করতো, কীভাবে তারা প্রথমবার সুসমাচার ও ঈশ্বরের অনুগ্রহকে তাদের জীবনে স্বাগত জানিয়েছিল ও গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা তখন যে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের কথা বলতো তা এখন কোথায়?

(৪) তারা যা গ্রহণ করেছে তা অবশ্যই তাদেরকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে, যাতে করে তারা তা হারিয়ে না ফেলে এবং তারা যেন আন্তরিকতার সাথে অনুতাপ করে ও অনুধাবন

করে যে, তারা তাদের পবিত্র ও ধার্মিক জীবন থেকে কতটা দূরে সরে গেছে এবং সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলার মত পর্যায়ে চলে গেছে।

৩. খ্রীষ্ট তাঁর আগমনের বার্তা সাবধানবাণীর সুরে উচ্চারণ করেছেন, যেন কেউ তা অবহেলা না করে: যদি জাগ্রত না হও, তবে আমি চোরের মত আসবো; এবং কোন্ দণ্ডে তোমার কাছে আসবো, তা তুমি জানতে পারবে না, পদ ৩। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) খ্রীষ্ট লোকদেরকে তাঁর অপরিমেয় অনুগ্রহের মাঝে রেখে প্রস্থান করেছিলেন, কিন্তু তিনি যখন ফিরে আসবেন তখন তিনি তাঁর বিচার নিয়ে ফিরে আসবেন। তাদের প্রতি তাঁর বিচার হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, যারা তাঁর অনুগ্রহের উপস্থিতি যথা সময়ে গ্রহণ করে নি।

(২) এক নির্জীব প্রত্যাখ্যানকারী জনসাধারণের কাছে তাঁর বিচারের আগমন হবে অত্যন্ত আকস্মিক: তাদের নির্জীবতার কারণে তারা তা কোনভাবেই অনুধাবন করতে পারবে না। যেহেতু খ্রীষ্ট সে সময় রাগান্বিত মনোভাব নিয়ে তাদের কাছে আগমন করবেন, সে কারণে তারা আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে পারবে না এবং নিজেদের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

(৩) খ্রীষ্টের এমন একটি আগমনের মুহূর্ত তারা উপভোগ করতে পারবে না: তিনি তাদের কাছে চোরের মত আসবেন, নিশ্চুপ ও নীরবে, যাতে করে তিনি তাদের বিদ্যমান সমস্ত আনন্দ উপভোগ ও দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারেন। তিনি তাদেরকে ধোঁকা দিতে আসবেন না, বরং ধার্মিকতায় ও ন্যায়ে তাদের বিচার করতে আসবেন এবং তারা যে সকল অন্যায়ের পাহাড় গড়েছে সে সকলের হিসাব নিতে আসবেন।

৪. আমাদের গৌরবময় প্রভু এই পাপপূর্ণ লোকদেরকে একেবারেই কোন সান্ত্বনা ও উৎসাহ না দিয়ে চলে যাবেন না: বিচারের মাঝে তিনি তাদের কথা স্মরণ করবেন (পদ ৪), এবং এখানে আমরা দেখি:-

(১) তিনি সার্দিতে অবশিষ্ট বিশ্বস্ত লোকদের কথা স্মরণ করেছেন, যদিও তাদের সংখ্যা অতি স্বল্প: তবুও সার্দিতে তোমার এমন কয়েকজন লোক আছে, যারা নিজ নিজ বস্ত্র মলিন করে নি; তারা যে যুগে ও যে স্থানে বসবাস করতো সেই পারিপার্শ্বিক কলুষতা ও মন্দতায় তারা নিজেদের গা ভাসিয়ে দেয় নি। ঈশ্বর সেই স্বল্পসংখ্যক মানুষের কথাও মাথায় রাখেন, যারা তাঁর আদর্শ অনুসারে জীবন ধারণ করে। তারা সংখ্যায় যতই কম হোক না, তাঁর কাছে তারা সব সময়ই মূল্যবান।

(২) তিনি তাদেরকে অত্যন্ত অনুগ্রহপূর্ণ একটি প্রতিজ্ঞা করেছেন: তারা সাদা পরিচ্ছদে আমার সঙ্গে যাতায়াত করবে; কেননা তারা যোগ্য। সাদা পরিচ্ছদ ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও শান্তির প্রতীক; সেই সাথে তা এই পৃথিবীতে সম্মান ও গৌরবের প্রতীক। তারা খ্রীষ্টের সাথে স্বর্গীয় উদ্যানে হাঁটবেন। সে সময় তাদের ও খ্রীষ্টের মাঝে কতই না মনোমুগ্ধকর বাক্য বিনিময় হবে! এটি এমন একটি সম্মান যা তাদের পবিত্রতার জন্য যথোপযুক্ত এবং যথার্থ, যা তাদেরকে তাঁর সাথে বসবাস করা জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে তুলে তুলবে এবং তারা শুধুই খ্রীষ্টের বিশেষভাবে পৃথককৃত হবেন। তিনি আইনগতভাবে তাদেরকে তাঁর

নিজের করে তুলবেন এবং তারা চিরকাল তাঁর সাথে বসবাস করবেন। যারা খ্রীষ্টের সাথে সাদা পরিচ্ছদে চলেন, তারা যথার্থ পবিত্রতার ধারক এবং তাদের মধ্যে রয়েছে প্রকৃত পবিত্রতা। যারা নিজেদেরকে এই পৃথিবীর সমস্ত কলুষতা ও মন্দতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন, তারাই সম্মান ও গৌরবের পোশাক পরিহিত হয়ে অন্য পৃথিবীতে প্রবেশ করবেন: যা তাঁদের যথাযোগ্য পুরস্কার।

গ. এখন আমরা এই পত্রের শেষ অংশে এসে পড়েছি, যেখানে আগের মতই আমরা দেখতে পাই:-

১. বিজয়ী খ্রীষ্টানদের প্রতি এক মহা পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা (পদ ৫), এবং এর আগে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন এটিও সেই একই প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি: যে জয় করে, সে তদ্রূপ সাদা বস্ত্র পরিহিত হবে। অনুগ্রহের অক্ষুণ্নতাকে পুরস্কৃত করা হবে গৌরবের যথোপযুক্ত অক্ষুণ্নতার দ্বারা। পবিত্রতা যখন অক্ষুণ্ন থাকে, তখন তা পুরস্কার পেয়ে যায়। গৌরব হচ্ছে অনুগ্রহের পরিপূর্ণতা। এখন এই প্রতিজ্ঞার সাথে যথোপযুক্ত আরেকটি প্রতিজ্ঞা সংযুক্ত হয়েছে: আমি তার নাম কোনক্রমেই জীবন- পুস্তক থেকে মুছে ফেলবো না, কিন্তু আমার পিতার ও তাঁর স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তার নাম স্বীকার করবো। লক্ষ্য করুন:-

(১) খ্রীষ্টের কাছে জীবন- পুস্তক রয়েছে। এটি একটি মূলত সেই সমস্ত নামের একটি তালিকা, যারা অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকার লাভ করেছে। এই পুস্তক:-

[১] চিরস্থায়ী নির্বাচনের পুস্তক।

[২] তাদের সকলের স্মারক পুস্তক, যারা ঈশ্বরের সাথে জীবন ধারণ করেছে এবং মন্দ সময়ে তাদের পবিত্রতা ও খোদায়ী ধার্মিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছে।

(২) খ্রীষ্ট তাঁর নির্বাচিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নাম তাঁর জীবন- পুস্তক থেকে মুছে ফেলবেন না। যে কোন বিশ্বাসী বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর তার নাম মণ্ডলীর সদস্যদের তালিকায় তালিকাভুক্ত হয়, এবং এটি অনেকটা রক্ষিত হয় তার জীবন-যাপন প্রণালী এবং তার সুনামের উপর। কিন্তু এই নাম মণ্ডলীর সদস্য-তালিকা থেকে মুছে যেতে পারে, যদি তার এই নাম আসলে শুধু নামই হয়, কিন্তু তার ভেতরে কোন আত্মিক জীবন না থাকে। অনেকে এভাবে মৃত্যুর আগেই তাদের জীবন- পুস্তক থেকে হারিয়ে ফেলে। ঈশ্বর তাদের মারাত্মক ও প্রকাশ্য মন্দতার কারণে তাদের নাম মুছে ফেলেন। কিন্তু যারা এই সকল মন্দতাকে অতিক্রম করতে পারবে তাদের নাম কখনো মুছে যাবে না।

(৩) খ্রীষ্ট এই জীবন- পুস্তক প্রস্তুত করবেন এবং তিনিই সেই সকল বিশ্বাসী ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সামনে ও সকল স্বর্গদূতের সামনে দাঁড় করিয়ে তাদের নাম জীবন-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তা ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করবেন। তিনি এই কাজটি করবেন তাদের বিচারক হিসেবে, যখন সেই পুস্তক উন্মুক্ত করা হবে। তিনি তাদের নেতা ও তাদের প্রধান হিসেবে তাদেরকে বিজয়ী হিসেবে পরিচালনা দান করে স্বর্গে প্রবেশ করাবেন, তাদেরকে পিতার সামনে নিয়ে পেশ করবেন: দেখ, এই সেই সন্তানেরা যাদেরকে তুমি আমার কাছে

দিয়েছিলে। সেই সম্মান ও পুরস্কার কতই না মহান হবে!

২. বিশ্বব্যাপী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বার্তা সমাপ্ত করা হয়েছে। ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত প্রতিটি বাক্যই মানুষের যথাযথ মনোযোগ দাবী করে। ঈশ্বর যখন কোন একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ করে কিছু বলেন, সেখানে সমগ্র মানব জাতির জন্যই শিক্ষাণীয় বিষয় নিহিত থাকে।

প্রকাশিত বাক্য ৩:৭-১৩ পদ

এখন আমরা এসেছি ষষ্ঠ পত্রটিতে, যা আরেকটি এশীয় মণ্ডলীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. শিরোনাম, যেখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. কার প্রতি এই পত্রটি রচিত হয়েছিল: ফিলাডেলফিয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীর স্বর্গদূতকে। এটিও এশিয়া মাইনরের একটি নগরী, মাইসিয়া ও লিডিয়া নগরীর সীমান্ত ছুঁয়ে যার অবস্থান। এই নগরী বিশেষভাবে ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য বিখ্যাত ছিল। আমরা ধারণা করতে পারি যে, এই নগরীতে খ্রীষ্টিয় ধর্ম প্রসারিত হওয়ার পর থেকেই মূলত নগরীটির এই নাম প্রচলিত হয়। সেখানকার খ্রীষ্টিয়ানরা পরস্পরের প্রতি ও সকল নাগরিকের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসার নিদর্শন দেখিয়েছিল বলেই তা এই নাম ধারণ করেছিল। তারা সকলে এক পিতার সন্তান হিসেবে খ্রীষ্টতে পরস্পরকে ভালবেসেছিল। তবে হতে পারে এই নাম খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রসার ঘটার আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। হয়তোবা এখানকার নাগরিক সমাজ অত্যন্ত অতিথিবাৎসল এবং বন্ধুসুলভ হওয়ায় দেশী-বিদেশী সকলের সাথে অত্যন্ত মধুর আচরণ করতো, যে কারণে এই নামের উৎপত্তি। এটি ছিল এক দারুন চেতনার বহিঃপ্রকাশ, যা সুসমাচারের অনুগ্রহে সিক্ত হয়ে আরও বেশি প্রস্ফুটিত হয়েছিল এবং তারা হয়ে উঠেছিল এক চমৎকার মণ্ডলী। নিশ্চয়ই তারা একটি অসাধারণ মণ্ডলী ছিল, কারণ তাদের মধ্যে কোন ভুল-ত্রুটি ছিল না, তাদের মধ্যে একজনও কোন অপরাধ করে নি। তবুও নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে ছোট-খাট কিছু ত্রুটি অবশ্যই ছিল, কিন্তু ভালবাসা সবই মুছে দেয়।

২. পত্রটি কে প্রেরণ করেছিলেন; যদিও যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, তথাপি তিনি এখানে কোন উপাধি ধারণ করে নিজেকে এই মণ্ডলীর সামনে উপস্থাপন করেছেন তা লক্ষ্য করুন: যিনি পবিত্র, যিনি সত্যময়, যিনি "দাউদের চাবি ধারণ করেন, যিনি খুললে কেউ রুদ্ধ করে না, ও রুদ্ধ করলে কেউ খোলে না।" আপনি এখানে লক্ষ্য করে থাকবেন, তিনি কী ধরনের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এখানে প্রকাশ করছেন: যিনি পবিত্র এবং যিনি সত্যময়। যিনি স্বভাবের দিক থেকে খাঁটি, পবিত্র। এ কারণে তিনি সব সময় সত্য কথা বলেন, তিনি কোনভাবেই মিথ্যা বলতে পারেন না। এখানে তাঁর শাসনভার সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যও উল্লিখিত হয়েছে: যিনি দাউদের চাবি ধারণ করেন, যিনি খুললে কেউ রুদ্ধ করে না এবং রুদ্ধ করলে কেউ খোলে না। দাউদের গৃহের চাবি তাঁর হাতে রয়েছে, যা

মণ্ডলীর উপর তাঁর কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার স্মারক। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) তাঁর শাসন কার্যাবলী:-

[১] তিনি উন্মুক্ত করেন। তিনি তাঁর মণ্ডলীসমূহের জন্য একটি সুযোগের দরজা উন্মুক্ত করেন। তিনি তাঁর পরিচর্যাকারীদের জন্য একটি অনবদ্য বাণী উন্মোচন করেন, তিনি তাদের সাথে তাঁর সংযুক্তি ঘটান, তাদেরকে তাঁর নিজ অন্তরে প্রবেশ করতে দেন। তিনি তাঁর দৃশ্যমান মণ্ডলীতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাদেরকে মণ্ডলীর সহভাগিতায় পূর্ণ করেন। তিনি তাদেরকে মণ্ডলীর বিজয়যাত্রায় অংশগ্রহণ করান, পরিত্রাণের মধ্য দিয়ে সাধনের যে প্রতিজ্ঞা তিনি তাদেরকে দিয়েছিলেন।

[২] তিনি দরজা বন্ধ করেন। যখন তিনি ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি সমস্ত সুযোগ ও সমস্ত সহভাগিতার দরজা বন্ধ করে দিতে পারেন। তিনি গোঁড়া ও কঠিনমনা পাপীদের অন্তরকে বন্ধ করে দেন এবং সেই বদ্ধ স্থানেই তাদেরকে রাখেন। তিনি অ- বিশ্বসী ও মন্দ মানুষদের বিপক্ষে মণ্ডলীর সহভাগিতার দরজা বন্ধ করে দেন। তিনি সেই সকল নির্বোধ কুমারীদের প্রতি স্বর্গের দরজা বন্ধ রাখেন, যারা তাদের অনুগ্রহের কাল ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। সেই সকল মন্দ কার্য সাধনকারীদেরকেও তিনি স্বর্গের দরজার ওপাশে যেতে দেন না, যারা নিজেদেরকে অত্যন্ত চালাক মনে করতো অথচ যাদের কাজ ছিল অসার।

(২) যে প্রক্রিয়ায় এবং পন্থায় এই কাজগুলো তিনি সাধন করবেন; তিনি এই কার্য সাধনের ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি সম্পূর্ণ অধিকার নিজের কুক্ষিগত করেন। তিনি কোন মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না কিংবা মানুষের ক্ষমতায় বাধাপ্রাপ্তও হন না: তিনি খুললে কেউ রুদ্ধ করে না, ও রুদ্ধ করলে কেউ খোলে না। তিনি ইচ্ছা করেন এবং তিনি ঠিক তাই করেন। আর তিনি যখন তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেন, তখন আর কেউ তাতে বাধা দিতে পারে না। এটাই তাঁর প্রকৃত ও উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে যখন তিনি এমন কোন মণ্ডলীর কাছে এই কথা বলছেন, যে মণ্ডলী খ্রীষ্টের কাছে তার পবিত্রতা ও সত্যের জন্য নন্দিত হয়েছে এবং তাঁর অনুশাসনে ও যত্নের অধীনে থেকে স্বাধীনতা ও সুযোগের এক প্রশস্ত দরজায় প্রবেশ করার মহান সুযোগ লাভ করেছে।

খ. এই পত্রের মূল বিষয়বস্তু; যেখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. খ্রীষ্ট তাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের জন্য কী কী করেছেন: দেখ, আমি তোমার সম্মুখে এক খোলা দ্বার রাখলাম, তা রুদ্ধ করতে কারো সাধ্য নেই, পদ ৮। আমি তা উন্মুক্ত করেছি এবং তা উন্মুক্তই রেখেছি, যদিও এর বিরোধী পক্ষ অনেক ভারী। এখানে আমরা শিখতে পারি:-

(১) খ্রীষ্টই মণ্ডলীর সকল স্বাধীনতা ও সুযোগের প্রণেতা।

(২) তিনি লক্ষ্য করেন ও হিসাব রাখেন যে, কত কাল তিনি তাদের আত্মিক স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা দান করে থাকেন।

(৩) দুষ্ট ও মন্দ ব্যক্তিরা ঈশ্বরের লোকদেরকে ঈর্ষা করে থাকে, কারণ তাদের রয়েছে স্বাধীনতার এক প্রশস্ত দ্বার এবং এই দ্বার বন্ধ হয়ে গেলে তারা খুব খুশি হবে।

(৪) আমরা এই দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যীশুকে প্ররোচণা না দিই, বা তাঁকে বাধ্য না করি, তাহলে কোনভাবেই মানুষ তা বন্ধ করতে পারে না।

২. খ্রীষ্ট এই মণ্ডলীর প্রতি প্রশংসা করছেন: তোমার কিঞ্চিৎ শক্তি আছে, আর তুমি আমার বাক্য পালন করেছ, আমার নাম অস্বীকার কর নি, পদ ৮। এখানে আমরা প্রশংসার মাঝেও কিছুটা তিরস্কারের আভাস দেখতে পাই: তোমার কিঞ্চিৎ শক্তি আছে, সামান্য অনুগ্রহ আছে। আমি তোমার জন্য যে প্রশস্ত সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে রেখেছি তার তুলনায় এই শক্তি একেবারেই যৎসামান্য হলেও তা সত্যিকারের অনুগ্রহের ফল এবং তুমি এর মধ্য দিয়ে নিজেকে বিশ্বস্ত প্রমাণ করেছ।" সত্যিকার অনুগ্রহের ফল দুর্বল হলেও তার রয়েছে স্বর্গীয় স্বীকৃতি। কিন্তু যদিও খ্রীষ্ট সামান্য শক্তি গ্রহণ করেন, তথাপি বিশ্বাসীদের এই সামান্যতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। বরং তাদের উচিত হবে অনুগ্রহের আরও বেশি করে বৃদ্ধি পাওয়া, বিশ্বাসে শক্তিশালী হয়ে ওঠা, ঈশ্বরকে গৌরব ও মহিমা দান করা। সত্যিকারের অনুগ্রহের ফল দুর্বল হলেও তা সাধারণ অনুগ্রহের সবচেয়ে মহান ও উচ্চ স্তরের দানের চাইতেও বরং আরও বেশি ক্ষমতাশালী এবং আকাঙ্ক্ষিত, কারণ তা খ্রীষ্টানদেরকে খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে চলতে ও তাঁর নাম অস্বীকার না করতে সক্ষম করে তোলে। বাধ্যতা, বিশ্বস্ততা ও খ্রীষ্টের নামের প্রতি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণই হচ্ছে প্রকৃত অনুগ্রহের ফল এবং তা খ্রীষ্টের কাছে অত্যন্ত সন্তোষজনক।

৩. এখানে আমরা সেই মহান আনুকূল্যের প্রতিজ্ঞা দেখতে পাই, যা এই মণ্ডলীকে দান করা হচ্ছে, পদ ৯,১০। এই আনুকূল্যের মাঝে দু'টি বিষয় রয়েছে:-

(১) খ্রীষ্ট এই মণ্ডলীর শত্রুদের তার পদতলে আনবেন।

[১] এই মণ্ডলীর শত্রুদের বর্ণনা করা হয়েছে: যে লোকেরা নিজেদের যিহূদী বললেও যিহূদী নয়। তারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের মনোনীত লোক হওয়ার ভান করে, কিন্তু তারা আসলে শয়তানের উপাসক ও তারই সমাজের সদস্য। যে সকল মণ্ডলী ঈশ্বরের আত্মায় ও সত্যে থেকে উপাসনা করে, তারাই ঈশ্বরের ইস্রায়েল। যে সকল মণ্ডলী মিথ্যা দেবতার পূজা করে, কিংবা ভুল প্রক্রিয়ায় সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করে, তারা শয়তানের সমাজ। যদিও তারা নিজেদেরকে কেবল ঈশ্বরের মণ্ডলীর অন্তর্গত বলে দাবী করবে, কিন্তু তারা আসলে এ কথা বলে কেবলই মিথ্যার বেসাতি গড়ে।

[২] মণ্ডলীর প্রতি তাদের অধীনস্থতার কথা বর্ণিত হয়েছে: আমি তোমার চরণ সমীপে তাদেরকে উপস্থিত করে অবনত করাব। তবে এখানে মণ্ডলীর প্রতি তাদের ধর্মীয় বা স্বর্গীয় সম্মান জ্ঞাপনের কথা বোঝানো হয় নি, কিংবা মণ্ডলীর সেবা কাজে নিয়োজিত হওয়ার কথাও বোঝানো হয় নি। বরং এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, তাদের ভুল ভেঙ্গে দেওয়া হবে, তাদের অহঙ্কার চূর্ণ করা হবে। এই মণ্ডলী মণ্ডলীর স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র। তাই সেই

সকল লোকদেরকে এই মণ্ডলীর অধীনে আনা হবে ও সহভাগিতায় মিলিত করা হবে, যেন তারা সকলে একই পন্থায় থেকে এক ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে। এই মহা পরিবর্তন কীভাবে সাধিত হবে? ঈশ্বর তাদের শত্রুদের অন্তরে তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করবেন এবং তাঁর মণ্ডলীর প্রতি বিশেষ আনুকূল্যের প্রকাশ ঘটাবেন: তারা জানতে পারবে যে, আমি তোমাকে ভালবাসা করেছি। লক্ষ্য করুন:-

প্রথমত, যে কোন মণ্ডলীর জন্য সবচেয়ে সম্মানের ও আনন্দের বিষয় হতে পারে খ্রীষ্টের বিশেষ ভালবাসা ও আনুকূল্য।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের প্রতি এমন অনুগ্রহ দান করবেন যা তাদের শত্রুরা দেখবে এবং তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হবে।

তৃতীয়ত, এই ভালবাসা ও আনুকূল্য খ্রীষ্টের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর শত্রুদের অন্তরকে স্পর্শ করবে এবং তাদেরকে মণ্ডলীর সাথে সহভাগিতায় মিলিত হওয়ার জন্য দারুনভাবে উৎসাহী করে তুলবে।

(২) খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কাছে আরেকটি যে অনুগ্রহ দানের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা হচ্ছে, এই মণ্ডলী সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সময়েও ধৈর্য ধারণের অনুগ্রহ লাভ করবে (পদ ১০), এবং এটি ছিল তাদের পূর্বেকার বিশ্বস্ততার প্রতিফল। যার আছে তাকে আরও দেওয়া যাবে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] খ্রীষ্টের সুসমাচার হচ্ছে তাঁর ধৈর্যের বাক্য। এটি হচ্ছে এক পাপপূর্ণ পৃথিবীতে ঈশ্বরের ধৈর্যের ফল। মানুষের সামনে এটি স্থাপন করে সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁর সমস্ত কষ্ট ও দুঃখভোগের মাঝেও ধৈর্য ধারণের নিদর্শন। এটি তাদেরকে আহ্বান করে, যারা খ্রীষ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ধৈর্য ধারণের সক্ষমতা প্রাপ্ত হবে এর চর্চা করবে।

[২] যারা সুসমাচারের অনুগ্রহ উপভোগ করে, তাদের সকলকে অবশ্যই সাবধানতার সাথে তা রক্ষা করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস বজায় রাখতে হবে ও তার চর্চা করতে হবে এবং সুসমাচার নির্দেশিত পন্থা অনুসারে উপাসনা করতে হবে।

[৩] একটি দিন ধৈর্য ধারণের পর আমরা অবশ্যই একটি ঘণ্টার জন্য পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে প্রস্তুত হতে পারি। একটি দিনের সুসমাচারের শান্তি ও স্বাধীনতা হচ্ছে একটি দিনের জন্য ঈশ্বরের ধৈর্য। এই ধৈর্যকে উন্নতি সাধন করার মধ্য দিয়েই আমরা সক্ষম হয়ে উঠি, যাতে করে আমরা এক ঘণ্টার পরীক্ষা বা প্রলোভনকে কাটিয়ে উঠতে পারি।

[৪] অনেক সময় এই পরীক্ষা হয় অনেকটা সাধারণ এবং সর্বব্যাপী। তা সমস্ত পৃথিবীর উপর পতিত হয় এবং যখন তা এভাবে সর্বসাধারণের উপরে বর্তায়, তখন এর স্থায়িত্ব হয় অতি সংক্ষিপ্ত।

[৫] যারা শান্তির সময়ে সুসমাচার ধারণ করে, খ্রীষ্ট তাদেরকে পরীক্ষার সময় ধারণ

করবেন। সুসমাচার যারা ধারণ করে রাখে, তারা সব সময়ই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে। শান্তিপূর্ণ সময়ে যে স্বর্গীয় অনুগ্রহ তাদেরকে ফলবান করেছিল, নির্যাতনের মুহূর্তেও সেই অনুগ্রহ তাদেরকে স্থির থাকতে সাহায্য করে।

৪. খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন যা করার জন্য তিনি তাকে সক্ষম করে তুলবেন বলে আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর সেই প্রতিজ্ঞা ছিল ধারণ করার প্রতিজ্ঞা: তোমার যা আছে, তা দৃঢ়রূপে ধারণ কর।

(১) দায়িত্বটি কী ছিল: "তোমার যা আছে, তা দৃঢ়রূপে ধারণ কর; বিশ্বাস, সত্য, অনুগ্রহের শক্তি, উদ্দীপনা, ভাইদের প্রতি ভালবাসা। তোমার কাছে এই সকল অমূল্য সম্পদ গচ্ছিত আছে, তা দৃঢ়রূপে ধারণ কর।"

(২) উদ্দেশ্য, যা খ্রীষ্টের আগমনের দ্রুততার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়: "আমি শীঘ্র আসছি। দেখ, আমি শুধু তাদেরকেই পরীক্ষার সময় সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আসবো, যারা বিশ্বস্ত। আমি তাদের বিশ্বস্ততার পুরস্কার দেওয়ার জন্য আসবো এবং যারা যারা বিশ্বস্ততা দেখাতে ব্যর্থ হবে তাদেরকে শাস্তি দিতে আসবো। তাদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে বিজয়ের মুকুট পরিহিত হওয়ার জন্য যোগ্য বলে মনে করেছিল, তারা যার আশা করেছিল এবং তা লাভ করার চিন্তা করে সন্তোষ অনুভব করছিল, তারা সেই বিজয়ের মুকুট থেকে বঞ্চিত হবে। অধ্যবসায়ী খ্রীষ্টিয়ানরা সেই সমস্ত পিছিয়ে পড়া লোকদেরকে হারিয়ে জয় লাভ করবে, যারা এক সময় এর যোগ্য হলেও কেবল মুখেই খ্রীষ্টকে স্বীকার করে।

গ. পত্রটির শেষ অংশ, পদ ১২,১৩। এখানে আমরা দেখি:-

১. প্রথাগত ভঙ্গিতে আমাদের পরিত্রাণকর্তা প্রত্যেক বিজয়ী বিশ্বাসীদের জন্য এক গৌরবময় পুরস্কার দানের প্রতিজ্ঞা করছেন, যেখানে দু'টি বিষয় লক্ষ্যণীয়:-

(১) যিনি জয় করবেন, তিনি হবেন ঈশ্বরের গৃহের স্তম্ভস্বরূপ। কোন সহায়ক স্তম্ভ নয় (যার আদৌ খুব একটা গুরুত্ব নেই), বরং তারা হবে ঈশ্বরের স্বাধীন ও সর্বশক্তিমান ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রস্তুতকৃত মূল ভিত্তিস্তম্ভ। এই স্তম্ভে কখনো ফাটল ধরবে না, বা তা কখনো ভেঙ্গে পড়বে না, যেভাবে রোমীয় শাসকদের সম্মানে স্থাপিত এ ধরনের অনেক স্তম্ভই এক সময় ভেঙ্গে পড়েছে এবং যার চিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

(২) এই ভিত্তিস্তম্ভের উপর এক গৌরবপূর্ণ উৎকীর্ণলিপি বা শিরোনাম লেখা হবে, যা অবশ্যই এ ধরনের প্রেক্ষাপটে যুক্তিযুক্ত।

[১] ঈশ্বরের নাম, যার সেবায় সে নিয়োজিত, যার জন্য সে কাজ করে এবং যার জন্য সে সমস্ত দুঃখভোগেও ধৈর্য ধারণ করেছে। আর সেই সাথে লেখা হবে ঈশ্বরের নগরীর নাম, ঈশ্বরের মণ্ডলীর নাম। প্রকৃত অর্থে এটি নতুন যিরূশালেম, যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে। এই ভিত্তির উপর লেখা হবে সেই সকল সেবা কাজের কথা, যা এই বিশ্বাসী ঈশ্বরের মণ্ডলীর জন্য সাধন করেছেন। এখানে লেখা হবে কীভাবে তিনি মণ্ডলীর অধিকার ঘোষণা করেছেন,

মণ্ডলীর সীমা বিস্তারে অবদান রেখেছেন, মণ্ডলীর বিশুদ্ধতা ও সম্মান বজায় রাখতে পরিশ্রম করেছেন। এই নাম হবে এশিয়া বা আফ্রিকা এমন নামের চেয়েও মহান। তিনি আখ্যাত হবেন ঈশ্বরের মণ্ডলীর যুদ্ধে অবতীর্ণ একজন দুর্ধর্ষ সৈনিক হিসেবে।

[২] শিরোনামের আরেকটি অংশ হচ্ছে খ্রীষ্টের নতুন নাম, যিনি আমাদের মধ্যস্থতাকারী, পরিত্রাণকর্তা, আমাদের পরিত্রাণের নেতৃত্বদানকারী। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, কার অধীনস্থ থেকে বিজয়ী বিশ্বাসী এই সকল সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হবেন, কার দ্বারা তিনি চালিত হন, কার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি উৎসাহিত হন এবং কার অনুপ্রেরণা দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি উত্তম যুদ্ধে লড়াই করেন ও বিজয়ী হয়ে ওঠেন।

২. এই পত্রটি শেষ করা হয়েছে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্য দিয়েঃ যার কান আছে, সে শুনুক, পবিত্র আত্মা মণ্ডলী সকলকে কি বলছেন, কীভাবে খ্রীষ্ট তাঁর বিশ্বস্ত লোকদেরকে ভালবাসেন, তাদের প্রশংসা করেন এবং কীভাবে তিনি তাদের বিশ্বস্ততার জন্য তাদেরকে বিজয়ীর মুকুট পরান।

প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪-২২ পদ

এখন আমরা এসেছি সাতটি এশীয় মণ্ডলীর সর্বশেষ ও সবচেয়ে বাজে মণ্ডলীটিতে, যা ফিলাডেলফিয়া মণ্ডলীর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ ফিলাডেলফিয়া মণ্ডলীকে দোষারোপ করার মত যেমন কিছুই ছিল না, তেমন এই লায়দেকিয়া মণ্ডলীকে প্রশংসা করার মতও কিছু নেই। কিন্তু তথাপি এই মণ্ডলী সাতটি স্বর্ণময় প্রদীপদানীর একটি, কারণ একটি মণ্ডলী বিপথে গেলেও তা মণ্ডলী বটে। আগের মতই এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. পত্রটির শিরোনাম, কার প্রতি পত্রটি লেখা হয়েছে এবং কার দ্বারা লেখা হয়েছে।

১. কার কাছে পত্রটি লেখা হয়েছেঃ লায়দেকিয়া মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে। এক সময় এটি ছিল লা যিশাইয় (খুপঁং) নদীর কাছে অবস্থিত একটি বিখ্যাত নগরী, যা সুবৃহৎ পরিধি বিশিষ্ট দেয়াল দ্বারা আবৃত ছিল। রোমের মত এই নগরীতে তিনটি মার্বেল পাথরের তৈরি রঙ্গমঞ্চ ছিল এবং সাতটি পাহাড়ের উপরে এই নগরীটি নির্মিত হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই, প্রেরিত পৌল এই নগরীতে সুসমাচার স্থাপনের কাজে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন, যেখান থেকে তিনি একটি পত্রও লিখেছিলেন, যার প্রমাণ আমরা পাই কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র থেকে। কলসীয় পত্রটির শেষ অধ্যায়ে তিনি লায়দেকিয়া নগরবাসীর পক্ষ থেকে কলসীয়দেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। লায়দেকিয়া থেকে কলসীয় নগরীর দূরত্ব খুব বেশি নয়। এই নগরীতে চতুর্থ শতাব্দীতে একটি পরিষদ গঠিত হয়েছিল, যা অনেক আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বর্তমানে এখানে কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়, যা ক্রোধের মেষশাবকের এক ভয়ঙ্কর পরিচয় বহন করে।

২. কার কাছ থেকে পত্রটি প্রেরিত হয়েছিল: এখানে আমাদের প্রভু যীশু নিজের পরিচয় দিয়েছেন এই বলে – যিনি আমেন, যিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময় সাক্ষী, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির

আদি।

(১) যিনি আমেন: যিনি তাঁর সকল উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও প্রতিজ্ঞায় অটল ও অপরিবর্তনীয়, যাঁর সকলই সত্য ও সুন্দর।

(২) যিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময় সাক্ষী: মানুষের কাছে ঈশ্বর সম্পর্কে যার সাক্ষ্য অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য ও তা সম্পূর্ণ সত্য, যা সকল বিপথগামী ও ভণ্ড শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এক উপযুক্ত সাক্ষ্য।

(৩) যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি: হতে পারে এখানে বোঝানো হয়েছে, তিনি নিজেই প্রথম সৃষ্টি, যে কারণে তিনিই সমস্ত কিছুর শুরু। তিনিই সবকিছু সৃষ্টির উৎস এবং তিনিই সব কিছু শুরু করেছেন, তাই তিনিই আদি। তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধানকারী। কিংবা এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, তিনি দ্বিতীয় সৃষ্টির আদি। এই দ্বিতীয় সৃষ্টি হচ্ছে মণ্ডলী। আর তাই যেহেতু তিনি নিজে এই সৃষ্টির আদিপুরুষ, সে কারণে তিনিই সর্বপ্রথম মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছেন, যা আমরা দেখি প্রকা ১:৫ পদে, যেখান থেকে এই উপাধিটি নেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্ট নিজেকে স্বর্গীয় ক্ষমতার বলে পুনরুত্থিত করেছেন, এক নতুন পৃথিবীর রাজা করেছেন, মৃত আত্মাদেরকে উত্থিত করেছেন যেন তারা ঈশ্বরের জীবন্ত উপাসনালয় ও যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলী হয়ে উঠতে পারে।

খ. মূল বিষয়বস্তু, যেখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. এই মণ্ডলী, এর পরিচর্যাকারী ও এর সদস্যদের উপর এক গুরুতর অভিযোগ আরোপ করা হয়েছিল। এই অভিযোগ আরোপ করেছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি তাদেরকে তাদের চেয়েও অনেক ভাল করে চিনতেন: তুমি না শীতল না তপ্ত, বরং এ দু'টোর চেয়েই খারাপ; তুমি হয় শীতল হলে, নয় তপ্ত হলে ভাল হত, পদ ১৫। ধর্মের প্রতি আগ্রহহীনতা হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে একটি অবস্থান। যদি ধর্ম কোন সত্য বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার বিষয় এবং আমাদের উচিত হবে ধর্মের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ ও মনোযোগ নিবদ্ধ করা। যদি তা সত্য না হয়, তাহলে তা এই পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে বিষয় এবং আমাদের উচিত হবে ধর্মের প্রতি বিমুখ হওয়া ও দূরে সরে থাকা। ধর্মের যদি আসলেই কোন মূল্য থেকে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এর মূল্য অন্য যে কোন কিছুর চাইতে বেশি। কাজেই উদাসীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতাকে এখানে কোনভাবেই ক্ষমা করা যায় না: কেন তুমি দুই মতের মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছ? যদি ঈশ্বরকে মান, তবে শুধু ঈশ্বরকেই মান; যদি বাল দেবতাকেই মানতে চাও, তাহলে শুধু তাকেই অনুসরণ কর। কোন নিরপেক্ষ অবস্থানের অবকাশ এখানে নেই। অজ্ঞাত নিরপেক্ষ ব্যক্তির চেয়ে বরং প্রকাশ্য শত্রু অনেক ভাল। এ ধরনের দ্বিধাযুক্ত বিশ্বাসীদের বদলে একজন পৌত্তলিক অবিশ্বাসীদের বরং আশা আছে। খ্রীষ্ট চেয়েছেন যেন সমস্ত মানুষ আন্তরিকভাবে ঘোষণা দেয় যে, তারা খ্রীষ্টের পক্ষে না বিপক্ষে।

২. তাদের জন্য এক মহা শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে: এজন্য আমি নিজের মুখ থেকে

তোমাকে বমন করতে উদ্যত হয়েছি। নোংরা জীবাণুযুক্ত জল পেটে গেলে যেমন বমির উদ্রেক হয়, সেভাবে এই সমস্ত ভণ্ডদেরকে খ্রীষ্ট তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। তিনি তাদের কারণে অসুস্থ বোধ করেন এবং তিনি তাদেরকে কোনভাবেই সহ্য করতে পারেন না। তারা তাদের এই নিরপেক্ষ অবস্থানকে বলতে পারে ভালবাসা, নম্রতা, শিষ্টাচার এবং অন্তরের বিশালতা। কিন্তু খ্রীষ্টের কাছে তা একান্তই কুৎসিত ও জঘন্য এবং যারা এই অবস্থান ধারণ করে তাদেরকে তিনি আর কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারেন না। তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তারা চিরদিনের জন্যই খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। আর পবিত্রতম যীশু খ্রীষ্ট একবার যা চিরতরে প্রত্যাখ্যান করেন তা তিনি আর গ্রহণ করেন না।

৩. ধর্মের প্রতি এই আগ্রহহীনতা ও উদাসীনতার একটি কারণ আমরা এখানে দেখতে পাই, আর তা হচ্ছে আত্ম-সন্তুষ্টি ও আত্ম-গর্ব। তারা ভেবেছিল যে, তারা ইতোমধ্যেই অনেক ভাল আছে এবং সেই সাথে তাদের এই নিয়ে আদৌ কোন চিন্তা ছিল না যে, তাদের আরও ভাল অবস্থানে যাওয়া প্রয়োজন কি না: তুমি বলছো আমি ধনবান, ধন সঞ্চয় করেছি, আমার কিছুরই অভাব নেই, পদ ১৭। এখানে লক্ষ্য করুন, তারা নিজেদের সম্পর্কে যা ভেবেছিল এবং খ্রীষ্ট তাদের সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন।

(১) তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে যে উঁচু স্তরের চিন্তা-ভাবনা করেছিল: তুমি বলছো আমি ধনবান, ধন সঞ্চয় করেছি, আমার কিছুরই অভাব নেই। সম্ভবত তারা তাদের নিজেদের দেহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অত্যন্ত মনোযোগী ছিল এবং তারা তাদের সমস্ত চিন্তা এর পেছনেই ব্যয় করতো, কিন্তু তারা তাদের আত্মার প্রয়োজন ও চাহিদার কথা ভুলেই গিয়েছিল। নিজেদের আত্মাকে তারা একেবারেই উপেক্ষা করেছিল। কিংবা হতে পারে, তারা ভেবেছিল যে, তারা তাদের আত্মাকে খুব সুন্দর করে সজ্জিত করেছে: তাদের অনেক জ্ঞান ছিল, আর তারা ভেবেছিল তারা ধার্মিক; তারা অনেক দান ছিল, তাই তারা ভেবেছিল তারা অনেক অনুগ্রহ লাভ করেছে; তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা ভাল ছিল, তাই তারা ভেবেছিল তাদের সত্যিকারের প্রজ্ঞা রয়েছে; তাদের কাছে আইন ও বিধান ছিল, আর এটিকে তারা ঈশ্বরের চাইতেও বড় করে দেখতো ও সে অনুসারে চলতো। আমাদের সব সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমরা আমাদের নিজেদের আত্মার সাথে বে বিশ্বাসী না করি! নিঃসন্দেহে এমন অনেকে নরকে রয়েছে যারা ভাবতো যে, অবশ্যই তারা স্বর্গে বাস করবে। আমাদের প্রতিদিনই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় এই আবেদন করতে হবে, যেন তিনি আমাদের সেই শক্তি দেন যার দ্বারা আমরা আর নিজেদের তোষামোদি না করি এবং নিজেদের আত্মা নিয়ে গর্ব না করি।

(২) তাদের নীচতা সম্পর্কে খ্রীষ্ট যে চিন্তা পোষণ করেছিলেন: তিনি তাদের বিষয়ে এ ধরনের চিন্তা করে ভুল করেন নি। তিনি জানতেন, যদিও তারা জানতো না যে, তারা আসলে দুর্ভাগা, কৃপাপাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও উলঙ্গ। তাদের অবস্থা ছিল আসলেই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অন্যের দয়া ও করুণার পাত্র হওয়ার মত অবস্থা ছিল তাদের। তারা নিজেরা যদিও নিজেদেরকে নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত ছিল, কিন্তু যারা তাদেরকে চিনতো, তাদের সকলের কাছে তারা ছিল উপহাস ও করুণার পাত্র। কারণ:-

[১] তারা ছিল দরিদ্রঃ প্রকৃত অর্থেই তারা ছিল হতদরিদ্র, অথচ তারা বলতো তারা অনেক ধনী। আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের আদৌ কোন চিন্তা বা পরিকল্পনা ছিল না। নিজেদের সম্পদের প্রাচুর্যের নিচে পড়ে তাদের আত্মার মরণদশা হয়েছিল। ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের কাছে তাদের প্রচুর দেনা হয়েছিল এবং এই দেনার সামান্যতম অংশ শোধ করার মত কোন ধনও তাদের কাছে ছিল না।

[২] তারা ছিল অন্ধঃ তারা তাদের অবস্থান দেখতে পেত না, তাদের চলার পথ দেখতে পেত না, কিংবা তাদের সামনে যে বিপদ অপেক্ষা করছে তাও দেখতে পেত না। নিজেদের সামনে কী রয়েছে তা তারা দেখতে পেত না। তারা ছিল অন্ধ, তবুও তারা ভাবতো তারা সবই দেখতে পাচ্ছে। তাদের ভেতরে যে আলো ছিল, প্রকৃতপক্ষে সেটাই ছিল অন্ধকার, আর তাহলে তাদের মাঝে যে অন্ধকার ছিল সেটা কত না ব্যাপক হতে পারে! তারা খ্রীষ্টকে দেখতে পায় না, যদিও তাদের চোখের সামনেই খ্রীষ্টকে ধরে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। তারা বিশ্বাসে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না, অথচ সব সময়ই তিনি তাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন। তারা মৃত্যুকে দেখতে পায় না, যদিও তাদের সামনেই তা অবস্থান করছিল। তারা অনন্তকালের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করতে পারে না, যদিও এর প্রতিটি পরতের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল।

[৩] তারা ছিল উলঙ্গঃ তাদের আত্মার জন্য কোন পোশাক বা গৃহ বা আবাস তাদের ছিল না। তাদের ধার্মিকতা বা সন্তুষ্টি কোন পোশাকই ছিল না। তাদের অপরাধ ও কলুষতা এই উভয়েরই কোন আবরণ ছিল না। তারা সব সময় পাপ ও লজ্জায় জর্জরিত অবস্থায় থাকতো। তাদের ধার্মিকতা বলতে ছিল কেবল নোংরা কিছু ছেঁড়া টুকরো কাপড়। সেগুলো কেবলই টুকরো কাপড়, যা তাদেরকে আবৃত করতে পারে না। সেগুলো ছিল নোংরা কাপড়, যা তাদেরকে করে তোলে আরও অপরিষ্কার, আরও কলুষিত। তারা ছিল উলঙ্গ, গৃহহীন, সহায়-সম্বলহীন, কারণ তাদের সাথে ঈশ্বর ছিলেন না এবং তিনিই সকল যুগে সকল মানুষের আবাসস্থল হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছেন। তাঁতেই সমস্ত মানুষের আত্মা শান্তি ও নিরাপত্তা খুঁজে পেতে পারে এবং সবচেয়ে যথোপযুক্ত আবাসস্থল লাভ করতে পারে। শরীরী ধন সম্পদ আত্মাকে সম্পদশালী করে তুলতে পারে না। দেহের দৃশ্যনীয় সৌন্দর্যের কারণে আত্মা আলোকিত হয় না। শরীরের জন্য সবচেয়ে আরামদায়ক ও বিলাসবহুল গৃহ আত্মার নিরাপত্তা বা বিশ্রাম কোনটাই দিতে পারে না। আত্মা দেহ থেকে একেবারেই আলাদা এবং এর আবাস্থলও তেমনিভাবে আত্মার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, নতুবা শরীরের সমৃদ্ধির মাঝে পড়ে আত্মা হয়ে পড়বে দুর্দশাগ্রস্ত এবং নিঃস্ব।

৪. এই সকল পা যীশুর লোকদের প্রতি আমরা খ্রীষ্টের সুনির্দেশনা দেখতে পাই, যারা তাদের আসল প্রয়োজনের দিকে মনোযোগী না হয়ে অসার ও মিথ্যা বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করেছিল। তিনি তাদেরকে জানাচ্ছেন তাদের প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন ছিলঃ আমি তোমাকে এক পরামর্শ দিই; তুমি আমার কাছ থেকে এসব দ্রব্য ক্রয় কর, পদ ১৮। লক্ষ্য করুন:-

(১) আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাদেরকে সব সময়ই সুপরামর্শ দিয়ে যান, যারা তাঁর প্রতি তাদের পিঠ ফিরিয়ে রাখে এবং তাঁর পরামর্শ গায়ে মাখে না।

(২) পাপীদের অবস্থা কখনোই আর দুর্দশাগ্রস্ত থাকে না, যখন তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহপূর্ণ আহ্বান এবং তাঁর পরামর্শ লাভ করে।

(৩) আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পরামর্শদাতা, সব সময়ই আমাদেরকে সর্বোত্তম পরামর্শটি দিয়ে থাকেন এবং তা সকল পাপীর জন্য সবচেয়ে উপযোগী; যেমনটা দেখা যায় এখানে:-

[১] এই লোকেরা ছিল দরিদ্র; খ্রীষ্ট তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁর কাছ থেকে স্বর্ণ ক্রয় করার জন্য, যা আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি করা, যাতে করে তারা ধনী হতে পারে।

প্রথমত, কোথায় তারা এই স্বর্ণ পাবে – খ্রীষ্টের কাছে। তিনি তাদেরকে কোন স্বর্ণখনিতে বা কোন স্বর্ণকারের দোকানে পাঠাচ্ছেন না, বরং তিনি তাদেরকে স্বয়ং তাঁরই কাছে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন, যিনি নিজেই এক মহা মূল্যবান মণি।

দ্বিতীয়ত, কীভাবে তারা এই খাঁটি স্বর্ণ তাঁর কাছ থেকে পাবে? অবশ্যই তাদেরকে তা ক্রয় করতে হবে। এখানে কথাগুলো বেশ অসংলগ্ন বলেই মনে হতে পারে। এই দরিদ্র লোকেরা কীভাবে স্বর্ণ ক্রয় করবে? ঠিক যেভাবে তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে আঙ্গুর-রস এবং দুধ ক্রয় করতে পারে, এর অর্থ হচ্ছে বিনামূল্যে, কোন প্রকার মূল্য পরিশোধ না করেই, যিশাইয় ৫৫:১। কোন কিছু বিনিময়ে অবশ্যই দিতে হবে, কিন্তু তা মূল্য দ্বারা বিবেচ্য নয়। এর মধ্য দিয়ে তারা কেবলই তাদের জন্য প্রকৃত ধন সঞ্চয় করবে। " পাপ ও আত্মসন্তুষ্টিতে জর্জরিত হওয়ার পর যখন খ্রীষ্টের কাছে একজন পা যীশুর আসে, তখনই সে প্রকৃত অর্থে বুঝতে পারে সে আসলে কতটা দরিদ্র এবং শূন্য। আর তখন খ্রীষ্টই তাকে ভরিয়ে দিতে পারেন প্রকৃত সম্পদ দিয়ে।"

[২] এই লোকেরা ছিল উলঙ্গ। খ্রীষ্ট তাদেরকে জানাচ্ছেন, কোথায় গেলে তারা অবশ্যই পোশাক পেতে পারে এবং সেটা তাদের উলঙ্গতার লজ্জা ঢেকে দেবে। তাদেরকে এই পোশাক অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে। তারা এখন যে ছেড়া টুকরো পোশাক পরে আছে তা ফেলে দিয়ে অবশ্যই খ্রীষ্টের দেওয়া পোশাক পরিধান করতে হবে, যা তিনি তাঁর নিজ ধার্মিকতা ও ন্যায় দ্বারা বুনেছেন এবং যা চির পবিত্র ও সন্তোষজনক।

[৩] তারা ছিল অন্ধ। খ্রীষ্ট তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন যেন তারা তাঁর কাছ থেকে চোখে লেপনীয় অঞ্জন ক্রয় করে, যাতে করে তারা দেখতে পায়, তারা যেন তাদের নিজেদের জ্ঞান -গরিমার উপর আর নির্ভরশীল না থাকে, যা ঈশ্বরের চোখে অন্ধত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের নিজেদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য ও আত্মার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করতে হবে। তাদের চোখ এমনভাবে খুলে দেওয়া হবে যেন তারা তাদের পথ ও তার গন্তব্য সঠিকভাবে দেখতে পায়, সেই সাথে তাদের দায়িত্ব ও তাদের প্রকৃত মনোযোগের বিষয়ও যেন তাদের সামনে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এক নতুন ও গৌরবময় দৃশ্য তাদের

আত্মার সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। একটি নতুন পৃথিবী তাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হবে, যেখানে থাকবে সমস্ত দৃষ্টিনন্দন ও চমৎকার বস্তু, আর এর আলো তাদের কাছে অতি মনোহর মনে হবে, যারা সবেমাত্র অন্ধকারের রাজত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেছে। এটাই হচ্ছে বিপথগামী আত্মার জন্য যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানপূর্ণ ও উত্তম পরামর্শ। যদি তারা তা অনুসরণ করে, তাহলে তিনি এর যোগ্য সম্মান তাদেরকে দেবেন এবং তাদের পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানকে তিনি স্থায়ীভাবে কার্যকর করবেন।

৫. এখানে এই পা যীশুর লোকদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের মহান ও অনুগ্রহপূর্ণ উৎসাহ দান করা হচ্ছে, যেন খ্রীষ্ট তাদেরকে যে ভর্ৎসনা ও পরামর্শ দান করেছেন তার সবই তারা গ্রহণ করে, পদ ১৯,২০। তিনি তাদেরকে বলেছেন:-

(১) তাদের প্রতি তাঁর প্রকৃত ও স্নেহপূর্ণ ভালবাসার কারণে এই শাসন তিনি করেছেন: "আমি যত লোককে ভালবাসা করি, সেই সকলকে অনুযোগ করি ও শাসন করি। তোমরা হয়তোবা ভাবতে পার যে, আমি তোমাদেরকে কটু কথা বলেছি এবং তীব্র ভর্ৎসনা করেছি। এর সবই তোমাদের আত্মার প্রতি ভালবাসার ফলস্বরূপ। আমি কখনোই তোমাদেরকে এভাবে প্রকাশ্যে তিরস্কার করতাম না এবং তোমাদের পাপপূর্ণ স্বভাব পরিবর্তন করার চেষ্টা করতাম না, যদি আমি তোমাদের আত্মার প্রতি স্নেহশীল না হতাম। আমি যদি তোমাদেরকে ঘৃণাই করতাম, তাহলে আমি তোমাদের কথা ভাবতামই না, তোমাদের ইচ্ছামত তোমাদেরকে চলতে দিতাম, যে পর্যন্ত তোমরা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে না যাও।" পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের তিরস্কার ও ভর্ৎসনাকে অবশ্যই তাদের আত্মার প্রতি তাঁর মঙ্গল কামনা হিসেবে দেখতে হবে। সেভাবেই তাদের উচিত হবে আন্তরিকভাবে তাদের মন পরিবর্তন করা এবং ঈশ্বরের কাছে তাদের সমস্ত কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। শত্রুর তোষামোদি হাসির চাইতে বন্ধুর সমালোচনার ভ্রুকুটি অনেক ভাল।

(২) যদি তারা তাঁর পরামর্শ অনুসারে চলে, তাহলে তিনি তাদের আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ করে তুলতে প্রস্তুত আছেন: দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি, ও আঘাত করছি, পদ ২০। এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] খ্রীষ্ট একজন পাপীর হৃদয়-দ্বারে তাঁর বাক্য ও তাঁর আত্মা নিয়ে আসতে পেরে খুশি হন। তিনি এভাবে তাদেরকে নিয়ে আসেন দয়ার কাছে, করুণার কাছে। তিনি নিজেই তাদের সাথে দেখা করতে প্রস্তুত রয়েছেন, তাঁর অনুগ্রহ তিনি তাদেরকে দান করতে চান।

[২] তিনি দরজার সামনে এসে তা বন্ধ দেখতে পান। মানুষের হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই অজ্ঞতা, অবিশ্বাস ও পাপপূর্ণ স্বভাবের কারণে খ্রীষ্টের বিপক্ষে অবরুদ্ধ থাকে।

[৩] যখন তিনি তাদের হৃদয় বন্ধ দেখতে পান, তখনই তিনি সেখান থেকে সরে আসেন না, বরং তিনি তাঁর অনুগ্রহ সাথে করে সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন, এমনকি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মাথায় শিশির জমে গেলেও তিনি দরজার সামনে থেকে সরে যান না।

[৪] তিনি পাপীদেরকে জাগিয়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত উপায় অনুসরণ করে থাকেন

এবং তাদেরকে বাধ্য করেন তাঁর জন্য হৃদয়ের দ্বার খুলে দিতে: তিনি তাদেরকে তাঁর বাক্য দ্বারা আহ্বান করেন, তিনি তাদের আত্মার স্পন্দনে কড়া নাড়েন, যেন তাদের বিবেক জাগ্রত হয়।

[৫] যারা তাঁর কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করবে, তাদেরকে কাছে তিনি সব সময় তাঁর উপস্থিতি দ্বারা ঘিরে রাখবেন। তিনি তাদেরকে তাঁর মহান অনুগ্রহ ও করুণা দান করবেন। তিনি তাদের সাথে ভোজন করবেন। তাদের মধ্যে যা কিছু উত্তম রয়েছে তা তিনি গ্রহণ করবেন। তিনি তার সুস্বাদু ফল ভোজন করবেন এবং তিনি তার প্রতি সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর আতিথেয়তা প্রদান করবেন। তিনি তাদেরকে সবচেয়ে প্রীতিজনক খাবার দান করবেন, যা তাদের সত্যিকার অর্থে প্রয়োজন রয়েছে। তিনি তাদের দেবেন সঞ্জীবনী অনুগ্রহ ও সান্ত্বনা, আর সেই কারণে তারা তাদের বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও আনন্দে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে সক্ষম হবে। আর এই সব কিছুতে খ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুতাপকারী লোকেরা একে অপরের সাথে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক উপভোগ করবে। হায়! কতটা অসাবধান ও মূর্খ হলেই না একজন মানুষ খ্রীষ্টের প্রতি তাদের হৃদয়ের দ্বার বন্ধ রাখে!

গ. এখন আমরা এই পত্রের সমাপনী অংশে এসে পৌঁছেছি। আর অন্যান্য পত্রের মত এখানেও আমরা দেখতে পাই:-

১. বিজয়ী বিশ্বাসীদের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞায় মূলত যে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে:-

(১) যদিও এই মণ্ডলী আপাতদৃষ্টিতে পুরোপুরিভাবেই বিপথগামী এবং তারা আত্ম-অহঙ্কার ও ধর্মভ্রষ্টতায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছে, তথাপি এটি খুবই সম্ভব যে, তারা খ্রীষ্টের শাসন ও নির্দেশনার মধ্য দিয়ে আবারও ফিরে পাবে তাদের পূর্ববর্তী উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সঞ্জীবনী শক্তি। তারা তাদের আত্মিক মঙ্গল সাধনে আবারও ব্রতী হবে এবং তাদের মধ্যে দেখা যাবে জাগরণ।

(২) যদি তারা খ্রীষ্টের কথা শোনে, তাহলে তাদের পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তারা এক মহা পুরস্কার লাভ করবে। কী সেই পুরস্কার? তাকে আমার সঙ্গে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি নিজে জয় করেছি এবং আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সিংহাসনে বসেছি, পদ ২১। এখানে এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে:

[১] খ্রীষ্ট নিজেও পরীক্ষা ও প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

[২] তিনি সেই সকল প্রলোভনকে মোকাবেলা করে বিজয়ী হয়েছে এবং তিনি হলেন সর্বোত্তম জয়কারী।

[৩] তাঁর এই লড়াই ও বিজয়ের পুরস্কারস্বরূপ তিনি তাঁর পিতা ঈশ্বরের সাথে তাঁরই সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন। তিনি সেই গৌরব ও মহিমা লাভ করেছেন, যা তিনি অনন্তকাল ধরে তাঁর পিতার সাথে ভোগ করে আসছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ ইচ্ছায় এই

গৌরব ও সম্মান তাঁর পিতার হাতে গচ্ছিত রেখে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন, যেন পরিত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁর মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করে তিনি আবারও তাঁর সেই গৌরব ও সম্মান পুনরুদ্ধার করতে পারেন। তাঁর মর্যাদা পুনরায় গ্রহণ করার পর তিনি তাঁর প্রাপ্য মহিমা অর্জন করেছেন, অর্থাৎ তিনি তাঁর পিতার সমমর্যাদায় তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন।

[৪] যারা যীশু খ্রীষ্টকে তাঁর পরীক্ষা ও বিজয়ের পথে অনুসরণ করবে, তারা তাঁর গৌরব ও মহিমাতেও তাঁকে অনুসরণ করবে। তারা তাঁর সিংহাসনে আসন গ্রহণ করবে, শেষ বিচারের দিনে পৃথিবীর বিচারের সিংহাসনে তারা উপনীত হবে, তাঁর অনন্তকালীন সিংহাসনে তারা চিরকালের জন্য সম্মানের আসনে ভূষিত হবে। তাদের সাথে খ্রীষ্টের সম্পর্ক ও সংযুক্তি সাধনের ফলে এক মহা আলোক ছটা ব্যাপৃত হবে, যা খ্রীষ্টের রহস্যময়তার প্রকৃত প্রকাশ।

২. সকল বক্তব্য শেষ করা হয়েছে সার্বজনীন দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্য দিয়ে (পদ ২২)। এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, এটি মোটেও কোন ব্যক্তিগত পত্র নয়। প্রকৃত অর্থে কোন বিশেষ মণ্ডলীর প্রতি নির্দেশনা, শাসন ও সংশোধন সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই পত্র লেখা হয় নি। বরং সারা পৃথিবীর সকল যুগের সমস্ত মণ্ডলীর উদ্দেশেই এই পত্র লেখা হয়েছে। এই পত্রগুলো সকল মণ্ডলীর জন্যই স্মারক হয়ে থাকবে, যার মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শাসন উভয়ের জন্যই নিশ্চয়তা লাভ করবে। তারা অবশ্যই আশা করতে পারে যে, এই পত্রসমূহের বাণী অনুসারে তারা যদি বাধ্য ও অনুগত হয়, তাহলে তারা অবশ্যই ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহ লাভ করবে। বিশ্বস্ত মণ্ডলী অবশ্যই ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর প্রতিজ্ঞাকৃত পুরস্কার লাভ করবে। আর যারা তাঁর অবাধ্য হবে, তাদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন। ঈশ্বরের প্রিয় এই সকল মণ্ডলীর প্রতি তাঁর আচরণ আমাদের সকলের প্রতিই শিক্ষণীয়, যেন আমরা এই কথা মনে রাখি, কেননা ঈশ্বরের গৃহে বিচার আরম্ভ হবার সময় হল; আর যদি তা প্রথমে আমাদের মধ্য থেকেই আরম্ভ হয়, তবে যারা ঈশ্বরের সুসমাচারের অবাধ্য, তাদের পরিণাম কি হবে? ১ পিতর ৪:১৭। এভাবেই এশীয় মণ্ডলীগুলোর প্রতি খ্রীষ্টের বার্তা সমাপ্ত হল। এটাই ছিল এই পুস্তকের পত্রাংশ। এখন আমরা ভবিষ্যদ্বাণীর অংশে প্রবেশ করতে চলেছি।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ৪

এই অধ্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণীর উন্মোচন সূচিত হয়েছে। সাতটি মণ্ডলীর প্রতি পত্রগুলো যেভাবে খ্রীষ্টের দর্শন লাভের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছিল (অধ্যায় ১), ঠিক সেভাবে এই অংশটিও সূচিত হচ্ছে মহান ঈশ্বরের গৌরবময় প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে, স্বর্গে যাঁর সিংহাসন, যিনি স্বর্গীয় বাহিনীর প্রভু। এই প্রত্যাদেশ দান করা হয়েছিল প্রেরিত যোহনের কাছে এবং এই অধ্যায়েঃ-

ক. যে স্বর্গীয় দর্শন তিনি লাভ করেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন, পদ ১-৭।

খ. এর পরে যে স্বর্গীয় সঙ্গীত তিনি শুনেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন, পদ ৮-১১।

প্রকাশিত বাক্য ৪:১-৮ পদ

এখানে আমরা প্রেরিত যোহনের দ্বিতীয় দর্শনটির বর্ণনা পাইঃ এর পরে; যার অর্থ শুধু এটাই নয় যে, "আমি খ্রীষ্টকে স্বর্ণময় প্রদীপ আসনের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করার যে দর্শন দেখেছিলাম তার পরে," বরং এর অর্থ হল এই, "আমি খ্রীষ্টের নির্দেশনা অনুসারে তাঁর মুখ থেকে সকল বাণী শ্রবণ করার পর ও তা লিপিবদ্ধ করে বিভিন্ন মণ্ডলীতে প্রেরণ করার পরে আরেকটি দর্শন দেখলাম।" যারা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ সঠিকভাবে উপলব্ধি করবে ও তা গ্রহণ করবে, তারা আরও বেশি করে গ্রহণ করা জন্য প্রস্তুত হয় এবং তারা আরও বেশি প্রত্যাশা করে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুনঃ-

ক. এই দর্শন দেখার জন্য প্রেরিত যোহনকে যেভাবে প্রস্তুত করে তোলা হয়েছেঃ-

১. স্বর্গে একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল। এখান থেকে আমরা শিখতে পারিঃ-

(১) পৃথিবীতে যা কিছুই সাধিত হোক না কেন, তা স্বর্গে আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। এটাই ঈশ্বরের সমস্ত কার্যাবলীর আদর্শ। এই কারণে সমস্ত কিছুই তাঁর চোখের সামনে ঘটে থাকে এবং তিনি স্বর্গের বাসিন্দাদেরকে ততটুকুই দেখতে দেন যতটুকু তাদের দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

(২) ঈশ্বর তাঁর নিজ ইচ্ছায় আমাদেরকে যতটুকু দেখতে দেন তা ব্যতীত আমরা ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে আর কিছুই জানতে পারি না। সেই সকল ঘটনাবলী আমাদের চোখের সামনে আবদ্ধ থাকে, যে পর্যন্ত না ঈশ্বর সেই দরজা খুলে দেন।

(৩) কিন্তু যখনই ঈশ্বর আমাদের কাছে তাঁর পরিকল্পনা সকল প্রকাশ করতে চান, তখনই আমাদের উচিত হবে তা সানন্দে গ্রহণ করা এবং তিনি আমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তার চাইতেও নিজেদেরকে অধিক জ্ঞানী বলে মনে না করা।

২. যোহনকে এই দর্শনের জন্য প্রস্তুত করে তোলার উদ্দেশ্যে একটি তূরী বাজানো হল এবং তাঁকে স্বর্গে আহ্বান করে নিয়ে আসা হল, যেন এর পরে যা যা অবশ্যই ঘটবে সেই সমস্ত বিষয় তিনি দেখতে পান। তাঁকে তৃতীয় আসমানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

(১) মহা পবিত্র স্থানের পথ খুলে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে এখন ঈশ্বরের সকল সন্তানেরা বিশ্বাসে ও পবিত্র ভালবাসায় প্রবেশ করতে পারে। তারা তাদের মৃত্যুর পর আত্মায় সেই স্থানে প্রবেশ করবে এবং শেষ দিন অতিক্রম হলে তারা স্বশরীরে তাতে প্রবেশ করবে।

(২) ঈশ্বরের উপস্থিতির রহস্যে আমাদের কখনোই হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, বরং যে পর্যন্ত না আমাদেরকে তাঁর কাছে আহ্বান করা হয় সে পর্যন্ত অবশ্যই ধৈর্যপূর্বক অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

৩. এই দর্শন লাভের জন্য প্রস্তুত করে তোলার উদ্দেশ্যে আত্মাবিষ্ট করে তোলা হল। তাঁকে পূর্বেকার মতই স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল (প্রকাশিত বাক্য ১:১০), কিন্তু তা স্বশরীরে না কি আত্মায় তা আমরা বলতে পারি না। সম্ভবত তিনি স্বশরীরে স্বর্গে উপনীত হন নি। হতে পারে কিছু সময়ের জন্য তাঁর শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আত্মাকে কোন একটি ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা আয়ত্ত করেছিল এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় পরিচালিত হচ্ছিলেন। আমরা নিজেদেরকে যতই সমস্ত পার্থিব বিষয়বস্তু থেকে আলাদা করতে পারি, ততই আমরা আরও বেশি করে ঈশ্বরের নৈকট্য এবং সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। আমাদের শরীর হল একটি পর্দা, এক টুকরো মেঘ, এক পরত কুয়াশা, যা ঈশ্বরের সাথে আমাদের একত্রিত হতে বাধা সৃষ্টি করে। যখন ঈশ্বরের কাছে আমাদের উপস্থিত হওয়ার সময় আসবে, সে সময় আমাদের অবশ্যই এই শরীরকে ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, যেন আমরা সরাসরি স্বর্গে তাঁর কাছে যেতে পারি। এটাই হচ্ছে দর্শন লাভের পন্থা। এখন লক্ষ্য করুন:-

খ. দর্শনটি কী ছিল: দর্শনটি শুরু হয়েছিল প্রেরিত যোহনের চোখে দেখা এক আশ্চর্য দৃশ্য দিয়ে, আর তা ছিল এ রকম:-

১. তিনি দেখলেন, স্বর্গে এক সিংহাসন স্থাপিত, এক সম্মানের সিংহাসন এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক ও বিচার সিংহাসন। স্বর্গ হচ্ছে ঈশ্বরের সিংহাসন। এখানে তিনি গৌরব ও মহিমা সহকারে বাস করেন। এখান থেকেই তিনি সমস্ত মণ্ডলী ও সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করেন। সকল পার্থিব সিংহাসন এই স্বর্গীয় সিংহাসনের কর্তৃত্ব ও পরিচালনার অধীনে থাকে।

২. তিনি সেই সিংহাসনের উপর এক গৌরবান্বিত ব্যক্তিকে দেখলেন। সেই সিংহাসন শূন্য ছিল না। একজন ব্যক্তি সেই সিংহাসন পরিপূর্ণ করেছিলেন, আর তিনি ছিলেন মহান ঈশ্বর। তাঁকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আমাদের এই পৃথিবীর সবচেয়ে সন্তোষজনক এবং মূল্যবান ব্যক্তি হিসেবে: তিনি দেখতে সূর্যকান্তের ও সার্দীয় মণির তুল্য। তাঁকে কোন মানবীয় সাদৃশ্যে বর্ণনা করা হয় নি, তাই কেবলমাত্র একটি প্রতীকী চিত্রকল্পে তাঁকে রূপ দান করা হয়েছে, তবে তা শুধুমাত্র তাঁর আলোকরশ্মির উজ্জ্বলতার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা

হয়েছে। সূর্যকান্ত হচ্ছে এক ধরনের স্বচ্ছ পাথর, যা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে নানা ধরনের রংয়ের প্রতিফলন ঘটে। এই পাথর দ্বারা ঈশ্বরের যথার্থতা ও পবিত্রতাকে প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সার্দীয় মণি এক ধরনের লাল পাথর, যা ঈশ্বরের বিচারের প্রতীক, যে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী না হলে তিনি কখনোই আমাদের প্রতি অনুগ্রহের আ-কর হয়ে উঠতে পারতেন না। এই স্বর্গীয় বিচারের ক্ষমতার কারণেই তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করে মণ্ডলীর উপর তাঁর কর্তৃত্ব চিরকালের জন্য স্থাপন করতে পেরেছেন। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য যেমন তাঁর মহান ক্ষমার মাঝে দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় শাস্তি প্রদানে, কিংবা বলা যায় পাপীদের ধ্বংস সাধনে।

৩. তিনি সিংহাসনের চারদিকে একটি মেঘধনুক বা রংধনু দেখলেন, যা দেখতে মরকত মণির তুল্য, পদ ৩। রংধনু ছিল সেই রক্ষাকারী চুক্তির প্রতীক, যা ঈশ্বর নোহ ও তাঁর বংশধরদের সাথে স্থাপন করেছিলেন। এটি সেই চুক্তির কার্যকরী প্রতীক, যা ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মণ্ডলীর মস্তকরূপে স্থাপন করার মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদের সাথে স্থাপন করেছিলেন। নূহের প্রতিজ্ঞা ও চুক্তির মতই এই চুক্তিও অক্ষয় ও চিরস্থায়ী, যা কখনো ব্যর্থ হবে না। এই রংধনু দেখতে ছিল মরকত মণির তুল্য। তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় রংটি ছিল উজ্জ্বল সবুজ, যা এই চুক্তির চির সজীবতা ও সঞ্জীবনী শক্তির কথা প্রকাশ করে।

৪. তিনি সেই সিংহাসনের চারদিকে চব্বিশটি সিংহাসন দেখেছিলেন। সেগুলো শূন্য ছিল না, বরং তা পূর্ণ করেছিলেন চব্বিশ জন প্রাচীন। তারা সম্ভবত পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মে ঈশ্বরের সমগ্র মণ্ডলীকেই প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তারা সেখানে কোন পরিচর্যাকারী ছিলেন না, বরং মণ্ডলীসমূহের ও সাধারণ মানুষের মুখপাত্র ছিলেন। সেখানে তাদের আসন গ্রহণ প্রকাশ করেছে তাদের সম্মান, বিশ্রাম ও সন্তুষ্টি অবস্থান। সিংহাসনে তাদের আসন লাভ প্রকাশ করেছে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক, তাঁর সাথে তাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, তার সান্নিধ্যে তাদের সময় কাটানোর মহা সুযোগ লাভের অভিজ্ঞতা। তারা সকলে শুক্লবস্ত্র পরিহিত ছিলেন, তাদের পরনে ছিল সাদা পোশাক, যা পবিত্র ব্যক্তিদের ধার্মিকতাকে প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করে তোলে। তাদের মাথায় ছিল স্বর্ণের মুকুট, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত তাদের সম্মান ও মহিমার চিহ্ন। সীমিত পরিসরে চিন্তা করলে এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে সুসমাচারের মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের প্রতি নির্দেশ করা যায় এবং ব্যাপক অর্থে চিন্তা করলে তা স্বর্গে ঈশ্বরের মণ্ডলীর বিজয়কে নির্দেশ করে।

৫. তিনি সেই সিংহাসন থেকে বিদ্যুৎ ও রব বের হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বর এক ভয়াবহ উপায়ে তাঁর মণ্ডলীর প্রতি তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর অনুগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছেন। এভাবেই তিনি সিনাই পর্বতে তাঁর ব্যবস্থা দান করেছিলেন। সুসমাচারও সেই ব্যবস্থার চেয়ে কোন অংশে কম নয়, তাই যদিও সুসমাচার আত্মিক অর্থে আরও বেশি শক্তিশালী।

৬. তিনি সিংহাসনের সামনে সাতটি জ্বলন্ত প্রদীপ দেখেছিলেন, যাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঈশ্বরের সাতটি আত্মা হিসেবে (পদ ৫), যা খ্রীষ্টের মণ্ডলীসমূহের প্রতি ঈশ্বরের আত্মার

বিভিন্ন দান, অনুগ্রহ এবং কাজ। যিনি সেই সিংহাসনে বসে রয়েছেন তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে এই সকল দান দেওয়া হয়েছে।

৭. তিনি সেই সিংহাসনের সামনে স্ফটিকের তুল্য স্বচ্ছ এক কাচের সমুদ্র দেখেছিলেন। মন্দিরে যেমন বড় একটি পিতলের পাত্রে জল পূর্ণ করে রাখা হত, যেখানে পুরোহিতরা ঈশ্বরের সম্মুখে পরিচর্যা কাজ করতে যাওয়ার আগে হাত ধুয়ে নিতেন (যাকে বলা হত সমুদ্র), তেমনি সুসমাচারের মণ্ডলীতে সেই পরিষ্কৃত হওয়ার পাত্র বা সমুদ্র হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্ত, যিনি আমাদেরকে সকল প্রকার পাপ থেকে, এমন কি ক্ষমার অযোগ্য পাপ থেকেও পরিষ্কৃত ও ধৌত করেন। এর মধ্য দিয়ে তাদের সকলকে অবশ্যই পরিষ্কৃত হতে হবে যারা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহ লাভ করতে চায় এবং স্বর্গে চিরকালের জন্য তাঁর উপস্থিতির মাঝে বাস করতে চায়।

৮. তিনি চারটি প্রাণী দেখেছিলেন। সিংহাসন ও সকল প্রাচীন ব্যক্তিদের মধ্যবর্তী স্থানে এই চারটি জীবন্ত প্রাণী দাঁড়িয়ে ছিলেন। এদের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদের কথা। তারা যে অবস্থানের দিক থেকে ঈশ্বর নিকটবর্তী ছিলেন তা নয়। তারা ঈশ্বর এবং সমস্ত প্রাচীন বা খ্রীষ্টিয় সমাজের প্রতিনিধিগণের মধ্যবর্তী স্থানে ছিলেন। তার কারণ হল, তারা ছিলেন সংখ্যায় স্বল্প। কিন্তু তাদেরকে এভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে:-

(১) তাদের ছিল বহু চোখ, যা প্রকাশ করে তাদের প্রজ্ঞা, মহিমা ও জ্ঞান।

(২) তাদের ছিল সিংহের মত সাহস। তাদের মহা পরিশ্রম ও অধ্যবসায় (যার মধ্য দিয়ে তারা ষাঁড়ের প্রতিকৃতি প্রকাশ করেন), মানুষের হিসেবে তাদের বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনা এবং তাদের উৎসাহব্যঞ্জক আন্তরিকতা ও চিন্তা, যার মধ্য দিয়ে তারা উর্ধ্বে উন্নীত হয়েছেন, যেভাবে ঈগল তার ডানা মেলে আকাশের আরও উপরে উঠে যেতে থাকে (পদ ৭)। আর এই পাখাও ছিল চোখে ভরা, যা এ কথা প্রকাশ করে যে, তাদের সমস্ত ধ্যান ও পরিচর্যা কাজে তারা জ্ঞান সহকারে কাজ করেছিলেন এবং বিশেষ করে তারা নিজেদের সম্পর্কে ও তাদের আত্মা সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। তারা নিজেদের মহান কর্তব্য ও সকল ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত ও সঠিকভাবে তা পালন করার জন্য যথাযোগ্য ছিলেন। তারা লোকদের আত্মার প্রতি যত্নশীল হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের আত্মার প্রতিও যত্নশীল ছিলেন।

(৩) তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলের, আর তা হচ্ছে দিনে ও রাতে অনবরতভাবে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করতে থাকা। প্রাচীনরা বসে ছিলেন এবং তাঁরা পরিচর্যা গ্রহণ করছিলেন; আর এই চার প্রাণী রাত দিন অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তারা দর্শনের পরবর্তী অংশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

প্রকাশিত বাক্য ৪:৯-১১ পদ

প্রেরিত যোহন স্বর্গে যে সকল দৃশ্য দেখেছিলেন সেগুলো আমরা বিবেচনা করেছি। এখন আসুন আমরা পাঠ করি তিনি কী কী সঙ্গীত সেখানে শুনেছিলেন, কারণ স্বর্গে যে শুধু মহান দৃশ্য দেখে চোখকে পরিশুদ্ধ করা যায় তা নয়, সেখানে এমন স্বর ও ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় যা কানকেও পরিশুদ্ধ করে। এটি খ্রীষ্টের মণ্ডলী সম্পর্কিত একটি সত্যিকার বর্ণনা, যা এই পৃথিবীতেই আমাদের স্বর্গের স্বাদ এনে দেয় এবং পরমদেশে মণ্ডলী তা যথাযথ পরিপূর্ণতায় পালন করবে।

ক. তিনি চারটি জীবন্ত প্রাণীর, মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীদের গান শুনছিলেন, যা ভাববাদী যিশাইয়ের দর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যিশাইয় ৬ অধ্যায়। আর এখানে:-

১. তারা এক ও একমাত্র ঈশ্বরকে ভক্তি করছেন, যিনি সর্বশক্তিমান প্রভু, অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী।

২. তারা এক ঈশ্বরের মাঝে ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির গৌরব করছেন: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। আর এরাই হলেন আমাদের জন্য চিরকালীন পবিত্র সত্তা, যারা চিরকাল সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন এবং চিরকাল রাজত্ব করেন। এই মহিমার মাঝে ভাববাদী যিশাইয় খ্রীষ্টের ছায়া দেখেছিলেন এবং তাঁর কথা বলেছিলেন।

খ. তিনি চব্বিশজন প্রাচীনকে গৌরব ও প্রশংসা দান করতে শুনলেন, অর্থাৎ তাঁদের মধ্য দিয়ে যে সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রতীকী অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে তাদের প্রশংসা ধ্বনি। পরিচর্যাকারীরা নেতৃত্ব দেন এবং লোকেরা অনুসরণ করে ও প্রভুর প্রশংসা গৌরব করে, পদ ১০,১১। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তাঁদের উপাসনার বিষয়বস্তু: পরিচর্যাকারীরা যাঁর গৌরব করছিলেন তিনি সেই একই ব্যক্তি, যিনি সিংহাসনে বসে আছেন; অনন্তকাল স্থায়ী ও চিরঞ্জীবী প্রভু। ঈশ্বরের সত্যিকারের মণ্ডলীতে উপাসনা ও প্রশংসা করার বিষয়বস্তু কেবল একটিই। উপাসনার দু'টি পৃথক বিষয়বস্তু, তা একে অপরের পরিপূরক হোক বা একটির চেয়ে অপরটি অধিক গুরুত্বসম্পন্ন হোক, তা উপাসনার প্রক্রিয়াকে দ্বিধাজনক করে তুলবে এবং উপাসনাকারীদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হবে। ঈশ্বরের উপাসনায় এমন কারও যুক্ত হওয়াটা অসঙ্গত, যার কাছে উপাসনার মূল বিষয়বস্তুই স্পষ্ট নয়। ঈশ্বর কেবলমাত্র একজনই আছেন এবং তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, পৃথিবীতে ও স্বর্গের মণ্ডলীতে যাঁর উপাসনা করা যায়।

২. সমাদর জ্ঞাপনের প্রক্রিয়া।

(১) যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর সম্মুখে তাঁরা সেজ্‌দা করলেন। তাঁরা সবচেয়ে মহৎ নম্রতা, মর্যাদা ও খোদায়ী ভীতি আবিষ্কার করেছিলেন।

(২) তাঁরা সেই সিংহাসনের সামনে নিজ নিজ মাথার মুকুট নিক্ষেপ করলেন। তাঁরা ঈশ্বরকে

পবিত্রতার গৌরবে ভূষিত করলেন সেই মুকুট দিয়ে, যে মুকুট স্বয়ং ঈশ্বর তাঁদেরকে দান করেছিলেন তাঁদের সম্মাননা দানের জন্য, যে মুকুট তাঁরা তাঁদের স্বর্গীয় পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছেই তাঁদের সমস্ত গৌরব ও মহিমার জন্য দাবীদার। তাঁরা স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের মুকুটের চাইতে তাঁর মুকুট আরও অনেক বেশি গৌরবময় ও মর্যাদাপূর্ণ এবং ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার অর্থই হচ্ছে তাঁদের নিজেদের গৌরবান্বিত হওয়া।

৩. সমাদরের জ্ঞাপনের ভাষা: তাঁরা বলেছিলেন, হে আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই মহিমা ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য, পদ ১১। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) তাঁরা এ কথা বলেন নি যে, *আমরা তোমাকে মহিমা ও সমাদর ও পরাক্রম জ্ঞাপন করি*; কারণ আমরা সাধারণ মানুষ তাঁকে কী দিতে পারি? কিন্তু তাঁরা বলেছিলেন, *তুমিই মহিমা ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য*।

(২) এর মধ্য দিয়ে তাঁরা চমৎকারভাবে এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে, ঈশ্বর সকল আশীর্বাদ ও প্রশংসার উর্ধ্বে উচ্চীকৃত। তিনি গৌরব ও মহিমার যথাযোগ্য প্রাপ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁকে গৌরব দানের যোগ্য ছিলেন না, তাঁর অসীম মহিমার প্রতি তাঁরা বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপনেরও যোগ্য ছিলেন না।

৪. আমরা তাঁদের এই সমাদর জ্ঞাপনের কারণ ও যুক্তি দেখতে পাই, যা তিন স্তর বিশিষ্ট:-

(১) তিনি হলেন সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব দানকারী। একমাত্র সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তাই এভাবে এমন সমাদর পাওয়ার যোগ্য; কোন নির্মিত বা সৃষ্ট বস্তু মানুষের ধর্মীয় উপাসনার পাত্র হতে পারে না।

(২) তিনি সমস্ত কিছুর ধারক ও রক্ষাকারী এবং তাঁর সুরক্ষা চিরস্থায়ী। তাঁর সুরক্ষা সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের চিরস্থায়ী ক্ষমতায়। সকল সত্তা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল এবং তাঁর প্রতি নির্ভরশীল কোন সত্তারই উচিত নয় অপর কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা। প্রত্যেকেই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল, কাজেই প্রত্যেকেই তাঁর উপাসনাকারী। কোন মানুষকে উপাসনা করা যায় না।

(৩) তিনি সকল বস্তুর সর্বশেষ কারণ: *কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি করেছ এবং তোমার ইচ্ছাহেতু সকলই অস্তিত্বপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হয়েছে*। তাঁরই ইচ্ছা ও তাঁরই খুশিমত সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে। তিনি অন্য কারও ইচ্ছায় এই সকল কাজ করেন নি। অধীনস্থ সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছুই নেই, যে অপরের ইচ্ছা ও অধীনে থেকে কাজ করে থাকে। আর যদি সৃষ্টিকর্তা এমনই হতেন, তাহলে তিনি কখনোই উপাসনার যোগ্য হতেন না। যেহেতু ঈশ্বর সমস্ত কিছু তাঁরই ইচ্ছায় সাধন করেছেন, সে কারণে তিনি নিজের মনের মত করে সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি তাদেরকে তাঁর নিজের খুশিমত গড়ে তুলতে পারেন এবং তারা একভাবে বা অন্যভাবে তাদের দ্বারা প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত হতে পারেন। যদিও তিনি পাপীদের মৃত্যুতে আনন্দিত হন না, বরং তিনি চান যেন তারা সকলে পরিবর্তিত হয় এবং জীবন লাভ

করে, তথাপি তিনি সমস্ত কিছু তাঁর নিজের জন্যই তৈরি করলেন, হিতোপদেশ ১৬:৪। এখন যদি এই সমস্ত কিছু সত্য হয় এবং ধর্মীয় উপাসনার জন্য যথেষ্ট যুক্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়, কারণ যেহেতু ঈশ্বর মাত্র একজনই, সেক্ষেত্রে খ্রীষ্ট অবশ্যই পিতা ও পবিত্র আত্মার সাথে মিলে এক ঈশ্বর তাঁদেরকে একত্রে উপাসনা করা প্রয়োজন, কারণ তাঁকেও তাঁদের মত একই মর্যাদা দান করা হয়েছে (কলসীয় ১:১৬,১৭): সকলই তাঁর দ্বারা ও তাঁর জন্য সৃষ্ট হয়েছে; আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন ও তাঁতেই সমস্ত কিছু টিকে আছে।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ৫

বিগত অধ্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণী দানের দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়েছে। প্রেরিত যোহনের তাঁর দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর সাক্ষী হয়েছেন এবং তিনি পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও শাসনকর্তা ঈশ্বরের এবং মণ্ডলীর রাজার দর্শন লাভ করেছেন। তিনি ঈশ্বরকে গৌরব ও কর্তৃত্বের সিংহাসনে বসা অবস্থায় দেখেছিলেন, যার চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন পবিত্র ব্যক্তিগণ এবং তিনি তাদের কাছ থেকে প্রশংসা ও মহিমা লাভ করছিলেন। এখন এই সকল আদেশ ও বিধান ঈশ্বর প্রেরিতের সামনে উপস্থাপন করছেন একটি পুস্তকের আকারে, যা ঈশ্বর তাঁর ডান হাতে ধরে রেখেছেন। আর এই পুস্তকটিকে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে:

ক. ঈশ্বরের হাতে সীলমোহরকৃত, পদ ১-৯।

খ. তা তুলে দেওয়া হয়েছে পরিত্রাণকর্তা ও উদ্ধারকর্তা খ্রীষ্টের হাতে, যেন তিনি তাঁর সীলমোহর ভেঙ্গে তা উন্মোচন করতে পারেন, পদ ৬-১৪।

প্রকাশিত বাক্য ৫:১-৫ পদ

এর আগ পর্যন্ত প্রেরিত যোহন শুধুমাত্র মহান ঈশ্বরকে দেখেছেন, যিনি সমস্ত কিছুর শাসনকর্তা। আর এখন:-

ক. তাঁকে সেই আনুকূল্য দান করা হচ্ছে যেন তিনি ঈশ্বরের কর্তৃত্বের রূপ ও প্রক্রিয়া নিজের চোখে দেখতে পান, যার সমস্তই ঈশ্বরের হাতে যে পুস্তকটি রয়েছে তাতে লেখা রয়েছে। আর এটি আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন সেই সত্য হিসেবে, যা বদ্ধ করে ঈশ্বরের হাতে সীলমোহর করা হয়েছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. মণ্ডলীর প্রতি ও এই পৃথিবীর প্রতি স্বর্গীয় বিধান কর্তৃক যে সকল পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে, তার সবই নির্ধারণ করা হয়ে গেছে এবং এর সবই ঘোষণা করা হয়েছে। পুস্তকে যেমনটি লেখা রয়েছে, ঠিক সেভাবেই তা সাধন করার জন্য সম্মতি জ্ঞাপিত হয়েছে। পরিকল্পনা সাধিত হয়েছে, প্রত্যেকটি অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, সমস্ত কিছুই স্থির করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ই যথাযথ মান সহকারে পালিত ও লিপিবদ্ধকৃত হয়েছে। এই পুস্তকের প্রকৃত ও প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই পুস্তকটি ঈশ্বরের বিধান ও আদেশসমূহের পুস্তক, যা এতদিন তাঁর কাছে একান্তভাবে ছিল, তাঁর অন্তরে স্থিত ছিল। কিন্তু এ ধরনের একটি পুস্তক প্রকাশিত হওয়া আমাদের জন্য সত্যিই প্রয়োজন ছিল, ঠিক যেভাবে আমরা এর আগে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের পুস্তক পেয়েছি। একইভাবে এই পুস্তকের আমরা ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাই।

২. ঈশ্বর এই পুস্তকটি তাঁর ডান হাতে ধরে রেখেছেন, যাতে করে এর মধ্য দিয়ে পুস্তকটির কর্তৃত্ব ঘোষিত হয় এবং এর মধ্যস্থিত সকল পরিকল্পনা ও ভবিষ্যদ্বাণী সাধনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তুতি ও দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশিত হয়। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল কর্মপরিকল্পনা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৩. ঈশ্বরের হাতের এই পুস্তকটি বন্ধ এবং সীলমোহর করা রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ জানতে না তাতে কী লেখা রয়েছে, যে পর্যন্ত না তিনি তা উন্মুক্ত করেন। তা শুধু ঈশ্বরই জানেন, আর অন্য কেউ নয়। সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীতে তাঁর কার্য সকল এখানে রয়েছে; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তা উন্মুক্ত করেন আবার তা সীলমোহর করে রাখেন। তিনি তাঁর নিজ গৌরবের জন্যই তা করেন। মহান উপলক্ষ সাধিত হওয়ার সময় ও কালের জন্য তিনি অপেক্ষা করে আছেন।

৪. সাতটি সীলমোহর দ্বারা এই পুস্তকটি বদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, ঈশ্বর আমাদের জন্য কী ধরনের নিগূঢ় রহস্য আবদ্ধ করে রেখেছেন, তা মানুষের দৃষ্টিতে ও বুদ্ধিমত্তায় কতটা অবোধগম্য। এছাড়া এখানে ঈশ্বরের আদেশে এই পুস্তকের সাতটি বিভিন্ন অংশের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকটি অংশে পৃথক পৃথক সীলমোহর দেওয়া ছিল এবং যখন তা উন্মুক্ত করা হত, তখন এর যথাযথ অংশগুলো প্রকাশিত হত। এই সাতটি অংশ উন্মুক্ত নয় এবং তা উন্মুক্ত করা হবে, তবে পর্যায়ক্রমিকভাবে। একটি নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করে তা ব্যাখ্যা করা হবে, যা আরেকটি রহস্যের পরিচয় নির্দেশ করে। আর এভাবেই তা ব্যাখ্যা করা হতে থাকে, যে পর্যন্ত না ঈশ্বরের আদেশের ও তাঁর কার্যাবলীর সকল রহস্য এই পৃথিবীর কাছে উন্মোচন করা শেষ না হয়।

খ. যোহন এই সীলমোহর করা পুস্তক সম্পর্কে একটি ঘোষণা শুনলেন।

১. এই ঘোষণাকারী ছিলেন একজন শক্তিমান স্বর্গদূত। তিনি স্বর্গের দুর্বল বা কম শক্তিমান স্বর্গদূতদের মধ্যে একজন ছিলেন না, যদিও স্বর্গদূতদের মণ্ডলীতে এমন অনেকে রয়েছেন। এই স্বর্গদূত শুধুমাত্র ঘোষণাকারী হিসেবে এগিয়ে আসেন নি, বরং তিনি বিজয়ী হিসেবে এসেছিলেন, যিনি সকল প্রাণী তথা সকল মানুষকে ঈশ্বরের বিষয়ে তাদের জ্ঞানের শক্তিকে যাচাই করতে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। একজন বিজয়ী বীরের মতই তিনি উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে কথা বলছিলেন, যাতে করে প্রত্যেকটি প্রাণী শুনতে পায়।

২. তিনি যে কথা ঘোষণা করছিলেন বা আহ্বান জানাচ্ছিলেন তা ছিল, "ঐ পুস্তক ও তার সীলমোহর সকল খুলবার যোগ্য কে? পদ ২। কেউ যদি নিজেকে ঈশ্বরের রহস্য সকল ব্যাখ্যা করার কিংবা তা কার্যে পরিণত করার মত যোগ্য বলে মনে করে, তাহলে সে সামনে এসে দাঁড়াক এবং তা করতে চেষ্টা করুক।"

৩. স্বর্গে বা পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে এই আহ্বান গ্রহণ করতে পারে এবং এই কাজের দায়িত্বভার নিতে পারে: স্বর্গে এমন কেউ, মহিমান্বিত ও পবিত্র স্বর্গদূতদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যদিও তারা সকলেই ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে উপস্থিত থাকেন এবং

তারা সকলে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ পরিচর্যাকারী। তারা তাদের নিজ নিজ অসীম জ্ঞান নিয়েও ঈশ্বরের এই নিগূঢ় রহস্যের অর্থ নিজ যোগ্যতায় অনুধাবন করতে সমর্থ নন। পৃথিবীতেও এমন কেউ নেই, এমন কোন মানুষ নেই, ঈশ্বরের এমন কোন ভাববাদী নেই, এমন কোন মহা জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি নেই, এমন কোন মায়াবী বা জ্যোতিষী নেই, যে তাঁর মনের কথা বুঝতে ও তা প্রকাশ করতে পারে। পাতালে এমন কেউ নেই, এমন কোন পতিত স্বর্গদূত নেই, কিংবা বিদেহী মানুষের আত্মা নেই যে এই পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং এই পুস্তক খুলে তা পাঠ করতে পারবে। শয়তান নিজেও তার সকল শঠতা ও ধূর্ততা সত্ত্বেও তা পারবে না। কোন প্রাণী তা উন্মোচন করতে পারে না, বা সেদিকে দৃষ্টিপাতও করতে পারে না। তারা কোনভাবেই তা পাঠ করতে পারে না। কেবলমাত্র ঈশ্বরই তা পাঠ করতে পারেন।

গ. প্রেরিত যোহন এই পর্যায়ে তাঁর নিজের বিষয়ে অত্যন্ত ভাবিত হয়েছিলেন: তিনি অত্যন্ত রোদন করতে লাগলেন, কারণ পরিস্থিতিটি তাঁর জন্য অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ছিল। তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তির মাঝে যা দেখেছিলেন, তার কারণে তিনি তাঁর অন্তর ও তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে আরও জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন। তাই যখন তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না, তখন তিনি দুঃখে পরিপূর্ণ হলেন এবং তাঁর চোখ হতে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. যারা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রূপ দর্শন করেছেন, তারা আরও বেশি করে তাঁকে দেখতে চান। যারা তাঁর গৌরব দেখেছেন, তারা তাঁর সম্পর্কে বেশি করে জানতে চান।

২. উত্তম ব্যক্তিরা স্বর্গীয় রহস্যের নিগূঢ় তত্ত্ব জানার জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষী ও ব্যতিব্যস্ত থাকেন।

৩. এ ধরনের আকাঙ্ক্ষার উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া হয় না, ফলশ্রুতিতে এ ধরনের দুঃখ ও বেদনা আসতে পারে। লাগামহীন আশা হৃদয়কে পীড়া দেয়।

ঘ. প্রেরিত যোহনকে এই সান্ত্বনা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি এই আশা হারিয়ে না ফেলেন যে, পুস্তকটি উন্মুক্ত করা হবে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. কে যোহনকে এই আশা দান করেছিলেন: সেই প্রাচীনদের মধ্যে একজন। ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীর কাছে তা প্রকাশ করেছিলেন। যদি স্বর্গদূতেরা মণ্ডলীর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে অসম্মত না হন, তাহলে পরিচর্যাকারীদেরও তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। ঈশ্বর যখনই চাইবেন তখনই তিনি তাঁর লোকদেরকে দিয়ে তাদের শিক্ষকদের শিক্ষা ও নির্দেশনা দিতে পারেন।

২. কে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন: প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যাকে বলা হয় যিহূদা বংশের সিংহ, তাঁর মানবীয় স্বভাব অনুসারে যাকোবের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে যা বলা হয়েছিল (আদিপুস্তক ৪৯:১০), এবং দাউদের মূল, যা ছিল তাঁর স্বর্গীয় প্রকৃতি, যদিও তিনি মানবীয় বংশগতির দিক থেকে দাউদের বংশের একজন ছিলেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্তী

একজন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি, যিনি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের সকল পরিকল্পনা ও ইচ্ছা প্রকাশ করা ও তা কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত ও যথার্থ। আর তিনি তা করেছিলেন তাঁর মধ্যস্থতাসুলভ অবস্থান ও যোগ্যতায় থাকাকালীন, দাউদের মূল ও এহুদার বংশধর, এবং ঈশ্বরের ইস্রায়েলের রাজা ও তার মস্তক। আর তিনিই তা করবেন, যেন তাঁর সকল লোকের মাঝে ফিরে আসে সান্ত্বনা ও আনন্দ।

প্রকাশিত বাক্য ৫:৬-১৪ পদ

এখানে দেখুন:-

ক. প্রেরিত যোহন এই পুস্তকটি যীশু খ্রীষ্টের হাতে ধরা অবস্থায় দেখলেন, কারণ প্রভু যীশুই এই পুস্তকটির সীলমোহর খুলবেন এবং সেটি উন্মুক্ত করবেন। এখানে খ্রীষ্টকে এভাবে বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে:-

১. তাঁর অবস্থান ও পদমর্যাদা অনুসারে: ঐ সিংহাসন ও চার জন প্রাণীর মধ্যে ও প্রাচীনদের মধ্যে। তিনি তাঁর পিতারই সিংহাসনে বসে ছিলেন। তিনি মণ্ডলীর প্রাচীন বা পরিচর্যাকারীদের চাইতে তাঁর পিতার আরও বেশি ঘনিষ্ঠ অবস্থানে ছিলেন। একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে খ্রীষ্ট তাঁর পিতার অধীনস্থ, কিন্তু তিনি অন্য সকল মানুষ ও প্রাণীর চেয়ে তাঁর আরও নিকটবর্তী, কারণ তাঁর মাঝে খোদায়ী সত্তা প্রকৃত অর্থেই আবাস করছিল। পরিচর্যাকারীরা মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যবর্তী স্থানে থাকেন। খ্রীষ্ট ঈশ্বর এবং পরিচর্যাকারী ও মানুষের মধ্যবর্তী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

২. যে রূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন: এর আগে তাঁকে সিংহ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন উৎসর্গকৃত মেষশাবক হিসেবে। তিনি সিংহের মত বিক্রমের সাথে শয়তানকে পরাজিত করবেন এবং মেষশাবকের মত করে তিনি ঈশ্বরের ধার্মিকতা পালন করবেন। তিনি তাঁর শরীরে আঘাত ও ক্ষতের চিহ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, যাতে করে তিনি দেখাতে পারেন যে, তিনি স্বর্গে তাঁর পরিপূর্ণ যোগ্যতা সহকারে মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এসেছিলেন এক মেষশাবকের বেশ নিয়ে, যার ছিল সাতটি শিং এবং সাতটি চোখ, যিনি ঈশ্বরের সকল ইচ্ছা পূরণ করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করার মত ও তা সম্পূর্ণ উপযুক্তভাবে সাধন করার মত প্রজ্ঞাবান। তাঁর মাঝে ছিল ঈশ্বরের আত্মা। তিনি অপরিমেয় পরিমাণে ঈশ্বরের আত্মা লাভ করেছিলেন, যার মাঝে ছিল যথার্থ আলো, ও জীবন ও শক্তি, যার মধ্য দিয়ে তিনি সমগ্র পৃথিবীতে শিক্ষা দান করতে ও শাসন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

৩. তাঁকে তাঁর কাজ ও দায়িত্বের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে: তিনি এসে, যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, তাঁর ডান হস্ত থেকে সেই পুস্তকটি গ্রহণ করলেন (পদ ৭), কোন ধরনের সহিংস পদ্ধতিতে নয়, কোন প্রতারণার মাধ্যমে নয়, বরং তিনি নিজ অধিকারে সামনা-সামনি উপস্থিত হয়ে তা করলেন (যা আমরা দেখি ৫ পদে)। তিনি তাঁর গুণ ও তাঁর যোগ্যতা সহকারে সামনে আসলেন। তিনি তাঁর নিজ কর্তৃত্ব ও তাঁর পিতার অনুমোদন

পেয়ে তা করলেন। ঈশ্বর একান্ত ইচ্ছাকৃতভাবে ও ন্যায্যভাবেই তাঁর এই চিরকালীন কর্তৃত্ব নির্দেশক পুস্তকটি যীশু খ্রীষ্টের হাতে তুলে দিয়েছেন। আর খ্রীষ্টও তাৎক্ষণিকভাবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তা নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন; কারণ তিনি তা প্রকাশ করতে এবং তাঁর পিতার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে আনন্দ বোধ করবেন।

খ. প্রেরিত যোহন সর্বব্যাপী এক আনন্দ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন দর্শন করলেন, যা স্বর্গ ও পৃথিবীকে পূর্ণ করেছিল। খ্রীষ্ট তাঁর পিতার হাত থেকে এই পুস্তক তুলে নেওয়া মাত্রই তিনি সকল স্বর্গদূত, সকল মানুষ ও সকল প্রাণীর কৃত এই মহা প্রশংসা ও সমাদরে ভূষিত হয়েছিলেন। আর নিশ্চয়ই এই দৃশ্য সমগ্র পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত আনন্দে বিষয় যে, ঈশ্বর সরাসরি মানুষের মাঝে নেমে আসছেন না, বরং তিনি অনুগ্রহ ও শান্তি দানের জন্য একজন উদ্ধারকর্তাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রেখেছেন। তিনি এই পৃথিবী শাসন করেন, শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং আইন প্রণেতা হিসেবে নয়, বরং আমাদের ঈশ্বর এবং পরিত্রাণকর্তা হিসেবে। সারা পৃথিবীর তাঁতে আনন্দ করার কারণ রয়েছে। মেষশাবকের প্রতি যে সঙ্গীতটি উৎসর্গ করা হয়েছিল তাতে তিনটি অংশ ছিল। একটি গেয়েছিল খ্রীষ্টের মণ্ডলী, দ্বিতীয়টি একযোগে মণ্ডলী ও স্বর্গদূতগণ গেয়েছিলেন, এবং তৃতীয়টি গেয়েছিল সমস্ত প্রাণী।

১. মণ্ডলী এই প্রশংসা-গীতের সূচনা ঘটিয়েছিল, যেন তারা এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রস্তুত ছিল (পদ ৮); চারটি জীবিত প্রাণী, চব্বিশ জন প্রাচীন, সমগ্র খ্রীষ্টিয় জনসাধারণ এই গানে নেতৃত্ব দান করেছিল। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) তাদের উপাসনা ও প্রশংসার বিষয়বস্তু: মেষশাবক, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। ঈশ্বরের ঘোষিত ইচ্ছা ছিল এই যে, সকল মানুষ অবশ্যই পুত্রকে সম্মান করবে, যেভাবে তারা পিতাকে সম্মান করে; কারণ তাঁরা দু'জন একই স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন।

(২) তাদের দেহভঙ্গি: তারা তাঁর সামনে উবুড় হয়ে পড়েছিলেন। তারা তাঁকে সামান্য বা সাধারণ কোন ভঙ্গিতে সম্মাননা জানান নি, বরং তারা তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মাননা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন।

(৩) যে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তাঁরা সম্মাননা জানিয়েছিলেন: একটি বীণা ও সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় বাটি। বীণা ছির তাদের প্রশংসা দানের উপকরণ। তাদের সাথে ছিল স্বর্ণময় একটি বাটি, যা সুগন্ধি ধূপে পূর্ণ ছিল, যা পবিত্র ব্যক্তিদের প্রার্থনাকে প্রতীকীকৃত করে। প্রার্থনা ও প্রশংসা সব সময়ই একযোগে সাধন করা যায়।

(৪) তাদের সঙ্গীতের বিষয়বস্তু: এটি মণ্ডলীর এই নতুন পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, কারণ এখন পুত্রের মধ্য দিয়ে সুসমাচারের কর্তৃত্ব ঘোষিত হয়েছে। এই নতুন সঙ্গীতে:-

[১] ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও ইচ্ছা প্রকাশ এবং তা সাধনের জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অসীম যথাযোগ্যতা ও মহামূল্যতার কথা তারা ব্যক্ত করেছিলেন (পদ ৯): তুমি ঐ পুস্তক গ্রহণ করার ও তার সীলমোহরগুলো খুলবার যোগ্য; তুমি সমস্ত দিক থেকে এই মহান কাজ কর-ার জন্য যোগ্য ও সমর্থ এবং তুমিই এই কাজের জন্য একমাত্র সমাদরের পাত্র।

[২] তারা এই সম্মানের ভিত্তি এবং মূল্যের কথা জ্ঞাত করেছেন। যদিও তারা ঈশ্বর হিসেবে তাঁর মর্যাদার কথা ভুলে যান নি, যে বৈশিষ্ট্যটি ব্যতিরেকে তিনি এই কাজের জন্য যথাযোগ্য ছিলেন না, তথাপি তারা প্রধানত তাঁর কষ্টভোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যা তিনি তাদের জন্য সহ্য করেছেন। এই বিষয়টি আরও জোরালোভাবে তাদের অন্তরকে প্রভাবিত করেছিল এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ করেছিল। এখানে দেখুন:-

প্রথমত, তারা তাঁর কষ্টভোগের কথা উল্লেখ করেছিল: "কেননা তুমি হত হয়েছ, উৎসর্গ হিসেবে হত হয়েছ, তোমার রক্ত পাতিত হয়েছিল।"

দ্বিতীয়ত, তাঁর এই দুঃখভোগের ফলাফল:

১. ঈশ্বর জন্য উদ্ধার: খ্রীষ্ট তাঁর লোকদেরকে পাপ, অভিযোগ ও শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছেন। তিনি তাদেরকে স্বাধীনতা দান করেছেন, যেন তারা ঈশ্বরের সেবা করতে পারে এবং তাঁর কাছে শান্তি লাভ করতে পারে।

২. উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠান: আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে তাদেরকে রাজ্য দিয়েছ ও পুরোহিত করেছ; আর তারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করবে, পদ ১০। প্রত্যেক মুক্তির মূল্য দানকৃত দাসকে সঙ্গে সঙ্গে সম্মানে ভূষিত করা হয় না। সে নিজেকে মুক্ত হিসেবে চিন্তা করেই যার পর নাই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হয়। কিন্তু যখন পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতিতে ঈশ্বরের মনোনীতেরা পাপ ও শয়তানের দাস হয়ে পড়ে, তখন খ্রীষ্ট শুধু তাদের জন্য স্বাধীনতাই ক্রয় করে নিয়ে আসেন না, বরং সেই সাথে তিনি তাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানও দান করেন। তিনি তাদেরকে রাজা ও পুরোহিত করেছেন। তারা সকলে রাজা – তারা তাদের নিজ নিজ আত্মার উপর কর্তৃত্ব করে এবং এই পৃথিবীর মন্দতাকে জয় করে। তিনি তাদেরকে পুরোহিত করেছেন – তিনি তাঁর নিজের মাঝে তাদেরকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন এবং আত্মিক উৎসর্গ সাধনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। আর তারা এই পৃথিবীতে শাসন কার্য পরিচালনা করবেন। তারা সেই মহান দিনে তাঁর সাথে পৃথিবীর বিচার করবেন।

২. মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে সূচিত হওয়ার পর এই প্রশংসা সঙ্গীত স্বর্গদূতেরা গাইতে লাগলেন। তারা এর দ্বিতীয় অংশ গাইলেন মণ্ডলীর পরপরই, পদ ১১। তাদের সংখ্যা বলা হয়েছে অযুত গুণ অযুত ও সহস্র গুণ হাজার। তারা সকলে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দণ্ডায়মান থাকেন এবং মণ্ডলীর রক্ষাকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যদিও তাদের নিজেদের কোন পরিত্রাণকর্তার প্রয়োজন নেই, তথাপি তারা পাপীদের পরিত্রাণে এবং পরিত্রাণের কারণে উল্লাস করে থাকেন। কারণ খ্রীষ্ট সকল পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শক্তি ও সমাদর ও গৌরব ও শুকরিয়া, এসব গ্রহণ করার যোগ্য।

(১) তিনি সেই পদমর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের যোগ্য, যার জন্য প্রয়োজন রয়েছে মহা শক্তি ও জ্ঞান, সর্বোচ্চ ধন ভাণ্ডার, সকল শ্রেষ্ঠত্ব, যাতে করে তিনি এই সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন।

(২) তিনি সকল সমাদর, ও মহিমা, ও আশীর্বাদ লাভের যোগ্য, কারণ তিনি এই দায়িত্ব

পালনের জন্য যথোপযুক্ত এবং বিশ্বস্ত।

৩. মণ্ডলী দ্বারা সূচিত হওয়ার পর এই প্রশংসা সঙ্গীত গেয়েছিলেন স্বর্গদূতরা। আর এখন তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টিজগতের মুখে মুখে, পদ ১৩। স্বর্গ ও পৃথিবী ত্রাণকর্তার উচ্চ প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। সমগ্র সৃষ্টিজগত খ্রীষ্টের মঙ্গল কামনায় সমাগত। তাঁর মাঝেই সমস্ত কিছু নিহিত। সকল প্রাণী এক চেতনায়, এক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জেগে উঠেছিল। তারা এক ভাষায় উচ্চারণ করছিল প্রভুর গুণগান। তারা সেই মহান ত্রাণকর্তার প্রশংসা গাইছিল, যিনি সকল প্রাণকে বন্দীত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছিলেন, যারা সেই বন্ধনের নিচে পড়ে কাতর স্বরে আর্তনাদ করছিল। তাদেরই মন্দতা ও অধার্মিকতার কারণে ঈশ্বরের অভিশাপ তাদের উপর পড়েছিল। প্রশংসা সঙ্গীতের যে অংশটি সমগ্র সৃষ্টিজগত গেয়েছিল তা ছিল দোয়া, সম্মান, মহিমা ও কর্তৃত্বের এক বন্দনা।

(১) এই বন্দনা ছিল তাঁর জন্য, যিনি সিংহাসনের উপর বসে আছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর। তিনি ছিলেন পিতা ঈশ্বর, ত্রিত্বের প্রথম ব্যক্তি এবং আমাদের পরিত্রাণের প্রথম উদ্যোক্তা।

(২) এই বন্দনা ছিল দ্বিতীয়ত সেই মেষশাবকের জন্য, যিনি স্বর্গীয় ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং নতুন চুক্তির মধ্যস্থতাকারী। এমন নয় যে, মেষশাবকের প্রতি যে উপাসনা উপস্থাপন করা হচ্ছে তা ভিন্ন প্রকৃতির বা কিছু কম সম্মানজনক। বরং মেষশাবক এবং যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, উভয়ের জন্য একই সম্মান ও গৌরব দান করা হয়েছে, যেহেতু তাঁরা একই সত্তার অধিকারী, উৎসগত দিক থেকে তাঁরা এক। কিন্তু আমাদের পরিত্রাণের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা ভিন্ন ধরনের এবং সে কারণে তাঁদেরকে পৃথকভাবে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। আমরা আমাদের পরিত্রাণ ও আমাদের উদ্ধারের জন্য এক ঈশ্বরের উপাসনা করি ও প্রশংসা গৌরব করি।

আমরা দেখেছি যে, কীভাবে মণ্ডলী এই স্বর্গীয় প্রশংসা সঙ্গীতের সূচনা ঘটিয়েছিল। সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই কীভাবে স্বর্গ ও পৃথিবীর সংমিশ্রণে এক মহান ও সুমধুর ঐকতান সংঘটিত হল, যার সমাপ্তি সূচিত হল তাদের সকলের সম্মিলিত আমেন উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। আর সমাপ্তিতেও তারা সূচনার মতই অনন্তকালীন ও চিরঞ্জীবী ঈশ্বরের সামনে নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল। এভাবে আমরা দেখতে পেলাম, এই সীলমোহর করা পুস্তক মহা ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তার হাত থেকে পরিত্রাণকর্তার হাতে স্থানান্তরিত হল।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ৬

স্বর্গীয় পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সম্বলিত পুস্তকটি আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের হাতে সমর্পিত হতে দেখলাম। তিনি একটুও সময় নষ্ট করেন নি, বরং পুস্তকটি হাতে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কাজে প্রবেশ করেছেন। তিনি পুস্তকটির সীলমোহর খুলে ফেলেছেন এবং এর মধ্যকার সমস্ত উপাদান প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তিনি এমনভাবে তা প্রকাশ করেছেন যা উপলব্ধি করা পুরোপুরি সহজ নয়। এখানে তুলনা করা যেতে পারে যিহিস্কেলের দর্শনের মধ্যকার সেই স্রোতের কথা, যা প্রথমে গোড়ালি পর্যন্ত বইছিল, এরপর তা হাঁটু পর্যন্ত উঠে আসে এবং এরপর বুক সমান উঁচু হয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে শুরুতেই আমরা দেখি এমন একটি নদী, যা অতিক্রম করা সহজ নয়। প্রেরিত যোহন বিগত দুই অধ্যায়ে যে দর্শন দেখেছিলেন, অর্থাৎ মণ্ডলীসমূহের প্রতি পত্র, প্রশংসা ও গৌরবের কাওয়ালী, তাতে কিছু কিছু অস্পষ্ট বিষয় ছিল যা বোঝা দুষ্কর। তারপরও পূর্ণবয়স্কদের খাবারের তুলনায় তা ছিল শিশুর জন্য দুধের তুল্য। কিন্তু এখন আমরা আরও গভীরে প্রবেশ করেছি এবং আমাদের কাজ এখানে জলের গভীরতা মাপা নয়, কারণ এখন জাল ফেললেই বিরাট মাছের ঝাঁক ধরা পড়বে। আমাদেরকে এখানে কেবল সামান্য কিছু বিষয়ের নিশ্চিত ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে সাতটি সীলমোহর উন্মুক্ত করার মাঝে বিভক্ত করা হয়েছে। সাতটি সীলমোহর উন্মোচন করা হবে, সাতটি তূরীধ্বনি বাজানো হবে এবং সাতটি আঘাত বা ক্রোধ বের হয়ে আসবে। এটি ধারণা করা হয়ে থাকে যে, এই সাতটি সীলমোহর উন্মুক্ত করার মধ্য দিয়ে মণ্ডলী সম্পর্কিত সেই সকল স্বর্গীয় পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করা হয়েছে যা প্রথম তিনটি শতাব্দীতে ঘটেছিল, অর্থাৎ আমাদের পরিত্রাণকর্তা প্রভুর স্বর্গারোহণের পর থেকে কনস্ট্যান্টাইনের রাজত্বকালের সময় পর্যন্ত। এটি প্রকাশিত হয়েছে একটি গুটানো পুস্তকে এবং এর বিভিন্ন স্থানে সীলমোহর করা ছিল, যাতে করে একটি সীলমোহর খোলার পর কেবলমাত্র এর নির্দিষ্ট অংশটুকু পাঠ করা যায়, এরপর বাকিটুকু খুলতে হয়। আর এভাবেই পুরো পুস্তকটি পাঠ করা যাবে। তথাপি আমাদেরকে এখানে বলা হয় নি যে, সেই পুস্তকে কী ছিল। আমাদেরকে কেবল সেটাই বলা হয়েছে যা যোহন দেখেছিলেন রহস্যময় আকৃতি ও লিপির মধ্য দিয়ে। আর এই কারণে আমাদের "সেই সময় ও কাল সম্পর্কে অনুমান করা উচিত নয় যা পিতা তাঁর নিজ কর্তৃত্বে রেখেছেন।" এই অধ্যায়ে সাতটি সীলমোহরের মধ্যে ছয়টি খোলা হবে এবং এর সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট দর্শনগুলো বর্ণিত হবে।

প্রথম সীলমোহরটি খোলা হবে ১ ও ২ পদে, দ্বিতীয় সীলমোহরটি খোলা হবে ৩ ও ৪ পদে, তৃতীয়টি খোলা হবে ৫ ও ৬ পদে, চতুর্থটি ৭ ও ৮ পদে, পঞ্চমটি খোলা হবে ৯-১১ পদে এবং ষষ্ঠ সীলমোহরটি খোলা হবে ১২ ও ১৩ পদে।

প্রকাশিত বাক্য ৬:১-২ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. মসীহ, অর্থাৎ মহান মেষশাবক প্রথম সীলমোহরটি খুললেন। তিনি এখন সেই মহান দায়িত্বের মাঝে প্রবেশ করবেন কিংবা মণ্ডলীর ও পৃথিবীর প্রতি ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা তা তিনি এখন সাধন করবেন।

২. মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীদের মধ্যে একজন প্রেরিত যোহনকে আহ্বান করলেন সামনে আসার জন্য। তিনি বজ্রধ্বনির মত কণ্ঠস্বর নিয়ে তাঁকে ডাকলেন এবং কী ঘটতে চলেছে তা দেখার জন্য আহ্বান জানালেন।

৩. আমরা এখানে দেখতে পাই যোহন দর্শনে কী দেখেছিলেন, পদ ২।

(১) প্রভু যীশু খ্রীষ্ট একটি সাদা রংয়ের ঘোড়ার উপরে বসে ছিলেন। যুদ্ধের সময় সাধারণত সাদা ঘোড়া বর্জন করা হয়, কারণ তাতে করে শত্রুদের চোখে খুব সহজে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমাদের পরিত্রাণকর্তার তাঁর গৌরবময় বিজয়ের ব্যাপারে সুনিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি এই সাদা অশ্ব, অর্থাৎ তাঁর খাঁটি কিন্তু তথাপি মানুষ কর্তৃক অবজ্ঞাত সুসমাচারের উপর ভর করে সারা পৃথিবীয় দ্রুত গতিতে পরিভ্রমণ করেছেন।

(২) তাঁর হাতে ছিল একটি ধনুক। ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে লোকদের প্রতি যে অভিযোগ চিহ্নিত করা হয় তা হচ্ছে তীক্ষ্ণধার তীর। তা বহু দূরের লক্ষ্যও ভেদ করে। যদিও ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যাকারীরা নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য বস্তু নির্ধারণ করে এই ধনুকের তীর ছুঁড়ে থাকেন, তথাপি ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এই তীর নিয়ন্ত্রণ করেন। খ্রীষ্টের হাতে এই ধনুক যেন যোনাথনের মত শক্তিশালী ও অব্যর্থ, যা কখনো খালি ফিরে আসে না।

(৩) তাঁকে একটি মুকুট দেওয়া হয়েছিল, যা নির্দেশ করে যে, যারা যারা সুসমাচার গ্রহণ করবে তাদের সকলকে অবশ্যই খ্রীষ্টকে রাজা বলে স্বীকার করে নিতে হবে এবং তাঁর বাধ্য ও অনুগত হয়ে চলতে হবে। তিনি সুসমাচারের সাফল্যে গৌরবান্বিত হবেন। যেহেতু খ্রীষ্ট এখানে যুদ্ধে যাচ্ছেন, তাই যে কেউ মনে করতে পারে যে, আসলে এখানে মুকুটের বদলে তাঁর শিরস্ত্রাণ পরা উচিত। কিন্তু মুকুটই আসলে তাঁর প্রকৃত বিজয়কে চিহ্নিত করে এবং তাঁকে আরও মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করে তোলে।

(৪) তিনি জয় করতে করতে এগিয়ে গেলেন। যে পর্যন্ত মণ্ডলী খ্রীষ্টের পক্ষে লড়াই করতে থাকবে, সে পর্যন্ত খ্রীষ্ট বিজয় লাভ করতে থাকবেন। এক যুগে যখন তিনি তাঁর শত্রুদেরকে পরাজিত করেন, তখন অন্য আরেক যুগে তিনি আবারও নতুন শত্রুদের মুখোমুখি হন। মানুষ খ্রীষ্টের বিরোধিতা করতে থাকে এবং খ্রীষ্ট বিজয় লাভ করতে থাকেন। তাঁর অতীতের বিজয়গুলো তাঁর ভবিষ্যৎ বিজয়কে আরও সুনিশ্চিত করে। তিনি তাঁর লোকদের মাঝেই তাঁর শত্রুদেরকে পরাজিত করেন, তাদের সমস্ত পাপই হচ্ছে তাঁর শত্রু ও তাদেরও শত্রু। যখন খ্রীষ্ট তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে তাদের মাঝে আসেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে পরাজিত

করতে শুরু করেন, তখন তিনি কেবলই জয় করতে থাকেন এবং তিনি তাঁর লোকদের মাঝে পরিপূর্ণ পবিত্রতা সাধন করেন, যে পর্যন্ত না তিনি ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত বিজয় সাধন করেন। তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর শত্রুদেরকে, সমস্ত দুষ্ট লোকদেরকে তাঁর পায়ের কাছে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে তাঁর পাদপীঠ বানিয়ে তাদের উপরে বিজয় লাভ করেন। লক্ষ্য করুন, এই সীলমোহর উন্মুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে:-

[১] পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের সাফল্যজনক অগ্রগতির গৌরবময় দৃশ্য উন্মোচিত হল, যা সত্যিই দেখার মত এক দৃশ্য। এই দৃশ্য একজন মানুষের পক্ষে এই পৃথিবীতে দৃশ্যনীয় সবচেয়ে আনন্দদায়ক এবং কাঙ্ক্ষিত দৃশ্য।

[২] এই পৃথিবীর রাজ্য ও মহাদেশগুলোর কারণে যতই প্রতিবন্ধকতা ও বিদ্রোহ দেখা দিক না কেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা সকল বাধা বিপত্তি উৎখাত করবে।

[৩] সাধারণত রাত্রিকালীন দুর্যোগ ঘনীভূত হওয়ার আগে সকালে সোনালী সূর্য কিরণ ছড়ায়। এই আঘাতগুলো পৃথিবীতে আঘাত করার আগে সুসমাচার যথাযথভাবে প্রচার করা হয়েছে।

[৪] খ্রীষ্টের সমস্ত কাজ একযোগে সাধিত হয় নি। আমরা অনেক সময় ভেবে নিই যে, যখন সুসমাচার পৃথিবীতে তার অগ্রযাত্রা শুরু করেছে তখন তা সারা পৃথিবীয় পরিভ্রমণ করেছে। কিন্তু প্রায়শই তাকে বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ফলে সুসমাচারের অগ্রযাত্রার গতি ব্যহত হয়েছে, ধীর হয়ে পড়েছে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর সকল কাজ কার্যকরভাবে সম্পন্ন করবেন, তাঁর নিজ সময়ে এবং তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি।

প্রকাশিত বাক্য ৬:৩-৮ পদ

পরবর্তী তিনটি সীলমোহর আমাদেরকে ঈশ্বরের মহান ও ভয়ঙ্কর বিচার কার্যকরের বর্ণনা দেয়, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন, যারা চিরস্থায়ী সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করেছে বা তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। যদিও অনেকে মনে করে এই সকল বিচার খ্রীষ্টের মণ্ডলীর প্রতি নির্যাতন এবং অন্যান্যরা মনে করে তা যিহূদীদের বিনাশ, তথাপি তা আসলে ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর বিচারের এক নিদর্শন, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের উপরে তাঁর চুক্তির শোধ নেবেন, যারা তা হালকাভাবে দেখবে।

ক. দ্বিতীয় সীলমোহরটি খোলার সময় যোহনকে সামনে ডাকা হল। সে সময় আবারও একটি ঘোড়া গেল, যার রং আগেরটি থেকে ভিন্ন, লাল রংয়ের, পদ ৪। এটি যুদ্ধের বিদীর্ণকারী বিচারের কথা নির্দেশ করে। যিনি সেই লাল ঘোড়াটির উপরে বসে ছিলেন, তাঁর হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল পৃথিবী থেকে শান্তি কেড়ে নেওয়ার, যাতে করে এই পৃথিবীর অধিবাসীরা একে অপরকে হত্যা করে। যিনি এই ঘোড়ার উপরে বসে ছিলেন, তিনি যীশু খ্রীষ্ট হতে পারেন, কিংবা তাঁর কোন প্রতিনিধি হতে পারেন যিনি এই যুদ্ধে সহনেতৃত্ব দান

করছেন; বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তবে এটি সুস্পষ্ট যে:-

১. যারা সুসমাচারের অধীনে নিজেদেরকে সমর্পণ করবে না, তাদেরকে অবশ্যই স্বর্গীয় ন্যায়বিচারের ছোরা দ্বারা কেটে টুকরো করে ফেলা হবে।

২. যীশু খ্রীষ্ট শুধুমাত্র অনুগ্রহের রাজ্যে নয়, বরং সেই সাথে শাসনের রাজ্যেও রাজত্ব করেন এবং কর্তৃত্ব করেন।

৩. যুদ্ধের ছোরা হচ্ছে এক ভয়ঙ্কর বিচার। এটি পৃথিবী থেকে শান্তি কেড়ে নেয়, যা অন্যতম কাঙ্ক্ষিত একটি অনুগ্রহ। সেই সাথে তা মানুষের মাঝে একে অপরকে হত্যা করার মনোভাব জাগ্রত করে তোলে। যে মানুষের একে অপরকে ভালবাসার কথা এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা, সেই মানুষ যুদ্ধের সময় একে অপরকে খুন করার নেশায় মেতে ওঠে।

খ. তৃতীয় সীলমোহরটি খোলা হল এবং এবারও যোহনকে তা দেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। আরেকটি ঘোড়া আবির্ভূত হল, যা আগেরটির মত নয়। এই ঘোড়াটি ছিল কালো, যা দুর্ভিক্ষের কথা নির্দেশ করে, তা অন্যতম ভয়ঙ্কর এক শাস্তি। যিনি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন, তার হাতে ছিল একটি দাঁড়িপাল্লা (পদ ৫), যা নির্দেশ করছিল যে, মানুষকে এখন অবশ্যই মেপে মেপে খাবার খেতে হবে, যে বিষয়ে আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল (লেবীয় ২৬:২৬): তোমাদের রুটি ওজন করে তোমাদেরকে দেবে। এই পদ অনুসারে এখানে ৬ পদে দেখা যায় একটি কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলছে, এক সের গমের মূল্য এক সিকি, আর তিন সের যবের মূল্য এক সিকি এবং তুমি তেল ও আঙ্গুর-রসের ক্ষতি করো না। অনেক ব্যাখ্যাকারী মনে করেন যে, এখানে কোন দুর্ভিক্ষের কথা বোঝানো হয় নি, বরং প্রাচুর্যের কথা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি ভবিষ্যদ্বাণীর সময়কার পরিমাপের পরিমাণ বিচার করি এবং সামান্য সিকিকে পরিমাপের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টি লক্ষ্য করি, তাহলে আমাদের মধ্যকার দ্বিধা কেটে যাবে। সে সময়কার এক সিকি সমান বর্তমান সময়ের প্রায় কয়েক হাজার টাকার সমান। এক সের গমের মূল্য হিসেবে এই পরিমাণ অর্থ অনেক বেশি। তবে আপাতদৃষ্টিতে এই দুর্ভিক্ষ অন্য সমস্ত দুর্ভিক্ষের মত দরিদ্রদেরকেই পীড়িত করেছিল সবচেয়ে বেশি। অপরদিকে তেল এবং আঙ্গুর-রস, যা ছিল ধনীদের বিলাসিতার বস্তু, তা অপচয় করা হয় নি। কিন্তু যদি জীবন রক্ষাকারী খাবার, অর্থৎ রুটির ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে বিলাসিতার দ্রব্য কখনোই তার অভাব পূর্ণ করতে পারবে না। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. যখন লোকেরা তাদের আত্মিক খাদ্যকে ঘৃণা করতে শুরু করে, তখন ঈশ্বর তাদেরকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য থেকে বঞ্চিত করেন।

২. সাধারণত একটি একক বিচার আকস্মিকভাবে ঘটে থাকে। কিন্তু যখন যুদ্ধের মাধ্যমে কোন বিচার সংঘটিত হয়, তখন তার পরপরই স্বাভাবিকভাবে আসে দুর্ভিক্ষ। আর যারা নিজেদেরকে একটি বিচারে নত করবে না, তারা আরেকটি আরও মহা বিচার ও শাস্তির

শিকার হবে, কারণ ঈশ্বরের অসন্তুষ্টি ঘটালে তার ফল ভাল হয় না। খাদ্যের দুর্ভিক্ষ খুবই ভয়ঙ্কর শাস্তি; কিন্তু বাক্যের দুর্ভিক্ষ আরও ভয়ঙ্কর, যদিও অসতর্ক পাপীরা এ সম্পর্কে আদৌ সচেতন নয়।

খ. চতুর্থ সীলমোহরটি খোলা হল, যা দেখার জন্য যোহনকে আদেশ করা হয়েছিল। এই সীলমোহর খোলার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ভিন্ন রংয়ের ঘোড়ার আবির্ভাব ঘটলো। এই ঘোড়াটি ফ্যাকাশে রংয়ের। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. ঘোড়াটির আরোহীর নাম: মৃত্যু; আতঙ্কের রাজা। মহামারী, যা তার নিজ রাজ্যে মৃত্যু ছড়িয়ে থাকে; একটি জাতি ও দেশকে গ্রাস করে ফেলা মৃত্যু। সেই মৃত্যু ঘোড়ার উপর চড়ে বসেছে এবং প্রতিটি মুহূর্তে নতুন নতুন স্থান জয় করতে করতে এগিয়ে চলেছে।

২. এই আতঙ্কের রাজার অনুগামীরা: পাতাল, যারা পাপের মাঝেই মৃত্যুবরণ করে তাদের জন্য এক চিরস্থায়ী মহা দুর্দশার স্থান। যখন সেই পাতালে বিনাশের সময় উপস্থিত হবে, তখন অগণিত বিপথগামী সেই বিনাশের উপত্যকায় অপ্রস্তুত অবস্থায় নেমে যাবে। এটি একটি ভয়ঙ্কর চিন্তা এবং এটি পুরো পৃথিবীকে ভয়ে প্রকম্পিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট, কারণ মন পরিবর্তন করে নি এমন একজন পাপীদেরকে অবশ্যই মৃত্যুর পর তাৎক্ষণিকভাবে চিরস্থায়ী ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) একটি বিচারের সাথে আরেকটি বিচারের স্বাভাবিক একটি সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। যুদ্ধ একটি প্রলয়ঙ্কারী দুর্যোগ, আর এ কারণে এর পরপরই নেমে আসে দুর্ভিক্ষ ও অভাব। দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ সঠিক খাদ্য পায় না এবং তারা সেই সকল জিনিস খেতে বাধ্য হয় যা আসলে কোন খাবারের পর্যায়েই পড়ে না। অনেক ক্ষেত্রে তারা সাধারণ পোকামাকড় খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে।

(২) ঈশ্বরের ক্রোধ শত বাণের আঘাতে পূর্ণ। তিনি কখনো দুষ্ট ও মন্দ মানুষকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরদ হন না কিংবা এ কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য পথভ্রান্ত হন না।

(৩) ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনার পুস্তকের যেমন অধম পাপীদের জন্য মহা শাস্তির বন্দোবস্ত রেখেছেন, ঠিক তেমনি তিনি মন পরিবর্তনকারী পাপীদের জন্য ক্ষমা লাভের সুযোগও রেখেছেন।

(৪) এই সকল পবিত্র শাস্ত্রে তিনি যেমন ধার্মিকদের জন্য প্রতিজ্ঞা রেখেছেন, ঠিক তেমনি মন্দদের জন্য হুমকিও দিয়েছেন। আমাদের দায়িত্ব হল এই সকল প্রতিজ্ঞার পাশাপাশি হুমকিগুলোর প্রতিও সমান গুরুত্ব দেওয়া ও তাতে বিশ্বাস করা।

ঘ. আসন্ন বিচারের এই সকল সীলমোহর উন্মুক্ত করার পর এবং এগুলোর বিশেষ বিবরণ সম্পর্কে জানার পর আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর তাদেরকে পৃথিবীর চতুর্থ অংশের উপরে কর্তৃত্ব দিলেন, যেন তারা তরবারি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বন্য পশু দ্বারা খুন করে, পদ ৮। তিনি তাদেরকে ক্ষমতা দিলেন, অর্থাৎ তাঁর ক্রোধ প্রকাশের মাধ্যম বা এই সকল বিচারকে।

তিনি তাঁর হাতে বায়ু ধরে রাখতে পারেন, তিনি অবশ্যই মানুষের উপর এ ধরনের শাস্তি দান করতে পারেন। এর কোন কিছুই তাঁর নির্দেশ ব্যতিরেকে এদিকে বা ওদিকে এক চুলও যায় না। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মড়কের মত তিনটি মহা দুর্যোগের সাথে ঈশ্বর যুক্ত করলেন পৃথিবী পশুদেরকে, যা ঈশ্বরের আরেকটি তিক্ত বিচার, যার কথা যিহিস্কেল ১৪:২১ পদে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখানে শেষবারের মত উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ যখন একটি জাতি তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মড়কের আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন সামান্য যে কয়েকজন তাদের মধ্য থেকে অবশিষ্ট থাকে, তাদেরকে দেখে বন্য পশুরা আক্রমণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় এবং সেই মানুষেরা বন্য পশুর সহজ শিকারে পরিণত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বর্বর, নিষ্ঠুর ও অসভ্য মানুষকেই এখানে বন্য পশু বলা হয়েছে, যাদের মধ্য থেকে সর্বপ্রকার মানবতা বিবর্জিত হয়েছে এবং যারা কেবলই ধ্বংসলীলা ও অপরের প্রাণনাশের নেশায় মত্ত।

প্রকাশিত বাক্য ৬:৯-১৭ পদ

অধ্যায়ের অবশিষ্ট এই অংশটুকুতে আমরা পঞ্চম ও ষষ্ঠ সীলমোহর উন্মোচিত হতে দেখি।

ক. পঞ্চম সীলমোহর। কে এই সীলমোহর উন্মোচিত হওয়া অবলোকন করার জন্য প্রেরিতকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তা এখানে উল্লেখ করা হয় নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জন্য এই দর্শন অবলোকন করা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই চারটি জীবন্ত প্রাণী এই বিষয়ে দেখভাল করছিলেন। কিংবা এও হতে পারে যে, এই ঘটন-াটি ঘটেছিল দৃষ্টির আড়ালে কোথাও কিংবা অন্য কোন সময়ে, অর্থাৎ যোহনের সম্মুখে নয়। অথবা এখানে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় নি, বরং তাদের প্রতি সান্ত্বনা সহানুভূতি বর্ষণ করা হয়েছে, যারা যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচারের জন্য এখন পর্যন্ত মহা নির্যাতন ও কষ্টের মাঝে রয়েছে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. পঞ্চম সীলমোহর খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রেরিত যোহন যে দৃশ্যটি অবলোকন করলেন, তা ছিল অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এক দৃশ্য (পদ ৯): *তখন আমি দেখলাম, বেদীর নিচে সেই লোকদের প্রাণ আছে, যাঁরা ঈশ্বরের বাক্য প্রযুক্ত এবং তাঁদের কাছে যে সাক্ষ্য ছিল, তৎপ্রযুক্ত নিহত হয়েছিলেন*। তিনি এই সকল সাক্ষ্যমরদের আত্মা দেখেছিলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) কোথায় তিনি তাদেরকে দেখেছিলেন – বেদীর নিচে; বেদীর পাদদেশে, সবচেয়ে পবিত্র স্থানে। তিনি তাদেরকে স্বর্গে দেখেছিলেন, খ্রীষ্টের পায়ের নিচে। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

[১] নির্যাতনকারীরা কেবল দেহ হত্যা করতে পারে এবং এরপর তারা আর কিছুই করতে পারে না। তাদের আত্মা চিরকাল বেঁচে থাকে।

[২] ঈশ্বর তাদের জন্য আরও উত্তম এক পৃথিবীয় আরও উত্তম এক স্থান প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন, যারা মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন এবং যাদেরকে পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীতে কোন

স্থান দেয় নি।

[৩] পুণ্যবান সাক্ষ্যমররা স্বর্গে খ্রীষ্টের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, সেখানে তাদের রয়েছে সর্বোচ্চ অবস্থান।

[৪] তাদের নিজেদের মৃত্যু নয়, বরং খ্রীষ্টেরই আত্মত্যাগের কারণে তারা স্বর্গে গৃহীত হয়েছেন এবং সেখানে পুরস্কার লাভ করেছেন। তারা তাদের নিজেদের রক্তে তাদের পরিচ্ছদ ধৌত করেন নি, বরং তারা মেষশাবকের রক্তে তাদের বস্ত্র শুভ্র করেছেন।

(২) কী কারণে তারা কষ্টভোগ করেছিলেন: ঈশ্বরের বাক্যের কারণে ও যে সাক্ষ্য তারা দিয়েছিলেন তার কারণে, ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করার কারণে এবং এর সত্যের প্রতি সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি দানের কারণে। তারা তাদের এই বিশ্বাস থেকে এক বিন্দুও টলেন নি, যদিও এর কারণে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত মরতে হয়েছে। এটি সবচেয়ে মহান উপলক্ষ, যার জন্য একজন মানুষ নির্দ্বিধায় তার জীবন উৎসর্গ করে দিতে পারে – ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সেই বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান করা।

২. তিনি যে উচ্চ রব শুনেছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত উচ্চকিত কণ্ঠের এক ঘোষণা। আর তাতে মিশে ছিল তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ দানকারী বিচারের এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার সুর: হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি, বিচার করতে এবং পৃথিবী-নিবাসীদেরকে আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কত কাল বিলম্ব করবে? পদ ১০। লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) এমন কি ধার্মিক ব্যক্তিদের পবিত্র আত্মাও তাদের নিষ্ঠুর শত্রুদের হাতে যে ধরনের নিপীড়ন সহ্য করেছেন তার জন্য ন্যায্যভাবে ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করতে পারেন। যদিও তারা খ্রীষ্টের মত আত্মত্যাগের মাঝে ও প্রার্থনা করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এর জন্য ঈশ্বর তাদেরকে ক্ষমাও করবেন, তথাপি তারা এই আকাঙ্ক্ষা করছিলেন যে, ঈশ্বর, খ্রীষ্ট ও সুসমাচারের সম্মানে এবং অন্যদের ভীতি সৃষ্টি ও বিশ্বাস করার জন্য ঈশ্বর এই সকল নির্যাতনের পাপের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবেন, তিনি পাপীদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে তাদের পরিত্রাণ দানের পরও।

(২) তারা তাঁর কাছে তাদের এই আবেদন রেখেছেন, যিনি দীর্ঘকাল পরে হলেও তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন এবং তাঁর হাতে সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ রাখেন। তারা নিজেরা এই প্রতিশোধ নেন নি, বরং তা ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

(৩) সমস্ত পাপীদের মন পরিবর্তনের পাশাপাশি যীশু খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টানদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণকারী শত্রুদের ধবংসে স্বর্গে আনন্দ ধ্বনি হবে। যখন বাবিলের পতন হবে, তখন বলা হবে, হে স্বর্গ আনন্দ কর, হে পবিত্র লোকেরা, হে প্রেরিতেরা, ভাববাদীরা, তোমরা তার বিষয়ে আনন্দ কর; কেননা সে তোমাদের প্রতি যে অন্যায় করেছে, ঈশ্বর তার প্রতিকার করেছেন (প্রকাশিত বাক্য ১৮:২০)।

৩. তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, এই আর্তস্বরের প্রেক্ষিতে কী ধরনের দয়ার্দ্র প্রতিফল দান করা

হয়েছে (পদ ১১), তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে যা বলা হয়েছে উভয়ের মধ্য দিয়ে।

(১) তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে – সাদা বস্ত্র; বিজয় ও সম্মানের পোশাক। তাদের বর্তমান আনন্দ হচ্ছে তাদের অতীত দুঃখভোগের এক চমৎকার প্রতিফল।

(২) তাদেরকে যা বলা হয়েছিল – তাদের অবশ্যই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এবং নিজেদেরকে এই পুরস্কারের জন্য যথাযোগ্য বলে মনে করা উচিত। তাদেরকে আর দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হবে না, কারণ তাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটেছে। তাদের প্রতি কৃত সমস্ত অন্যায়ের সমুচিত প্রতিফল দেওয়া হয়েছে। আর তারাও পেয়ে গেছেন তাদের কাঙ্ক্ষিত মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। তারা এতদিন পৃথিবীতে অপূর্ণতার মাঝে পবিত্র ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এখন তারা স্বর্গে তাদের পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন। তাদের আর ধৈর্যহীন হতে হবে না, আর কোন অস্বস্তিতে পড়তে হবে না। তাদের আর কোন সাবধানতায় থাকার প্রয়োজন নেই, কিংবা অধৈর্য হওয়ারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই পৃথিবীতে যারা থাকবে তাদের অবশ্যই মহা ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে। লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] ঈশ্বরের জ্ঞাতানুসারে এমন অনেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী রয়েছেন যাদেরকে উৎসর্গের জন্য মেষ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে, আর তারাই ঈশ্বরের বিশেষ সাক্ষ্যমর।

[২] নির্যাতনকারীদের পাপের পরিমাণ যত বেশি বৃদ্ধি পাবে তত বেশি খ্রীষ্টের নির্যাতিত ও সাক্ষ্যমর দাস ও পরিচর্যাকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

[৩] যখন এই সংখ্যা পরিপূর্ণ হবে, তখন ঈশ্বর এই সকল নিষ্ঠুর নির্যাতন ও নিপীড়নকারীদের উপরে এক ন্যায্য প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তারা যাদেরকে নির্যাতন করেছে ও কষ্ট দিয়েছে, তাদেরকে ঈশ্বর মহা শান্তি ও সান্ত্বনা দান করবেন। যারা এতদিন কষ্টভোগ করেছে, তারা এখন শান্তি ও বিশ্রাম ভোগ করবে।

খ. এখন আমরা ষষ্ঠ সীলমোহর উন্মোচিত হতে দেখব, পদ ১২। অনেকে মনে করেন এর মধ্য দিয়ে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের রাজত্বকালে উদ্ভূত হওয়া বিপ্লব এবং পৌত্তলিকতাবাদের পতনের কথা বোঝানো হয়েছে। অন্যান্যরা মনে করে থাকেন যিরূশালেমের ধ্বংসের কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের বিচার, দুষ্টদের বিনাশ এবং পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার প্রতীক। নিশ্চয়ই এই সকল ঘটনার ভয়ঙ্কর চিহ্নসমূহ এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ সেই সমস্ত চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়, যা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিরূশালেম ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে বলেছিলেন। এ বিষয়ে সন্দেহ করার প্রায় তেমন কোন অবকাশই থাকে না যে, দুই ক্ষেত্রেই একই বিষয়ে বলা হয়েছে, যদিও অনেকে মনে করে থাকেন যে, ঘটনাটি ইতোমধ্যে অতীত হয়ে গিয়েছিল। দেখুন মথি ২৪:২৯,৩০। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো, যা শীঘ্রই ঘটবে। এখানে একাধিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে যা আমাদের নির্দেশ করে সেই দিন ও এর ঘটনাবলী কতটা ভয়ানক হবে:-

(১) তখন মহা ভূমিকম্প হল। এই কথাটি রাজনৈতিক অর্থে বিচার করা যেতে পারে। যিহূদী মণ্ডলী ও রাজ্যের ভিত্তিই সবচেয়ে সাংঘাতিকভাবে প্রকম্পিত হবে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা দেখে মনে হত যেন পৃথিবীর ভিত্তিমূলের মতই তা অনঢ় ও অটল।

(২) সূর্য চটের মত কালো রংয়ের হল, হতে পারে তা প্রাকৃতিকভাবে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের মাধ্যমে হয়েছে, কিংবা রাজনৈতিকভাবে পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজা ও শাসনকর্তাদের পতনের মধ্য দিয়ে।

(৩) পূর্ণচন্দ্র রক্তের মত হল। নিম্নপদস্থ কর্মকর্তারা বা সেনাবাহিনী তাদের নিজেদের রক্তে স্নাত হবে।

(৪) আকাশের তারাগুলো পৃথিবীর উপর খসে পড়লো (পদ ১৩), এবং তা ঘটলো ডুমুর গাছে প্রবল বায়ু বইলে ডুমুর যেমন অসময়ে পড়ে যায় ঠিক সেভাবে। তারা দিয়ে বোঝানো হতে পারে মানুষের মাঝে যারা বিশিষ্টজন এবং প্রভাবশালী তাদেরকে, যদিও শাসনকর্তা ও সেনা কর্মকর্তাদের তুলনায় তাদেরন অবস্থান নিচু। অর্থাৎ পুরো মানব জাতি একটি মহা ধ্বংসের সম্মুখে উপনীত হবে।

(৫) আকাশ গুটানো পুস্তকের মত অপসারিত হল। এর অর্থ এই হতে পারে যে, পৃথিবীর মানুষ আর কোন নির্দেশনা ও পরামর্শ পাবে না এবং তাদেরকে চিরকালের মত মানবীয় অভিভাবকত্ব থেকে বিচ্যুত করা হবে।

(৬) সমস্ত পর্বত ও সমস্ত দ্বীপ স্থানচ্যুত হল। যিহূদী জাতির বিনাশ অন্য সকল জাতিগুলোকেও প্রভাবিত করবে এবং তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে, যারা এক সময় মহা সম্মান ও গৌরবের অধিকারী ছিল এবং তারা নিজেদেরকে সবচেয়ে নিরাপদ ও সুরক্ষিত বলে মনে করত। এটি এমন একটি বিচার হয়ে দেকা দেবে, যা সমস্ত পৃথিবীতে হত-বিহ্বল করে তুলবে।

২. এরপর আমরা দেখতে পাব সেই মহা আতঙ্ক ও ত্রাস, যা সমস্ত মানুষকে সেই মহান ও ভয়ঙ্কর দিনে গ্রাস করবে, পদ ১৫। কোন কর্তৃত্ব, কোন জাঁকজমক, কোন ধন-সম্পদ, কোন বিলাসিতা, কোন শক্তিমত্তাই সেই দিন মানুষকে সাহায্য করতে পারবে না। হ্যাঁ, এমনকি যে সকল দরিদ্ররা মনে করত তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ তাদের হারানোর কিছুই নেই, তারা পর্যন্ত সেই দিন বিস্মিত ও বিহ্বল হবে। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) তাদের আতঙ্ক ও বিস্ময়ের মাত্রা: তাদের ধারণ ক্ষমতার চাইতেও অনেক বেশি হবে এর মাত্রা। ফলে তারা হয়ে পড়বে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য মানুষের মত এবং তারা ডেকে বলবে যেন পবর্তগণ এসে তাদের গায়ের উপর পড়ে এবং পাহাড়গুলো যেন তাদেরকে ঢেকে রাখে। তারা খুব খুশি হবে যদি কেউ আর কখনো তাদেরকে দেখতে না পায়। তারা চাইবে যেন তাদের আর কোন সত্তা না থাকে।

(২) তাদের এই আতঙ্কের কারণ: যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর ক্রোধান্বিত মুখমণ্ডল

এবং মেষশাবকের ক্রোধ। লক্ষ্য করুন:-

[১] খ্রীষ্টের কাছে যা অসন্তোষজনক, ঈশ্বরের কাছেও তা অসন্তোষের বিষয়। তাঁরা পরস্পর এতটাই অঙ্গীভূত যে, একজন যা পছন্দ বা অপছন্দ করেন, অন্যজনও ঠিক তাই পছন্দ বা অপছন্দ করেন।

[২] যদিও ঈশ্বর অদৃশ্য, তথাপি তিনি এই পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি তাঁর ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি প্রদর্শন করতে পারেন ও তাদের মাঝে ভীতির সঞ্চার করতে পারেন।

[৩] যদিও খ্রীষ্ট হলেন নম্র মেষশাবক, তথাপি তিনি রাগান্বিত হন এবং মেষশাবকের ক্রোধ অত্যন্ত ভয়ানক। কারণ যদি আমাদের পরিত্রাণকর্তা, যিনি ঈশ্বরের কাছে আমাদের হয়ে আবেদন করেন, তিনিই আমাদের প্রতি ক্রোধকারী বিরোধী পক্ষ হয়ে পড়েন, তাহলে আমরা কোথায় তাঁর মত এমন একজন বন্ধু খুঁজে পাব? তারা কোন ধরনের প্রতিকার ব্যতীতই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, যারা ত্রাণকর্তার ক্রোধের মুখোমুখি হয়।

[৪] মানুষ যেমন তাদের সুযোগের দিন কাটিয়েছিল এবং তাদের অনুগ্রহের কাল অতিবাহিত করেছিল, ঠিক সেভাবে ঈশ্বরের তাঁর ধার্মিক ক্রোধের দিনগুলো অতিক্রমণ করবেন। আর যখন সেই দিন আসবে, তখন সবচেয়ে কঠিন-হৃদয়ের পাপীরাও তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে পারবে না। এই সকল ভীতি ও ত্রাস সত্যিকার অর্থেই এহুদিয়া ও যিরূশালেমের পাপীদের উপরে পতিত হবে তাদের ধ্বংসের দিনে, পতিত হবে অনুতাপবিহীন পাপীদের উপরে মহান শেষ বিচারের দিনে।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ৭

এই অধ্যায়ে যে সমস্ত বিষয় দেখা যায় তা এসেছে ষষ্ঠ সীলমোহর উন্মোচিত হওয়ার পর, যা এই পৃথিবীতে সংঘটিতব্য ভয়ঙ্কর সমস্ত দুর্যোগের কথা প্রকাশ করে। আর এই সকল ঘটনা ঘটবে সপ্তম তূরী বাজার আগেই, যা মণ্ডলীতে মহা দুর্নীতি ও কলুষতা শুরু হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়। এর মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে এই সান্ত্বনাসূচক অধ্যায়টি, যা এই সকল দুর্যোগের সময় ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের অনুগ্রহ ও সান্ত্বনার সুনিশ্চয়তার আশ্বাস দেয়। আমরা এখানে দেখতে পাই:-

ক. বায়ু ধরে রাখার বিষয়ে বর্ণনা, পদ ১-৩।

খ. ঈশ্বরের দাসদের সীলমোহর করার বিবরণ, পদ ৪-৮।

গ. এই উপলক্ষে স্বর্গদূত ও পবিত্র লোকদের গাওয়া প্রশংসা গান, পদ ৯-১২।

ঘ. যারা বিশ্বস্তভাবে খ্রীষ্টের সেবা করেছেন এবং তাঁর জন্য কষ্টভোগ করেছেন, সেই সকল ব্যক্তিদের সম্মান ও সুখভোগের বিবরণ, পদ ১৩-১৭।

প্রকাশিত বাক্য ৭:১-১২ পদ

এখানে আমরা দেখি:-

ক. বায়ু ধরে রাখার ঘটনার বর্ণনা। আমরা ধরে নিতে পারি যে, এখানে বায়ু বলতে সেই সকল ধর্মীয় ভুল-ভ্রান্তি ও কলুষতার কথা বোঝানো হয়েছে, যা ঈশ্বরের মণ্ডলীর জন্য এক বিরাট ক্ষতির কারণ ছিল। অনেক সময় পবিত্র আত্মাকে বায়ুর সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। এখানে ভ্রান্তির আত্মাকে তুলনা করা হয়েছে পৃথিবীর চার কোণের বায়ুর সাথে, যা একটির সাথে আরেকটির সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু তারা সকলেই মণ্ডলীর বহুল ক্ষতি সাধন করে থাকে, ঈশ্বরের উদ্যান এবং আঙ্গুর-ক্ষেত্রের ক্ষতি সাধন করে থাকে, তাঁর রোপিত বৃক্ষের শাখা ভেঙ্গে ফেলে এবং সেসবের ফল অকালে ঝরে যেতে বাধ্য করে। শয়তানকে বলা হয়ে থাকে বায়ুর শক্তির রাজা। সে এক মহা বায়ু বইয়ে দিয়ে আইউবের বড় ছেলের ঘর উপড়ে ফেলেছিল। ভুল-ত্রুটি হচ্ছে বায়ুর মত, যার কারণে যে সমস্ত মানুষ অটল ও দৃঢ় নয়, তারা কম্পিত হয় এবং বাতাসে দুলে ওঠা ঢেউয়ের মত এদিকে সেদিকে দুলতে থাকে, ইফি ৪:১৪। লক্ষ্য করুন:-

১. এগুলোকে বলা হয়েছে পৃথিবীর চার কোণের বায়ু, কারণ এরা সব সময়ই এই নিম্নস্থ পৃথিবী জুড়ে প্রবাহিত হয়। স্বর্গ সর্বদাই এদের থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন।

২. স্বর্গদূতদের পরিচর্যায় এই সমস্ত বায়ু রোধ করে রাখা হয়েছে। তারা পৃথিবীর চার কোণের বায়ু ধরে রেখেছেন। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ঈশ্বরের অনুমোদন না পেলে ভ্রান্তির বায়ু কখনোই সামনে এগোতে পারে না এবং স্বর্গদূতেরা মণ্ডলীর শত্রুদের প্রতিহত করার মধ্য দিয়ে তার মঙ্গল সাধনের জন্য পরিচর্যা কাজ করে থাকেন।

৩. তাদের এই প্রতিরোধ কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, আর সেই সময়ের সীমা হচ্ছে যে পর্যন্ত না ঈশ্বরের দাসদের ললাটে সীলমোহর দেওয়া হয়। ঈশ্বর তাঁর নিজ দাসদের জন্য তাদের পরীক্ষা ও প্রলোভনের সময় বিশেষ যত্ন নিয়ে থাকে। আর তাই তিনি তাদেরকে সাধারণ সমস্ত কলুষতায় আক্রান্ত হওয়া থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাঁর নিজ সুরক্ষা দান করে থাকেন। তিনি প্রথমে তাদেরকে প্রতিষ্ঠা দান করেন এবং এরপর তিনি তাদেরকে পরীক্ষিত হতে দেন। তাদের বিচারের সময়কাল তাঁর হাতেই নির্ধারণ করা আছে।

খ. ঈশ্বরের দাসদের সীলমোহর দেওয়ার বিবরণ। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. এই কাজের দায়িত্বভার কার উপর অর্পিত হয়েছিল – একজন স্বর্গদূতকে; অন্য আরেকজন স্বর্গদূতকে। কিছু সংখ্যক স্বর্গদূতদেরকে যখন শয়তান ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিযুক্ত করা হবে, সে সময় একই সাথে আরেক দল স্বর্গদূতকে দায়িত্ব দেওয়া হবে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাসদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে পৃথক করার জন্য।

২. কীভাবে তাদেরকে পৃথক করা হবে – তাদের ললাটে ঈশ্বরের সীলমোহর দেওয়া হবে, যে চিহ্ন ঈশ্বরের জানা। আর এই চিহ্নটি স্পষ্টভাবে তাদের কপালে অঙ্কিত থাকবে। এই চিহ্নের মধ্য দিয়েই তাদেরকে সবচেয়ে খারাপ সময়ে দয়া ও নিরাপত্তা দানের জন্য পৃথক করে রাখা হবে।

৩. যাদেরকে সীলমোহরাঙ্কিত করা হয়েছে তাদের সংখ্যা গণনা করা হয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

(১) ইস্রায়েলের বারো বংশ থেকে যাদেরকে সীলমোহর দেওয়া হয়েছিল তাদের বিশেষ বর্ণনা – প্রত্যেক বংশ থেকে বারো হাজার জন, যাদের মোট সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জন। এই তালিকা থেকে দান বংশকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, কারণ সম্ভবত তারা প্রতিমাপূজার প্রতি অত্যন্ত বেশি পরিমাণে আসক্ত ছিল। সেই সাথে বংশগুলোর ক্রমানুসারও পরিবর্তন করা হয়েছে, সম্ভবত এক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা ও বিশ্বস্ততার পরিমাণ অনুসারে তাদের ক্রম নির্বাচন করা হয়েছে। অনেকে মনে করে থাকেন, এখানে সেই সমস্ত যিহূদীদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে যাদেরকে যিরূশালেম ধ্বংস হওয়ার সময় দয়া দেখানোর জন্য পৃথক করে রাখা হয়েছিল। অন্যরা মনে করেন যে, এখানে অতীতকালের ঘটনার কথা বলা হচ্ছে এবং এই কারণে এখানে আরও সাধারণ অর্থে পৃথিবীতে ঈশ্বরের বেছে নেওয়া লোকদের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু যদি যিরূশালেমের ধ্বংস সাধন হয়ে না থাকে (আমি মনে করি এটি প্রমাণ করা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ), তাহলে এটা ভেবে নেওয়াই আরও বেশি যুক্তিযুক্ত যে, এই লোকসংখ্যার দ্বারা সেই সকল অবশিষ্ট লোকদের কথা বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে ঈশ্বর অনুগ্রহের নির্বাচন অনুসারে রক্ষা

করবেন। তবে এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা হলেও তা একেবারেই অনির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের প্রতীকী সংখ্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) সেই সমস্ত লোকদের একটি সাধারণ বিবরণ, যাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের মধ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে (পদ ৯): *প্রত্যেক জাতি, বংশ ও লোকবৃন্দ ও ভাষার অনেক লোক, তাদের গণনা করতে সমর্থ কেউ ছিল না*। যদিও এদেরকে সীলমোহরাঙ্কিত করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে কিছু বলা হয় নি, তথাপি তাদেরকে ঈশ্বর সমস্ত জাতিগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করেছিলেন এবং তাঁর মণ্ডলীতে নিয়ে এসেছিলেন, আর তারা সকলে তাঁর সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য করুন:-

[১] ঈশ্বর যিহূদীদের মধ্য থেকে যত না আত্মা ফসল হিসেবে পেয়েছেন, অযিহূদীদের মধ্য থেকে পেয়েছেন তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ আত্মা। *বিবাহিত নারীদের সন্তানদের চেয়ে স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের সন্তানের সংখ্যা আরও বেশি*।

[২] প্রভু জানেন কারা তাঁর নিজের এবং তিনি তাদেরকে বিপজ্জনক প্রলোভনের সময়ে নিরাপদে রাখবেন।

[৩] যদিও ঈশ্বরের মণ্ডলী এই মন্দ পৃথিবীর তুলনায় সাধারণ এক মেষপালের মত, তথাপি তারা কোন লজ্জাজনক বা হীন বা অশ্রদ্ধার পাত্র নয়, বরং তারা সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত বৃহৎ এক জনগোষ্ঠী এবং তারা প্রতি মুহূর্তেই আরও বেশি পরিমাণে বর্ধিত হচ্ছে।

গ. এই উপলক্ষে আমরা এখানে পবিত্র ব্যক্তিবর্গ ও স্বর্গদূতদের প্রশংসা গান গাইতে দেখি, পদ ৯-১২। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. পবিত্র ব্যক্তিবর্গ উপাসনা করলেন ও প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন (আমার মতে এরাই হলেন অযিহূদী বিশ্বসীগণ), কারণ ঈশ্বর যিহূদীদের মধ্য থেকে এত বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে কলুষতা ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদের প্রতি যত্ন নিয়েছেন। অযিহূদীদের মন পরিবর্তনের আগে যিহূদী মণ্ডলী তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিল, আর এখন অযিহূদীরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসা ও গৌরব প্রদান করবে, যেহেতু তিনি এত বিপুল পরিমাণ যিহূদীর প্রতি তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যেখানে অবশিষ্ট আর সকলকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে দেখুন:-

(১) পবিত্র ব্যক্তিরা কী ভঙ্গিতে উপাসনা ও প্রশংসা করলেন: *তারা সিংহাসন ও মেষশাবকের সম্মুখে*, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও মধ্যস্থতাকারীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে নত হই এবং আমাদের নিজেদেরকে তাঁর বিশেষ উপস্থিতির মাঝে অবনত করি। আর ঈশ্বরের কাছে আসতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই আসতে হবে। খ্রীষ্ট যদি মধ্যস্থতাকারী না হতেন, তাহলে ঈশ্বরের সিংহাসন পাপীদের কাছে চিরকালের জন্যই অগম্য থাকতো।

(২) তাদের পরিচ্ছদ: *তারা সাদা কাপড় পরা ও তাদের হাতে খেজুরের পাতা*। তাদেরকে

পরানো হয়েছিল ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও বিজয়ের সাদা পোশাক। তাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল খেজুর পাতা, যা যুদ্ধে বিজয়ীরা তাদের বিজয় ও আনন্দ প্রকাশ করতে ব্যবহার করে থাকে। কালের শেষে ঈশ্বরের এই সকল বিশ্বস্ত দাসদের পরিচ্ছদ ও চেহারা এমনই গৌরবময় ও মহিমান্বিত হবে, যখন তারা বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধ লড়বেন এবং তাদের পথ পরিক্রমার শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হবেন।

(৩) তাদের কী করলেন: *তারা জোরে চিৎকার করে বললেন, 'পরিত্রাণ আমাদের ঈশ্বরের, যিনি সিংহাসনে বসে আছেন এবং মেষশাবকের দান।'* এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে *হোশান্না* হিসেবে, মণ্ডলীতে ও সমগ্র পৃথিবীতে ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার শুভ কামনা হিসেবে। অথবা তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে *হাল্লেলুইয়া* হিসেবে, ঈশ্বর ও মেষশাবককে মহান পরিত্রাণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হিসেবে। এই সকল প্রশংসা ও বন্দনা গীতে পিতা ও পুত্র উভয়কেই সংযুক্ত করা হয়েছে। পিতা এই পরিত্রাণের জন্য পরিকল্পনা করেছেন, পুত্র তা মূল্য দ্বারা ক্রয় করেছেন এবং যারা তা উপভোগ করবে তাদের অবশ্যই দায়িত্ব হচ্ছে প্রভু ও মেষশাবককে আশীর্বাদ করা। তারা তা প্রকাশ্যেই করবে এবং তারা চিরকাল তাদের প্রশংসা ও গুণগান গাইবে।

২. এখানে আমরা দেখতে পাই স্বর্গদূতদের উপাসনা সঙ্গীত (পদ ১১,১২)। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) তাদের অবস্থান – স্বর্গদূত সকলেই সিংহাসন ও প্রাচীনদের ও চার জন প্রাণীর চারদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তারা অন্য সকলের সাথে ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

(২) তাদের ভঙ্গিমা, যা ছিল অত্যন্ত নম্র এবং সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের চিহ্ন: *তাঁরা সিংহাসনের সম্মুখে অধোমুখে ভূমিতে উবুড় হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করলেন*। দেখুন, যারা সমস্ত প্রাণিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যারা কখনো কোন পাপ করেন নি, যারা সব সময় ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকেন, তারা শুধু যে তাদের মুখ ঢেকে রেখেছেন তাই নয়, তারা প্রভুর সম্মুখে অবনত হয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন! কতটা বিনম্রতা তাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি আমরা, কতটা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রকাশ দেখছি তাদের মাঝে। আমাদের মত পা যীশুর মানুষদের অবশ্য কর্তব্য ঈশ্বরের প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধা ও সমীহ সহকারে তাঁর উপাসনা করা, যখন আমরা তাঁর সম্মুখে নিজেদের উপস্থিত করি ও অবনত হই। আমাদের কর্তব্য তাঁর পায়ের নিচে অবনত হওয়া। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যে কোন আচরণের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাওয়া প্রয়োজন অসীম শ্রদ্ধাবোধ এবং বিনম্র মনোভাব।

(৩) তারা কী বলে প্রশংসা করলেন: তারা পবিত্র ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা ও উপাসনার সাথে নিজেদের গলা মেলালেন। তারাও তাদের সাথে সাথে 'আমেন' বললেন। স্বর্গে পবিত্র ব্যক্তিগণ ও স্বর্গদূতগণের মাঝে এক চমৎকার সুসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হবে। তারা নিজেদের মত করেও অনেক কথা বলে প্রশংসা ও উপাসনা করছিলেন। তারা বলছিলেন, "আমেন; ধন্যবাদ ও গৌরব ও জ্ঞান ও প্রশংসা ও সমাদর ও পরাক্রম ও শক্তি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে

আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বর্তুক। আমেন।” এখানে দেখুন:-

[১] তারা ঈশ্বরের মহান গুণাবলীর কথা স্বীকার করেছেন – তাঁর জ্ঞান, তাঁর পরাক্রম এবং তাঁর শক্তি।

[২] তারা এই কথা ঘোষণা করেছিলেন যে, এই সকল গুণাবলীর কারণে ঈশ্বরের স্বর্গীয় গৌরব ও মহিমা চিরকাল অটুট থাকবে এবং তিনি চিরকাল আরও প্রশংসিত, গৌরবান্বিত ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবেন। তারা আমেন বলার মধ্য দিয়ে এই কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আমরা দেখতে পাই স্বর্গে কী ঘটে থাকে এবং আমাদের এখন থেকেই একইভাবে প্রশংসা ও উপাসনা শুরু করতে হবে, যেন আমরা নিজেদের অন্তরকে এই একই সুরে মিলিয়ে নিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা ঘোষণা করতে পারি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত যেন সকল প্রকার প্রশংসা, গৌরব ও মহিমা, যা আমরা ঈশ্বরকে দান করব, তা যেন পবিত্র ও নিখুঁত হয়।

প্রকাশিত বাক্য ৭:১৩-১৭ পদ

এখানে আমরা পাই সেই সকল ব্যক্তি সম্মান ও আনন্দের বিবরণ, যারা বিশ্বস্ততার সাথে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবা ও পরিচর্যা কাজ করেছে এবং তাঁর জন্য কষ্টভোগ করেছে। লক্ষ্য করুন:-

ক. একজন প্রাচীন এই প্রশ্নটি করলেন, তবে তার নিজের কৌতূহল নিবারণের জন্য নয়, বরং প্রেরিত যোহনের প্রতি নির্দেশনা দানের জন্য: পরিচর্যাকারীরাও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শিখতে পারেন, বিশেষভাবে বয়োবৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে। স্বর্গের সবচেয়ে নিম্নপদস্থ সাধু ব্যক্তিও এই পৃথিবীর সবচেয়ে মহান প্রেরিতের চাইতে অধিক জ্ঞান ধারণ করেন। এখন এই প্রশ্নটির দু’টি অংশ রয়েছে:-

১. *সাদা কাপড় পরা এই লোকেরা কে?*

২. *তারা কোথা থেকে আসলেন?*

এখানে মূলত সম্মান ও বিস্ময় জ্ঞাপক ভাব নিয়ে প্রশ্নটি করা হয়েছে, যেমন – *যিনি প্রান্তর থেকে এসেছেন তিনি কে!* বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ানরা আমাদের মনোযোগ এবং সম্মানের দাবীদার। আমাদের উচিত ধার্মিক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা ও তাঁর যদি যথাযথ সম্মান জ্ঞাপন করা।

খ. প্রেরিত যোহন এ প্রশ্নের যে জবাব দিলেন, তাতে করে তাঁর অজ্ঞতাই প্রকাশ পেল। তিনি সেই প্রাচীনের কাছেই এর উত্তর জানতে চাইলেন: হে আমার প্রভু, তা আপনিই জানেন। যারা জ্ঞান অর্জন করতে চান, তাদের কোনমতেই নিজেদের অজ্ঞতা স্বীকার করার ক্ষেত্রে লজ্জিত হওয়া উচিত নয়, কিংবা যিনি নির্দেশনা ও পরামর্শ দান করতে সক্ষম তার কাছ থেকে তা নিতে অনাগ্রহ দেখানো উচিত নয়।

গ. যোহনের কাছে সেই মহান সাক্ষ্যমরদের বাহিনীর বর্ণনা দেওয়া হল, যারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং যাদের হাতে ছিল বিজয়ের

প্রতীক খেজুর পাতা। এখানে কোন বিষয়গুলোর কথা বলা হল তা লক্ষ্য করুন:-

১. আগে তাদের কেমন হীন ও অসহায় অবস্থা ছিল: তারা মহা নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, মানুষের হাতে নিপীড়িত হয়েছিলেন, শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন, অনেক সময় তাদের নিজেদের আত্মার কারণেই বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। তারা তাদের বস্তুগত সম্পদ হানির কারণে কষ্ট পেয়েছেন, বন্দীত্ব বরণ করে কষ্টভোগ করেছেন, আর এভাবে তাদের জীবনও নির্বাপিত হয়েছে। স্বর্গের যাওয়ার পথে ছড়িয়ে রয়েছে বহু নির্যাতন ও পীড়ন। কিন্তু নির্যাতন যত কঠিন ও ভয়ঙ্করই হোক না কেন, তা কখনোই ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের পৃথক করতে পারবে না। এই সকল নির্যাতন ও পীড়ন যখন আমরা অতিক্রম করব, তখন স্বর্গে আমাদেরকে সুস্বাগতম জানানো হবে এবং আরও আড়ম্বরের সাথে আমাদেরকে বরণ করে নেওয়া হবে।

২. যে উপায়ে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তোলার মধ্য দিয়ে এখন তারা এই মহা সম্মান ও সুখ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন: তারা মেষশাবকের রক্তে নিজ নিজ কাপড় ধুয়ে সাদা করেছে, পদ ১৪। এটি সাক্ষ্যমরদের নিজেদের রক্ত নয়, বরং তা মেষশাবকের রক্ত, যা পাপ ধুয়ে মুখে পরিষ্কার করে দিতে পারে এবং আত্মাকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পরিষ্কার ও পবিত্র করে তুলতে পারে। অন্য সকল রক্ত পোশাক নোংরা করে দেয়, কিন্তু এটাই একমাত্র রক্ত যা পবিত্র ব্যক্তিগণের পোশাককে ধুয়ে পরিষ্কার করে আরও সাদা ও পবিত্র করে দেয়।

৩. এইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এখন তারা যে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির লক্ষ্য অভিমুখে চলেছেন:-

(১) তাদের অবস্থান: *এজন্য এরা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছে; এবং তারা দিনরাত তাঁর উপাসনালয়ে তাঁর উপাসনা করে, আর যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তিনি এদের উপরে তাঁর তাঁবু খাটাবেন*। তারা এখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপস্থিতিতে অবস্থান করছে, যে স্থান সব সময় আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে।

(২) তারা তাদের এই অবস্থানের কারণে সুখী, কারণ তারা অবিরত ঈশ্বরের পরিচর্যা করে চলেছে এবং তাদের মাঝে কোন দুর্বলতা নেই, নিদ্রালু ভাব নেই এবং দুশ্চিন্তা নেই। স্বর্গ হচ্ছে আমাদের জন্য সেবা ও পরিচর্যা করার স্থান, কিন্তু সেখানে কোন পীড়ন নেই। এটি বিশ্রাম গ্রহণের স্থান, কিন্তু আলস্যের নয়। এটি এক প্রশংসনীয় ও আনন্দময় স্থান।

(৩) তারা তাদের বর্তমান জীবনে সমস্ত প্রকার কষ্ট ও দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে অত্যন্ত আনন্দিত।

[১] সমস্ত অভাব ও চাহিদার অনুভূতি থেকে মুক্তি: *এরা আর কখনও ক্ষুধিত হবে না, আর কখনও তৃষ্ণার্তও হবে না*। তাদের সমস্ত চাহিদা চিরকালের জন্য মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এ থেকে উদ্ভূত সমস্ত কষ্টভোগের অবসান ঘটানো হয়েছে।

[২] অসুস্থতা ও বেদনা থেকে মুক্তি: *এদের কোন রৌদ্র বা কোন উত্তাপ লাগবে না*।

(৪) তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসা ও শাসনের অধীনে থেকে সুখী: সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক এদেরকে পালন করবেন এবং জীবন-জলের ফোয়ারার কাছে নিয়ে যাবেন। তিনি তাদেরকে এমন সমস্ত কিছুর অধিকার দেবেন যা মনোমুগ্ধকর এবং তাদের আত্মার জন্য আরামদায়ক। আর সেই কারণে তারা আর কখনো ক্ষুধিত কিংবা তৃষ্ণার্ত হবে না। আগে তাদের অনেক দুঃখ ছিল এবং তারা তাদের পাপ ও কষ্টভোগ দু'টোরই কারণে অনেক চোখের জল ঝরিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর নিজ মৃদু ও দোয়াপূর্ণ হাত দ্বারা তাদের চোখের জল মুছে দেবেন এবং তাদের জন্য এর চেয়ে বড় প্রতিদান আর কিছুই হতে পারে না। এক্ষেত্রে তিনি তাদের সাথে আচরণ করছেন একজন স্নেহশীল পিতার মত, যিনি তার আদরের সন্তানদেরকে চোখের জলে ভাসতে দেখে তাদেরকে সান্ত্বনা দেন, তাদের চোখের জল মুছে দেন এবং তাদের দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করেন। এই কথা স্মরণ করে খ্রীষ্টানদের উচিত বর্তমান সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকা এবং সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও তাঁর প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকা। কারণ যে ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে বপনীয় বীজ নিয়ে বাইরে যায়, সে আনন্দগান সহ তার ফসলের আঁটি নিয়ে আবশ্যই আসবে।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ৮

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি ষষ্ঠ সীলমোহর উন্মোচিত হওয়ার পর কী ঘটেছে। এখন আমরা উপনীত হয়েছি সপ্তম সীলমোহর উন্মোচনের দ্বারপ্রান্তে, যা সপ্তম তূরীর বাদ্যের সাথে সাথে ঘটতে চলেছে এবং এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণাও সেই সাথে ঘটতে যাচ্ছে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারীই এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন যে, এই সাতটি সীলমোহর প্রেরিতদের যুগ ও কনস্ট্যান্টাইনের রাজত্বের মধ্যবর্তী সময়কালের কথা বলে; কিন্তু এই সাতটি তূরী খ্রীষ্টারির উত্থানের বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়, যা সংঘটিত হয় রোমান সাম্রাজ্য খ্রীষ্টিয় সাম্রাজ্যে পরিণত হওয়ার কিছু কাল পর। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব:-

ক. তূরীর বাদ্য ধ্বনিত হওয়ার পূর্ববর্তী মুহূর্ত, পদ ১-৬।

খ. চারটি তূরীর বাদ্যের ধ্বনি, পদ ৭-১৩।

প্রকাশিত বাক্য ৮:১-৬ পদ

এই পদগুলোর বিভিন্ন অংশে আমরা তূরী ধ্বনিত হওয়ার পূর্ববর্তী মুহূর্তে উপনীত হব।

ক. শেষ সীলমোহর উন্মোচন। এটাই সূত্রপাত ঘটাবে এক নতুন ভাববাণীসূচক নির্দেশনা ও ঘটনার সমাহারের। এর সাথে রয়েছে রেহেশতী পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সংগঠনের একটি ধারা। এর একটি অংশ আরেকটি সাথে সংযুক্ত (একটি শেষ হওয়া মাত্র আরেকটি শুরু হবে) এবং যদিও এগুলো বৈশিষ্ট্য ও সময়ের দিক থেকে আলাদা, তথাপি এর সবগুলোই প্রখর জ্ঞান দ্বারা নিরূপিত, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ঈশ্বরের হাতের এক অনুপম সার্বজনীন পরিকল্পনার ফসল।

খ. স্বর্গে আধা ঘণ্টা পর্যন্ত নিঃশব্দতা বিরাজ করলো, যা এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:-

১. শান্তিপূর্ণ নিঃশব্দতা, কারণ এই সময়ে সদাপ্রভু ঈশ্বরের কানে কোন অভিযোগ এসে পৌঁছায় নি। মণ্ডলীতে সব কিছুই ছিল নিরুপদ্রব এবং মঙ্গলময়, আর তাই স্বর্গেও ছিল নীরব; কারণ যখনই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের মণ্ডলী নির্যাতন নিপীড়নের কারণে ক্রন্দন করে ও আর্তচিৎকার করে, সেই চিৎকারের ধ্বনি স্বর্গে উঠে আসে এবং সেখানে তা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

২. কিংবা প্রত্যাশার নিঃশব্দতা। ঈশ্বরের স্বর্গীয় পরিকল্পনা অনুসারে মহান ঘটনাবলী সংঘটিত হতে চলেছে। আর স্বর্গে ও পৃথিবীতে উভয় স্থানে ঈশ্বরের মণ্ডলী নীরব হয়ে স্থির হয়ে রইল, ঈশ্বর কী করেন তা দেখার প্রতীক্ষায় রইল, যার কথা সখরিয় ২:১৩ পদে

লিপিবদ্ধ আছে: *সদাপ্রভুর সাক্ষাতে প্রাণীমাত্র নীরব হও, কেননা তিনি তাঁর পবিত্র ব্যবস্থা-তাঁম্বুর মধ্য থেকে জেগে উঠেছেন*। এছাড়া অন্যান্য স্থানে রয়েছে, *স্থির হও এবং জেনো যে, আমিই ঈশ্বর*।

গ. তূরীগুলো দেওয়া হয়েছিল স্বর্গদূতদের হাতে, যারা সেগুলো বাজাবেন। এখনও স্বর্গদূতেরা স্বর্গীয় কর্তৃত্বের অধীন বুদ্ধিমান ও বাধ্য পরিচারক। তারা আমাদের ত্রাণকর্তার কাছ থেকে সমস্ত প্রকার গুণ ও শক্তি লাভ করে থাকে। মণ্ডলীর স্বর্গদূতেরা যেমন সুসমাচারের তূরীধ্বনি বাজিয়েছেন, ঠিক সেভাবে স্বর্গের স্বর্গদূতেরা বাজিয়ে থাকেন স্বর্গীয় কর্তৃত্ব নির্দেশক তূরীধ্বনি এবং প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে কাজ করে থাকে।

ঘ. এই কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার লক্ষ্যে আরেকজন স্বর্গদূতকে অবশ্যই আগে ধূপ উৎসর্গ করতে হবে, পদ ৩। খুব সম্ভব এই আরেকজন স্বর্গদূত ছিলেন প্রভু যীশু, মণ্ডলীর মহাপুরোহিত, যাঁকে এখানে তাঁর পুরোহিত কাজ পদ অনুসারে সম্বোধন করা হয়েছে, যার হাতে রয়েছে একটি স্বর্ণের ধূপদানি এবং উৎসর্গের জন্য ধূপ, যিনি সমস্ত পবিত্র ব্যক্তিগণের জন্য প্রার্থনা সহকারে স্বর্ণময় বেদীর সম্মুখে তাঁর স্বর্গীয় সত্তা সহকারে উপস্থিত হয়েছেন। লক্ষ্য করুন:-

১. সমস্ত পবিত্র ব্যক্তিই প্রার্থনাশীল মানুষ। ঈশ্বরের কোন সন্তানই বোবা নয়। অনুগ্রহের আত্মা সব সময়ই পরিচর্যা ও সহানুভূতির আত্মা, যা আমাদেরকে শেখায় আব্বা, পিতা বলে সম্বোধন করে প্রার্থনা করার জন্য। গীতসংহিতা ৩২:৬ পদ বলে, সমস্ত বিশ্বস্ত লোক তোমার কাছে প্রার্থনা করুক।

২. বিপদের সময় অবশ্যই প্রার্থনা করা প্রয়োজন এবং একইভাবে আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সময়েও প্রার্থনা করা প্রয়োজন। আমাদের ভীতি এবং আমাদের আশা দু'টোই আমাদের প্রার্থনায় তুলে ধরতে হবে। যেখানে মণ্ডলীর স্বার্থ গভীরভাবে নিহিত, সেখানে ঈশ্বরের লোকদের অন্তর অবশ্যই প্রার্থনায় গভীরভাবে নিবদ্ধ করতে হবে।

৩. পবিত্র ব্যক্তিগণের মুনাজাতেরও খ্রীষ্টের ধূপ উৎসর্গ ও মধ্যস্থতার প্রয়োজন রয়েছে, যেন তা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী হয়। এ কারণে এই কাজে খ্রীষ্টের বিশেষ কর্তৃত্ব রয়েছে। তাঁর কাছে রয়েছে তাঁর নিজের ধূপ, তাঁর ধূপদানি এবং তাঁর বেদী। তিনি নিজেই তাঁর লোকদের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ।

৪. পবিত্র ব্যক্তিদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে ধূপ উৎসর্গের মেঘের আকারে উর্ধ্বে নীত হয়। এই প্রক্রিয়ায় সুপারিশকৃত কোন প্রার্থনাই শুনতে বা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানো হয় না।

৫. এই সকল প্রার্থনা যখন স্বর্গে গৃহীত হল তখন তার উত্তর হিসেবে পৃথিবীতে মহা পরিবর্তন সাধিত হল। যে স্বর্গদূত তাঁর ধূপদানি নিয়ে প্রার্থনা উৎসর্গ করেছিলেন, তিনিই এখন সেই একই ধুপদানি নিয়ে বেদীর আগুনে পূর্ণ করে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে

সঙ্গে তা বিভিন্ন আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল: মেঘ-গর্জন, ভয়ঙ্কর আওয়াজ, বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হল। এগুলোই ছিল সেই পবিত্র ব্যক্তিদের করা প্রার্থনার প্রেক্ষিতে ঈশ্বরের উত্তর, এই পৃথিবীর প্রতি তাঁর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ এবং তিনি যে তাঁর নিজের ও তাঁর লোকদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন তারই ইঙ্গিত। আর এখন এই সমস্ত কিছু এভাবে প্রস্তুত হওয়ার পর স্বর্গদূতদের দায়িত্ব শেষ হল।

প্রকাশিত বাক্য ৮:৭-১৩ পদ

লক্ষ্য করুন:-

ক. প্রথম স্বর্গদূত প্রথম তূরীটি বাজালেন এবং এর ফলশ্রুতিতে যে সকল ঘটনা ঘটতে লাগল তা অত্যন্ত ভয়াবহ: *রক্ত মিশানো শিলা ও আগুন পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হল,* পদ ৭। পৃথিবীতে এক ভয়ানক ঝড় হল; কিন্তু এই ঝড় ধর্মভ্রষ্টতার ঝড়, মণ্ডলীতে তৈরি হওয়া বিরাট এক ভ্রান্তি ও কলুষতার ঝড় ছিল কি না (কারণ সেই যুগেই আর্মেনীয়বাদের উৎপত্তি হয়েছিল), না কি এই ঝড় কোন রাজনৈতিক যুদ্ধের দামামা ছিল সে বিষয়ে ব্যাখ্যাকারীরা একমত হতে পারেন নি। মি. মেডি মনে করেন যে, এখানে বোঝানো হয়েছে সেই সমস্ত অদ্ভুত ও আশ্চর্য ঘটনার কথা, যা রোমান সাম্রাজ্যে ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সাধিত হয়েছিল। এই একই বছরে থিওডসিয়াস মারা যান, যখন উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলো গথ সম্রাট এ্যালারিকাসের অধীনে ভেঙ্গে গিয়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্য গঠন করেছিল। তবে এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. এটি ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক ঝড়-বিক্ষুব্ধ আগুন এবং শিলা এবং রক্ত: এক আশ্চর্য মিশ্রণ!

২. এর সীমাবদ্ধতা: এটি পতিত হয়েছিল গাছগুলোর এক-তৃতীয়াংশের উপর এবং ঘাসের এক-তৃতীয়াংশের উপর, আর এগুলোকে সেই আগুন পুড়িয়ে দিল। অনেকের মতে এখানে ধর্মীয় পরিচর্যাকারীদের এক-তৃতীয়াংশ এবং সাধারণ ভক্তদের এক-তৃতীয়াংশের কথা বোঝানো হয়েছে। এদিকে অন্যান্যরা মনে করেন এখানে রাজনৈতিক ভূমণ্ডলের কথা বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মহান লোকেরা এবং এক-তৃতীয়াংশ সাধারণ লোকেরা এর দ্বারা আক্রান্ত হবে। হতে পারে তৎকালীন পৃথিবীর পরিচিত অংশের এক-তৃতীয়াংশ, কিংবা শুধু সেই সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশের ধ্বংস হওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে। মহান ঈশ্বর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্যোগেরও সীমারেখা বেঁধে দিয়েছেন।

খ. দ্বিতীয় স্বর্গদূত তূরী বাজালেন এবং এর সাথে সাথে প্রথমটির মতই ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটতে শুরু করল: জ্বলন্ত আগুনের একটি মহাপর্বত সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল; তাতে সমুদ্রের এক তৃতীয়াংশ রক্ত হয়ে গেল ও সমুদ্রের মধ্যস্থ এক তৃতীয়াংশ জীবন্ত প্রাণী মারা গেল এবং জাহাজগুলোর এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে গেল, পদ ৮। অনেকে মনে করে থাকেন এই পর্বতকে ধর্মভ্রষ্ট হিসেবে বোঝানো হয়েছে। মি. মেডির মত অন্য অনেকে মনে করেন এর দ্বারা রোম নগরী বোঝানো হয়েছে, যা গথরা ও ভ্যান্ডালরা ১৩৭ বছরে মোট পাঁচবার

লুট করেছিল। প্রথমবার ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে এ্যালারিকাসের নেতৃত্বে সেখানে আক্রমণ চালানো হয়। তারা ব্যাপক বর্বরতা ও নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিল। এই সমস্ত দুর্যোগের সময় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ (যাদেরকে এখানে সমুদ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে) ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখানেও এক-তৃতীয়াংশের একটি সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে, কারণ বিচারের মাঝেও ঈশ্বর তাঁর দয়ার কথা স্মরণ করেন। এই ঝড় রোমান সাম্রাজ্যের সমুদ্র তীরবর্তী ও বাণিজ্যিক নগর এবং দেশগুলোতে চরম আঘাত হেনেছিল।

গ. তৃতীয় স্বর্গদূত তূরী বাজালেন এবং এরপর আগের মতই দুর্যোগ নেমে এল: প্রদীপের মত জ্বলন্ত একটি বড় তারা আকাশ থেকে পড়ে গেল, পদ ১০। অনেকে মনে করেন এখানে তারা বলতে রাজনৈতিক জগতের কোন তারকার কথা বলা হয়েছে, কোন বিশিষ্ট শাসনকর্তার কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে অগাস্টুলাসকেই এই ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে, যিনি ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে ওডোসিয়ার-এর কাছে নিজ রাজ্য হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্যদের মতে এর দ্বারা কোন ধরনের পরামর্শক তারকার কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত তিনি মণ্ডলীর কোন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, যাকে তুলনা করা হয়েছে জ্বলন্ত প্রদীপের সাথে। অধিকাংশ ব্যক্তি তাকে পেলাগিয়াস বলে মনে করে থাকেন, যিনি আলোচ্য সময়কালের একজন নিপাতিত তারকা হিসেবে সুপরিচিত এবং তিনি তৎকালীন খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীগুলোকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন। লক্ষ্য করুন:-

১. কোথায় এই তারার পতন ঘটলো: নদ নদীর এক-তৃতীয়াংশের উপরে ও জলের ফোয়ারাগুলোর উপরে।

২. সেগুলোর উপরে এর কী প্রভাব পড়েছিল: সেই নদী ও ফোয়ারাগুলোর জল সোমরাজের মত তিক্ত হয়ে উঠছিল। ফলে তা পান করে মানুষের দেহে বিষক্রিয়া হয়েছিল। হতে পারে এখানে বোঝানো হয়েছে আইন-কানুনের কথা, যা নাগরিক স্বাধীনতা, ও জানমাল, ও নিরাপত্তার ধারা নিশ্চিত করে, যা বহিঃশক্তির দ্বারা বিষাক্ত হয়ে পড়েছিল। কিংবা এখানে বোঝানো হয়েছে সুসমাচারের শিক্ষার কথা, আত্মিক জীবন-স্রোতের কথা, যা মানুষের আত্মায় এনে দেয় সজীবতা ও প্রাণের স্ফূরণ। মানুষের আনন্দ ও ভোগবাদের প্রতি প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের আত্মায় তৈরি হয় এক গুচ্ছ বিপজ্জনক ভ্রান্তির মিশ্রণ এবং তা সুসমাচারের শিক্ষা ও মতবাদকে করে তোলে কলুষতাপূর্ণ এবং তিক্ত।

ঘ. চতুর্থ স্বর্গদূত তূরী বাজালেন এবং এর সাথে সাথে নতুন দুর্যোগের আগমন ঘটলো। লক্ষ্য করুন:-

১. এই দুর্যোগের প্রকৃতি কেমন ছিল: এটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্নতা। এটি পতিত হয়েছিল আকাশের আলো দেওয়া সমস্ত তারকার উপর, যা পৃথিবীতে আলো দেয় – সূর্য, চন্দ্র ও তারাগুলো। হতে পারে এগুলোর দ্বারা বোঝানো হয়েছে মণ্ডলী বা রাষ্ট্রের পরিচালক ও শাসকদের কথা, যাদেরকে সাধারণ মানুষের উপরে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে বসানো হয়েছিল। তাদের কাজ ছিল লোকদেরকে সুশাসন ও সুপরিচালনার আলো দান করা।

২. এর সীমারেখাঃ সূর্যের এক তৃতীয়াংশ ও চন্দ্রের এক তৃতীয়াংশ ও তারাগুলোর এক তৃতীয়াংশ আঘাত পেল, তাতে প্রত্যেকের এক তৃতীয়াংশ অন্ধকার হয়ে গেল। এই বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞজনের মাঝে কী ধরনের তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয় তা না দেখে আসুন আমরা দেখি এখানে সরল ও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে কী উপলব্ধি করা যায়ঃ-

(১) এখানে লোকদের কাছে সুসমাচার এসেছিল এবং তা অত্যন্ত শীতলভাবে গ্রহণ করা হয়। তাদের অন্তরে ও জীবনে তা যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে নি, ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের উপরে এসে পড়বে ভয়ঙ্কর বিচার।

(২) ঈশ্বর লোকদের উপর তাঁর শাস্তি প্রেরণ করার আগে তাদেরকে সে বিষয়ে সতর্ক করে দেন। তিনি লিখিতভাবে তাঁর পরিচর্যাকারীদের মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরকে জাগিয়ে তোলার জন্য এবং সময়ের চিহ্ন দেখানোর মধ্য দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন। এই কারণে এই শাস্তি ও বিচারে মানুষের অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই, কারণ এ তাদেরই ভুল।

(৩) একটি জাতির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলে তা তাদের মাঝে ভয়ঙ্কর সমস্ত ঘটনা ঘটায়। এটি তাদের সমস্ত সান্ত্বনা ও স্বস্তির বিষয়গুলোকে তিক্ত করে ফেলে এবং তাদের জীবনকে করে তোলে দুর্বিসহ।

(৪) ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তাঁর সমস্ত ক্রোধ ঢেলে দেন না, বরং তিনি সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ও বিচারের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেন।

(৫) মাণ্ডলিক শিক্ষা ও উপাসনার মাঝে যখন কলুষতা ও দুর্নীতি প্রবেশ করে, তখন মণ্ডলীতে নেমে আসে মহা শাস্তি এবং তখন জাতির উপরে অন্যান্য আরও অনেক সাধারণ চিহ্ন ও শাস্তি প্রকাশ ঘটে।

ঙ. অন্য তিনটি তূরী বাজার আগে এখানে আমরা দেখি সারা পৃথিবীকে এই মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, এই তূরীগুলো বাজাবার পর পৃথিবীতে কী কী ঘটবে এবং যে সময়ে ও যে স্থানে তা পতিত হবে সেসবের অবস্থা কেমন ভয়ঙ্কর হবে, পদ ১৩।

১. এই বার্তাবাহক ছিল আকাশের মধ্যপথে উড়ে যাচ্ছে, এমন এক ঈগল পাখি। আসন্ন ভয়ঙ্কর ঘটনার কারণে তার আচরণ ছিল ভীত সন্ত্রস্ত।

২. বার্তাটি ছিল আরও অধিক ও ব্যাপক বিপর্যয় ও দুর্দশার ক্রোধ নেমে আসার বিষয়ে, যা পৃথিবীর কেউ এর আগে কখনো দেখে নি বা শোনে নি।

এখানে তিনবার বিপর্যয় শব্দটি উচ্চারণ করা হয়েছে, যাতে করে বোঝানো যায় যে বিপর্যয় নেমে আসছে তা আগের যে কোন বিপর্যয়ের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে নেমে আসবে। ইতোমধ্যে যে সকল বিপর্যয় ঘটেছে তার চাইতে এই বিপর্যয়ের মাত্রা ও ভয়াবহতা অনেক বেশি হবে। কিংবা এখানে বোঝানো হয়েছে যে, তিনটি তূরী বাজার পর আলাদা তিনটি বিপর্যয় সংঘটিত হবে। যদি লঘু শাস্তিতে কাজ না হয়, বরং মণ্ডলী ও পৃথিবী আরও বেশি

মন্দ হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের উপরে আরও বড় বিপর্যয় নেমে আসবে, যা আগের যে কোন বিপর্যয়ের চাইতে আরও মারাত্মক হবে। ঈশ্বর যে শাস্তি দেবেন, তার দ্বারাই তাঁকে চেনা যাবে। যখন তিনি এই পৃথিবীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আসবেন, তখন এর বাসিন্দাদের অবশ্যই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ভীত ও কম্পিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ৯

এই অধ্যায়ে আমরা পঞ্চম এবং ষষ্ঠ তূরী বাজাতে শুনি, তা সামনে উপস্থিত হওয়ার বর্ণনা দেখি এবং এরপর কী কী ঘটনা ঘটল তা দেখি; পঞ্চম তূরী (পদ ১-১২), এবং ষষ্ঠ তূরী (পদ ১৩-২১)।

প্রকাশিত বাক্য ৯:১-১২ পদ

এই তূরীটি বেজে ওঠার পর যে জিনিসগুলো দেখা গেল তা হচ্ছে:-

১. *আকাশ থেকে পৃথিবীতে একটা তারা পড়ল*। অনেকে মনে করেন এই তারাটি খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর কোন বিখ্যাত বিশপের কথা বোঝায়, মণ্ডলীর কোন স্বর্গদূতের কথা বোঝায়; কারণ কোন কোন বাচনভঙ্গিতে পালক বা পুরোহিতদেরকে তারা বলা হত এবং মণ্ডলীকে বলা হত আকাশ। কিন্তু তিনি কে এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারীরা একমত হতে পারেন নি। অনেকের মতে তিনি হলেন রোমের তৃতীয় বিশপ বনিফেস (ইড়হরভধপব), যিনি সম্রাট ফোকাস-এর (চযড়পধং) আনুকূল্য লাভ করে সার্বজনীন বিশপ হতে চেয়েছিলেন, যিনি একজন স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী শাসক হওয়ার বনিফেসের চাটুকারিতার পুরস্কার হিসেবে তার সেই ইচ্ছা মঞ্জুর করেছিলেন।

২. এই পতিত তারাকে দেওয়া হয়েছিল *অতল গহ্বরের চাবি*। সে যেহেতু এখন আর খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী নয়, তাই সে এখন হয়ে পড়েছে খ্রীষ্টারি, শয়তানের পরিচর্যাকারী। খ্রীষ্ট তার কাছ থেকে মণ্ডলীর সমস্ত চাবি কেড়ে নিয়েছিলেন এবং তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন, যেন সে হয়ে উঠতে পারে শয়তানের হাতের পুতুল, যেন সে খ্রীষ্টের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে নরকের সমস্ত শক্তিকে ছেড়ে দিতে পারে।

৩. সেই অতল গহ্বরের মুখ খুলে দেওয়া ফলে *ঐ গহ্বরটি থেকে বড় ভাটির ধোঁয়ার মত ধোঁয়া উঠলো*, যা সূর্য ও আকাশ, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলল। শয়তানের ক্ষমতা হচ্ছে অন্ধকারের ক্ষমতা; নরক হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান। শয়তান প্রতিটি মানুষকে অন্ধ করে রাখার মাধ্যমে, জ্ঞানের আলো নিভিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এবং অজ্ঞতা ও ভীতির সঞ্চার করার মাধ্যমে তার পরিকল্পনা সাধন করে। সে প্রথমে মানুষকে ধোঁকা দেয় এবং এরপর তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। পতিত আত্মা তাকে অন্ধকারে অনুসরণ করে, নতুবা তারা তাকে অনুসরণ না করে অন্য কোথাও যেতে ভয় করে।

৪. ঐ ঘন ধোঁয়া থেকে পঙ্গপালের এক বিরাট ঝাঁক বেরিয়ে এলো, যা ছিল মিসরের উপর নেমে আসা দশটি আঘাতের মধ্যে একটি। এরা হচ্ছে শয়তানের অনুসারী, যারা খ্রীষ্টারির

প্রতিনিধিত্ব করছে। এরা সকলে খ্রীষ্টারির খ্রীষ্টবিরোধী কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর। তারা জাগিয়ে তুলছে কুসংস্কার, প্রতিমাপূজা, ভ্রান্তি এবং নিষ্ঠুরতা। ঈশ্বরের ন্যায্য অনুমোদন পেয়ে এরা সেই সমস্ত লোকদেরকে আঘাত করার জন্য এগিয়ে চলেছে, যাদের ললাটে ঈশ্বরের দেওয়া চিহ্ন বা সীলমোহর নেই।

৫. তারা তাদেরকে যে আঘাত করছিল তা দৈহিক আঘাত নয়, বরং আত্মিক আঘাত। তারা সামরিক উপায়ে সবাইকে আগুন ও ছোরা দিয়ে ধ্বংস করছিল না। তাদেরকে বলা হয়েছিল গাছ ও ঘাসের কোন ক্ষতি না করার জন্য এবং যাদের প্রতি তারা আঘাত হানবে তাদেরকে পুরোপুরি হত্যা না করার জন্য। এটি কোন নির্যাতন নয়, বরং তাদের আত্মার জন্য একটি গোপন বিষক্রিয়া ও সংক্রমণ, যা তাদের মধ্য থেকে পবিত্রতা ও শুদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেবে এবং ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্য থেকে শান্তিও দূর করে দেবে। ধর্মভ্রষ্টতা হচ্ছে আত্মার মধ্যে থাকা বিষ, যা ধীরে ধীরে এবং গোপনে কাজ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা শুধু তিক্ততাই নিয়ে আসে।

৬. যাদের ললাটে ঈশ্বরের সীলমোহর দেওয়া ছিল, তাদের ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা এদেরকে দেওয়া হয় নি। ঈশ্বরের মনোনয়ন এবং তাঁর কার্যকরী ও সুস্পষ্ট অনুগ্রহ তাঁর লোকদেরকে তাদের সম্পূর্ণ ও সর্বশেষ প্রলোভন ও ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে।

৭. নরককে এই সকল ক্ষমতা দেওয়া হবে মাত্র সীমিত কিছু সময়ের জন্য: *পাঁচ মাস*, একটি নির্দিষ্ট সময়কাল, কিন্তু একটি সংক্ষিপ্ত সময়কাল। যদিও সেটা সংক্ষিপ্ত তা আমরা বলতে পারি না। সুসমাচারের কালের একটি সীমা ছিল এবং প্রলোভনের কালেরও একটি সীমা রয়েছে।

৮. যদিও এই সময় সংক্ষিপ্ত, তথাপি তা হবে অত্যন্ত তীব্র। কারণ যাদেরকে সেই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত করা হবে তারা চেতনাবস্থায় তা অনুভব করবে এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়বে, পদ ৬। *আহত একটি আত্মা কে বহন করতে পারে?*

৯. সেই পঙ্গপালগুলো ছিল আকারে ও আকৃতিতে বিশাল, পদ ৭,৮। সেগুলো যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়া ঘোড়ার মত তাদের কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

(১) আপাতদৃষ্টিতে তারা ছিল মহা ক্ষমতার অধিকারী এবং তাদের বিজয়ের ব্যাপারে সুনিশ্চিত: *তাদের মাথায় সোনার মুকুটের মত এক রকম জিনিস ছিল*। তাদের সত্যিকারের কোন ক্ষমতা ছিল না, তা ছিল মিথ্যা।

(২) তারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটাত, *তাদের মুখ ছিল মানুষের মুখের মত*, যদিও তাদের আত্মা ছিল শয়তানের।

(৩) তাদের মধ্যে ছিল মনোমুগ্ধকর সমস্ত সৌন্দর্য, যা সুনিশ্চিতভাবে মানুষের মন কাড়ে – তাদের চুল স্ত্রীলোকের চুলের মত। তাদের উপাসনার প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত বাহুল্যপূর্ণ এবং লোক দেখানো।

(৪) যদিও তারা স্ত্রীলোকের মত কোমলতা নিয়ে এসেছিল, তথাপি তাদের দাঁত ছিল সিংহের মত, যা অত্যন্ত হিংস্র প্রাণী।

(৫) তাদের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল পার্থিব ক্ষমতা ও শক্তি – তাদের বুকপাটা লোহার বুকপাটার মত।

(৬) তারা পৃথিবীর বুকে এক তীব্র শব্দের সৃষ্টি করল। তারা এক দেশ থেকে আরেক দেশে উড়ে যেতে লাগল এবং তাদের এই চলার শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল যেন অসংখ্য ঘোড়া ও রথ সহকারে কোন একটি সেনাবাহিনী ছুটে চলেছে।

(৭) যদিও প্রথমে তারা মানুষকে তাদের সুন্দর চেহারা দেখিয়ে শান্ত করেছিল ও বশ মানাতে চেয়েছিল, তথাপি তাদের দীর্ঘকায় হুল লুকিয়ে ছিল তাদের লেজে। তাদের কলঙ্কের পাত্রে ছিল সেই বস্তু, যা প্রথমে লোভনীয় দেখালেও পরে তা শেষ পর্যন্ত সাপের মত ছোবল দেয় এবং বোলতার মত হুল ফোটায়।

(৮) নরক থেকে বেরিয়ে আসা সেই সেনাবাহিনীর রাজা ও সেনাপতি দেখতে যেমন ছিল:-

[১] একজন স্বর্গদূতের মত। স্বভাবগতভাবে সে ঠিক তাই ছিল, কারণ সে এক সময় স্বর্গের স্বর্গদূতগণের মধ্যে একজন ছিল।

[২] অতল গহ্বরের স্বর্গদূত; যদিও সে এখনো একজন স্বর্গদূত, তথাপি সে একজন পতিত স্বর্গদূত, যে পতিত হয়েছে অতল গহ্বরে। সেই গহ্বর অতি বৃহৎ এবং যে সেখানে একবার পড়বে তার আর সেখান থেকে উঠে আসার কোন উপায় নেই।

[৩] এই সকল নীচ ও কলুষতাময় স্থানে সে রাজা ও শাসক। তার অধীনে ও কর্তৃত্বে রয়েছে অন্ধকারের ক্ষমতা ও শক্তি।

[৪] তার সত্যিকারের নাম হচ্ছে আবদ্দোন, আপল্লুয়োন – যার অর্থ বিনাশক, ধ্বংসকারী। এমন নামকরণের কারণ হচ্ছে, এটাই তার কাজ, তার পরিকল্পনা এবং তার উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দু, যাতে সে দৃঢ়ভাবে স্থির ও অটল। এই কাজে সে প্রভূত সফলতা অর্জন করেছে এবং এই কাজে সে এক নারকীয় ও পৈশাচিক আনন্দ বোধ করে। মানুষের আত্মা ধ্বংস করার কাজেই সে তার প্রতিনিধি ও অনুসারীদেরকে প্রেরণ করেছে। আর এখন এখানে আমরা দেখতে পাই একটি দুঃখের অবসান। আর যেখানে একটি দুঃখের শেষ হয়, সেখানেই আরেকটি দুঃখের শুরু হয়।

প্রকাশিত বাক্য ৯:১৩-২১ পদ

আসুন এখানে আমরা এই দর্শনের ভূমিকাটি বিবেচনা করি এবং এরপর দর্শনটির বিবরণে প্রবেশ করি।

ক. দর্শনটির ভূমিকা: আমি ঈশ্বরের সম্মুখস্থ সোনার ধূপবেদীর চারটি শৃঙ্গ থেকে একটি

বাণী শুনতে পেলাম, পদ ১৩,১৪। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. মণ্ডলীর শত্রুদের শক্তি ও ক্ষমতা সেই পর্যন্ত প্রতিহত করা হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত না ঈশ্বর তাদেরকে ছেড়ে দিতে বলেন।

২. যখন জাতিগণকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সময় পূর্ণ হয়, তখন ঈশ্বর ক্রোধ প্রকাশের এই সকল মাধ্যম, যাদেরকে আগে বাধা দিয়ে রাখা হয়েছিল, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়, পদ ১৪।

৩. ঈশ্বর যে সকল উপকরণ দ্বারা অনেক সময়ই মানুষকে শাস্তি দিয়ে থাকেন, তা আসলে তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে রাখা হয়ে থাকে, যাতে করে সেগুলোর দ্বারা তাদের বিপদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

এই স্বর্গীয় শাস্তি ও বিচার প্রকাশের এই চার দূতকে ইউফ্রেটিস মহানদীর তীরে বেঁধে রাখা হয়েছিল, যা ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে বহু দূরে অবস্থিত। এখানে আমরা দেখি তুর্কী রাষ্ট্রক্ষমতার উৎপত্তি ঘটতে, যা আপাতদৃষ্টিতে এই দর্শনের মূল কাহিনী।

খ. দর্শনটি কী ছিল: *মানবজাতির এক তৃতীয় অংশকে হত্যা করার জন্য যে চার জন স্বর্গদূতকে সেই দণ্ড, দিন ও মাস ও বছরের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, তারা মুক্ত হল*, পদ ১৫,১৬। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তাদের সামরিক অভিযান ও নিধনযজ্ঞের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে দণ্ড, দিন, মাস ও বছরে। সময়ের এই ভবিষ্যদ্বাণীসূচক বৈশিষ্ট্য আমাদের জন্য উপলব্ধি করা সত্যিই বেশ কঠিন। কিন্তু সাধারণভাবে এই সময়টি এক ঘণ্টার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, শুরু থেকে শেষ হওয়ার মধ্যবর্তী সময় হিসেবে। এই ধ্বংস সাধন প্রক্রিয়া চলতে থাকবে বহু দূর পর্যন্ত, এমন কি পৃথিবীর অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। ঈশ্বর মানুষের ক্রোধকে তাঁর প্রশংসায় রূপান্তরিত করবেন এবং তাঁর ক্রোধের বশবর্তী অবশিষ্ট মানুষকে তিনি রক্ষা করবেন।

২. যে সেনাবাহিনী এই মহা ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে, তারা প্রস্তুত হল এবং তাদের মধ্যে ঘোড়সওয়ার সৈন্যের সংখ্যাই ছিল বিশ কোটি। কিন্তু পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা কত ছিল তা বলা হয় নি। আমরা তা অনুমান করে নিতে পারি। সাধারণভাবে আমরা জানি যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা ব্যাপক ও বিশাল; আর তাই এখানেও নিশ্চিতভাবে সেটাই ঘটেছে।

৩. তাদের ব্যাপক অস্ত্রশস্ত্র এবং তাদের পরিচ্ছদ, পদ ১৭। তাদের ঘোড়াগুলো ছিল ভয়ঙ্কর, সিংহের মত এবং সেগুলো যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যাওয়ার জন্য ভীষণ উদগ্রীব। তাদের উপরে যারা বসে ছিল তারা অত্যন্ত ঝকমকে এবং দামী বর্মে সুসজ্জিত ছিল। সেখানে সামরিক বীরত্ব, সাহসিকতা, উৎসাহ ও দৃঢ় প্রত্যয়ের চিহ্ন ছিল স্পষ্ট।

৪. রোমান সাম্রাজ্যে তারা সৃষ্টি করেছিল এক ব্যাপক বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য, যা এখন হয়ে পড়েছে খ্রীষ্ট-বিরোধী: তাদের এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী মারা গিয়েছিল। তাদেরকে যতটুকু

ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ঠিক ততটুকুই তারা চালিয়েছিল, এর বেশি তারা আর কিছুই করতে পারে নি।

৫. তাদের সমরাস্ত্র ও মারণাস্ত্রসমূহ, যার মাধ্যমে তারা গণহত্যা চালিয়েছিল, তা বর্ণনা করা হয়েছে আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক-এর উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে, যা তাদের ঘোড়ার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল। সেই সাথে তাদের লেজ ছিল সাপের মত এবং মাথাবিশিষ্ট, অর্থাৎ তাতে বিষ ছিল। মি. মেডি মনে করেন যে, এটি কোন এক ভয়ঙ্কর ও বিশাল আধুনিক মারণাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী, কারণ বর্বর ও নিষ্ঠুর গণহত্যা চালানোর জন্য এমন ভয়ঙ্কর অস্ত্রই প্রয়োজন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করার সময় তুর্কীরা প্রথম এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে এবং নতুন ও অদ্ভুত রকমের অস্ত্র হওয়ায় তা সে সময় হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সেই অস্ত্র প্রচুর ধ্বংস সাধন করেছিল। তবে এখানে মনে করা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী দর্শনে যা বলা হয়েছে এই ঘটনা তারই একটি ছায়াপাত, অর্থাৎ খ্রীষ্টারি যেভাবে তার আত্মিক শক্তিসম্পন্ন অন্ধকারের বাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণ করেছিল, যেভাবে বৃশ্চিক তার বিষ দ্বারা আক্রান্ত করে মানুষকে ভ্রান্তি ও প্রতিমাপূজার পথে ধাবিত করেছিল, সেভাবেই তুর্কীরা, যারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধবাদী খ্রীষ্টারির ধর্মভ্রষ্টতার বিপক্ষে শাস্তি দেওয়ার জন্য উত্থিত হয়েছিল, তাদেরও ছিল নিজ নিজ বৃশ্চিক এবং তার হুল। এই বিষাক্ত হুল দ্বারা তারা সেই সমস্ত লোকদেরকে শাস্তি দিত, যারা বহু মানুষের আত্মিক মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল।

৬. এই সকল মহা বিচারের মধ্যেও এই খ্রীষ্ট-বিরোধী অপশক্তির অনুতাপহীনতা লক্ষ্য করুন (পদ ২০)। বাদবাকি যে সমস্ত লোকদের হত্যা করা হয় নি, তারা মন পরিবর্তন করল না। তারা তখন পর্যন্ত সেই পাপ থেকে তাদের মন ফেরানোর কোন চেষ্টাই করে নি, যে পাপের জন্য ঈশ্বর তাদেরকে এত বড় শাস্তি দিলেন, আর সেই সমস্ত পাপ ছিলঃ-

(১) তাদের মূর্তিপূজাঃ তারা তাদের দেবতাদের মূর্তিগুলো দূর করল না, যদিও সেগুলো তাদের কোন উপকারেই আসত না, কারণ সেই মূর্তিগুলো দেখতে পেত না, শুনতে পেত না এবং চলতে-ফিরতে পারত না।

(২) তাদের হত্যাকাণ্ডঃ যা তারা করেছিল খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী ও পবিত্র ব্যক্তিদের হত্যা করার মধ্য দিয়ে। যারা এভাবে খ্রীষ্টের অনুসারীদের রক্তপাত ঘটায়, তারা কোনভাবেই তা থেকে মন ফেরানোর চিন্তা করে না।

(৩) তাদের জাদুবিদ্যাঃ তারা বিভিন্ন জাদু ও গোণাপড়ার আশ্রয় নিত এবং ভূত নামানোসহ অন্যান্য জাদুবিদ্যায় তাদের দখল ছিল।

(৪) তাদের জেনাঃ তারা নিজেদেরকে শারীরিক ও আত্মিক অপবিত্রতায় নিমজ্জিত হতে দিক এবং অন্যদেরকেও কামনা ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হতে উৎসাহিত করত।

(৫) তাদের চুরিঃ তারা অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ হস্তগত করে প্রচুর ধন সম্পদের মনিব হয়ে উঠেছিল। এতে করে তারা বহু পরিবার, শহর, শাসনকর্তা ও জাতিকে করে তুলেছিল দরিদ্র ও অভাবী।

এগুলো হচ্ছে খ্রীষ্ট-বিরোধী শত্রু ও তার অনুসারীদের সমস্ত জঘন্য অপকর্ম। যদিও ঈশ্বর তাদের বিরুদ্ধে স্বর্গ থেকে তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, তথাপি তারা রয়ে গিয়েছিল উদ্ধত, দুর্বিনীত এবং অনুতাপবিহীন। আর তাই ন্যায় বিচার অনুসারেই তাদের ধ্বংস ছিল অনিবার্য।

গ. এই ষষ্ঠ তূরী থেকে আমরা শিখতে পারি যে:-

১. ঈশ্বর মণ্ডলীর একজন শত্রুকে প্রহার করে ও শাস্তি দিয়ে অন্য সমস্ত শত্রুকে শিক্ষা দিতে পারেন।

২. বাহিনীগণের সদাপ্রভুর অধীনে এক বিরাট সেনাবাহিনী রয়েছে, যারা তাঁর আদেশ পালনের জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে আছে।

৩. সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তি ও ক্ষমতারও একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে এবং সেই সীমা তারা কখনোই অতিক্রম করতে পারে না।

৪. ঈশ্বরের বিচার যখন এই পৃথিবীতে নেমে আসে, সে সময় তিনি আশা করেন এই পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের পাপের জন্য অনুশোচনা করবে এবং মন পরিবর্তন করবে, সেই সাথে ধার্মিকতার পথে চলবে।

৫. স্বর্গীয় বিচারের মুখোমুখি হয়েও অনুতাপ না করাটা এমন এক গুরুতর পাপ, যা পাপীদের চূড়ান্ত ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে, কারণ ঈশ্বর যেখানে বিচার করতে আসেন সেখানে তিনি বিজয় লাভ করেন।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ১০

এই অধ্যায়টি হচ্ছে এই পুস্তকের পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অংশের একটি ভূমিকাস্বরূপ। ষষ্ঠ ও সপ্তম তূরী ধ্বনিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটছে (প্রকাশিত বাক্য ৯:১৫), তা অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী থেকে পৃথক ও বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী, কিংবা বলা যায় তা অন্যান্য ঘটনার মূল কিছু বিষয়ের একটি সাধারণ বর্ণনা। আমাদের মধ্যে যারা কৌতূহলী পাঠক রয়েছেন তাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য কিছু কিছু বিষয় আগে থেকেই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। তবে এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. খোলা একটি পুস্তক হাতে অত্যন্ত মহিমান্বিত একজন স্বর্গদূতের বর্ণনা এখানে উল্লেখযোগ্যভাবে দেওয়া হয়েছে, পদ ১-৩।

খ. সাতটি বজ্রপাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা প্রেরিত যোহন শুনতে পেয়েছিলেন, যা এই স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং তিনি কিছু বিষয় আবিষ্কার করেছিলেন যা তাঁকে সে সময় লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয় নি, পদ ৪।

গ. যাঁর হাতে সেই পুস্তকটি ছিল তাঁর ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ শপথ বাক্য উচ্চারণ, পদ ৫-৭।

ঘ. প্রেরিত যোহনকে প্রদত্ত আদেশ এবং তিনি এরপর যা দেখলেন, পদ ৮-১১।

প্রকাশিত বাক্য ১০:১-৭ পদ

এখানে আমরা প্রেরিত যোহনের প্রতি প্রদত্ত আরেকটি দর্শনের বর্ণনা পাই, যা ষষ্ঠ তূরী ও সপ্তম তূরী ধ্বনিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ঘটেছিল। এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. মূলত যে ব্যক্তি প্রেরিত যোহনের কাছে এই বিষয়ে ব্যক্ত করার জন্য দায়িত্ব পেয়েছিলেন– স্বর্গের একজন স্বর্গদূত, *আর এক শক্তিমান স্বর্গদূত*, যিনি এমনভাবে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাঁর যে গৌরব ও মহিমার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে করে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, তিনি আসলে আমাদের প্রভু ও পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট!

১. *তাঁর পোশাক ছিল মেঘ*। তাঁর পোশাক ছিল অত্যুচ্চ গৌরব ও মহিমায় পূর্ণ, যা চোখে দেখা যে কোন মানুষের পক্ষে এক কঠিন বিষয়। তিনি তাঁর গৌরবময় চেহারা উপরে পর্দা রেখেছিলেন, যেন তা মানুষের চোখে সহনীয় হয়। *মেঘ ও অন্ধকার তাঁকে ঘিরে রেখেছিল*।

২. *তাঁর মাথার উপরে ছিল মেঘধনুক*। তিনি সব সময় তাঁর কৃত প্রতিজ্ঞা মনে রাখেন এবং যখন তাঁর আচরণ আমাদের জন্য অত্যন্ত রহস্যময় হয়ে ওঠে, তখনও তা ন্যায্য এবং তিনি আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন।

৩. *তাঁর মুখ সূর্যের মত*। অতি উজ্জ্বল এবং মহিমা ও জৌলুশে পূর্ণ (প্রকাশিত বাক্য ১:১৬)

।

৪. *তাঁর পা আগুনের স্তম্ভের মত*। তাঁর সমস্ত সত্তায় মিশে ছিল অনুগ্রহ ও স্বর্গীয় কর্তৃত্ব, যা পবিত্র ও চিরস্থায়ী।

খ. তাঁর অবস্থান ও দেহভঙ্গি: *তিনি সাগরে ডান পা ও স্থলে বাম পা রাখলেন*। এর মাধ্যমে তিনি দেখালেন যে, এই পৃথিবীর উপরে তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। *তাঁর হাতে খোলা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল*। সম্ভবত এটাই সেই পুস্তক যা এর আগে সীলমোহর করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন তা উন্মোচন করা হয়েছে এবং ক্রমানুসারে তিনি এর সমস্ত বাক্য পূর্ণ করবেন।

গ. তাঁর ভয়াবহ কণ্ঠ: *তিনি সিংহ গর্জনের মত হুঙ্কারে চিৎকার করলেন* (পদ ৩) এবং তাঁর ভয়াবহ কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে সাতটি বজ্রধ্বনিতে রূপ নিল, যা ঈশ্বরের অন্তরের মধ্যস্থিত চিন্তা উপলব্ধি করার সাতটি গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং ভয়াবহ উপায়।

ঘ. প্রেরিত যোহনকে এই বলে নিষেধ করা হল যে, তিনি এই সাতটি বজ্রধ্বনি থেকে যা কিছু জানতে পারলেন তা যেন তিনি প্রকাশ না করেন, বরং তা গোপন রাখেন, পদ ৪। প্রেরিত যোহন তাঁর এই দর্শনের মধ্য দিয়ে যা কিছু দেখছিলেন এবং শুনছিলেন, তার সবই সংরক্ষণ করে রাখার ও নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করার জন্য তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময় এখনো আসে নি।

ঙ. এই শক্তিমান স্বর্গদূত যে প্রতিজ্ঞা করলেন:-

১. তাঁর প্রতিজ্ঞার ধরন: *তিনি স্বর্গের প্রতি তাঁর ডান হাত উঠালেন আর যিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত, তাঁর নামে এই শপথ করলেন*। ঈশ্বর নিজেও যেভাবে অনেক সময় করেছেন, সেভাবে এখন আমাদের প্রভু, ত্রাণকর্তা এবং এই পৃথিবীর মনিব নিজে ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছেন।

২. তিনি কী প্রতিজ্ঞা করলেন: *আর বিলম্ব হবে না*। হতে পারে:-

(১) শেষ স্বর্গদূত তূরী বাজাবার পর এই পুস্তকে যা কিছু লেখা আছে তা সম্পন্ন হতে আর বিলম্ব হবে না। এরপর সমস্ত কিছুই খুব দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। তখন ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব সমাপ্ত হবে, পদ ৭।

(২) কিংবা যখন ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব সম্পন্ন হবে তখন আর সময় বলতে কিছু থাকবে না, কারণ সময় একটি সদা পরিবর্তনশীল অবস্থাকে নির্দেশ করে। কিন্তু সে সময় সমস্ত কিছুই চিরকালের জন্য স্থায়ী করে ফেলা হবে এবং তাই সময়ও অনন্ত অসীমতার গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

প্রকাশিত বাক্য ১০:৮-১১ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. প্রেরিতকে একটি কঠিন দায়িত্ব দেওয়া হল। আর তা ছিল এই:

১. তাকে গিয়ে সেই মহা শক্তিমান স্বর্গদূতের হাত থেকে ক্ষুদ্র পুস্তকটি নিতে হবে। পৃথিবীতে যে স্বর্গদূত যোহনের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই স্বর্গদূত তাঁকে এই আদেশ দেন নি, বরং চতুর্থ পদে যে কণ্ঠ স্বর্গ হতে উচ্চারিত হয়েছিল এবং তাঁকে সাতটি বজ্রধ্বনিতে উচ্চারিত বাণী লিখতে নিষেধ করেছিল, সেই একই কণ্ঠ তাঁকে এই আদেশ দিল।

২. তিনি যেন সেই পুস্তকটি খেয়ে ফেলেন। আদেশের এই অংশটি স্বর্গদূত নিজেই দিয়েছিলেন। এর মধ্য দিয়ে প্রেরিতকে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি যদি এই পুস্তকের সমস্ত কথা প্রকাশ করতে চান, তাহলে তাঁকে আগে অবশ্যই এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর পুরোটা গলাধঃকরণ করতে হবে বা আত্মস্থ করে ফেলতে হবে এবং তাঁর নিজেকে এর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে প্রভাবিত হতে হবে।

খ. পুস্তকটি খেয়ে ফেলার পর প্রেরিত তার কেমন স্বাদ অনুভব করলেন সে বর্ণনা। যখন পুস্তকটি তাঁর মুখের ভেতর ছিল, সেটা খেতে মিষ্টি লাগছিল। সব মানুষই ভবিষ্যতে কী ঘটবে সেটা জানতে ও ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে পছন্দ করে। সকল উত্তম ব্যক্তিই ঈশ্বরের বাক্য শুনতে ভালবাসে, তা যে বিষয়েই হোক না কেন কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণীর পুস্তকটি প্রেরিত যোহন গলাধঃকরণ করে পেটে নিয়ে গেলেন, সেখানে গিয়ে সেটার উপকরণগুলো তিক্ত হয়ে উঠল। সেই বিষয়গুলো ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং সাংঘাতিক, ঈশ্বরের লোকদের প্রতি নেমে আসা তীব্র নির্যাতন ও দুঃখভোগ। আর পৃথিবীতে ঠিক এ ধরনেরই দুর্দশা ঘটতে চলেছিল, যা আগে থেকে দেখা ও জানা মোটেও কোন সুখকর বিষয় নয়, বরং প্রেরিতের অন্তরে অত্যন্ত বেদনার সৃষ্টি করেছিল। ঠিক এভাবে যিহিস্কেলের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী দান করা হয়েছিল (যিহিস্কেল ৩:৩)।

গ. প্রেরিতকে যে দায়িত্ব পালনের জন্য সামনে ডেকে আনা হয়েছিল তা তিনি সম্পন্ন করলেন (পদ ১০): তখন আমি স্বর্গদূতের হাত থেকে সেই ক্ষুদ্র পুস্তক গ্রহণ করে খেয়ে ফেললাম। এরপর তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁকে ঠিক যেমন বলা হয়েছিল সেই পুস্তকটি তাঁর মুখে ঠিক তেমনই লাগল।

১. ঈশ্বরের দাসেরা অন্যদের নামে যে বার্তা নিয়ে আসেন তা তারা তাদের নিজেদের আত্মায় আত্মস্থ করে নেন এবং এ কারণে তারা অন্যদের পরিণতিতে নিজেরাও আত্মায় প্রভাবিত হন।

২. ঈশ্বরের লোকদেরকে যে বার্তা দান করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়, তা মানুষের জন্য প্রীতিকর হোক বা অপ্রীতিকর হোক না কেন, অবশ্যই তাদেরকে সেই বার্তা দান করতে হবে। যা সবচেয়ে কম সন্তোষজনক, তা হয়তোবা সবচেয়ে বেশি লাভজনক। তবে ঈশ্বরের

বার্তাবাহকদের কখনোই ঈশ্বরের পরিকল্পনার কোন অংশ লুকিয়ে রাখা উচিত নয়।

ঘ. প্রেরিতকে এ কথা জানানো হল যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর পুস্তকটি, যা এখন তাঁর ভেতরে অবস্থান করছে, তা শুধুমাত্র তাঁর নিজের কৌতূহল নিবারণের জন্য দেওয়া হয় নি, কিংবা তাকে আনন্দ বা বেদনা দানের জন্য দেওয়া হয় নি, বরং সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ভাববাদী হিসেবে তাঁকে এখানে দায়িত্বে নিযুক্ত করা হচ্ছে এবং তাঁকে আরেকটি নতুন দায়িত্ব দিয়ে নতুনভাবে পৃথিবীর কাছে প্রেরণ করা হচ্ছে, যেন ঈশ্বরের চিন্তা ও ইচ্ছায় পুরো পৃথিবীর জন্য যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি যেন পৃথিবীর প্রতিটি কোণে পৌঁছে দেন। সেই সাথে এই বাণী বিভিন্ন ভাষায় পঠিত ও লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আর এই কারণেই আমরা আমাদের নিজ নিজ ভাষায় সেই বাক্য পাঠ করতে পারছি এবং আমরা এই বাক্যের প্রতি বাধ্যগত ও নম্রতার সাথে আমরা এর অর্থ কী তা অনুসন্ধান করতে পারছি। সেই সাথে আমরা দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করি যে, এই বাক্যে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরা হয়েছে, তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। আর যখন সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করবে, তখন পবিত্রতা ও সত্য অবতীর্ণ হবে এবং মহান ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা, ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততাও চিরকালীন সমাদরে ভূষিত হবে।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ১১

এই অধ্যায়ে আমরা যে সকল ঘটনার বিবরণ পাই তা হচ্ছেঃ-

ক. প্রেরিত যোহনকে একটি মাপকাঠির নল দেওয়া হল এবং তিনি তা দিয়ে মন্দির পরিমাপ করলেন, পদ ১,২।

খ. ঈশ্বরের দুই জন সাক্ষী, পদ ৩-১৩।

গ. সপ্তম তূরী বাজানো হল এবং পরই যে সমস্ত ঘটনা ঘটল, পদ ১৪-১৯।

প্রকাশিত বাক্য ১১:১-২ পদ

মন্দির পরিমাপ করা সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণীসূচক অংশটি ভাববাদী যিহিস্কেলের দর্শনে আমরা যা দেখি তার এক পরিষ্কার বিবৃতি (যিহি ৪০:৩)। কিন্তু কীভাবে এ দু'টো দর্শন সম্পর্কে আমরা উপলব্ধি করতে পারব সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয় নি। আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে, পূর্ববর্তী সময়ে মন্দির পরিমাপ করা হয়েছিল তা পুনর্নির্মাণ করার জন্য। কিন্তু এখন যে পরিমাপটি করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য ভিন্নঃ-

১. যে সকল বিপদ ও দুর্যোগের বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, সেসব যখন ঘটবে তা সুরক্ষিত রাখার জন্য।

২. অথবা এর বিচারের জন্য; অর্থাৎ এর নির্দিষ্ট মান, বা কাঠামোর সাথে সত্যিকার অর্থে এর কতটুকু সামঞ্জস্য আছে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

৩. পুনর্গঠনের জন্য; কারণ যা কিছু বদলে ফেলা হয়েছে, যা কিছু হারিয়ে গেছে, কিংবা যা কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, তা সত্যিকার নকশা অনুসারে সংস্কার করা হবে। লক্ষ্য করুনঃ-

ক. কী কী পরিমাপ করতে বলা হয়েছিলঃ-

১. মন্দির। সাধারণ অর্থে বলা যায় সুসমাচারের মণ্ডলী। এটি নির্মাণের সময় বা স্থাপনের সময় অবশ্যই সুসমাচারের নির্দেশনা অনুসরণ করা প্রয়োজন, তা যত সরু বা যত বৃহৎ, কিংবা এর দরজা যত প্রশস্ত কিংবা যত সোজাই হোক না কেন।

২. বেদী। এটিই ছিল সেই স্থান যেখানে সাধারণ অর্থে উপাসনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অংশটি পালন করা হত। মণ্ডলীর অবশ্যই সত্যিকার একটি কোরবানগাহ্ থাকা প্রয়োজন এবং তা স্থাপনের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ও পরিস্থিতিগত বিবেচনা করতে হবে। অবস্থানবগত বিবেচনার মধ্যে রয়েছে, কোথায় খ্রীষ্টকে স্থান দেওয়া হবে এবং কোথায় তাঁর উদ্দেশে সকল উৎসর্গ উৎসর্গ করা হবে। আর পরিস্থিতিগত বিবেচনার মধ্যে

রয়েছে, কোরবানগাহ্টি মহাপবিত্র স্থানে রয়েছে কি না, অর্থাৎ তারা আত্মায় ও সত্যে ঈশ্বরের উপাসনা করছে কি না।

৩. উপাসনাকারীদেরকেও পরিমাপ করে দেখতে হবে যে, তারা আসলেই ঈশ্বরের গৌরব করার জন্য এবং তাঁর বাক্য অনুসারে পরিচালিত হওয়ার জন্য তাদের উপাসনার সমস্ত কার্যক্রম চালনা করছে কি না। সেই সাথে তারা ঈশ্বরের কাছে উপযুক্ত ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে এসেছে কি না এবং তাদের জীবনধারা সুসমাচারের নির্দেশিত পথে চলছে কি না।

খ. কী কী পরিমাপ করার প্রয়োজন নেই (পদ ২) এবং কেন তা বাদ দেওয়া হবে।

১. কী কী পরিমাপ করা থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেওয়া হল: *মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণ বাদ দাও, তা পরিমাপ করো না*। অনেকে বলেন যে, হেরোদ মন্দির পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি একটি বহিঃপ্রাঙ্গণও তৈরি করেছিলেন এবং সেটিকে অযিহূদীদের প্রাঙ্গণ বলে অভিহিত করেছিলেন। আবার অনেকের মতে এড্রিয়ান যিরূশালেম নগর এবং একটি বহিরাঙ্গন নির্মাণ করেন, যার নাম তিনি দেন এলিয়া (*ট্রষরধ*) এবং সেটি অযিহূদী ও পৌত্তলিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

২. কেন এই বাইরের প্রাঙ্গণটি পরিমাপ করা হবে না? কারণ রাজা শলোমন বা সরুব্বাবিলের নকশা অনুসারে এটি মন্দিরের অংশ ছিল না। আর সেই কারণে ঈশ্বর তা এই পরিমাপের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করতে চান না। তিনি তা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করে রাখবেন না। কিন্তু যেহেতু তা নির্মাণ করা হয়েছিল অযিহূদীদের জন্য, যেন তারা সুসমাচারের মণ্ডলীর প্রান্তদেশে পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারে, সে কারণে খ্রীষ্ট সেটা তাদের জন্যই ফেলে রেখেছেন, যেন তারা তা তাদের খুশিমত ব্যবহার করে। সেই প্রাঙ্গণ এবং যিরূশালেম নগরী, দু'টোই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পদতলে দলিত করা হয়েছে – বেয়াল্লিশ মাস, যা অনেকে মনে করেন খ্রীষ্টারির রাজত্বের পুরো সময়কাল হিসেবে। যারা বাইরের প্রাঙ্গণে বসে উপাসনা করে তারা হয় একেবারেই ভুল শিক্ষা নিয়ে ভুল উপায়ে উপাসনা করে, নতুবা তাদের অন্তরে রয়েছে ভণ্ডামি ও কুটিলতা। ঈশ্বর এদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর শত্রুদের মধ্যে গণ্য করবেন।

৩. এই পুরো ঘটনা থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে:-

(১) এই পৃথিবীতে ঈশ্বর তাঁর একটি উপাসনালয় এবং একটি বেদী স্থির রাখবেন, যে পর্যন্ত না শেষ কাল উপস্থিত হয়।

(২) তিনি এই মন্দির সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্কদৃষ্টি বজায় রাখেন এবং তিনি সব সময় লক্ষ্য রাখেন কীভাবে এর সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(৩) যারা বাইরের প্রাঙ্গণে উপাসনা করে, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং কেবলমাত্র যারা মন্দিরের মূল উপাসনা-কক্ষে প্রবেশ করে উপাসনা ও প্রার্থনা করবে, তাদেরকেই গ্রহণ

করা হবে।

(৪) পবিত্র শহর, দৃশ্যমান মণ্ডলী এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের শিকার হবে।

(৫) কিন্তু মণ্ডলীর এই দুর্দশার কাল একটি সংক্ষিপ্ত ও সীমিত সময়ের জন্য, আর তাই মণ্ডলী তার সমস্ত দুর্দশা ও নিপীড়ন থেকে রেহাই পাবে।

প্রকাশিত বাক্য ১১:৩-১৩ পদ

এই পরিমাপ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত সাক্ষীদেরকে সংরক্ষণ করবেন, যারা তাঁর বাক্যের সত্যের সাক্ষ্য দান করতে এবং তাঁর উপাসনা করতে এবং তাঁর পবিত্র পথে চলতে ব্যর্থ হয় নি। এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. এই সকল সাক্ষীর সংখ্যা: তাদের সংখ্যা অল্প কিন্তু তথাপি তা যথেষ্ট।

১. সংখ্যাটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অনেকেই খ্রীষ্টকে তাদের সমৃদ্ধি ও সুখের সময়ে গ্রহণ করে ও তাঁর অধীনতা স্বীকার করে, যারা তাঁকে বিপদ ও নির্যাতনের সময় পরিত্যাগ করে। একজন সাক্ষী যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, সে সময়ই তার নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

২. সংখ্যাটি যথেষ্ট। কারণ দুই বা তিন জন সাক্ষীর মুখের কথায় যে কোন ঘটনা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হবে। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যকে দুইজন দুইজন করে পাঠিয়েছেন সুসমাচার প্রচার করার জন্য। অনেকে মনে করেন যে, এই দু'জন সাক্ষী হলেন হনোক এবং এলিয়, যারা এই পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবার ফিরে আসবেন। অন্যান্যদের মতে, যিহূদী বিশ্বাসীদের মণ্ডলী এবং অযিহূদী বিশ্বাসীদের মণ্ডলী। আমরা তাদেরকে আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ও কার্যকরী পরিচর্যাকারী হিসেবে দেখতে পাই, যারা শুধুমাত্র খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন নি, সেই সাথে তারা তা প্রচারও করেছেন সবচেয়ে প্রতিকূল সময়ে।

খ. তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান বা খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্য প্রদানের সময়। *এক হাজার দুই শত ষাট দিন*; এর অর্থ হচ্ছে (অনেকের মতে) খ্রীষ্টারির শাসনকাল শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত। যদি এই মধ্যবর্তী সময়টির শুরু নির্দেশ করা যায়, তাহলে যেহেতু এই ভবিষ্যদ্বাণীর সময়কাল উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, এর একেকটি দিনকে একেক বছর হিসেবে ধরে এই সময় শেষ হওয়ার কাল নির্ণয় করা যাবে।

গ. তাঁদের পরিচ্ছদ এবং ভঙ্গি: *তাঁরা চট পরে ভবিষ্যদ্বাণী বলবেন*, কারণ তাঁরা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা এবং পৃথিবীতে খ্রীষ্টের প্রতি মানুষের আগ্রহের দুরাবস্থা দেখে তীব্র বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছেন।

ঘ. তাঁরা তাঁদের এই মহান ও কষ্টসাধ্য কাজ সাধন করার সময় কীভাবে সহায়তা লাভ করেছেন: তাঁরা সমগ্র পৃথিবীর ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন এবং তিনি তাঁদেরকে ভবিষ্যদ্বাণী বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে সরুব্বাবিল এবং যিহোশূয়ের মত হওয়ার শক্তি

দিয়েছেন, যাঁরা সখরিয়ের দর্শন অনুসারে দু'টি জলপাই গাছ এবং প্রদীপ-আসন (সখরিয় ৪:২,৩)। ঈশ্বর তাঁদেরকে দিয়েছিলেন পবিত্র ও ধার্মিক ইচ্ছা, সাহস, শক্তি ও সান্ত্বনার তৈল। তিনি তাঁদেরকে তৈরি করেছিলেন জলপাই বৃক্ষ হিসেবে এবং তাঁদের কাজের প্রদীপ শিখা তাঁদের অন্তরের মহিমান্বিত ধার্মিকতা ও নীতির তৈলে জ্বলছিল, যা তাঁরা পেয়েছেন ঈশ্বরের কাছ থেকে। তাঁদের প্রদীপেই শুধু যে তৈল ছিল তা নয়, সেই সাথে তাঁদের পাত্রের তৈল ছিল – যা তাঁদের আত্মিক জীবন, আলো ও ধার্মিকতার উৎস।

ঙ. তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী দানের সময় তাঁরা নিজেদের জন্য কী ধরনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন: *যদি কেউ তাঁদের ক্ষতি করতে চায়, তবে তাঁদের মুখ থেকে আগুন বের হয়ে তাঁদের শত্রুদেরকে গ্রাস করবে*, পদ ৫। অনেকে মনে করেন এখানে ভাববাদী এলিয় কর্তৃক স্বর্গে থেকে আগুন নামিয়ে নিয়ে আসার ঘটনার প্রতীকী উল্লেখ করা হয়েছে, যে আগুন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আসা সেনাপতি এবং তার সেনাবাহিনীকে গ্রাস করে নিয়েছিল (২ রাজা ১:১২)। ঈশ্বর ভাববাদী যিরমিয়কে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (যিরমিয় ৫:১৪): *দেখ, আমি তোমার মুখস্থিত আমার বাক্যকে আগুনের মত ও এই জাতিকে কাঠের মত করবো, তা এদেরকে গ্রাস করবে*। তাঁদের প্রার্থনা ও প্রচার এবং কষ্টভোগের সময় সাহস ধারণের মধ্য দিয়ে তাঁরা তাঁদেরই প্রতি নির্যাতনকারীদের অন্তরকে আঘাত করবেন এবং তাদের বিবেকে নাড়া দেবেন, যারা নিজেরাই নিজেদের কাছে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং অনেকে ক্ষেত্রে তারা নিজেদের কাছেই আতঙ্কস্বরূপ হবে; পশ্‌হূরের মত, যে ভাববাদী যিরমিয়ের মুখের কথায় আতঙ্কে পতিত হয়েছিল (যিরমিয় ২০:৪)। তাঁরা ঈশ্বরের কাছে বিনা বাধায় গমন করবেন এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে ও তাঁদের প্রার্থনার ফলস্বরূপ ঈশ্বর তাঁদের শত্রুদেরকে মহামারী ও ক্রোধ দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন, যেভাবে তিনি ফরৌণকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর মিসরের নদীর জল রক্ত করে দিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে শিশির পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি আকাশের দ্বার রূদ্ধ করে দিয়েছিলেন, যাতে করে বহু দিনের জন্য কোন বৃষ্টি না হয়, যেভাবে তিনি ভাববাদী ইলিয়াসের প্রার্থনার উত্তর হিসেবে করেছিলেন (১ রাজা ১৭:১)। ঈশ্বর নির্যাতনকারীদের জন্য তাঁর তীর অভিষিক্ত করেছেন এবং তারা যখন মানুষকে অত্যাচার করতে থাকে সে সময় প্রায়শই তিনি তাদের উপরে ক্রোধ নাজিল করেছেন। তারা কাঁটার বিপরীতে পা ফেলতে গিয়ে নিজেরাই তা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।

চ. সাক্ষীদের মৃত্যুবরণ। এই সকল সাক্ষ্যকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁদেরকে অবশ্যই তাঁদের নিজেদের রক্তে সীলমোহর করতে হবে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. কোন সময়ে তাঁদেরকে অবশ্যই হত্যা করা হবে: *তাঁরা তাঁদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করার পর*। তাঁরা অমর, তাঁদের কোন ক্ষয় নেই, যে পর্যন্ত না তাঁদের কাজ শেষ হয়। অনেকে মনে করেন এর অর্থ করা উচিত এভাবে, *তাঁরা যে মুহূর্তে তাঁদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করতে যাবেন ঠিক সে মুহূর্তে*। ১২৬০ বছরের অধিকাংশ সময় চট পরে ভবিষ্যদ্বাণী করার পর শেষ পর্যায়ে এসে তাঁরা খ্রীষ্টারির মহা আক্রোশ ও ঘৃণা অনুভব করবেন।

২. যে শত্রুটি তাঁদেরকে পরাজিত করে হত্যা করবে: *অতল গহ্বর থেকে যে পশু উঠবে, সে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আর তাঁদেরকে জয় করে হত্যা করবে*। খ্রীষ্টারি হল শয়তানের সবচেয়ে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার। সে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে; তবে শুধুমাত্র কূট কৌশল এবং চাতুর্যের সাথে নয়, বরং বর্বরতা ও সহিংসতা নিয়ে। ঈশ্বর আরও একবারের জন্য তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুদেরকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেবেন।

৩. মৃত সাক্ষীদের প্রতি বর্বর আচরণ: শত্রুরা সাক্ষীদেরকে শুধু হত্যা করে ও তাঁদের রক্ত ঝরিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, বরং তারা তাঁদের মৃতদেহকেও নানাভাবে অবমাননা করেছে।

(১) তারা এই সাক্ষ্যমর সাক্ষ্যমরদেরকে শান্তিতে কবরে শায়িত হতে দেয় নি। তারা তাঁদের দেহ খোলা রাস্তায় ছুড়ে ফেলেছে, বাবিলের রাজপথে ছড়িয়ে রেখেছে, যে পথ ধরে শহরে সকলে প্রবেশ করে, সেই রাস্তায় বেওয়ারিশ মৃতদেহের মত ফেলে গেছে। এই শহরের অকল্পনীয় মন্দতা ও শয়তানী কর্মকাণ্ডের কারণে তা আত্মিক সাদুম বলে অভিহিত করা হয় এবং তাদের মূর্তিপূজা ও স্বৈরাচারের জন্য মিসর বলে অভিহিত করা হয়। আর এভাবেই খ্রীষ্টের আত্মিক দেহ পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানের চাইতে সবচেয়ে বেশি কষ্টভোগ করেছে।

(২) তাঁদের মৃতদেহ পৃথিবীর লোকদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে এবং তাঁদের মৃত্যু খ্রীষ্টারির পৃথিবীর কাছে অত্যন্ত আনন্দ ও উল্লাসের একটি বিষয় ছিল, পদ ১০। তারা এই সাক্ষীদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছিল, কারণ তাঁরা তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত কথার মধ্য দিয়ে তাঁদের শত্রুদেরকে উত্যক্ত করছিলেন, আতঙ্কিত করে তুলছিলেন এবং পীড়ন দিচ্ছিলেন। এই সকল আত্মিক অস্ত্র মন্দ মানুষের অন্তর কেটে ক্ষত বিক্ষত করে দেয় এবং তাদেরকে বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশ ও প্রতিহিংসায় পূর্ণ করে।

ছ. এই সকল সাক্ষীদের পুনরুত্থান এবং এর পরবর্তী ঘটনাবলী। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. তাঁদের পুনরুত্থানের সময়কাল: তাঁরা সাড়ে তিন দিন মৃত অবস্থায় থাকলেন (পদ ১১), যা তাদের ভবিষ্যদ্বাণী দানের সময়কালের সাথে বিবেচনা করলে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি সময়। এখানে সম্ভবত যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করা হয়েছে, যিনি পুনরুত্থান এবং জীবন। *আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমার উপর বিশ্বাস করে, সে মরলেও পুনরুত্থান দিনে আবার উঠবে*। কিংবা এখানে হয়তোবা লাসারের চতুর্থ দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে লোকেরা এটিকে অসম্ভব বিষয় বলে মনে করেছিল। ঈশ্বরের সাক্ষীদেরকে হত্যা করা হতে পারে, কিন্তু তারা আবারও পুনরুত্থিত হবেন। কিন্তু তাদের ব্যক্তি সত্তায় নয়, যে পর্যন্ত না পৃথিবীর সমস্ত মানুষ খ্রীষ্টের আগমনের সময় স্বশরীরে পুনরুত্থিত হয়, তাই তারা আবারও পুনরুত্থিত হবেন তাদের পরবর্তী প্রজন্ম বা উত্তরাধিকারীদের মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর তাঁর কাজ কখনো স্তিমিত হতে দেবেন না, যদিও এই পৃথিবী নানাভাবে তা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করে।

২. যে শক্তিতে তাঁরা পুনরুত্থিত হবেন: *ঈশ্বর থেকে জীবনের নিঃশ্বাস তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করলো, তাতে তাঁরা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন*। ঈশ্বর শুধুমাত্র তাঁদেরকে জীবনই দেন নি, সেই সাথে তাঁদেরকে সাহসও যুগিয়েছেন। ঈশ্বর শুকনো হাড়ের ভেতরে জীবনের সঞ্চার ঘটাতে পারেন। ঈশ্বরের মধ্য হতে যে জীবনের আত্মা নির্গত হয়, তা মৃত আত্মাকে জীবনের গতিময়তা দান করে এবং তাঁর লোকদের সমস্ত মৃতদেহ জীবিত করে তোলে, সেই সাথে এই পৃথিবীয় তাঁর জন্য তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালনের জন্য আরও উদ্যমী করে তোলে।

৩. তাঁদের পুনরুত্থানের কারণে তাঁদের শত্রুদের যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল: *তারা ভীষণ ভয় পেল*। ঈশ্বরের কাজ ও তাঁর সাক্ষীদের পুনরুত্থান তাঁর বিরোধীদের অন্তরে ও আত্মায় প্রবল ভীতির সঞ্চার করেছিল। যেখানে অপরাধ থাকবে, সেখানেই ভয় থাকবে। নির্যাতনকারীর অন্তর যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন, সেখানে সৎসাহস নেই, বরং তার অন্তরে রয়েছে শুধুই কাপুরুষতা। ঠিক যেভাবে হেরোদ বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে ভয় পেতেন।

জ. স্বর্গের ঈশ্বরের সাক্ষীদের আরোহণ এবং এর পরবর্তী ঘটনাবলী, পদ ১২, ১৩। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তাঁর স্বর্গারোহণ: এখানে স্বর্গের উল্লেখ দ্বারা আমরা মনে করতে পারি মণ্ডলীতে তাঁদের উচ্চতর অবস্থানের কথা, কিংবা এই পৃথিবীতে অনুগ্রহের রাজ্যের কথা, কিংবা উর্ধ্বে গৌরবের রাজ্যের কোন উন্নত অবস্থানের কথা। এই পদে উল্লিখিত বক্তব্য থেকে আমরা এর অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি: *তাঁরা মেঘযোগে স্বর্গে উঠে গেলেন* (অবশ্যই রূপকার্থে, আক্ষরিক অর্থে নয়) *এবং তাঁদের শত্রুরা তাঁদেরকে দেখল*। এটি বিশ্বাসীদের প্রতি নির্যাতনকারীদের জন্য কোন ছোটখাট শাস্তি নয়। তারা এই পৃথিবীতে এবং সেই মহান শেষ দিনে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদেরকে তাঁর দ্বারা মহা সম্মান ও মহিমায় ভূষিত হতে দেখবে। এই সম্মান প্রাপ্তির জন্য তাঁরা নিজেরাই স্বর্গে উপনীত হন নি, বরং ঈশ্বর যখন তাঁদেরকে আহ্বান করেছেন এবং উর্ধ্বে উপনীত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, তখনই কেবল তাঁরা স্বর্গে গমন করেছেন। প্রভুর সাক্ষীদের অবশ্যই তাদের পরবর্তী উচ্চ অবস্থানের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে, যে পর্যন্ত না ঈশ্বর তাদেরকে আহ্বান জানান, তা হোক মণ্ডলীতে কি স্বর্গে। তাদের কষ্টভোগ ও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ধৈর্যহারা হয়ে ওঠা ঠিক নয়, কিংবা পুরস্কার লাভের আশায় অতি মাত্রায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠা উচিত নয়। বরং তাদের অবশ্যই অপেক্ষায় থাকতে হবে যে, কখন তাদেরকে তাদের প্রভু ডাক দেন এবং তখন তারা আনন্দ ও মর্যাদা সহকারে তাঁর কাছে স্বর্গে উন্নীত হতে পারবেন।

২. তাঁদের স্বর্গারোহণের পরবর্তী ঘটনাবলী: খ্রীষ্টবিরোধীদের সাম্রাজ্যে এক তীব্র ভূমিকম্প ও বিশৃঙ্খল অবস্থা শুরু হল এবং তাদের নগরের দশ ভাগের এক ভাগ ভেঙ্গে পড়ে গেল। অনেকে এই ঘটনাটিকে পোপীয় প্রথা থেকে পুনর্জাগরণ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন, যখন অনেক সম্রাট এবং সাম্রাজ্য রোমের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছিল। এই মহান কাজে এক বিরাট বড় বাধা এসেছিল। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব ভয়ঙ্করভাবে কম্পিত হয়েছিল এবং

খ্রীষ্টারির স্বার্থে মারাত্মকভাবে আঘাত হেনেছিল। খ্রীষ্টবিরোধী অপশক্তি তার ভিত্তি অনেকাংশে হারিয়েছিল এবং তার শক্তিও হ্রাস পেয়েছিল। আর তা হয়েছিল:-

(১) যুদ্ধের ছোরার দ্বারা: তখন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং যারা খ্রীষ্টারির পতাকাতলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই মারা পড়েছিল।

(২) পবিত্র আত্মার ছোরা দ্বারা: *অবশিষ্ট সকলে ভয় পেল ও স্বর্গের ঈশ্বরের গৌরব করলো*। তারা তাদের ভুল-ভ্রান্তি, কুসংস্কার এবং মূর্তিপূজার দ্বারা যে সকল পাপ করেছে তা বুঝতে পেরেছিল এবং অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করেছিল ও সত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা স্বর্গের পিতা ঈশ্বরকে গৌরব ও প্রশংসা দান করেছিল। এভাবেই যখন ঈশ্বরের কার্য সকল এবং তাঁর সাক্ষীরা পুনরায় জীবন লাভ করে, তখন শয়তানের কাজ এবং সাক্ষীরা তাঁর সম্মুখে পতিত হয়।

প্রকাশিত বাক্য ১১:১৪-১৯

এখানে আমরা সপ্তম ও শেষ তূরী ধ্বনিত হতে দেখি, যা আগের মতই সাবধানবাণী এবং দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্য দিয়ে শুরু হল: *দ্বিতীয় বিপর্যয় গত হল; দেখ, তৃতীয় বিপর্যয় শীঘ্রই আসছে; পরে সপ্তম স্বর্গদূত তূরী বাজালেন*। এই তূরীধ্বনি কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না প্রেরিত যোহন মধ্যবর্তী কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবগত না হন এবং এই তূরীধ্বনি ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী অবলোকন করে উপলব্ধি করার মত প্রস্তুতি তিনি অর্জন না করেন। কিন্তু এর আগে তিনি যা আশা করেছিলেন তা এখন তিনি শুনলেন – সপ্তম স্বর্গদূত তূরী বাজালেন। এখানে আমরা এই তূরী ধ্বনিত হওয়ার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ও ঘটনাবলী সম্পর্কে জানতে পারি।

ক. স্বর্গে প্রাচীনগণ ও স্বর্গদূতেরা উচ্চস্বরে আনন্দধ্বনি করলেন। লক্ষ্য করুন:-

১. তাঁদের প্রশংসা ও গৌরবের ভাষা: তাঁরা তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁরা অধোমুখে ভূমিতে উবুড় হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতে লাগলেন। তাঁরা চূড়ান্ত শ্রদ্ধাবোধ ও নম্রতা সহকারে এই কাজটি করেছিলেন।

২. তাঁদের এই উপাসনার উদ্দেশ্য।

(১) তাঁরা কৃতজ্ঞতার সাথে আমাদের ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তার এই অধিকারের কথা স্মরণ করছেন যে, তিনি সারা পৃথিবীতে রাজত্ব ও শাসন করতে পারেন: *পৃথিবীর রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টের হল এবং তিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করবেন* (পদ ১৫)। পৃথিবী সব সময়ই এভাবে আমাদের প্রভুর অধীনে থাকবে, কারণ তিনিই এর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই আবার তা মূল্য দিয়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।

(২) তাঁরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁদের প্রতি প্রভুর প্রকৃত অধিকারের কথা স্মরণ করেছেন এবং তিনিই যে সব সময় তাঁদের উপর রাজত্ব করবেন সেই স্বীকৃতি জ্ঞাপন

করেছেন। তাঁরা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কারণ তিনি তাঁর মহা সম্মান ও ক্ষমতা নিজে ধারণ করেছেন, তাঁর অধিকার অর্জন করে নিয়েছেন, তাঁর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং যা কিছু তাঁর নিজের সেসবের উপরে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

(৩) তাঁরা এই বলে আনন্দ করেছিলেন যে, তাঁর রাজত্ব কখনো শেষ হবে না: তিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করবেন, যে পর্যন্ত না তাঁর সমস্ত শত্রু তাঁর পায়ের নিচে পতিত হয়। অন্য কেউই কখনো তাঁর হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিতে পারবে না।

খ. এখানে আমরা আরেকবার ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার ন্যায্য ও গৌরবময় প্রকাশের বিরুদ্ধে পৃথিবীর মানুষের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি (পদ ১৮): জাতিরা ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তারা শুধু ক্রুদ্ধ হয়েছিল তা নয়, তারা এখনো ক্রুদ্ধ আছে। তাদের অন্তর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়েছিল। তারা তাদের নিজেদের ক্রোধ নিয়ে ঈশ্বরের ধার্মিক ক্রোধের মুখোমুখি হয়েছিল। এটি ছিল এমন একটি সময় যখন ঈশ্বর তাঁর লোকদের শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করছিলেন, যারা তাদেরকে পীড়ন দিচ্ছিল তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নিজ লোকদেরকে সান্ত্বনা দান করছিলেন। এটি ছিল এমন একটি সময় যখন তিনি তাঁর লোকদের বিশ্বস্ত সেবা ও কষ্টভোগের জন্য পুরস্কার দিতে শুরু করেছিলেন। আর এই বিষয়টি তাদের শত্রুরা সহ্য করতে পারে নি। তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল এবং তাদের অপরাধ ও পাপের মাত্রা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

গ. এর পরবর্তী আরেকটি ঘটনা ছিল স্বর্গে ঈশ্বরের উপাসনালয় দ্বার উন্মোচন। অনেকে মনে করেন যে, এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে ঐ মুহূর্ত থেকে স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে একটি অবাধ যোগাযোগ স্থাপিত হল। প্রার্থনা ও প্রশংসা এখন আরও অবারিতভাবে উর্ধ্বে উন্নীত হবে এবং অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ আরও প্রচুররূপে নিচে প্রেরিত হবে। কিন্তু এখানে বরং আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীয় ঈশ্বরের মণ্ডলী, অর্থাৎ স্বর্গীয় উপাসনালয়ের কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রচ্ছন্নভাবে প্রথম উপাসনালয়ের সময়কার প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মূর্তিপূজক ও দুষ্ট রাজারা এই উপাসনালয় বন্ধ করে রেখেছিল এবং পুরোপুরিভাবে অবহেলা করেছিল। কিন্তু ধার্মিক ও পুনর্জাগরণের কর্ণধার রাজারা তা উন্মুক্ত করেছিলেন এবং তাতে পুনরায় জীবন ফিরিয়ে এনেছিলেন। কাজেই খ্রীষ্টারির শাসন চলাকালে ঈশ্বরের উপাসনালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে উপাসনা কার্যক্রম একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন তা আবারও খুলে দেওয়া হয়েছে। এই খুলে দেওয়ার ঘটনাটিতে লক্ষ্য করুন:-

১. সেখানে কী দেখা গেল: ঈশ্বরের ব্যবস্থা-সিন্দুক। এটি মহাপবিত্র স্থানে রাখা ছিল। এই সিন্দুকেই ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো খোদাইকৃত পাথর ফলক দু'টি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল। রাজা যোশিয়ের আমলে খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত ঈশ্বরের ব্যবস্থা যেমন হারানো অবস্থায় ছিল, ঠিক সেভাবে খ্রীষ্টারির শাসনকালে ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল এবং খ্রীষ্টের বিরুদ্ধ-শক্তির প্রথা ও বিধান অনুসারে সমস্ত কিছু চালানো হত। ব্যবস্থা লোকদের

কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল এবং তাদেরকে কখনোই ঈশ্বরের দৈববাণীর সংস্পর্শে আসতে দেওয়া হত না। কিন্তু এখন সেই ব্যবস্থা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন তা সকলের চোখের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। এটি এক অবর্ণনীয় ও অমূল্য সুযোগ। আর এটি ছিল ব্যবস্থা-সিন্দুকের মতই ঈশ্বরের নিজ লোকদের কাছে ফিরে আসার এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ঢেলে দেওয়ার একটি চিহ্ন।

২. সেখানে কী শোনা গেল এবং অনুভব করা গেল: *বিদ্যুৎ, গর্জন, মেঘধ্বনি, ভূমিকম্প ও প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি*। বিভিন্ন সাংঘাতিক চিহ্নের দ্বারা এই মহা পুনর্জাগরণের ঘটনাটিকে সত্যায়ন দান করা হল। এই সকল অতি আশ্চর্যজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের পবিত্রতম ঈশ্বর তাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন, যারা তাঁর উন্মুক্ত উপাসনালয়ে বসে নিরন্তর তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছে ও তাঁর উপাসনা করেছে। পৃথিবীতে সংঘটিত সমস্ত মহা বিপ্লবের রব এখন স্বর্গে ধ্বনিত হচ্ছে এবং সমস্ত পবিত্র ব্যক্তির প্রার্থনার উত্তর প্রদান করা হচ্ছে।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ১২

সাধারণত অধিকাংশ অভিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারী এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন যে, এই অধ্যায়ে এবং এর পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ে আমরা যে বর্ণনা পাই, অর্থাৎ সপ্তম তূরী ধ্বনিত হওয়া থেকে শুরু করে সাতটি বাটি উন্মোচন হওয়া পর্যন্ত ঘটনাবলী কোন আসন্ন ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ও রূপক উপস্থাপন। ঈশ্বর প্রেরিত যোহনকে ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনা দেখানোর সময় অতীতের এই ঘটনাবলীও দেখিয়েছেন, যেন তিনি সেগুলোকে তাঁর মনে গেঁথে রাখতে এবং তা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। সেই সাথে তিনি তাঁকে দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সব সময় একত্রে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা সাধন করছে। এই অধ্যায়ে আমরা মণ্ডলী এবং খ্রীষ্টারির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা দেখতে পাই, স্ত্রীলোকের সন্তান ও সাপের সন্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখতে পাই।

ক. স্বর্গে যেভাবে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল, পদ ১-১১।

খ. মরুভূমিতে ঘটনার পরবর্তী চলমান অংশ, পদ ১২-১৮।

প্রকাশিত বাক্য ১২:১-১১ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের কৃত প্রতিজ্ঞা কীভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করল: *আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাব* (আদিপুস্তক ৩:১৫)। আপনারা এখানে দেখবেন:-

ক. মণ্ডলীর বৃদ্ধি রোধ করার জন্য শয়তান ও তার অনুসারীদের প্রচেষ্টা। সে মণ্ডলীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই তাকে গ্রাস করতে চেয়েছিল। এই বিষয়টিকে আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রাঞ্জল উপায়ে এবং সঠিক চিত্র প্রয়োগের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. আমরা দেখতে পাই কীভাবে এই দর্শনে মণ্ডলীকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(১) একজন নারী হিসেবে, যে কি না পৃথিবীর দুর্বলতম অংশ, কিন্তু সে-ই খ্রীষ্টের কনে এবং পবিত্র ব্যক্তিবর্গের জননী।

(২) সূর্য তার পরিচ্ছদ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিজ ধার্মিকতার আবরণ। খ্রীষ্ট নিজেই ধার্মিকতার সূর্য। আর তাঁকে পরিধান করে এই স্ত্রীলোক অত্যন্ত সম্মানজনক অধিকার ও সুযোগ অর্জন করেছে এবং সূর্য তার নিজ দ্যুতি বিকিরণ করছে।

(৩) চন্দ্র তার পায়ের নিচে (অর্থাৎ এখানে এই পৃথিবীর কথা বোঝানো হচ্ছে), সে চাঁদের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং এখানেই সে বসবাস করে। তার অন্তর ও আশা নিম্নস্থ কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট নয়, বরং সে সম্পূর্ণভাবে স্বর্গের বস্তুসমূহের প্রতি আকাঙ্ক্ষী, যেখানে অবস্থান করছে তার মস্তক।

(৪) তার মাথায় উপরে রয়েছে বারোটি তারার একটি মুকুট, অর্থাৎ বারোজন প্রেরিত কর্তৃক প্রচারকৃত সুসমাচার, যা সকল বিশ্বাসীদের উপরে এক গৌরবের ও মহিমার মুকুট।

(৫) সে ছিল বেদনার্ত এবং সে চিৎকার করছিল। সে সন্তান প্রসবের জন্য ব্যথা পাচ্ছিল। সে গর্ভবতী এবং এখন সে খ্রীষ্টের এক পবিত্র বংশধর জন্ম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। পাপীদের সাথে যে বিরোধ চিরকাল ধরে চলে আসছে, তা এখন সার্বজনীন মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিরসন হবে। যখন সেই শিশুর জন্ম হবে, তখন তার সামনে এগিয়ে চলার শক্তি ফিরে আসবে এবং সে তার আত্মায় শান্তি ফিরে পাবে।

২. কীভাবে মণ্ডলীর মহা শত্রুকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(১) এক প্রকাণ্ড লাল রংয়ের নাগ – শক্তিমত্তা ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী কুখ্যাত নাগ, নৃশংসতা ও বর্বরতার ধারক লাল ড্রাগন।

(২) তার সাতটি মাথা, অর্থাৎ সাতটি পর্বতে ছিল তার অবস্থান, যেমনটি ছিল রোম নগরী। আর সেই কারণে সম্ভবত এখানে পৌত্তলিক রোম নগরীর কথা বোঝানো হয়েছে।

(৩) তার দশটি শিং, যা দশটি রাজ্যের সাথে তুলনা করা যায়, যেমন অগাস্টাস সিজার রোম সাম্রাজ্যকে দশটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

(৪) সাতটি মাথায় সাতটি রাজমুকুট ছিল, যা দ্বারা পরবর্তীতে সাতজন রাজার কথা বোঝানো হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ১৭:১০)।

(৫) সে তার লেজ আকাশের এক তৃতীয়াংশ নক্ষত্র আকর্ষণ করে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলো, অর্থাৎ সে খ্রীষ্টিয় ধর্মবিশ্বাসী ও পরিচর্যাকারীদেরকে তাদের অবস্থান ও সমস্ত প্রকার সুযোগ থেকে বিচ্যুত করল এবং তাদেরকে সব দিক থেকে দুর্বল ও অকর্মণ্য করে তুলল।

(৬) সেই স্ত্রীলোকটির সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে প্রসব করামাত্র তার সন্তানকে গ্রাস করতে পারে। সে খুবই উদগ্রীব হয়ে খ্রীষ্টিয় ধর্মকে জন্মের পরপরই মেরে ফেলতে চায় এবং এই পৃথিবীতে তার বৃদ্ধি লাভ ও জীবন ধারণের সম্ভাবনা একেবারে রোধ করে দিতে চায়।

খ. মণ্ডলীর বিরুদ্ধে এই সকল আক্রমণ পুরোপুরি ব্যর্থ হল; কারণ:-

১. স্ত্রীলোকটি নিরাপদে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল (পদ ৫), যাকে অনেকে যীশু খ্রীষ্ট বলে মনে করে থাকেন, অনেকে মনে করেন কনস্ট্যান্টাইন, কিন্তু অধিকাংশরাই মনে করেন যে, এটি হল সত্যিকার বিশ্বাসীদের একটি সদ্য গঠিত জাতি, যা অত্যন্ত শক্তিশালী ও

একতাবদ্ধ, যা খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করে এবং তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে তাঁরই অধীনে থেকে তা গঠিত হয়েছে, যিনি লোহার দণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে শাসন করবেন। এর অর্থ হল তাদের শিক্ষা ও জীবন দ্বারা এই পৃথিবীর বিচার করা হবে এবং খ্রীষ্টের উত্তরসূরী হিসেবে সেই মহান বিচারের দিনে তারা বিচার আসনে বসবেন।

২. শিশুটিকে যেভাবে যত্ন নেওয়া হল: *তার সন্তানটি ঈশ্বর ও তাঁর সিংহাসনের কাছে নীত হলেন*। এর অর্থ হচ্ছে, তাকে ঈশ্বরের বিশেষ ক্ষমতায় তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর সুরক্ষার অধীনে নিয়ে যাওয়া হল। খ্রীষ্টিয় ধর্ম তার শৈশব কাল থেকেই মহান ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের বিশেষ যত্ন পেয়ে আসছে।

৩. শিশুর পাশাপাশি মায়েরও যত্নের কথা চিন্তা করা হয়েছিল, পদ ৬। সেই স্ত্রীলোকটি মরুভূমিতে পালিয়ে গেল; সেখানে ঈশ্বর কর্তৃক প্রস্তুত তার একটি স্থান আছে, যাতে সে নিরাপদে বাস করতে পারে। তার এই নির্বাসিত ও গোপন নিবাস মাত্র অল্প কিছু কালের জন্য, চিরকালের জন্য নয়।

গ. মণ্ডলীর বিরুদ্ধে নাগের সমস্ত অপকর্ম শুধু যে ব্যর্থ হল তাই নয়, সেই সাথে তার স্বার্থও মারাত্মকভাবে ব্যহত হল। কারণ এই মানব সন্তানটিকে গ্রাস করার বাসনায় সে স্বর্গের সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল (পদ ৭): *আর স্বর্গে যুদ্ধ হল*। মণ্ডলীর বিরুদ্ধে শয়তানের যুদ্ধে স্বর্গ মণ্ডলীর পক্ষ সমর্থন করবে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার স্থান – স্বর্গে, ঈশ্বরের মণ্ডলীতে, যা পৃথিবীতে স্বর্গীয় রাজ্য, যা স্বর্গের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনার অধীনে থাকে।

২. যুদ্ধে অবতীর্ণ দল দু'টো – এক পক্ষে রয়েছে স্বর্গদূত মিখায়েল ও তার অনুগত স্বর্গদূতরা, এবং অন্য পক্ষে রয়েছে নাগ ও তার দূতেরা; একদিকে ব্যবস্থার মহান স্বর্গদূত যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্যরা, অপরদিকে শয়তান ও তার সমস্ত অনুচরেরা। শেষোক্ত দলটি সংখ্যায় ও বাহ্যিক শক্তিমত্তায় অপর দলটি থেকে বহু দূর এগিয়ে আছে, কিন্তু প্রভু যীশুকে পরিত্রাণের অধিনায়ক হিসেবে স্থির করায় মণ্ডলী এক অতুলনীয় শক্তি অর্জন করেছে।

৩. যুদ্ধে সাফল্য অর্জন: *নাগ ও তার অনুসারীরা জয়ী হল না এবং স্বর্গে তাদের স্থান আর পাওয়া গেল না*। দুই পক্ষকেই যুদ্ধে প্রাণপণ করতে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হল খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীরই। নাগ ও তার দূতদের শুধু যে পরাজয় ঘটলো তাই নয়, তারা নির্বাসিতও হল। পৌত্তলিক প্রতিমাপূজা, তথা শয়তানের উপাসনা সংক্রান্ত সমস্ত কিছু সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের সময়কালে দেশ থেকে উৎখাত করা হয়েছিল।

৪. এই উপলক্ষে যে বিজয় সঙ্গীত রচনা করা হল এবং গাওয়া হল, পদ ১০,১১। এখানে দেখুন:-

(১) কীভাবে বিজয়ীকে অভিবাদন জানানো হচ্ছে: *এখন পরিত্রাণ ও পরাক্রম ও আমাদের*

ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব উপস্থিত হল। এখন ঈশ্বর নিজেকে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হিসেবে দেখালেন; এখন খ্রীষ্ট নিজেকে একজন শক্তিশালী এবং ক্ষমতাধর পরিত্রাণকর্তা হিসেবে দেখালেন। তিনি তাঁর নিজ বাহুতে আমাদের পরিত্রাণ নিয়ে এসেছেন এবং এখন তাঁর রাজ্য ব্যাপক বিস্তার লাভ করবে ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। মণ্ডলীর পরিত্রাণ এবং শক্তিমত্তা মণ্ডলীর মস্তক ও রাজার অধীনস্থ হবে।

(২) বিজিত শত্রুর যে বর্ণনা দেওয়া হল:-

[১] তার আক্রোশের মাধ্যমে: *সে ভাইদের উপরে দোষারোপকারী* এবং *সে দিনরাত আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে তাদের নামে দোষারোপ করে*। সে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়েছিল মণ্ডলীর প্রতি বিরোধিতাকারী হিসেবে এবং সে প্রতিনিয়ত তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদ করতে থাকত। এভাবেই সে ভাববাদী ইয়োবকে অভিযুক্ত করেছিল এবং মহা পুরোহিত যিহোশূয়কে অপবাদ দিয়েছিল (সখরিয় ৩:১)। যদিও সে ঈশ্বরের উপস্থিতি ঘৃণা করে, তথাপি সে ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য স্বেচ্ছায় তাঁর সামনে যায়। এই কারণে আমাদের নিজেদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, যেন আমরা তাকে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করার সুযোগ না দিই। আর আমরা যখনই কোন পাপ করে বসব, তখনই আমাদের উচিত সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হওয়া এবং আমাদের নিজেদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া, সেই সাথে আমাদের পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অবলম্বন করে আমাদের জন্য পক্ষসমর্থন করতে আবেদন জানানো।

[২] তার হতাশা এবং পরাজয়ের মাধ্যমে: সে এবং তার সকল অভিযোগকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল, সমস্ত অপবাদ এক কথা বাতিল করে দেওয়া হল এবং অভিযোগকারীকেই ন্যায় বিচারের আদালতে দোষী বলে সাব্যস্ত করা হল।

(৩) যেভাবে এই বিজয় অর্জিত হল। ঈশ্বরের দাসেরা শয়তানের উপরে জয় লাভ করলেন:-

[১] মেষশাবকের রক্তের দ্বারা, যা আমাদের বিজয় অর্জনের সর্বাধিক শক্তিশালী অস্ত্র। খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুর ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিলেন, আর সেই মৃত্যুই হচ্ছে শয়তান।

[২] তাদের সাক্ষ্যের ছোরা দ্বারা, যা খ্রীষ্টিয় যুদ্ধের সর্বোত্তম অস্ত্র। পবিত্র আত্মার ছোরা হচ্ছে ঈশ্বরের মহান বাক্য। চিরস্থায়ী সুসমাচার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রচার করা হলে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়ে ওঠে এক অব্যর্থ ও ক্ষমতাশালী অস্ত্র, আর তা শয়তানের যে কোন দুর্গ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। তারা মহা কষ্ট ও দুঃখভোগের সময়েও তাদের সাহস ও ধৈর্যে অটল ছিলেন। তারা মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্তও তাদের নিজেদের জীবনের মায়া করেন নি। তারা তাদের জীবনের তুলনায় যীশু খ্রীষ্টকে অনেক বেশি ভালবেসেছিলেন, তাই তাঁর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও তারা দ্বিধা করেন নি। নিজেদের জীবনের প্রতি

তাদের ভালবাসাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল আরও মহোত্তর ও আরও শক্তিশালী এক ভালবাসা। এই ভালবাসার শক্তিতে তারা পেয়েছিলেন অপরিমেয় সাহস ও উদ্দীপনা, যা তাদের শত্রুদেরকে করেছিল পরাভূত। এতে করে বহু প্রাণ সাক্ষ্য লাভ করেছিল, তাদের সামনে ঈশ্বরের এই দাসদের আত্মা বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং তাদের বিজয়ে তা বিরাট অবদান রেখেছিল।

প্রকাশিত বাক্য ১২:১২-১৭ পদ

এখানে আমরা এই যুদ্ধের বর্ণনা দেখতে পাই, যা স্বর্গে তথা মণ্ডলীতে অত্যন্ত আনন্দের সাথে শেষ হয়েছিল। কিন্তু মরুভূমিতে তা আবারও শুরু হয় এবং চলতে থাকে। এটি হচ্ছে সেই স্থান যেখানে ঈশ্বরের মণ্ডলী পালিয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে সে কিছু কালের জন্য সর্বশক্তিমান প্রভু ও পরিত্রাণকর্তার বিশেষ তত্ত্বাবধানে বাস করছিল। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

ক. শয়তানের ক্রোধ ও আক্রোশের কারণে সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের উপরে কী ধরনের দুর্যোগ ও দুর্দশা নেমে আসবে সে বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা দেওয়া হচ্ছে। কারণ যদিও তার এই ক্রোধ মূলত ঈশ্বরের দাসদের প্রতি, তথাপি সে সমগ্র মানবজাতিরই শত্রু এবং সমস্ত মানুষকেই সে ঘৃণা করে। মণ্ডলীর বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় এখন সে সমগ্র পৃথিবীকে অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে: পৃথিবী *ও সমুদ্রের সন্তাপ হবে; কেননা শয়তান তোমাদের কাছে নেমে গেছে; সে অতিশয় রাগান্বিত, সে জানে, তার কাল সংক্ষিপ্ত* (পদ ১২)। স্থান ও কাল দু'দিক থেকেই শয়তানের পরিসর সংক্ষিপ্ত হয়ে আসায় সে হয়ে পড়েছে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত। সে এখন মরুভূমিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং সে সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্য সেখানে রাজত্ব করবে, তাই তার মাঝে রয়েছে প্রচণ্ড ক্রোধ।

খ. মরুভূমিতে এসে সে এখন মণ্ডলীর উপর তার দ্বিতীয় আক্রমণ চালাবে: *যে স্ত্রীলোকটি পুত্র-সন্তানটি প্রসব করেছিল, সে সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি তাড়না করতে লাগল* (পদ ১৩)। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. ঈশ্বর যেভাবে তাঁর মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করলেন: তিনি স্ত্রীলোকটিকে মস্ত বড় ঈগল পাখির দু'টি পাখা দিলেন, যাতে ভর করে সে তার জন্য ঠিক করে রাখা একটি সুরক্ষিত স্থানে চলে যেতে পারে, যেখানে তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান করতে হবে। এই অংশটি ভবিষ্যদ্বাণীর ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, যা নেওয়া হয়েছে দানিয়েল ৭:২৫ পদ থেকে।

২. মণ্ডলীর বিরুদ্ধে নাগের অবিরাম আক্রোশ: মণ্ডলীর গুপ্ত স্থান তাকে খুব বেশি সময় লুকিয়ে রাখতে পারল না। যে পুরাতন সাপ এক সময় স্বর্গে আনাগোনা করত, সে মণ্ডলীকে অনুসরণ করে মরুভূমিতে চলে আসলো এবং তার মুখ থেকে নদীর মত জলের স্রোত বমি করে ফেলে দিল যেন এই জলে মণ্ডলী ভেসে যায়। এর মাধ্যমে প্রতীকী অর্থে ভ্রান্তি ও ধর্মভ্রষ্টতার বন্যার কথা বোঝানো হয়েছে, যা সূচিত হয়েছিল এ্যারিয়াস, নেস্টোরিয়াস,

পেলাগিয়াস এবং আরও অনেকের হাতে। আর এদের অপকর্মের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের মণ্ডলী এক প্রচণ্ড বিপদের মুখে পতিত হয়েছিল এবং ভেসে গিয়েছিল। নির্যাতনকারীদের বদলে বরং ধর্মভ্রষ্টদের কারণেই মণ্ডলী আরও বেশি বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। ধর্মভ্রষ্টতা নিঃসন্দেহে নির্যাতন ও নৃশংসতার মতই শয়তানের কৃত কাজ।

৩. এই বিপজ্জনক ক্রান্তিকালে মণ্ডলীর প্রতি উপযুক্ত সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হলঃ পৃথিবী *সেই স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করলো, পৃথিবী আপন মুখ খুলে নাগের মুখ থেকে মুখনিঃসৃত নদী গ্রাস করলো*, পদ ১৬। অনেকে মনে করেন এখানে গথ ও ভ্যান্ডাল জাতি কর্তৃক রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ এবং এ্যারিয়ান (অৎরধহ) শাসনকালের সূচনা ঘটিয়েছিল, যে শাসকরা ছিলেন পৌত্তলিকদের মতই একজন নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী শাসক। তার বর্বর অত্যাচার-নির্যাতন এবং নির্দয় শাসনের বহু নজির রয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর এক মহাযুদ্ধের সূচনা ঘটান এবং সেই সমস্ত শাসক এক কথা বন্যার জলের মতই ভেসে গিয়েছিল, আর তখন মণ্ডলী তার নির্যাতন ও পীড়নের যুগ থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পেয়েছিল। ঈশ্বর অনেক সময় তাঁর ব্যবস্থা ও মহান চুক্তির মর্যাদা রক্ষার্থে ছোরা প্রেরণ করেন। যখন মানুষ নতুন কোন দেবতাকে বেছে নেয়, তখন যুদ্ধ ও মৃত্যু তাদের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়। অনেক সময় সাধারণ ও পরিচিত কোন শত্রুর কারণেই সবচেয়ে সাহসী বীর যোদ্ধা হয়ে পড়ে মরণাপন্ন।

৪. বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সফল করতে ব্যর্থ হয়ে শয়তান এখন বিশেষ কিছু মানুষ ও স্থানের প্রতি তার ক্রোধ প্রকাশ করছে। স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে তার ক্রোধ কোনভাবেই নির্বাপিত না হওয়ায় এখন সে তার বংশের সেই অবশিষ্ট লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হল, যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন ও যীশুও সাক্ষ্য ধারণ করে। অনেকে মনে করেন এখানে এ্যালবিগিনেস (অষনরমবহংবং)-এর কথা বলা হয়েছে, যিনি প্রথমে ডায়োক্লেসিয়ান (উরড়পষবংরধহ) কর্তৃক আক্রমণের শিকার হয়ে একটি অনুর্বর ও পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যান এবং পরবর্তীতে তাকে হত্যা করা হয়। যারা ঈশ্বরের বিধান যথাযথভাবে পালন করবে এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ধারণ করবে, তারা শয়তানের কোপে পতিত হবে। ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ততা, ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ, তাঁর উপাসনা ও প্রার্থনার কারণে তারা শয়তান ও তার অনুসারীদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়েছিলেন। এ ধরনের বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার কারণে ঈশ্বরের লোকেরা সব সময়ই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকেন, এখনও এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত, যে দিন বিশ্বস্ত ও পবিত্র লোকদের শেষ শত্রুটিকেও ধ্বংস করে ফেলা হবে।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ১৩

এই অধ্যায়ে আমরা মণ্ডলীর শত্রুদের আরও ব্যাপক বিবরণ দেখব ও তাদেরকে আরও ভালভাবে চিনব। অন্য আর কোন শত্রুর কথা এর আগে এভাবে বলা হয় নি। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে তাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং কীভাবে তারা আবির্ভূত হবে তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে উপস্থাপন করা হয়েছে দু'টি পশু হিসেবে; এর মধ্যে প্রথমটির বিবরণ আপনি পাবেন ১-১০ পদে এবং দ্বিতীয় পশুটিকে পাবেন ১১-১৮ পদে। প্রথম পশুটিকে অনেকে পৌত্তলিক রোম বলে ধারণা করে থাকেন এবং দ্বিতীয় পশুটিকে পোপ শাসিত রোম বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু অন্যান্যরা মনে করে দু'টো পশুই পোপ শাসিত রোমের প্রতিনিধিত্ব করছে, যার মধ্যে প্রথমটি পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী এবং দ্বিতীয়টি ধর্মীয় শাসন ও কর্তৃত্বের অধিকারী।

প্রকাশিত বাক্য ১৩:১-১০ পদ

আমরা এখানে প্রথম পশুটির উত্থান, এর আকৃতি ও স্বভাবগত বর্ণনা এবং উত্তরণের বর্ণনা পাই। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. কোন পরিস্থিতিতে প্রেরিত যোহন এই দানবটিকে দেখলেন: তিনি নিজেকে একটি সমুদ্রের তীরে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন, যদিও তিনি সম্ভবত তখনও তাঁর স্বর্গীয় দর্শনের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অবস্থান করছিলেন পাট্‌ম দ্বীপে। এই দর্শনটি তিনি স্বশরীরে দেখেছিলেন না কি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে দেখেছিলেন সে বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারেন নি।

২. কোথা থেকে এই পশুটি এলো: সমুদ্রের মধ্য থেকে। তথাপি এর বর্ণনা শুনে আমাদের মনে হতে পারে যে, এই পশুটি আসলে স্থলচর। তবে আকৃতির চাইতেও এই পশুর যে বিষয়টি সবচেয়ে দানবীয় ছিল তা হচ্ছে, এই পশুকে পৃথিবী জুড়ে মন্দতা ও স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল।

৩. পশুটির আকার ও আকৃতি কেমন ছিল: পশুটির দেহের অধিকাংশ দেখতে ছিল চিতাবাঘের মত, কিন্তু তার পা ছিল ভালুকের এবং মুখ ছিল সিংহের মত। এর ছিল সাতটি মাথা এবং দশটি শিং এবং তার মাথাগুলোর উপরে লেখা ছিল ঈশ্বর-নিন্দার কতিপয় নাম। এমনই ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং বিকৃতরূপী দানবের চেহারা! পশুটির বর্ণনার কোন কোন জায়গায় আমাদের মনে হতে পারে যেন ভাববাদী দানিয়ালের দর্শনে দেখা চারটি পশুর সাথে এর মিল আছে, যে চারটি পশু চারটি রাজতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করে (দানি ৭:১-৩)। সেই পশুগুলোর একটি ছিল সিংহের মত, আরেকটি ছিল ভল্লুকের মত এবং অপর একটি

পশু ছিল চিতা বাঘের মত। এই পশুটি হচ্ছে উল্লিখিত তিনটি পৃথক পশুর একটি সমন্বিত রূপ, যার মধ্যে রয়েছে সবগুলোরই ভয়ঙ্করত্ব, শক্তিমত্তা এবং দ্রুততা। সাতটি মাথা এবং দশটি শিং আপাতদৃষ্টিতে এর একাধিক ক্ষমতা ও শক্তির কথা প্রকাশ করে। দশটি মুকুট হচ্ছে এর প্রতীকী রাজারা। তার কপালে ঈশ্বর-নিন্দার নাম লেখা থাকার অর্থ হল মূর্তিপূজা ও দেবতাদের উপাসনা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমার বিরুদ্ধে তার প্রকাশ্য শত্রুতা ও বিরোধিতার ঘোষণা।

৪. তার এই কর্তৃত্বের উৎস ও প্রবাহ - সেই নাগ। *সেই নাগ নিজের পরাক্রম ও নিজের সিংহাসন ও মহৎ কর্তৃত্ব তাকে দান করলো।* শয়তান তাকে এই স্থানে স্থাপন করেছে এবং সে তার মধ্য দিয়ে তার নিজ স্বার্থ ও সুবিধা হাসিলের জন্য তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে। শয়তান তার সাধ্যমত তাকে সব দিক থেকে সাহায্য করছে।

৫. তাকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়েছিল, কিন্তু তথাপিও সে অপ্রত্যাশিতভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছে, পদ ৩। অনেকে মনে করেন যে, এই আহত মাথা বলতে পৌত্তলিক মূর্তিপূজা নির্মূল করার কথা বোঝানো হয়েছে। এই আঘাত সুস্থ করার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে পোপীয় প্রতিমাপূজার চর্চা শুরু হওয়ার কথা। এ যেন সেই একই সারবস্তু, কেবল তার পোশাকটা নতুন এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এটা একান্তই শয়তানের কাজ।

৬. নরকের এই দানবটিকে যে সম্মান দেওয়া হল ও যেভাবে তার পূজা করা হল: সমুদয় পৃথিবী চমৎকার জ্ঞান করে সেই পশুর পিছনে চলতে লাগলো। তারা সকলে এই পশুর শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও সাফল্য দেখে চমৎকৃত হয়েছিল। তারা সেই নাগের উপাসনা করতে শুরু করেছিল, যে পশুটিকে এই সকল ক্ষমতা দান করেছিল এবং তারা সেই পশুটিকেও পূজা করতে শুরু করেছিল। তারা শয়তানকে প্রণিপাত করলো এবং তার সমস্ত চাতুরির অধীনতা স্বীকার করলো। তারা ভেবেছিল শয়তানের কাছ থেকে দূরে থাকলে তারা কখনোই ক্ষমতা লাভ করতে পারবে না। এমনই ছিল সেই পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্নতা, অপবিত্রতা ও মূর্খতা!

৭. কীভাবে সে তার শয়তানী শক্তি ও বুদ্ধি কাজে লাগিয়েছিল: *এমন একটি মুখ তাকে দেওয়া হল, যা অহংকার ও ঈশ্বরনিন্দাকরে। সে ঈশ্বরের ঈশ্বরনিন্দা করতে মুখ খুলল, তাঁর নাম ও তাঁর বাসস্থানের এবং স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা করতে লাগল; আর পবিত্র লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ ও তাদেরকে জয় করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হল; এবং তাকে সমস্ত বংশ, লোকবৃন্দ, ভাষা ও জাতির উপরে কর্তৃত্ব দেওয়া হল।* সে এই পৃথিবীতে এ প্রকার সর্বব্যাপী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে বসলো। তার আক্রোশ মূলত ছিল স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁর স্বর্গীয় অনুচরদের প্রতি। অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতি আক্রোশবশত সে দেবতাদের মূর্তি তৈরি করেছে এবং তাদের পূজা করেছে। ঈশ্বরের বাসস্থান বা আবাস-তাঁবু, যা অনেকে মনে করে থাকেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মানবীয় চরিত্র হিসেবে, যেখানে ঈশ্বর তাঁর বাসস্থানের মত করেই বসবাস করেন। তারা তাদের ভ্রান্ত শিক্ষা দ্বারা এই বাসস্থানের অমর্যাদা করেছিল। তারা বলত, যীশু খ্রীষ্টের দেহ সত্যিকারের কোন দেহ নয় এবং তারা প্রত্যেক পুরোহিতকে এমন ক্ষমতা দেবে যে তারা খ্রীষ্টের একেকটি দেহ তৈরি করতে পারে। যারা স্বর্গে বসবাস করে

তাদের সাথে ছিল তার শত্রুতা, অর্থাৎ স্বর্গের মহিমান্বিত পবিত্র ব্যক্তিদের সাথে। সে তাদেরকে জোর করে পৌত্তলিক শয়তানদের মন্দিরে নিয়েছে এবং তাদের পূজা করতে বাধ্য করেছে। এতে করে তারা নিজেদেরকে দোষী ও অপবিত্র বলে সাব্যস্ত করেছে। এভাবেই শয়তান স্বর্গ ও স্বর্গের আশীর্বাদপ্রাপ্ত অধিবাসীদের প্রতি তার ঘৃণা প্রকাশ করল। এরা ছিল তার ক্ষমতার নাগালের বাইরে। সে যা করতে পেরেছিল তা হচ্ছে, সে তাদের সামনে ঈশ্বর-নিন্দা করতে পেরেছিল। কিন্তু তার ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল পৃথিবীর পবিত্র ব্যক্তিদের উপরে। অনেক সময়ই সে তাদের উপরে জয় লাভ করতে এবং তাদেরকে নির্যাতন করে বিজয়োল্লাস করতে সক্ষম হয়েছে।

৮. শয়তানের ক্ষমতা ও সাফল্যের সীমাবদ্ধতা, আর তা ঘটেছিল সময় ও ব্যক্তি উভয় দিক থেকেই। সময়ের দিক থেকে তার আওতা সীমাবদ্ধ। তার রাজত্ব মাত্র বেয়াল্লিশ মাস টিকে থাকবে (পদ ৫), যা খ্রীষ্টারির স্থায়িত্বকালের বিষয়ে অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীসূচক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। সে যে সকল মানুষকে তার অধীনে নিয়ে আসবে, তাদের উপরেও তার ক্ষমতা থাকবে সীমাবদ্ধ। একমাত্র তারাই হবে সেই সমস্ত মানুষ, যাদের নাম মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা থাকবে না। খ্রীষ্ট তাঁর অবশিষ্ট লোকদের বাছাই করেছেন, যাদেরকে তাঁর রক্ত দ্বারা উদ্ধার করা হয়েছে, যাদের নাম তাঁর জীবন-পুস্তকে লেখা রয়েছে, তাঁর আত্মা দ্বারা সীলমোহরকৃত করা হয়েছে। যদিও শয়তান ও খ্রষ্টারি তাদের দেহের উপরে বিজয় লাভ করবে, তাদের মানবীয় জীবন কেড়ে নেবে, কিন্তু কখনোই তাদের আত্মার উপরে বিজয় লাভ করতে পারবে না, কিংবা তাদের মন থেকে খ্রীষ্টকে মুছে দিয়ে তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে শত্রু হিসেবে দাঁড় করাতে পারবে না।

৯. এখানে আমরা দেখি সকলের মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক মণ্ডলীর কী ধরনের মহা কষ্ট ও পীড়ন ঘটবে সে বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে এবং সেই সাথে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে যে, যখন ঈশ্বর সিয়োন পর্বতে তাঁর কাজ, তাঁর পরিশুদ্ধকরণের কাজ শেষ করবেন, সে সময় তিনি তাঁর লোকদের শত্রুদের উপরে তাঁর হাত বিস্তার করবেন। আর সে সময় যাদের ছোরা দ্বারা হত হওয়ার কথা ছিল, তাদের ছোরার আঘাতেই হত হতে হবে (পদ ১০)। সে সময় ঈশ্বরের যে সকল লোকদেরকে বন্দী হওয়ার কথা ছিল তাদেরকেও বন্দী হতে হবে। এখানে এখন পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে যে, পবিত্র ব্যক্তিগণের কীভাবে বিশ্বাস ও ধৈর্য ধারণ করতে হবে – এ ধরনের মহা কষ্টভোগের সময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সেই গৌরবময় উদ্ধারের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিশ্বাস বজায় রাখতে হবে।

প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৮ পদ

যারা মনে করেন যে, প্রথম পশুটি রোমীয় পৌত্তলিকদের প্রতি ইঙ্গিত দেয়, তাদের মতে এই দ্বিতীয় পশুটি বোঝায় রোমীয় পোপবাদের কথা, যা মূর্তিপূজা ও স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষে উৎসাহ যুগিয়েছিল, কিন্তু কিছুটা মোলায়েম ও মেষ-তুল্য ভঙ্গিতে। যারা প্রথম পশুটিকে পোপীয় কর্তৃত্বের পার্থিব ক্ষমতা বলে মনে করে থাকেন, তারা দ্বিতীয় পশুটিকে মনে করেন এর আত্মিক ও প্রজ্ঞাসূচক ক্ষমতা হিসেবে, যা ধর্মের ও সেবার মুখোশ পরে মানুষের

আত্মায় প্রবেশ করে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

ক. দ্বিতীয় পশুটির আকার ও আকৃতি: মেষশাবকের মত তার দু'টি শিং ছিল, কিন্তু সে মুখ দিয়ে নাগের মত কথা বলতো। সকলেই এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, এই পশুটি ধর্মের ধ্বজ্বাধারী এক প্রবঞ্চক, যে মানুষের আত্মাকে ধোঁকা দেয়। পোপবাদীরা মনে করেন এর দ্বারা এ্যাপোল্লোনিয়াস টাইরেনিয়াস (অঢ়ড়ষষড়হরঁং ঞুৎধহবঁং) এর কথা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ড. মুর এই ধারণা বাতিল করে দেন এবং এই প্রতীকী চরিত্র আরোপ করেন পোপীয় কর্তৃত্বের প্রজ্ঞাপূর্ণ ক্ষমতার উপর। পোপকে এখানে দেখানো হয়েছে মেষশাবকের শিং হিসেবে, যিনি এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের প্রতিনিধি বলে নিজেকে দাবী করেন। আর তাই তিনি নিজেকে সেভাবে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দাবীদার হিসেবে মনে করেন। কিন্তু তার নিজের কথাই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, কারণ সে সেই সকল মিথ্যা শিক্ষা ও অন্যায্য বিধান দেয় যা দেখায় যে, সে আসলে নাগের দাস, মেষশাবকের নয়।

খ. সে যে ক্ষমতার চর্চা করে থাকে: *সে ঐ প্রথম পশুর পক্ষে তার সমস্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে* (পদ ১২)। সে সেই একই স্বার্থ নিয়ে ও একই ষড়যন্ত্র চরিতার্থ করার জন্য কাজ করে চলেছে, আর তা হচ্ছে মানুষকে সত্য ঈশ্বরের উপাসনা থেকে সরিয়ে তাদের উপাসনা করতে বাধ্য করা, যাদের মধ্যে ঈশ্বরের কোন স্বভাবই নেই, যারা মানুষের হাতের তৈরি দেবতা এবং মানুষের ইচ্ছা ও কল্পনা প্রসূত ফল। মানুষ যা চায় সেটাই এই দেবতাকে দিয়ে করাতে চায়, যা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত। এই অভিসন্ধি পূরণের জন্য যেমন পৌত্তলিকরা কাজ করেছে, তেমনি কাজ করেছে পোপীয় কর্তৃত্ব। আর পার্থিব শক্তির পাশাপাশি শয়তানের শক্তিতে পূর্ণ হয়ে এক ভিন্ন উপায়ে পোপীয় শাসনব্যবস্থা ধূর্ততার সাথে তার সমস্ত অপকর্ম চালিয়ে গেছে।

গ. যে প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় পশুটি তার স্বার্থ ও পরিকল্পনা সাধনের জন্য এগিয়ে যেতে লাগল, তা ছিল তিন ধরনের:-

১. মহৎ মহৎ চিহ্ন-কাজ, যা আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত চমৎকার অলৌকিক কাজ বলে মনে হয়, যার দ্বারা মানুষ খুব সহজেই প্রতারিত হতে পারে এবং তারা সেই একই পশুকে নতুন রূপে দেখে তার পূজা করতে প্ররোচিত হয়। সে আকাশ থেকে আগুন নামিয়ে নিয়ে আসে, যা এর আগে ভাববাদী এলিয় করেছিলেন। ঈশ্বরের অনেক সময় তাঁর শত্রুদেরকে মিসরের জাদুকরদের মত বিভিন্ন আশ্চর্য ও অলৌকিক কাজ করার অনুমতি দেন, যার দ্বারা অনেক জ্ঞানহীন মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়তে পারে। এটি সর্বজনবিদিত যে, পোপীয় সাম্রাজ্য বহু কাল যাবৎ তথাকথিত অলৌকিক কাজের মাধ্যমে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল।

২. বিচ্ছেদ, বিদ্বেষ, মারাত্মক শত্রুতা, যার মধ্য দিয়ে সে খ্রীষ্টের সাথে মানুষের সম্পর্ক ছেদ করে দিতে চায় এবং তাদেরকে শয়তানের ক্ষমতার হাতে ছেড়ে দিতে চায়। তাদেরকে তুলে দেওয়া হয় পার্থিব শক্তির হাতে, যা তাদের জন্য বয়ে নিয়ে আসে নিশ্চিত মৃত্যু। আর এভাবেই তাদের এই ব্যাপক ভণ্ডামি বাদ দিলেও তাদেরকে অভিযুক্ত করা যায় সেই সকল ব্যক্তিকে হত্যা করার দায়ে, যাদেরকে তারা নিজেদের পথে আনতে পারে নি ও অপবিত্র

করতে পারে নি।

৩. অধিকার ক্ষুণ্ন করার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ তাদের কেউই আর নিজ নিজ স্বাভাবিক জাতীয় বা নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না, যারা সেই পশুর তথা পৌত্তলিকতার পূজা করতে অস্বীকৃতি জানাবে। এই পশুর অধীনতা স্বীকার করাকে প্রকৃতিদত্ত অধিকার ও সেই সাথে লাভজনক ও বিশ্বস্ততার স্থান কেনা-বেচা করার যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। যাদের কপালে ও ডান হাতে সেই পশুর চিহ্ন ছিল এবং যারা সেই পশুর নাম ও তার নামের সংখ্যা ধারণ করত তারাই এই সকল অধিকার পেতে পারত। সম্ভবত এই চিহ্ন, নাম এবং পশুটির সংখ্যা এর সবই একটিমাত্র জিনিসের কথা বলে – আর তা হল তাদের সকলকে প্রকাশ্যে পোপীয় কর্তৃত্বের কাছে তাদের অধীনতা ও বাধ্যতা স্বীকার করতে হবে, যা তাদের কপালে চিহ্ন নেওয়ার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। আর তারা পোপীয় কর্তৃত্বের সকল স্বার্থ, পরিকল্পনা, ক্ষমতা ও লক্ষ্যে উন্নতি সাধনের জন্য নিবেদিত হওয়ার চিহ্ন হিসেবে তাদের হাতে চিহ্ন গ্রহণ করবে। আমরা জানি যে, পোপ পঞ্চম মার্টিন তার শাসনকালে কনস্ট্যান্স (ঈড়হংঃধহপব)-এর পরিষদে রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে এই নিয়ম জারি করেছিলেন যে, তাদের দেশে বিধর্মী কেউ বসবাস করতে পারবে না এবং কোন ক্যাথলিকই তাদের সাথে কোন ধরনের কথাবার্তা, কোন ধরনের বেচাকেনা, কিংবা কোন ধরনের সভ্য নাগরিক আচরণের প্রকাশ ঘটাতে পারবে না, যা স্পষ্টভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীটিকে ব্যাখ্যা করে।

ঘ. এখানে আমরা দেখি পশুটিকে একটি চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। তা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যেন তা ঈশ্বরের অপরিমেয় প্রজ্ঞা প্রকাশ করছে এবং সেখানে যেন মানুষেরও সমস্ত জ্ঞান ও যথার্থতার সন্নিবেশ ঘটেছে: যে বুদ্ধিমান, সে ঐ পশুর সংখ্যা গণনা করুক; কেননা তা এক জন মানুষের সংখ্যা। মানুষের স্বাভাবিক আচরণ বিশ্লেষণ করে এই সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে, আর সেই সংখ্যাটি হচ্ছে ৬৬৬। হতে পারে পোপীয় আমলে যে সকল ভ্রান্তি ও ধর্মভ্রষ্টতার ঘটনা ঘটেছে এটি তারই সংখ্যা। কিংবা অন্যান্যদের মতে এটি হচ্ছে পোপবাদের উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত সময়কাল; তবে আসলেই এর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণীটিতে উল্লিখিত সময়কালের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এ বিষয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় ড. পটারের রচনায়, যেখানে কৌতূহলী ব্যক্তিরা যথেষ্ট পরিমাণে তাদের কৌতূহল নিবারণের খোরাক খুঁজে পাবেন। আমার কাছে মনে হয় এখানে ঈশ্বর বোঝাচ্ছেন সেই নির্দিষ্ট সময়কালের কথা, যা তিনি তাঁর নিজ কর্তৃত্বের অধীনে রেখেছেন। আমরা শুধু এটাই জানতে পারি যে, ঈশ্বর তাঁর সমস্ত বিরোধীদের উপর *মিনে তকেল* (*গবহব ঞবশবষ*) অর্থাৎ গণনা করে লিখে রাখছেন। তিনি তাদের দিনগুলো গুনে রাখছেন এবং তারা এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর নিজ রাজ্য চিরকাল টিকে থাকবে।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ১৪

ঈশ্বরের লোকদেরকে যে সকল মহান পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে পার হতে হবে তার একটি বিবরণ যাওয়ার পর এখন আমরা দেখতে পাই পূর্বাপেক্ষা আরও প্রীতিজনক এক আখ্যানের সূচনা। ভোরের আলো ফোটার মধ্য দিয়ে এখন দিনের শুরু হচ্ছে। আর এখন আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে:-

ক. প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্যদের মস্তকরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, পদ ১-৫।

খ. ক্রমপর্যায়ে তিনজন স্বর্গদূতকে পাঠানো হল বাবিলের পতন ও এই মহা ঘটনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে ঘোষণা করার জন্য, পদ ৬-১৩।

গ. শস্য কর্তনের দর্শন, পদ ১৪-২০।

প্রকাশিত বাক্য ১৪:১-৫ পদ

এখানে আমরা এমন একটি দৃশ্যের বর্ণনা পাই যা সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে নয়নাভিরাম দৃশ্য – প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্যগণ ও অনুসারীদের মস্তক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. কীভাবে খ্রীষ্ট আবির্ভূত হলেন: সিয়োন পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে থাকা মেষশাবক রূপে। সিয়োন পর্বত হচ্ছে সুসমাচারের মণ্ডলী। খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর সাথে রয়েছেন এবং তিনি তার সকল দুঃখ-কষ্টের মাঝে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাই সে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তাঁর উপস্থিতি মণ্ডলীকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দান করেছে। তিনি এসেছেন একটি মেষশাবক হয়ে, একটি সত্যিকারের মেষশাবক, ঈশ্বরের মেষশাবক হিসেবে। শেষ অধ্যায়ে একটি ভণ্ড মেষশাবকের এই পৃথিবীতে উত্থানের কথা বলা হয়েছে, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে সেই নাগ। এখানে খ্রীষ্ট আবির্ভূত হয়েছেন সত্যিকার অর্থেই উৎসর্গকৃত মেষশাবক হিসেবে, কারণ তিনি তাঁর দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে অর্জিত তাঁর মধ্যস্থতাকারী শাসন ও কর্তৃত্ব দেখাতে চেয়েছেন এবং সেই সাথে তাঁর লোকদের সুরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

২. কীভাবে তাঁর লোকেরা আবির্ভূত হলেন: অত্যন্ত সম্মানের সাথে।

(১) সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে তারা ছিলেন অসংখ্য, যদিও শুধুমাত্র যাদেরকে সীলমোহরাঙ্কিত করা হয়েছিল তারাই এখানে ছিলেন। তারা সংখ্যায় ছিলেন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জন, যা একটি প্রতীকী সংখ্যা। তাদের মধ্যে কেউই শত অত্যাচার ও নিপীড়নের মাঝেও নিঃশেষিত হয়ে যান নি।

(২) তাদের সুস্পষ্ট চিহ্ন: তাদের ললাটে মেষশাবকের নাম ও তাঁর পিতার নাম লেখা। তারা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাসের এক সাহসী স্বীকারোক্তি দান করেছিলেন। আর তাদের এই সাক্ষ্য দানের ফলস্বরূপ তারা ঈশ্বরের মনোনীত লোক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন এবং গৃহীত হয়েছেন।

(৩) তাদের অভিবাদন ও প্রশংসা সঙ্গীত, যা মূলত উদ্ধারপ্রাপ্তদের জন্য গাওয়া হচ্ছিল (পদ ৩)। তাদের প্রশংসা ধ্বনি ছিল মহা বজ্রপাতের মত আওয়াজ, কিংবা বলা যায় প্রচণ্ড বেগে বয়ে যাওয়া বিরাট স্রোতের মত আওয়াজ। তা ছিল অত্যন্ত সুরেলা, যেন বীণাবাদকের বাজানো বীণার সুরের মত। এই ধ্বনি ছিল স্বর্গীয়, কারণ তা ধ্বনিত হচ্ছিল ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে। এই সঙ্গীত ছিল নতুন, যা নতুন নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের নতুন ও অনুগ্রহপূর্ণ প্রকাশের প্রতীক, যার অধীনে আমরা এখন রয়েছি। তাদের এই গান অন্যদের কাছে গোপন রইল, পৃথিবী *থেকে ক্রয় করা সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক ছাড়া আর কেউ সেই গান শিখতে পারল না*। অন্যরা এই গানের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলো ঠিকই, কিন্তু তারা এর প্রকৃত অর্থ ও অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারল না।

(৪) তাদের চরিত্রগত বর্ণনা।

[১] তাদের নৈতিক পবিত্রতা: *এরা রমণীদের সংসর্গে কলুষিত হয় নি, কারণ এরা অমৈথুন*। তারা নিজেদেরকে শারীরিক বা আত্মিক কোন প্রকার সংসর্গে লিপ্ত করে নি। তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টারির প্রজন্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রেখেছে।

[২] যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের দৃঢ় আনুগত্য ও বাধ্যতা: যে কোন স্থানে মেষশাবক গমন করেন, সেই স্থানে এরা তাঁর অনুগামী হয়। তারা তাঁর বাক্য, আত্মা ও শাসন অনুসারে ধাবন করে। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাদেরকে যেখানে পাঠান ও যা করতে বলেন তারা তাই করেন।

[৩] তাদের সম্মানজনক উপাধি ও পদমর্যাদা: *এরা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের জন্য অগ্রিমাংশ বলে মানব জাতির মধ্য থেকে ক্রয় করা হয়েছে* (পদ ৪)। এখানে একটি বিশেষ উদ্ধারের পরিষ্কার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে: তাদেরকে *মানব জাতির মধ্য থেকে ক্রয় করা হয়েছে*। মানব সন্তানদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে বিশেষ দয়া ও করুণার নিদর্শন দেখিয়ে অন্যদের থেকে আলাদা করা হবে। এরা ছিলেন ঈশ্বর ও মেষশাবকের প্রথমজাত ফসল, প্রভুর বাছাইকৃত, অনুগ্রহের অনন্য ধারক এবং যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত ও একাগ্র অনুসারী।

[৪] তাদের সার্বজনীন পবিত্রতা ও নিষ্ঠা: *তাদের মুখে কোন মিথ্যা কথা পাওয়া যায় নি*, ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে তারা সকলেই ছিলেন নির্দোষ। তাদের মধ্যে কোন দোষ বা অপরাধের ছায়াও কখনো দেখা যায় নি। তাদের অন্তর ঈশ্বরের দৃষ্টিতে খাঁটি ছিল। তাদের যে সকল মানবীয় অযোগ্যতা ছিল সেগুলোই যীশু খ্রীষ্টের নামে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এরাই হলেন সেই আনন্দিত ও উল্লসিত সেই অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাদের

উপরে প্রভু যীশু মস্তক ও প্রভু হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি তাদের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হয়েছে এবং তারা তাঁর কারণে গৌরবান্বিত হয়েছেন।

প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬-১২ পদ

অধ্যায়ের এই অংশে আমরা তিনজন স্বর্গদূত বা দূতকে দেখতে পাই, স্বর্গ থেকে যাদেরকে বাবিলের পতনের কথা এবং এই মহা ঘটনার আগে ও পরে কী কী ঘটবে তা ঘোষণা করতে পাঠানো হয়েছিল।

ক. প্রথম স্বর্গদূতকে পাঠানো হয়েছিল বাবিলের পতনের আগে কী কী ঘটবে তা ঘোষণা করার জন্য, আর তিনি তা করেছিলেন চিরস্থায়ী সুসমাচার প্রচার করার মধ্য দিয়ে, পদ ৬,৭। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. আমাদের সুসমাচার এক চিরস্থায়ী সুসমাচার। এর সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গতিপথ রয়েছে এবং এর পরবর্তী ফলশ্রুতিতেও ঠিক তা-ই ঘটবে। যদিও সকল প্রাণী তার নির্দিষ্ট সময়ে বিলীন হয়ে যাবে, তথাপি প্রভুর বাক্য চিরকাল টিকে থাকবে।

২. এ ধরনের চিরস্থায়ী সুসমাচার প্রচার করাটা একজন স্বর্গদূতের জন্য উপযুক্ত কাজ। এমনই সে কাজের মর্যাদা ও এমনই তার গুরুত্ব! আর তথাপি আমরা আমাদের পার্থিব জীবনে এর স্বাদ অনুভব করতে পারছি।

৩. চিরস্থায়ী সুসমাচার সারা পৃথিবীর জন্যই এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর যেহেতু তা সকলের জন্যই, সে কারণে তা সকলের কাছে, সমস্ত জাতি, গোত্র, ভাষাভাষী নির্বিশেষে সব মানুষের কাছে জানানো একেবারেই অপরিহার্য একটি কাজ।

৪. সুসমাচার হচ্ছে সেই মহান মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে মানুষকে ঈশ্বরভীতির কাছে নিয়ে আসা যায় এবং ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যগত করা যায়। সাধারণ প্রকৃতিগত ধর্ম ঈশ্বরের প্রতি পবিত্র ভয় তৈরি করতে ও তা বজায় রাখতে যথেষ্ট নয়, কিংবা মানুষের কাছ থেকে গৌরব ও মহিমা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতেও পর্যাপ্ত নয়। একমাত্র সুসমাচারই ঈশ্বরের প্রতি পবিত্র ভয়কে জাগ্রত রাখে এবং পৃথিবীতে তাঁর গৌরব ও মহিমা ফিরিয়ে এনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

৫. যখন মূর্তিপূজা ঈশ্বরের মণ্ডলীতে চুপিসারে প্রবেশ করতে শুরু করল, সে সময় সুসমাচার প্রচারের মধ্য দিয়ে, পবিত্র আত্মার ক্ষমতার প্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ মূর্তির দিক থেকে ফিরে ঈশ্বরের উপাসনা করতে শুরু করেছিল, যিনি বেহেশতের, পৃথিবীর, সমুদ্রের এবং ঝর্ণাধারার সৃষ্টিকর্তা (পদ ৭)। যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর পাশাপাশি অন্য কোন দেবতার উপাসনা করা এক কথায় পৌত্তলিকতা ও ধর্মভ্রষ্টতা।

খ. প্রথম স্বর্গদূতের পরপরই এলেন দ্বিতীয় স্বর্গদূত এবং তিনি বাবিলের প্রকৃত পতনের কথা ঘোষণা করলেন। চিরস্থায়ী সুসমাচারের প্রচার এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টারির, খ্রীষ্টের সমস্ত বিরোধী শক্তির ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং তা ধ্বসে পড়েছিল। বাবিল বলতে সাধার-

ণভাবে রোমকে বোঝানো হয়ে থাকে, যা আগে সাদুম ও মিসরকে বলা হত, তাদের মন্দতা ও নৃশংসতার জন্য। আর এখন প্রথমবারের মত রোমকে বাবিল বলে ডাকা হচ্ছে তার গর্ব এবং পৌত্তলিকতার জন্য। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. ঈশ্বর যা পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা অবশ্যই সাধিত হবে এবং তা ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

২. পোপ শাসিত বাবিলের মহত্ব এর পতন কোনভাবে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, বরং তা আরও ভয়ঙ্কর ও স্মরণীয় করে রাখবে। বাবিল তার মন্দতার এমন শিখরে পৌঁছে গেছে যে, সে তার পার্শ্ববর্তী সকল প্রতিবেশী দেশ ও জাতিগুলোকেও তার কলুষতা, ব্যভিচার ও বিষাক্ততার নিচে আঁকড়ে ধরছে প্রতিনিয়ত। তাই তার এই পতন হবে এক যথার্থ ন্যায় বিচারের সামিল এবং তার এই পতনের মধ্য ঈশ্বরের ধার্মিকতা ঘোষিত হবে, পদ ৮। তার এই উপযুক্ত ও অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস সাধন হওয়ার সময় তার সমস্ত অপকর্মের বিবরণ উচ্চারিত হবে।

গ. প্রথম দু'জন স্বর্গদূতের পর তৃতীয় ও সর্বশেষ স্বর্গদূত এলেন এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতি স্বর্গ প্রতিশোধ গ্রহণের ঘোষণা দিলেন যারা খ্রীষ্টারির পতনের ঘোষণা শোনার পরও খ্রীষ্টের বিরোধী পথে হাঁটবে এবং ঈশ্বরের বাক্যে অবধান করবে না, পদ ৯,১০। যদি এর-পরও (এই হুমকি বাবিলের প্রতি দেওয়া হয়েছিল এবং আংশিকভাবে তা সম্পন্নও করা হয়েছিল) কেউ পৌত্তলিকতার পথে থেকে থাকে, সেই পশুর অধীনতা স্বীকার করে এবং তার স্বার্থ রক্ষার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের সেই গজবের-মদ পান করতে হবে। তারা চিরকাল তাদের আত্মায় ও দেহে কষ্টভোগ করবে। যীশু খ্রীষ্ট তাদের উপরে এই ভয়ঙ্কর পীড়ন ও শাস্তি দান করবেন এবং পবিত্র স্বর্গদূতেরা তা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখবেন। পৌত্তলিক ও পোপীয় উভয় প্রকার প্রতিমাপূজাই প্রকৃতিগত দিক থেকে ধ্বংসজনক। যারা এতে যুক্ত থাকে তাদের সকলকেই ঈশ্বরের তরফ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক করে দেওয়ার পর এই ভয়ঙ্কর ধ্বংস সাধিত হবে। এভাবে ডাকার পরেও যারা বাবিল থেকে বের হয়ে আসতে অস্বীকৃতি জানাবে এবং তাদের সেই গুনাহেই মত্ত হয়ে পড়ে থাকবে, তাদেরকে অবশ্যই এই ক্রোধের আঘাত সহ্য করতে হবে। এই সকল পৌত্তলিক ও ধর্মভ্রষ্টদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তাদের কারণে যে সকল পবিত্র ব্যক্তিবর্গ কষ্টভোগ করেছেন ও নির্যাতিত হয়েছেন, তাদেরকে এখন পরিত্রাণ ও গৌরব দ্বারা সম্মানিত ও মহিমান্বিত করা হচ্ছে। যখন অন্যদের সমস্ত বে বিশ্বাসী ও বিদ্রোহের শাস্তি চিরস্থায়ী ধ্বংসের মধ্য দিয়ে দেওয়া হবে, সে সময় বলা হবে, বিশ্বস্তদের প্রতি সম্মানার্থে (পদ ১২): *যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে ও যীশুতে বিশ্বাস ধারণ করে সেই পবিত্র লোকদের এজন্য ধৈর্য থাকা দরকার*। আমরা এর আগে পবিত্র লোকদের ধৈর্য ধারণ করতে দেখেছি, আর এখন আমরা এর জন্য তাদের পুরস্কৃত হতে দেখছি।

প্রকাশিত বাক্য ১৪:১৩-২০ পদ

এখানে আমরা শস্য কর্তনের দর্শনটি দেখতে পাই, যার শুরুতে একটি ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। লক্ষ্য করুন:-

ক. দর্শনটির ভূমিকা, পদ ১৩। এখানে দেখুন:-

১. শস্য কর্তনের এই দর্শনটি কোথা থেকে এল: দর্শনটি এল স্বর্গ থেকে, মানুষের কাছ থেকে নয়। এ কারণে এর সত্যতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই।

২. কীভাবে তা সংরক্ষণ করা হল এবং প্রকাশ করা হল: লিখে রাখার মাধ্যমে। এটি অবশ্যই লিপিবদ্ধ করার মতই একটি ঘটনা, যেন ঈশ্বরের লোকেরা সব সময়ের জন্য এটি তাদের সান্ত্বনা ও শান্তি হিসেবে তাদের কাছে থাকবে।

৩. প্রধানত এই দর্শনের উদ্দেশ্য কী ছিল: দর্শনটির উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের বিশ্বস্ত ও পবিত্র লোকদের ও দাসদের জীবনকালে ও মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি আশীর্বাদ করা ও তা সকলকে দেখানো। *ধন্য সেই মৃতেরা যারা এখন থেকে প্রভুতে মৃত্যুবরণ করে*। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) যারা আশীর্বাদ পেয়েছেন এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবেন তাদের বর্ণনা: তারা প্রভুতে মৃত্যুবরণ করবেন; হতে পারে খ্রীষ্টের জন্য তারা মরবেন, কিংবা খ্রীষ্টের সাথে অঙ্গীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করবেন, যা খ্রীষ্টের কারণে মৃত্যুবরণকারীদের মাঝে দেখা গেছে।

(২) এই আশীর্বাদের প্রকাশ: *তারা নিজ নিজ পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম পাবে; কারণ তাদের কাজগুলো তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে*।

[১] তারা তাদের বিশ্রামের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবেন: তারা সকল প্রকার পাপ, প্রলোভন, দুঃখ এবং নির্যাতনের থেকে বিশ্রাম পাবেন। সেখানে মন্দতা সকল প্রকার পীড়ন দেওয়া থেকে বিরত থাকবে, সেখানে দুঃখ তাদেরকে আর স্পর্শ করবে না।

[২] তারা তাদের পুরস্কারের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবেন: তাদের কাজগুলো তাদেরকে অনুসরণ করবে। তারা তাদের উপাধি পাওয়ার জন্য বা তা ক্রয় করার জন্য এর পিছে পিছে যাবেন না। বরং এই সকল ভাল কাজই তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলবে এবং প্রভুতে তাদের জীবন ধারণ ও মৃত্যুবরণের প্রমাণ বহন করবে। তাদের সমস্ত স্মৃতিই হবে সুখকর এবং এর পুরস্কার হবে গৌরবময়। তাদের অন্য যে কোন পরিচর্যা ও কষ্টভোগের চেয়ে তা হবে মহান।

[৩] তারা তাদের মৃত্যুর সময় আনন্দিত ছিলেন, কারণ তারা ঈশ্বরের কারণে তাদের পুনরুজ্জীবন লাভের, মণ্ডলীর প্রত্যাবর্তনের শান্তি এবং তাদের পৌত্তলিক নিষ্ঠুর শত্রুদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ পতিত হওয়ার প্রত্যাশা লাভ করেছিলেন। এমন সময়ই মৃত্যুবরণের

জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। তারা ঠিক যেন শিমশোনের মত আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন: এখন, প্রভু, তুমি তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় দিচ্ছ, কারণ আমার চোখ তোমার পরিত্রাণ দেখতে পেয়েছে। আর এর সবই তাদের আত্মায় ও লিখিত বাক্যে পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য দ্বারা অনুমোদিত ও প্রমাণিত হয়েছে।

খ. এবার আমরা দেখব দর্শনটি কী ছিল, যাতে উপস্থাপিত হয়েছে একটি শস্য কর্তনের ও ফসল তোলার দৃশ্যপট।

১. শস্য কর্তনের দৃশ্য (পদ ১৪,১৫)। এটি এমন একটি চিহ্ন, যা অনেক সময় মন্দতা নির্মূলের ক্ষেত্রে প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়, যারা তাদের ক্রান্তিকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ঈশ্বরের ন্যায়বিচার দ্বারা। কোন কোন সময় বোঝানো হয়ে থাকে ধার্মিকদের একত্রীকরণের কথা, যখন তারা স্বর্গে গমনের উপযোগী হন ঈশ্বরের করুণা ও রহমতে। তবে এখানে আপাতদৃষ্টিতে মন্দের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচারের কথাই উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) শস্য কর্তনের প্রভু: তিনি ইবনুল-ইনসানের মত এক ব্যক্তি, তথা যীশু খ্রীষ্ট, যাকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে:-

[১] তিনি যে বাহনে বসে ছিলেন: *সাদা রংয়ের একখানি মেঘ*, যে মেঘের উজ্জ্বল অংশটি ফিরে রয়েছে মণ্ডলীর দিকে, আর মন্দদের দিকে রয়েছে তার অন্ধকার অংশটি।

[২] তাঁর ক্ষমতার পরিচায়ক: *তাঁর মাথায় সোনার মুকুট*; তিনি যা কিছু করতে পারেন এবং যা কিছু করবেন তার কর্তৃত্বের চিহ্ন।

[৩] তাঁর কর্তৃত্ব প্রকাশের উপকরণ: *তাঁর হাতে একখানি ধারালো কাস্তে*।

[৪] তাঁর মহান কার্য সাধনে সহায়তা দানের জন্য উপাসনালয় থেকে আরেকজন বেরিয়ে এলেন এবং তাঁর মহান দায়িত্বের কথা ঘোষণা করলেন। তাঁকে যা করার জন্য পাঠানো হয়েছিল, তা ছিল ঈশ্বরের লোকদের জন্য তাঁর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। যদিও তিনি তা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তথাপি তিনি তা করার ক্ষেত্রে তাদের কথা আগে শুনবেন এবং তাদের প্রার্থনার উত্তর হিসেবেই তা করবেন।

(২) শস্য সংগ্রহের কাজ: শস্য সংগ্রহের জন্য ক্ষেতে কাস্তে লাগানো হল এবং শস্য কাটা হতে লাগল। কাস্তে হচ্ছে ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের তলোয়ার। ক্ষেত হচ্ছে এই পৃথিবী। শস্য কাটা হল এই পৃথিবীর অধিবাসীদের সরিয়ে নেওয়া ও তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া।

(৩) শস্য কর্তনের সময়: শস্য সে সময় কর্তন করা হবে, যখন শস্য পাকবে, যখন মানুষের পাপের পরিমাণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং তারা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হবে। খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর সবচেয়ে কঠিন শত্রুকে সে সময় পর্যন্ত ধ্বংস করা হবে না, যে পর্যন্ত না তা ধ্বংসের জন্য উপযুক্ত সময় না হয়। কিন্তু একবার সময় হয়ে গেলে তিনি আর অপেক্ষা করবেন না। তিনি তাঁর হাতের কাস্তে চালাবেন এবং এই পৃথিবীকে উচ্ছিন্ন করবেন।

২. একই ঘটনার ভিন্ন পুনরাবৃত্তি, পদ ১৭। অনেক মনে করে থাকেন যে, এই দু'টি ভিন্ন দৃশ্যপট আসলে একই বিচারের দু'টি ভিন্ন দিক। অন্যরা মনে করেন এ দু'টি হচ্ছে কালের শেষ মুহূর্তের দু'টি পৃথক ঘটনা। লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) কাকে দ্বিতীয়বারের জন্য এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল: একজন স্বর্গদূতকে। বেদী থেকে অন্য এক জন স্বর্গদূত বের হলেন, অর্থাৎ স্বর্গের সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান থেকে।

(২) কার অনুরোধে এই শস্য কর্তনের কাজ পুনরাবৃত্তি করা হল: পূর্বেকার মতই আরেকজন স্বর্গদূত উপাসনালয় থেকে বের হয়ে এসে এই কাজ শুরু করার ঘোষণা দিলেন, যিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীবৃন্দ ও মণ্ডলীসমূহের প্রতিনিধি।

(৩) পুনরাবৃত্তিতে শস্য কর্তন করার কাজটি দুই ভাগে বিভক্ত:-

[১] শস্য কর্তন ও সংগ্রহ: সেই সকল আঙ্গুর-গুচ্ছ স্বর্গদূত কেটে ফেললেন যা ইতোমধ্যে পেকে গিয়েছিল এবং কাটার উপযোগী হয়ে গিয়েছিল, পদ ১৮।

[২] তিনি আঙ্গুর-গুচ্ছগুলো নিয়ে ঈশ্বরের ক্রোধের মহাকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন (পদ ১৯)। এখানে আমাদের বলা হচ্ছে:-

প্রথমত, আঙ্গুর পেষণ করার জন্য যে স্থানটি বাছাই করা হয়েছিল: সেটি ছিল ঈশ্বরের ক্রোধের মহাকুণ্ড, কখনো নেভে না এমন আগুনের কুণ্ড, যা প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর। সম্ভবত এ সেই ন্যায় বিচারের তলোয়ার, যা মন্দ মানুষের রক্তপাত ঘটায়।

দ্বিতীয়ত, যেখানে এই আঙ্গুর পেষণ করা হয়েছিল: স্থানটি ছিল শহরের বাইরে, যেখানে বাবিলের বিরুদ্ধে আসা সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছিল।

তৃতীয়ত, পেষণকৃত আঙ্গুর-রসের পরিমাণ, আর তা হচ্ছে প্রকৃত অর্থে এই বিচার কার্য সাধনের কারণে সৃষ্ট পাতিত রক্তের পরিমাণ। গভীরতার দিক থেকে মাপলে তা ঘোড়াগুলোর লাগাম পর্যন্ত উঠেছিল; আর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপলে তা দুই শত মাইল সমান স্থান জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল (পদ ২০), যা একটি রোমীয় পরিমাপ। অনেকের মতে তা পবিত্র ভূমির সীমারেখা চিহ্নিত করে এবং এর মধ্য দিয়ে রোম নগরীর সীমারেখা জুড়ে পবিত্র দৃষ্টির তত্ত্বাবধানের কথা বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ রয়েছে। সম্ভবত এই মহা ঘটনাটি এখনও সাধিত হয় নি, কিন্তু এই দর্শনটি দেওয়া হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তা ঘটবে বলে। সে কারণে যদি এই ঘটনা এখনও না ঘটে থাকে, আমাদের নিশ্চয়ই এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। *কিন্তু প্রভু যখন এই কাজ সাধন করবেন তখন কে জীবিত থাকবে?*

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ১৫

প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গ ও ব্যাখ্যাকারীদের মত অনুসারে এর আগ পর্যন্ত ঈশ্বর তাঁর দাস ও প্রেরিত যোহনের কাছে যা কিছু প্রকাশ করেছেন তা হচ্ছে – (১) পৌত্তলিক ক্ষমতার অধীনে মণ্ডলীর অবস্থা, ছয়টি সীলমোহর উন্মোচন; এবং এরপর, (২) পোপীয় ক্ষমতার অধীনে মণ্ডলীর অবস্থা, সপ্তম সীলমোহর উন্মোচনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া সাতটি তূরীধ্বনির দর্শন; (৩) একটি ক্ষুদ্র পুস্তকে মণ্ডলীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আর এখন, (৪) ঈশ্বর যোহনকে দেখাতে চলেছেন কীভাবে খ্রীষ্টারিকে ধ্বংস করা হবে। কী কী পদ্ধতিতে এই ধ্বংসকার্য সাধন করা হবে তা সাতটি অন্তিম আঘাতের দর্শনে বলা হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে এই সকল আঘাত হানার জন্য ভয়ঙ্কর ভূমিকা বা প্রস্তুতি পর্বের কথা রয়েছে, যেখানে আমরা দেখতে পাব:-

ক. স্বর্গের সেই সকল স্বর্গদূতদের দৃশ্য, যারা এই মহান কাজটি সাধন করবেন এবং এই মহান পরিকল্পনা সাধনের নিমিত্তে কতটা আনন্দ ও উল্লাস করা হল, পদ ১-৪।

খ. স্বর্গ থেকে এই সকল স্বর্গদূতদের বের হয়ে আসার দৃশ্য, যারা এই সকল আঘাত পৃথিবীতে ঢেলে দেবেন এবং এর ফলে পৃথিবীতে যে মহা বিপর্যয় শুরু হবে, পদ ৫-৮।

প্রকাশিত বাক্য ১৫:১-৪ পদ

এখানে আমরা সাতটি অন্তিম আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হতে দেখি, যা পৃথিবীতে হাজির করবেন সাতজন স্বর্গদূত। এখানে লক্ষ্য করুন কীভাবে এই স্বর্গদূতেরা প্রেরিত যোহনের কাছে উপস্থিত হয়েছেন – স্বর্গে। এটি ঘটেছিল অত্যন্ত চমৎকার এক উপায়ে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে যা যা ঘটেছিল তা বর্ণিত হয়েছে:-

১. তাদেরকে যে কাজটি করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আর তা হচ্ছে খ্রীষ্টারির ধ্বংস সুনিশ্চিত করা। ঈশ্বর এখন তাঁর সাতটি অন্তিম আঘাত হানতে চলেছেন তা সম্পন্ন করার জন্য। বাবিলের পাপের পরিমাণ তার সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছে। তারা এখন ঈশ্বরের প্রতিশোধপরায়ণ ক্রোধের সর্বোচ্চ সীমার অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

২. তাদের এই কাজ সম্পাদনের দর্শক ও সাক্ষীগণ: যারা সেই পশু ও তার মূর্তি ও তার নামের সংখ্যার উপরে বিজয়ী হয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে আছে কাচের সমুদ্রের তীরে, যা এই পৃথিবীকে প্রকাশ করে বলে অনেকে মনে করেন। কাচের সমুদ্র খুবই ভঙ্গুর এক বস্তু, যা যে কোন সময় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। অন্যরা মনে করেন এটি সুসমাচারের একটি চুক্তি, যা উপাসনালয়ের ব্রোঞ্জের তৈরি সমুদ্র-পাত্রের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত

হয়েছে, যেখানে পুরোহিতরা নিজেদেরকে পরিষ্কার করতেন (ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাসেরা ন্যায়পরায়ণ যীশু খ্রীষ্টে ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিংবা অন্যান্যদের মতে *লোহিত সাগর*, যা ইস্রায়েলরা পার হয়ে যাওয়ার সময় জল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং এর মধ্য দিয়ে তারা পার হয়ে গিয়েছিল। আর সেই আগুনের স্তম্ভ জলে প্রতিফলিত হচ্ছিল, যা দেখে তাদের মনে হতে পারে যে, জলের সাথে আগুন মিশে গেছে। এটাই তাদেরকে দেখিয়েছিল ফরৌণ ও তা ঘোড়সওয়ারদের বিপক্ষে ঈশ্বরের ক্রোধ কতটা মারাত্মক ছিল এবং কীভাবে সেই জল তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে গিলে ফেলেছিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই তৈরি হয় মোশির গান, যেখানে:-

(১) লোকেরা ঈশ্বরের কাজের মহত্ব প্রকাশ করেছিল ও তাঁর লোকদের উদ্ধার ও তাদের শত্রুদের ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে তাঁর পথের ন্যায় বিচার ও সত্যের কথা ঘোষণা করেছিল। তারা উল্লাস করেছিল এই ঘটনা শীঘ্রই ঘটতে চলেছে এই আশায়, যদিও তা তখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয় নি।

(২) তারা সমস্ত জাতিকে ঈশ্বরের প্রতি ভয়, তাঁর গৌরব ও উপাসনার জন্য একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানচ্ছিল, যা তাঁর সত্য ও তাঁর ন্যায়বিচারের অভিজ্ঞতা লাভের কারণে সম্ভব হয়েছে: *হে প্রভু, কে না ভয় পাবে?* পদ ৪।

প্রকাশিত বাক্য ১৫:৫-৮ পদ

লক্ষ্য করুন:-

ক. কীভাবে এই স্বর্গদূতেরা আবির্ভূত হলেন – তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনের জন্য স্বর্গ থেকে বের হয়ে এলেন: *স্বর্গে ব্যবস্থা-তাঁবুর উপাসনালয়টি খুলে দেওয়া হল*, পদ ৫। এখানে আবাস-তাঁবু ও উপাসনালয়ের মহাপবিত্র স্থানের একটি প্রতীকী উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ব্যবস্থা-সিন্দুক স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে মহাপুরোহিত লোকদের জন্য মধ্যস্থতা করতেন এবং ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে যোগাযোগ করতেন ও তাদের প্রার্থনা শুনতেন। এখন এর মধ্য দিয়ে এখানে যা বলা হয়েছে তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে:-

১. এই বিচারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর খ্রীষ্ট-বিরোধী সমস্ত কিছু বিনাশ করতে চলেছেন। তিনি এখন তাঁর বাক্য ও তাঁর চুক্তির ভবিষ্যদ্বাণী ও সমস্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে চলেছেন, যা অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে এবং তিনি কখনোই তা ভুলে যান নি।

২. এই কাজের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর লোকদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন, যা তাঁর কাছে তাদের মহান মহাপুরোহিতের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩. তিনি এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁর নিজ পুত্র এবং আমাদের পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করছেন, খ্রীষ্টারি ও তার অনুসারীদের দ্বারা যাঁর পদমর্যাদা ও কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তাঁর নামের অমর্যাদা করা হয়েছিল এবং তাঁর তাঁর মহান মৃত্যুর পরিকল্পনার বিরোধিতা করা হয়েছিল।

৪. তাঁর উপাসনা করার উদ্দেশ্যে এক বৃহৎ ও ব্যাপক মণ্ডলীতে সম্মিলিত হওয়ার জন্য তাঁর লোকদের সামনে তিনি আরও প্রশস্ত এক দরজা খুলে দেবেন, যেখানে তাদের শত্রুদের কোন ভয় থাকবে না।

খ. কীভাবে তাঁরা সুসজ্জিত হলেন এবং এই কাজ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. তাঁদের সাজসজ্জা: *তাঁরা বিমল ও উজ্জ্বল মসীনার কাপড় পরা এবং তাঁদের বক্ষঃস্থলে সোনার পটুকা বাঁধা*, পদ ৬। মহা-পুরোহিতরা যখন ঈশ্বরকে আহ্বান করার জন্য ও তাঁর কাছ থেকে উত্তর জানার জন্য মহাপবিত্র স্থানে যেতেন, সে সময় তাঁরা এ ধরনের পোশাক পরতেন। এর মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, এই স্বর্গদূতেরা যা-ই করছিলেন না কেন, তা স্বর্গীয় নির্দেশনার অধীনে থেকেই করছিলেন এবং তারা প্রভুর জন্য একটি উৎসর্গ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে চলছিলেন, যাকে বলা হয়েছে *ঈশ্বরের মহাভোজ* (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৭)। স্বর্গদূতেরা হলেন স্বর্গীয় ন্যায়বিচারের রক্ষক এবং তাঁরা সবকিছুই করে থাকেন এক খাঁটি ও পবিত্র উপায়ে।

২. তাঁদের অস্ত্র, তা কী ছিল এবং কোথা থেকে তারা তা পেলেন: তাঁদের হাতিয়ার বা অস্ত্র, যার মধ্য দিয়ে তাঁরা এই মহা বিচার সাধন করবেন, তা ছিল সাতটি সোনার বাটি। সেই বাটিগুলো ছিল ঈশ্বরের ক্রোধে পরিপূর্ণ, *যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত ঈশ্বরের গজবে পরিপূর্ণ*। তাঁরা ঈশ্বরের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর ভয়ঙ্কর ক্রোধ সহকারে প্রস্তুত হয়েছিলেন। সবচেয়ে তুচ্ছ ও নগণ্য জীবও যদি ঈশ্বর ক্রোধ হাতে নিয়ে সমরাস্ত্রে প্রস্তুত হয়, তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীর যে কোন মানুষের পক্ষেই অসম্ভব ব্যাপার হবে। কিন্তু ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা এর চেয়ে আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হতে পারেন। ঈশ্বরের ক্রোধ সম্পূর্ণ পরিমাণে এক সাথে পতিত হয় নি, বরং তা সাতটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে, যা ক্রমানুসারে খ্রীষ্টান-বিরোধী পক্ষের উপরে পতিত হবে। কার কাছ থেকে তারা এই সাতটি অন্তিম আঘাত গ্রহণ করেছিলেন? সেই চারটি জীবন্ত প্রাণীর একজনের কাছ থেকে, সত্যিকার মণ্ডলীর একজন পরিচর্যাকারীর কাছ থেকে। আর তা ছিল ঈশ্বরের লোকদের ও পরিচর্যাকারীদের প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ এবং তাদের পক্ষে প্রতিশোধস্বরূপ, যে কাজে স্বর্গদূতেরা খুশি মনে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

গ. এই সমস্ত বিষয় যারা সেই উপাসনালয়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মাঝে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল: তারা সকলে ধোঁয়ার মেঘে আচ্ছন্ন হলেন, যা পুরো উপাসনালয়টিকে পূর্ণ করে ফেলেছিল, তা পূর্ণ হয়েছিল মহান ঈশ্বরের গৌরবময় ও শক্তিশালী উপস্থিতি। এ কারণে ঐ সাত জন স্বর্গদূতের সাতটি আঘাত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ উপাসনালয়ে প্রবেশ করতে পারল না। খ্রীষ্টারির স্বার্থ সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থায় এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিল যে, সমস্ত জাতিকে মহা কম্পিত না করে তাকে ধ্বংস করা সম্ভব ছিল না। তার সামনে থেকে ঈশ্বরের লোকেরা কখনোই বিশ্রাম পাবে না এবং নিজেদেরকে ঈশ্বরের পরিচর্যায় পুরোপুরি নিবেদিত করতে পারবে না, যে

পর্যন্ত না এই মহা কাজ সাধন করা হয়। এখন পর্যন্ত তাদের বিশ্রামবার লজ্জিত হয়, ঈশ্বরের লোকদের উপাসনা-বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সকলে এক মহা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হয়। ঈশ্বর নিজে এখন সারা পৃথিবীর কাছে এবং মণ্ডলীর কাছে প্রচার করছে, এ লক্ষ্যে তিনি তাদেরকে মহা মহা সব ধার্মিকতার চিহ্ন দেখাচ্ছেন। কিন্তু যখন এই সকল কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন মণ্ডলী বিশ্রাম পাবে, উপাসনালয় উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ আনুষ্ঠানিক উপাসনায় সকলে মিলিত হবে, তাদের পরিমার্জন সাধিত হবে এবং তারা সংখ্যায় বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। মণ্ডলীর সবচেয়ে মহান পরিত্রাণের কাজ সাধিত হবে খোদায়ী কর্তৃত্বের সবচেয়ে ভয়াবহ ও বিস্ময়কর পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ১৬

এই অধ্যায়ে আমরা এই সকল অন্তিম আঘাত ঢেলে দেওয়ার বর্ণনা পাই, যা পূর্ণ ছিল ঈশ্বরের চূড়ান্ত ক্রোধ দ্বারা। তা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল সমগ্র খ্রীষ্টান-বিরোধী রাজ্যের উপরে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত সমস্ত কিছুর উপরে।

ক. পৃথিবীর উপরে, পদ ২।

খ. সমুদ্রের উপরে, পদ ৩।

গ. নদী ও ঝর্ণার উপরে, পদ ৪। এখানে স্বর্গীয় বাহিনীগণ ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচারের কথা ঘোষণা করেছেন ও তাঁর প্রশংসা করেছেন।

ঘ. চতুর্থ অন্তিম আঘাতটি হানা হয়েছিল সূর্যের উপর, পদ ৮।

ঙ. পঞ্চমটি হানা হয়েছিল সেই পশুর আসনের উপরে।

চ. ষষ্ঠ অন্তিম আঘাত হানা হয়েছিল ইউফ্রেটিস নদীর উপরে।

ছ. সপ্তম অন্তিম আঘাত হানা হয়েছিল বাতাসে, যার কারণে সমস্ত নগর ও সকল জাতিসমূহের পতন ঘটেছিল এবং ঈশ্বরের সম্মুখে মহান বাবিল শুধুমাত্র স্মৃতিতে পরিণত হয়েছিল।

প্রকাশিত বাক্য ১৬:১-৭ পদ

বিগত অধ্যায়টিতে আমরা দেখেছি এই সকল অন্তিম আঘাত তথা ঈশ্বরের ক্রোধ পৃথিবীতে হানার জন্য কতটা ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। আর এখন আমরা এই কাজ-টি সম্পাদিত হতে দেখবো। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. যদিও সমস্ত কিছু আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল, তথাপি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ইতিবাচক সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত কোন কাজই শুরু করা হয় নি। আর তিনি এই সম্মতি বা আদেশ দান করেছিলেন উপাসনালয় থেকে। তিনি এই আদেশ দান করেছিলেন তাঁর লোকদের প্রার্থনার উত্তর হিসেবে এবং তাদের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য।

খ. যখনই এই কার্য সাধনের জন্য আদেশ দান করা হল, ঠিক তখনই তাৎক্ষণিকভাবে তা পালন করা হল; একটুও বিলম্ব করা হল না, কোন প্রতিবাদ করা হল না। আমরা দেখতে পাই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে থেকেও অনেকে, যেমন মোশি ও যিরমিয় তাৎক্ষণিকভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেন নি এবং তাঁর কাজ করার জন্য যে আদেশ

তিনি দান করেছিলে তা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন নি। কিন্তু ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা শুধু যে শক্তিতেই মানুষের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের তা নয়, তাঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের ক্ষেত্রেও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রদর্শন করেন। ঈশ্বর বললেন, *তোমরা যাও, ঈশ্বরের ক্রোধের ঐ সাতটি বাটি পৃথিবীতে ঢেলে দাও,* আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ শুরু হয়ে গেল। আমাদেরকে এখানে এই প্রার্থনা করতে শেখানো হচ্ছে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন স্বর্গে পূর্ণ হয় তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক। আর এখন ঈশ্বরীয় কর্তৃত্ব ও শাসন এক ধারাবাহিক সাধন প্রক্রিয়ার মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছি, যার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া বা এর স্বরূপ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের জন্য এ বিষয়গুলো লক্ষ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে:-

১. এখানে আমাদেরকে মিসরের উপর হানা একাধিক ক্রোধের রূপক বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, যেমন তাদের সমস্ত নদ-নদীর জল রক্তে পরিণত করা এবং লোকদেরকে ব্যথাজনক দুষ্ট ক্ষত দ্বারা আঘাত করা। তাদের পাপ ছিল একই রকম, তাই তাদের শাস্তিও একই রকম।

২. এই অন্তিম আঘাতগুলোর সাথে সাতটি তূরীর স্পষ্ট সংযোগ রয়েছে, যা খ্রীষ্টারির উত্থানকে উপস্থাপন করে। আর আমরা এখান থেকে শিখতে পারি যে, মণ্ডলীর শত্রুদের পতন তার উত্থানের ক্ষেত্রে চিহ্ন বহন করে। মানুষ নিজেকে যেভাবে উচ্চে স্থাপন করতে চায়, ঈশ্বর ঠিক সেভাবেই তাদেরকে নিচু করবেন। আর খ্রীষ্টারির পতন ঘটবে খুব স্বাভাবিকভাবেই ও পর্যায়ক্রমে: রোম যেমন এক দিনে তৈরি হয় নি, তেমনি মাত্র এক দিনেই তার পতন ঘটবে না, বরং ধাপে ধাপে এর ধ্বংস সাধিত হবে। তা এমনভাবে পতিত হবে যেন তা আর কখনো উঠে দাঁড়াতে না পারে।

৩. খ্রীষ্ট-বিরোধীদের এই পতন হবে সার্বজনীন। তাদের নিজেদের যা কিছু আছে, কিংবা যা কিছু তাদের জন্য নিয়োজিত, তাদের সমস্ত স্থাবর সম্পদ ও সকল অস্থাবর বিষয়বস্তু, এর সবই ধ্বংসের জন্য নিরূপণ করা হবে: তাদের ভূমি, তাদের বায়ু, তাদের সমুদ্র, তাদের নদী, তাদের নগর, সমস্ত কিছুই এই ধ্বংসের আওতায় পড়বে, মানুষের মন্দতার কারণে সমস্ত বস্তুই বদদোয়াপ্রাপ্ত হয়েছে। এভাবেই সৃষ্টিজগত মানুষের পাপের কারণে কষ্টভোগ করবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এখন আমরা দেখব:-

(১) প্রথম স্বর্গদূত, যিনি প্রথম অন্তিম আঘাতটি হানবেন, পদ ২। লক্ষ্য করুন:

[১] কোথায় এই আঘাত হানা হল: *পৃথিবীতে*। অনেকে মনে করে থাকেন যে, এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কথা বোঝানো হয়েছে। অন্যরা মনে করেন রোমীয় যাজকবর্গের কথা বোঝানো হয়েছে, যারা ছিলেন পোপতন্ত্রের মূল ও পার্থিব আত্মার ধারক, যাদের মধ্যে সমস্ত পার্থিব চিন্তা-চেতনা ও স্বার্থের সমাবেশ ঘটেছিল।

[২] তা কী সৃষ্টি করেছিল: *সেই পশুর চিহ্নবিশিষ্ট ও তার মূর্তির উপাসনাকারী লোকদের শরীরে ব্যথাজনক দুষ্ট ক্ষত জন্মগ্রহণ করলো*। তারা নিজেদেরকে তাদের পাপের চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত করেছিল; আর এখন ঈশ্বর তাদের উপরে তাঁর মহা বিচার ও শাস্তির চিহ্ন এঁকে দিচ্ছেন। অনেকে মনে করেন যে, এই ক্ষত দ্বারা সেই সকল মানুষের প্রতি খোদায়ী

কর্তৃত্বের সর্বপ্রথম আঘাতের কতিপয় নমুনা ফুটে উঠেছে, যাদের পার্থিব রাজত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হুমকির মুখে পড়েছিল। তারা তাদের অন্যায় ও অপরাধের এক উপর্যুপরি শাস্তি পেয়েছিল। এই আঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের ভেতরের অবস্থা বাইরে প্রকাশ পেয়েছিল, অর্থাৎ প্রতীকী অর্থে এই দুষ্ট ক্ষত বা ফোঁড়া ছিল তাদের অন্তরের ভেতরের কদাকার অবস্থারই বাহ্যিক প্রতিফলন।

(২) দ্বিতীয় স্বর্গদূত তার অন্তিম আঘাত ঢেলে দিলেন। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

[১] কোথায় তা পতিত হল: *সমুদ্রের উপরে*। অনেকের মতে এর অর্থ হল, পোপতন্ত্রের শাসনকার্য ও বিচারব্যবস্থার উপরে। অন্যদের মতে তাদের সমগ্র ধর্মীয় ব্যবস্থার উপরে, তাদের মিথ্য ধর্মীয় শিক্ষার উপরে, তাদের কলুষিত জাঁকজমকের উপরে, তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতিনীতি, তাদের মূর্তিপূজা, ক্ষমা লাভ, অবজ্ঞা-অবহেলা, মন্দতায় পূর্ণ তাদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার উপরে, যেসবের মধ্য দিয়ে তারা যার সংস্পর্শেই যায় না কেন তাকে বিনাশ করতে উন্মুখ হয়।

[২] তাতে কী ঘটলো: সমুদ্রের জল রক্ত হয়ে গেল; *তা মৃত লোকের রক্তের মত হল এবং সমুদ্রের সমস্ত জীবিত প্রাণী মারা গেল*। ঈশ্বর শুধু যে তাদের ধর্মের অসারতা ও মিথ্যাচারই আবিষ্কার করেছিলেন তা নয়, সেই সাথে তিনি তাদের সমস্ত কাজের মৃতাবস্থা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন – মানুষের আত্মা সেই বস্তুটি দ্বারা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল, যেটিকে তারা তাদের পরিত্রাণের নিশ্চিত উপায় বলে মনে করতো।

(৩) পরবর্তী স্বর্গদূত তাঁর হাতের ক্রোধের পাত্রটি ঢেলে দিলেন; আর এখানে আমরা দেখতে পাই:-

[১] কোথায় তা পতিত হল: নদ-নদী ও জলের ফোয়ারাগুলোর উপরে, অনেকে মনে করেন এর অর্থ অত্যন্ত শিক্ষিত ও জ্ঞানী কোন মানুষ, যাদের জীবনের প্রতিটি পরতে জেসুইটদের মত জড়িয়ে আছে তাদের নিজেদের সমস্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও প্রতিমা-পূজারূপী পৃথিবী-প্রীতির বিষ।

[২] সে সবের উপরে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল: সেগুলো রক্তে রূপান্তরিত হয়েছিল। অনেকে এর অর্থ হিসেবে মনে করেন যে, খ্রীষ্টিয় রাজা ও শাসকরা তাদের উপরে মহা প্রতিশোধ করেছেন, যারা এই পৃথিবীর কাণ্ডারী বলে নিজেদেরকে মনে করতো এবং যারা খ্রীষ্টিয় সাক্ষ্যমর ও সাক্ষ্যমরদের রক্তপাতের জন্য দায়ী। আলোচ্য দ্বৈতবাদটি (পদ ৫,৬) এই মতের প্রতি সমর্থন জানায়। ঈশ্বর যে উপকরণের মধ্য দিয়ে এই কাজটি সাধন করলেন তাকে বলা হয়েছে *জলের উপরে যে স্বর্গদূত ক্ষমতা পেয়েছে*, যিনি এই প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ন্যায্যতা ও ধার্মিকতাকে প্রকাশ করলেন: *ওরা পবিত্র লোকদের ও ভাববাদীদের রক্তপাত করেছিল; আর তুমি ওদেরকে পান করার জন্য রক্ত দিয়েছ; তারা এর যোগ্য*। এ কথায় আরেকজন স্বর্গদূত পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করলেন, পদ ৭।

প্রকাশিত বাক্য ১৬:৮-১১ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই কীভাবে ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত ঘটনা তার পরম্পরা অনুসারে এগিয়ে চলেছে। চতুর্থ স্বর্গদূত তাঁর হাতের অন্তিম আঘাতের পাত্রটি ঢেলে দিলেন এবং তা গিয়ে সূর্যের উপরে পতিত হল। অনেকে এর অর্থ হিসেবে মনে করেন, পোপীয় শাসনতন্ত্রের কোন বিখ্যাত শাসনকর্তার কথা বলা হয়েছে, যিনি তার চূড়ান্ত পতনের আগে তাদের মিথ্যা ধর্মকে কিছুটা হলেও ভর্ৎসনা করেছিলেন। অনেকের মতে তিনি হলেন জার্মান সম্রাট। আর এখন এ সবের ফলাফল কী দাঁড়াল? যে সূর্য আগে তার মনোমুগ্ধকর উষ্ণতা ছড়াত, এখন তা এই সকল মূর্তিপূজকদের উপরে তীব্র উত্তাপ ছড়াবে এবং গনগনে তাপে তাদেরকে পুড়িয়ে দেবে। শাসনকর্তারা তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে তা সর্বশক্তিতে দমানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু তথাপি তারা খুব শীঘ্র পরাভূত হবে। এতে করে তারা ঈশ্বর ও তাদের মহান রাজার প্রতি অভিশাপ দেবে। তারা উপরের দিকে তাকাবে এবং স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতি মুখ খুলে ঈশ্বরনিন্দাবলবে। তাদের ধ্বংস এতে কেবল আরও ভয়ঙ্করই হবে।

পঞ্চম স্বর্গদূত তাঁর হাত থেকে অন্তিম আঘাতের পাত্র ঢেলে দিলেন, পদ ১০। আর লক্ষ্য করুন:-

১. কোথায় তা পতিত হল: সেই পশুর সিংহাসনের উপরে, রোমের উপরে, রহস্যময় বাবিলের উপরে, খ্রীষ্ট-বিরোধী সাম্রাজ্যের মাথার উপরে।

২. এর প্রভাব কী ছিল: সেই পশুর পুরো সাম্রাজ্য অন্ধকারে ও নৈরাজ্যে ভরে গেল। যে শহরটি এক সময় সমস্ত শয়তানী ও মন্দতার মূল কেন্দ্র ছিল, যা ছিল তাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষার ও তাদের সমস্ত জ্ঞানের উৎসস্থল, তাদের সমস্ত ঠুনকো আভিজাত্য ও গর্বের কেন্দ্রভূমি, তা এখন হয়ে উঠেছে অন্ধকারের, বেদনার ও দুর্দশার এক উৎস। মিসরে এক সময় ক্রোধ হিসেবে অন্ধকার পাঠানো হয়েছিল, যা বিলাস ও সম্মানের বিপরীত। আর তাই এখানেও খ্রীষ্ট-বিরোধী সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি ঈশ্বরের ভ্রুকুটি ও ঘৃণার আরেক বহিঃপ্রকাশ এই অন্ধকার, যার সমস্ত কার্যকলাপ উন্মুক্ত ও প্রকাশিত হবে ঈশ্বরের এই অন্তিম আঘাতসমূহের মধ্য দিয়ে। অন্ধকার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিপরীত, আর তা ডেকে আনে দ্বিধা ও মূর্খতা, যা সে সময় মূর্তিপূজকদের মধ্যে দেখা যাবে। এটি ভোগ-বিলাস ও আনন্দের বিপরীত, আর তাই এটি তাদের দুর্দশা এবং আত্মার তিক্ততাকে প্রকাশ করে, যখন এই সকল দুর্যোগ তাদের উপরে চেপে বসবে।

প্রকাশিত বাক্য ১৬:১২-১৬ পদ

ষষ্ঠ স্বর্গদূত তাঁর অন্তিম আঘাত পৃথিবীর বুকে ঢেলে দিলেন। আর দেখুন:-

ক. কোথায় তা পড়লো: ইউফ্রেটিস মহানদীতে। অনেকে তা আক্ষরিকভাবে নিয়ে থাকেন, কারণ এটাই সেই জায়গা যেখানে তুর্কী ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। আর তারা

মনে করে থাকেন যে, এটি হচ্ছে তুর্কী রাজবংশ ও তাদের প্রতিমাপূজার চূড়ান্ত ধ্বংস, যা একই সময়ে পোপতন্ত্র দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, যা ছিল খ্রীষ্টারিরই আরেক রূপ। আর এর মধ্য দিয়েই যিহূদীদের জন্য পথ প্রস্তুত হয়েছিল, যারা ছিল পূর্ব দেশীয় শাসকবর্গ। অন্যরা মনে করেন এটি টাইবার নদী; কারণ যেহেতু রোম হচ্ছে প্রতীকী ব্যাবিলন, সেহেতু টাইবার হচ্ছে প্রতীকী ইউফ্রেটিস নদী। যখন রোম ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সে সময় তার নদী ও সমস্ত বাণিজ্যও এর সাথে ধ্বংসে পতিত হবে।

খ. এই আঘাতটি হানার ফলে কী ঘটলো?

১. নদীটি শুকিয়ে গেল, যা এই শহরকে সম্পদ, প্রাচুর্য ও সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদে পূর্ণ রেখেছিল।

২. এর মধ্য দিয়ে পূর্ব দেশ থেকে আগমনকারী রাজাদের জন্য পথ প্রস্তুত হল। রোমীয় মণ্ডলীর প্রতিমাপূজা চর্চার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই যিহূদী জাতির মন পরিবর্তন বাধা সম্মুখীন হচ্ছিল, যারা বহু আগেই তাদের পূর্বেকার প্রতিমাপূজার চর্চা থেকে রেহাই পেয়েছিল। আবার অযিহূদীদের জন্যও তা বাধাস্বরূপ ছিল, কারণ তারা যখন দেখতে পেয়েছিল খ্রীষ্টিয় নামধারী এই সমস্ত লোকদের মধ্যেও প্রতিমাপূজার চর্চা প্রকটভাবে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তাদের মধ্যে নিজেদের প্রতিমাপূজার প্রতি আসক্ত হওয়ার প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই কারণে স্পষ্টই পোপতন্ত্রের পতন এই সকল বাধার দেয়াল ভেঙ্গে দেবে এবং যিহূদীদের ও পূর্ব দেশের অন্যান্য জাতিসমূহের জন্য খ্রীষ্টের মণ্ডলীর কাছে আসার ও তাতে প্রবেশ করার জন্য এক সুপ্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করে দেবে। আর আমরা যদি এটা ধরে নিই যে, সেই একই সময়ে মোহাম্মদীবাদ বা ইসলামেরও পতন ঘটবে, তাহলেও আমরা পশ্চিম ও পূর্বের জাতিগুলোর মধ্যে আরও উন্মুক্ত এক সংযোগের ক্ষেত্র উন্মোচিত হতে দেখবো, যা যিহূদীদের মন পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং সেই সাথে অযিহূদীদের দ্বারা মণ্ডলী পরিপূর্ণ হবে। যখন ঈশ্বরের এই অন্তিম আঘাত এসে উপস্থিত হবে এবং এই সকল কাজ সম্পন্ন হবে, তখন এতে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না যদি এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তী ঘটনাটি ঘটে থাকে।

৩. মহা নাগের শেষ চেষ্টা: সে আরেকবার প্রতিঘাত হানার চেষ্টা করতে বদ্ধ পরিকর। যদি সম্ভব হয় তাহলে সে এই পৃথিবীতে আবারও তার হীন স্বার্থ উদ্ধার করার চেষ্টা চালাবে। সে এখন তার শক্তি একত্রিত করছে, তার সমস্ত প্রাণশক্তি আবারও ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে, যেন পুরোপুরি হেরে যাওয়ার আগেই সে শেষবারের মত আঘাত হানতে পারে। ষষ্ঠ অন্তিম আঘাত হানার পরই এই ঘটনা ঘটবে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) তার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ও তার হয়ে লড়াই করার জন্য পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতাধরদেরকে সে কী ব্যবহার করে বশীভূত করছে: *ব্যাঙের মত তিনটি না পবিত্র আত্মা বের হল*। একটি বের হল সেই নাগের মুখ থেকে, আরেকটি বের হল পশুর মুখ থেকে, এবং তৃতীয়টি বের হল ভণ্ড ভাববাদীর মুখ থেকে। নরক, খ্রীষ্টারির পার্থিব ক্ষমতা এবং তার আত্মিক ক্ষমতা, এই তিনটি একত্রিত হবে এবং তারা একাধিক হাতিয়ার তৈরি করবে,

যা নারকীয় সহিংসতায় পূর্ণ, যার থাকবে পার্থিব নীতি এবং ধর্মীয় ভণ্ডামি ও প্রতারণা। আর এই সবই একত্রিত হয়ে শয়তানের প্রধান শক্তি হিসেবে শেষ যুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে উপস্থিত হবে।

(২) যে উপকরণের সাহায্যে তারা এই সকল শক্তির সাথে সকল পার্থিব শক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিল: *তারা মন্দ আত্মাদের আত্মা, নানা চিহ্ন-কাজ করে*। তারা নানা মিথ্যা অলৌকিক কাজ সাধন করেছিল। তার সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে, *সেই অধার্মিক ব্যক্তির আগমন শয়তানের কাজ অনুসারে মিথ্যার সমস্ত পরাক্রম ও নানা চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত লক্ষণ সহকারে হবে এবং যারা বিনাশ পাচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে অধার্মিকতার সমস্ত প্রতারণা সহকারে হবে* (২ থিষ ২:৯,১০)। অনেকে মনে করে থাকেন যে, খ্রীষ্টারির পতনের কিছু আগে পোপতন্ত্র বিভিন্ন অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা পাবে এবং এই পৃথিবীর চোখে ধুলো দিয়ে মহা প্রতারণা করবে।

(৩) যুদ্ধক্ষেত্র: হর্‌মাগিদোন নামের একটি স্থান। অনেকের মতে এটি হচ্ছে মেগিদ্দো পর্বত, যার নিকটবর্তী একটি স্রোতধারার পাশেই বারক সীষরা ও তার সমস্ত মিত্র রাজার উপরে বিজয় লাভ করেছিলেন, বিচারকর্তৃকগণ ৫:১৯। এই মেগিদ্দো উপত্যকাতেই যোশিয়কে হত্যা করা হয়েছিল। এই স্থানটি দু'টি ভিন্ন ধরনের ঘটনার কারণে আলোচিত হয়ে আছে, প্রথমটি ঈশ্বরের মণ্ডলীর জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক, এবং পরবর্তীটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু এখন এই স্থানটি হয়ে উঠেছে শেষ লড়াইয়ের ময়দান, যেখানে ঈশ্বরের মণ্ডলী যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এবং চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে। এই যুদ্ধটি করতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য সময় নেওয়ার প্রয়োজন আছে। সেই কারণে ১৯ অধ্যায়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কোন বর্ণনা দেওয়া হয় নি (প্রকাশিত বাক্য ১৯, ২০ অধ্যায়)।

(৪) এই মহা প্রতারণামূলক প্রলোভন থেকে সাবধান থাকার জন্য ঈশ্বর নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তাঁর লোকদেরকে এর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলছেন, পদ ১৫। এই প্রলোভন আসবে আকস্মিকভাবে ও অপ্রত্যাশিতভাবে। সে কারণেই খ্রীষ্টানদেরকে পোশাক পরে ও অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে থাকতে হবে, যাতে করে তারা বিহ্বল ও লজ্জিত হয়ে না পড়ে। যখন ঈশ্বরের স্বার্থ পরীক্ষার মুখে পড়ে এবং তাঁর জন্য লড়াই করার প্রয়োজন হয়, তখন অবশ্যই তাঁর সমস্ত লোকদের উচিত প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উঠে দাঁড়ানো এবং ঈশ্বরের স্বার্থ রক্ষা ও তাঁর প্রতি সেবাকাজ করার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও বাধ্য থাকা।

প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৭-২১ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই সপ্তম ও সর্বশেষ স্বর্গদূত তাঁর হাতের অন্তিম আঘাতের পাত্রটি ঢেলে দিচ্ছেন, বাবিলের চূড়ান্ত পতন ও ধ্বংস সাধনে তাঁর নিজ ভূমিকা পালন করছেন, যা ছিল সর্বশেষ আঘাত। আর এখানেও আগের মতই আমরা দেখতে পাই:-

ক. কোথায় এই আঘাত বা ক্রোধ নাজেল হল: *আকাশের উপরে*, বায়ুর ক্ষমতাধর রাজার উপরে, অর্থাৎ শয়তানের উপরে। তার শক্তি নিরস্ত করা হল, তার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা হল,

সে ঈশ্বরের হাতের শেকলে বন্দী হল। ঈশ্বরের ছোরা তার চোখ ও তার বাহুর উপরে পতিত হয়েছিল। আর তাই তার সাথে সাথে পার্থিব সমস্ত ক্ষমতাও সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু ঈশ্বরের অধীনস্থ হয়ে পড়লো। সে এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টারির স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য এবং বাবিলের পতন প্রতিহত করার জন্য তার সম্ভাব্য সমস্ত চাল খাটিয়েছিল। সে মানুষের উপরে যতভাবে পারে সমস্ত প্রকার প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাদের অন্তরের বিবেক ও বিচার-বুদ্ধি কেড়ে নিয়েছিল, তাদেরর অন্তরকে বিকৃত করেছিল, তাদের হৃদয় কঠিন করেছিল, সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত সুসমাচারের প্রতি তাদের শত্রুতা ও ঘৃণা জাগ্রত করেছিল। কিন্তু এখন তার রাজ্যের উপরে এমন এক অন্তিম আঘাত হানা হয়েছে, যার ফলে কোন কিছুই এখন আর তার কূট অভিসন্ধি সাধন করতে ও তাকে সফলকাম করে তুলতে সক্ষম নয়।

খ. এই আঘাতে প্রতিক্রিয়া কী ছিল:-

১. স্বর্গ থেকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল এবং এ কথা ঘোষিত হল যে, ঈশ্বরের এই মহান কাজ সম্পন্ন হয়েছে। স্বর্গে ঈশ্বরের মণ্ডলী জয়ধ্বনি করতে করতে এই দৃশ্য অবলোকন করেছে ও উল্লাস করেছে। পৃথিবীতে ঈশ্বরের মণ্ডলী এই ঘটনা দেখেছে। আর এখন তা পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

২. পৃথিবীতে শুরু হল এক মহা তাণ্ডব – এক মহা ভূমিকম্প, যা এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, এমনটা এর আগে আর কখনো হয় নি। *পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি কাল থেকে যেরকম কখনও হয় নি, সেই রকম প্রচণ্ড মহা ভূমিকম্প হল*। পৃথিবীর ভিত্তি কেঁপে উঠল এই ভূমিকম্পে, আর এর সাথে যুক্ত হল উপর্যুপরি বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমক।

৩. বাবিলের পতন, যা তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল এবং যাকে বলা হত জাতিসমূহের নগর (পদ ১৯)। এটি সমস্ত জাতিসমূহের উপরে কর্তৃত্ব করতো এবং সমস্ত জাতির উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নগরীটি তার ধর্মকে সাজিয়েছিল যিহূদী ধর্মের কিছু অংশ দিয়ে, কিছুটা পৌত্তলিকতা দিয়ে এবং আংশিক খ্রীষ্টিয় ধর্ম দিয়ে। তাই সে একই সাথে ছিল তিনটি নগরী। ঈশ্বর এখন এই মহা ও মন্দ নগরের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। যদিও তিনি কিছু সময়ের জন্য আপাতদৃষ্টিতে তার সমস্ত প্রতিমাপূজা ও নিষ্ঠুরতার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, তথাপি এখন তিনি তার উপরে তাঁর ভয়ঙ্কর ক্রোধে পূর্ণ আঙ্গুর-রসের পাত্র ঢালতে চলেছেন। তার এই পতন প্রসারিত হবে খ্রীষ্টারির সিংহাসন পর্যন্ত। কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত সব জায়গায় এই পতনের বিস্তার ঘটবে। প্রত্যেক দ্বীপ ও প্রত্যেক পর্বত, যা প্রকৃতি ও পরিবেশ অনুসারে সব সময় নিরাপদে থাকে, তা এই মহা দুর্যোগে উচ্ছিন্ন হবে।

গ. খ্রীষ্ট-বিরোধী শক্তি এতে কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল: যদিও এই আঘাত তাদের উপরে পতিত হয়েছিল এক প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর ঝড়ের মত, যার কারণে নগরের মধ্যস্থিত পাথরগুলো বাতাসে উড়ে উড়ে আবার মাটিতে এসে পড়ছিল, যেন দাঁড়িপাল্লায় তালন্ত মাপা হচ্ছিল, তথাপি তারা মন পরিবর্তন তো করলোই না, উপরন্তু ঈশ্বর তাদেরকে এত বড় আঘাত হানার কারণে ও শাস্তি প্রদানের কারণে তারা তাঁর বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করলো। এখানে

আমরা দেখতে পাই তাদের অন্তরের এক মারাত্মক মহামারী, অবশিষ্ট যে কোন কিছুই চাইতে আরও ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক এক আত্মিক বিচার। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সম্ভাব্য যে দুর্যোগ মানুষের জীবনে ঘটতে পারে, সেটাও তার ভেতরে অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের চেতনা জাগাতে পারে না, যদি না তার ভেতরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ কাজ করে।

২. যারা ঈশ্বরের ন্যায় বিচার দ্বারা উত্তমে পরিণত হয় না, তাদের ভাগ্যে আরও খারাপটাই ঘটে।

৩. পাপে মনকে কঠিন করা ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার জন্য তাঁর ন্যায় বিচারে অবশ্যই নিশ্চিত শাস্তি ও ধ্বংস অপেক্ষা করবে।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ১৭

এই অধ্যায়ে রয়েছে সেই সকল বিষয়ের আরেকটি উপস্থাপনা, এর আগে যা খ্রীষ্টারির মন্দতা ও ধ্বংস প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছিল। এই খ্রীষ্টারিকে আগে উপস্থাপন করা হয়েছিল একটি পশু হিসেবে, আর এখন তাকে প্রকাশ করা হচ্ছে এক মহা বেশ্যা হিসেবে। এখানে আমরা দেখতে পাব:-

ক. এই দুশ্চরিত্রা নারীকে দেখার জন্য প্রেরিত যোহনকে আহ্বান জানানো হয়েছে, পদ ১,২।

খ. তিনি আমাদেরকে বলছেন সে দেখতে কেমন ছিল, পদ ৩-৬।

গ. তার রহস্য যোহনের কাছে ব্যাখ্যা করা হল, পদ ৭-১২। এবং;

ঘ. তার ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী, পদ ১৩-১৮।

প্রকাশিত বাক্য ১৭:১-৬ পদ

এখানে আমরা একটি নতুন দৃশ্য দেখতে পাই, তবে এর বিষয়বস্তু নতুন নয়, কারণ শেষ তিনটি অন্তিম আঘাত হানার সময় যে দৃশ্যপট দেখা গিয়েছিল এটি তারই ভিন্ন রূপ; তবে বর্ণনার ভঙ্গির দিক থেকে তা একেবারেই নতুন। লক্ষ্য করুন:-

১. প্রেরিত যোহনকে আহ্বান জানানো হল যেন তিনি সামনে এগিয়ে এসে যা উপস্থাপিত হচ্ছে তা দেখেন: *এসো, অনেক জলের উপরে বসে আছে যে ঐ মহাবেশ্যা, আমি তোমাকে তার বিচারসিদ্ধ দণ্ড দেখাই*, পদ ১। এক চরম লজ্জার ও অবিশ্বাসের নাম এটি। একজন বেশ্যা [এই অংশে] হচ্ছে এমন একজন নারী, যে বিবাহিতা হয়েও তার স্বামীর বিছানাকে অপবিত্র করেছে, তার যৌবনের উন্মত্ত লালসার রাশ টেনে ধরতে ভুলে গেছে এবং ঈশ্বরের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছে। সে এই পৃথিবীর রাজাদের সাথে ব্যভিচার করেছে, যাদেরকে *সে তার বেশ্যাক্রিয়ার মদে মাতাল করেছে*।

২. তার চেহারা ও পরিচ্ছদ: তা ছিল চাকচিক্যময় ও রংচংয়ে, কতকটা পশুর মত। সেই নারী বেগুনি ও লাল কাপড় পরা এবং সোনা, মূল্যবান মণি ও মুক্তায় ভূষিত, পদ ৪। এখানে পার্থিব সকল প্রকার সম্মান ও সম্পদ, জৌলুস ও গর্বের কথা প্রতীকী অর্থে বলা হয়েছে, যা ইন্দ্রিয় পরায়ণ ও পার্থিব চেতনা সমৃদ্ধ অন্তরের সাথে সবচেয়ে মানানসই।

৩. তার প্রধান আসন ও অবস্থান: সাতটি মাথা ও দশটি শিং আছে এমন একটি পশু। এখানে সহজেই বলা যায় যে, এই পশুটি আসলে রোম, যে শহরের সাতটি পাহাড় রয়েছে

এবং যা প্রতিমাপূজা, স্বেচ্ছাচারিতা ও ঈশ্বরনিন্দা করার জন্য কুখ্যাত।

৪. তার নাম: নামটি লেখা ছিল তার কপালে। সবচেয়ে ঘৃণ্য পতিতাদের কপালে তাদের নাম সম্বলিত একটি চিহ্ন ঝুলিয়ে রাখার রীতি ছিল, যাতে করে সকলে জানতে পারে যে, আসলে সে কী। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) তাকে নামকরণ করা হয়েছে তার বাসস্থানের নামে – মহতী ব্যাবিলন। কিন্তু আমরা যেন আক্ষরিক অর্থে এটিকে সেই প্রাচীন বাবিল বলে ভেবে না বসি সেজন্য আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তার নামে একটি রহস্য রয়েছে। এটি অন্য কোন একটি মহা নগরী, যা প্রাচীন বাবিলের প্রতীক বহন করে।

(২) তাকে নামকরণ করা হয়েছে তার নীচ কাজ ও পেশা থেকে। সে যে শুধু পতিতা ছিল তা-ই নয়, সে ছিল পৃথিবীর সমস্ত পতিতার জননী। সে পৃথিবীর সকল পতিতার জন্ম দিয়েছে এবং তাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছে। সেই সাথে সে পৃথিবীর ঘৃণাস্পদ সকলের জননী। পৃথিবীর যত ভ্রান্ত ধর্ম ও নোংরা কার্যকলাপ, তার সব কিছুরই জন্মদাত্রী ও হোতা হচ্ছে এই মহা বেশ্যা।

৫. তার খাবার: *সেই নারী পবিত্র লোকদের রক্তে ও যীশুর সাক্ষীদের রক্তে* নিজেকে পরিতৃপ্ত করেছে। সে তাদের রক্ত লোভীর মত এত পরিমাণে পান করেছে যে, সে এর কারণে মাতাল হয়েছে। এই রক্ত তার কাছে এতটাই উপভোগ্য ছিল যে, সে যথেষ্ট পরিমাণে খেয়েছে কি না সে বিষয়ে তার কোন হুঁশ ছিল না। সে পরিতৃপ্ত হয়েছে, কিন্তু সন্তুষ্ট হয় নি।

প্রকাশিত বাক্য ১৭:৭-১৩ পদ

এখানে আমরা এই দর্শনের রহস্য উন্মোচিত হতে দেখি। প্রেরিত যোহন এই নারীকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। স্বর্গদূত তাঁকে এই দর্শনটি দেখতে দিয়েছিলেন, কারণ এটি হচ্ছে পূর্ববর্তী দর্শনগুলো সম্পর্কে উপলব্ধি করার মাধ্যম। এই স্বর্গদূত প্রেরিতকে বললেন যে, নারীটি যে পশুর উপরে বসে ছিল তার অর্থ কী। কিন্তু এই কথা ব্যাখ্যা করে বলার পরও এর আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

১. এই পশুটি *ছিল, কিন্তু এখন নেই,* তথাপি আবার আসবে। সে ছিল প্রতিমাপূজা ও নির্যাতনের আসন; এবং এখন নেই, অর্থাৎ সেই প্রাচীন রূপে, পৌত্তলিক রপে আর নেই; কিন্তু তথাপি তা আবার ফিরে আসবে, অর্থাৎ সে সত্যিকার অর্থে তার পৌত্তলিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার রূপ নিয়ে আবির্ভূত হবে, কিন্তু তা আমাদের কাছে ভিন্নভাবে তা উপস্থাপিত হবে। সে অতল গহ্বর থেকে উঠবে (পৌত্তলিকতা ও নিষ্ঠুরতা নরক হতে জাত ঘৃণ্য বস্তু) এবং তারা আবারও তার সেই ধ্বংসস্থানে ফিরে যাবে।

২. এই পশুটির ছিল সাতটি মাথা, যার দ্বৈত তাৎপর্য রয়েছে।

(১) সাতটি পর্বত – যে সাতটি পর্বতের উপরে রোম নগরী দাঁড়িয়ে আছে; এবং

(২) সাতজন রাজা – সাত ধরনের সরকার ব্যবস্থা। রোম নগরী শাসন করতেন একাধারে রাজা, উপদেষ্টা, শাসক মণ্ডলী, শাসনকর্তা, স্বৈরশাসক, পৌত্তলিক সম্রাটগণ, এবং খ্রীষ্টিয় সম্রাটগণ। এদের মধ্যে পাঁচটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করার আগেই। একটি তখন বিদ্যমান ছিল, আর সেটি হচ্ছে পৌত্তলিক সম্রাটের শাসন ব্যবস্থা। আর অন্যটি, অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা তখনো কায়েম হয় নি, পদ ১০। এই পশু, এই পোপতন্ত্র হচ্ছে অষ্টম শাসক এবং সে আবারও পৌত্তলিক শাসনব্যবস্থার সূচনা ঘটাবে।

৩. এই পশুর দশটি শিং ছিল; যেগুলো হচ্ছে দশ জন রাজা, যারা এখন পর্যন্ত রাজ্য পায় নি। তথাপি অনেকের মতে তারা সে পর্যন্ত রাজ্য পাবে না যে পর্যন্ত না রোমীয় সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে না যায়; কিংবা অন্যান্যদের মতে খ্রীষ্টারির রাজত্বের শেষ সময় না ঘনালে তা সম্ভব হবে না, এবং তারা তার সাথে এক ঘণ্টা রাজত্ব করবে। তারা এই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে আছে, যদিও তারা জানে না সুনির্দিষ্টভাবে সময়টি কখন আসবে। তারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে আছে (যা শাসনকর্তাদের অত্যন্ত প্রিয় কাজ), আর তাই পোপতন্ত্র এখন তাদের সমর্থনপুষ্ট।

প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৪-১৮ পদ

এখানে আমরা বাবিলের পতনের একটি বিবরণ দেখতে পাই, যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ক. এই অংশের বর্ণনায় রয়েছে পশু ও তার অনুসারীদের সাথে মেষশাবক ও তাঁর শিষ্যদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার একটি বিবরণ। পশু ও তার সৈন্যবাহিনী আপাতদৃষ্টিতে মেষশাবক ও তাঁর বাহিনীর চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। যে কেউ প্রথম দর্শনে মনে করতে পারে যে, একটি মেষশাবকের নেতৃত্বে এগিয়ে চলা সৈন্যবাহিনী কখনোই বিশাল ও ভয়ঙ্কর লাল নাগের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু,

খ. মেষশাবকই এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন: *মেষশাবক তাদের জয় করবেন*। যে পর্যন্ত না সকল শত্রু খ্রীষ্টের পায়ের নিচে নত হয়, সে পর্যন্ত তিনি অবশ্যই তাদের সকলের উপরে রাজত্ব করতে থাকবেন। তিনি নিশ্চিতভাবে বহু শত্রুর মুখোমুখি হবেন এবং বহু বিরোধিতার সামনে পড়বেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিশ্চিতভাবে বিজয় লাভ করবেন।

গ. এই যুদ্ধে বিজয় লাভের ভিত্তি বা যুক্তি এখানে দেখানো হয়েছে; আর তা হচ্ছে এই:-

১. মেষশাবকের চরিত্র: *তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা*। তিনি তাঁর স্বভাব ও পদমর্যাদা উভয় দিক থেকে সমস্ত প্রাণী ও বস্তুর উপরে চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরায়ণ। পৃথিবী ও নরকের সমস্ত ক্ষমতা তাঁর সম্পূর্ণ অধীনতায় ও তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে।

২. তাঁর শিষ্যদের চরিত্র: *যারা তাঁর সহবর্তী, আহ্বান পেয়েছে ও মনোনীত ও বিশ্বস্ত*। তাদেরকে আহ্বানের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধে মেষশাবকের পক্ষে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। তাদেরকে এই যুদ্ধে লড়াই করার জন্য যোগ্য বলে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং তারা এতে বিশ্বস্ত থাকবেন। এমন একটি সৈন্যবাহিনী এমন একজন সেনাপতির নেতৃত্ব লড়াই করলে নিঃসন্দেহে সারা পৃথিবীর উপরে বিজয় লাভ করবেন।

ঘ. তাদের এই বিজয়ের প্রতি ন্যায্যভাবে গৌরব ও প্রশংসা করা হল।

১. বিপুল পরিমাণ জনতা এই বিজয়ে তাদের গৌরব ও মহিমা করেছিল, যারা এত দিন সেই পশু এবং মহা বেশ্যার অধীনে ছিল। সেই মহা বেশ্যা বসে ছিল (অর্থাৎ তার অবস্থান ছিল) জলের উপরে। সেই জল ছিল সকল ভাষাভাষী অগণিত মানুষ ও জাতিসমূহ। হ্যাঁ, সে শুধু সমস্ত রাজ্যের উপরেই রাজত্ব করে নি, সে সমস্ত রাজা ও শাসনকর্তাদের উপরেও কর্তৃত্ব করেছে, আর তারা ছিল তার অনুগত ও হাতের পুতুলের মত, পদ ১৫,১৮।

২. সেই শক্তিশালী ও কর্তৃত্বপূর্ণ প্রভাব যা ঈশ্বর এই মহান ব্যক্তিদের অন্তরে ও মনে প্রকাশ করেছিলেন। তাদের অন্তর ছিল তাঁর হাতের মুঠোয় এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা মত তাদেরকে পরিচালনা করতে পারেন; কারণ,

(১) তিনি ছিলেন ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছা পরিপূর্ণ করার জন্যই এই রাজারা তাদের রাজ্য সেই পশুকে দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছিল। তারা ঈশ্বরের সম্মতিতেই এই কাজ করতে অগ্রসর হয়েছিল এবং তাদের অন্তর কঠিন করে তুলেছিল।

(২) ঈশ্বরই পরবর্তীতে তাদের অন্তরকে এই মহাবেশ্যার বিরুদ্ধে স্থাপন করেছিলেন, যেন *তারা তাকে ঘৃণা করে এবং তাকে উৎসন্ন ও নগ্ন করে, তার গোশ্‌ত ভোজন করে এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়*। তারা অবশেষে তাদের মূর্খতা উপলব্ধি করতে পারবে এবং বুঝতে যে, কীভাবে তারা পোপতন্ত্রের অধীনে থেকে নিজেদেরকে তার দাসে পরিণত করেছে ও নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। আর তাই তারা প্রতিশোধের উন্মত্ততায় শুধু যে রোমকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাই নয়, তারা এর ধ্বংস সাধনে ঈশ্বরের হাতিয়ার হিসেবে নিজেদেরকে নিবেদন করবে।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ১৮

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. একজন স্বর্গদূত বাবিলের পতন ঘোষণা করছেন, পদ ১,২।

খ. তার পতনের কারণগুলো ঘোষণা করা হচ্ছে, পদ ৩।

গ. যারা ঈশ্বরের নিজের লোক, তাদেরকে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আদেশ করা হচ্ছে (পদ ৪,৫), এবং তার ধ্বংস সাধনের কাজে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, পদ ৬-৮।

ঘ. যারা তার পাপপূর্ণ ভোগ-বিলাস ও লাভের সবচেয়ে বড় অংশীদার ছিল, তারা এই নগরীর জন্য শোক ও শোক করতে লাগল, পদ ৯-১৯।

ঙ. তার এই অমোচনীয় ধ্বংসের দৃশ্য দেখে পবিত্র ব্যক্তিদের মধ্যে মহা আনন্দ ও উল্লাস সূচিত হল, পদ ২০-২৪।

প্রকাশিত বাক্য ১৮:১-৮ পদ

বাবিলের পতন ও ধ্বংস ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে একেবারে অবধারিত হিসেবে স্থির করা হয়েছিল, এবং তা ছিল তাঁর অপরাপর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও গৌরবজনক, তাই এই সকল দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

১. এখানে আমরা দেখি আরেকজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে, যাঁর সাথে রয়েছে মহা ক্ষমতা ও প্রতাপ, পদ ১। তাঁর নিজের যে শুধু আলো ছিল তা নয়, যে আলো তার কথার প্রমাণ হিসেবে সত্য উপস্থাপন করবে; উপরন্তু সেই সাথে তাঁর ছিল এই মহান দায়িত্ব সম্পন্ন করার পূর্ণ ক্ষমতা।

২. সেই স্বর্গদূত বাবিলের ধ্বংসের কথা ঘোষণা করলেন, যা ইতোমধ্যে ঘটতে শুরু করেছে। আর এই ঘোষণা তিনি দিলেন এক জোরালো কণ্ঠে, যেন সকলে সেই ঘোষণা শুনতে পায় এবং দেখতে পায় যে, ঈশ্বর হতে আগত এই মহান আদেশ ঘোষণা করতে পেরে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এখানে আমাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে উপস্থাপন করা হয়েছে পৌত্তলিক বাবিলের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী (যিশাইয় ২১:৯), যেখানে এই শব্দটি বারবার পুনরুক্তি করা হয়েছে: *পড়লো, পড়লো*। অনেকে মনে করেন এর মধ্য দিয়ে দু'টি পতনের কথা বলা হয়েছে, প্রথমটি হচ্ছে তার ধর্মভ্রষ্টতা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার চূড়ান্ত ধ্বংস। আর তারা মনে করেন যে, এই কথাগুলো প্রত্যক্ষভাবে তাদের মতকে সমর্থন যোগায়: *সে*

মন্দ আত্মাদের আবাস, সমস্ত অশুচি আত্মার কারাগার, ও সমস্ত অশুচি ও ঘৃণ্য পাখির কারাগার হয়ে পড়েছে (পদ ২)। কিন্তু এই কথাটি যিশাইয় ২১:৯ পদ থেকেও নেওয়া হয়েছে, এবং তা আপাতদৃষ্টিতে তার পৌত্তলিকতার পাপ ও সে কারণে তার শাস্তি নিয়ে যে খুব একটা কথা বলা হচ্ছে তা মনে হয় না (যাদেরকে প্রকৃতপক্ষে শয়তান বলা হয়েছে)। খুব প্রচলিত একটি ধারণা ছিল এই যে, নাপবিত্র আত্মারা এবং নাপাক ও ঘৃণ্য পাখিরা সাধারণত কোন পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিত ও সেখানেই আস্তানা গাড়তো।

৩. নগরীটির ধ্বংসের কারণ ঘোষণা করা হয়েছে (পদ ৩); কারণ, যদিও ঈশ্বর তাঁর কোন কাজের কৈফিয়ত বা ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য নন, তথাপি তিনি তা খুশি মনেই দেন, বিশেষ করে ঈশ্বরের মহান কর্তৃত্বের সেই সমস্ত বিষয় প্রকাশের প্রাক্কালে, যেগুলো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং সাংঘাতিক। বাবিলের মন্দতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়েছিল; কারণ সে যে শুধু সত্য ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছিল এবং দেব-দেবীর প্রতিমার পূজা করেছিল তাই নয়, বরং সেই সাথে সে সমগ্র মানব জাতিকে ছলে বলে কৌশলে আত্মিক জেনায় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল এবং তার ধন সম্পদ ও বিলাসিতা দিয়ে সে তাদেরকে তার পথে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

৪. যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে করুণা পাওয়ার প্রত্যাশা করে, তাদের সকলকে যথোপযুক্ত সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা শুধু সেই নগরীর মধ্য থেকে বের হয়েই না আসে, সেই সাথে তারা যেন তার ধ্বংস সাধনে সহযোগিতা দান করে, পদ ৪,৫। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) বাবিলের ঈশ্বরের লোকদের বসবাস থাকতে পারে, যারা সত্যিকার অর্থেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

(২) ঈশ্বরের লোকদেরকে বাবিল থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে এবং তাদের কার্যকরভাবে আহ্বান জানানো হবে।

(৩) যারা পা যীশুর লোকদের সাথে তাদের পাপে অংশগ্রহণ করতে চায় তারা অবশ্যই মহামারীতে আক্রান্ত হবে।

(৪) লোকদের পাপের পরিমাণ যখন আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়, তখন ঈশ্বরের ক্রোধ পৃথিবীতে নেমে আসে।

(৫) যদিও ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, তথাপি ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে আহ্বান করে তাঁর হয়ে কাজ করান এবং তাঁর নিজ উদ্ধত ও অবাধ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করেন, পদ ৬।

(৬) ঈশ্বর পাপীদের মন্দতা, গর্ব এবং তাদের কাল্পনিক নিরাপত্তা পরিমাণ করে তাদেরকে সঠিক অনুপাতে শাস্তি প্রদান করবেন, পদ ৭।

(৭) যখন একটি জাতির উপর অকস্মাৎ ধ্বংস নেমে আসে, তখন বিস্ময় তাদের দুর্দশাকে

আরও প্রলম্বিত করে, পদ ৮।

প্রকাশিত বাক্য ১৮:৯-২৪ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. বাবিলের পতনে তার সঙ্গীরা শোক ও শোক করলো। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. কারা ছিল এই মাতমকারী: মূলত তারাই, যারা তার সাথে ব্যভিচার করতো, যারা তার সাথে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখভোগে লিপ্ত থাকতো এবং যারা তার সমস্ত সম্পদ ও বাণিজ্যের অংশীদার ছিল – পৃথিবীর রাজারা ও বণিকরা। পৃথিবীর এই সকল রাজাদের সাথে এই মহতী বাবিল বেশ্যাবৃত্তির আদলে তার প্রতিমাপূজার জালে জড়িয়েছিল এবং তার অধীনস্ত করে ফেলেছিল। সেই নাগপাশ থেকে তাদের আর মুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। তারা ছিল বণিক, অর্থাৎ তারা তার জন্য পৃথিবীতে তার সমস্ত অধার্মিকতা, মন্দতা ও ভ্রষ্টতা বহন করে নিয়ে যেত। তারা সকলেই শোক করবে, কারণ তারা তাদের এই সকল পাপ কাজের মধ্য দিয়ে প্রচুর সম্পদ আহরণ করেছিল।

২. তাদের শোক কেমন ছিল:

(১) তারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা তার কাছে আসার সাহস করে নি। এমন কি বাবিলের বন্ধুরাও তার পতনের সময় তার কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে। যদিও তারা তার পাপের সাথে এবং তার সাথে সকল পাপপূর্ণ আনন্দে অংশীদার হয়েছিল, তথাপি তারা কোনভাবেই তার এই মহা ধ্বংসে তার সাথে নিজেদেরকে অংশীদার করতে চায় নি।

(২) তারা এই ধ্বংস দেখে শোক করেছিল ও মহা ক্রন্দন করেছিল: হায়! হায়! সেই মহানগরী! ব্যাবিলন, সেই পরাক্রান্ত নগরী!

(৩) তারা মাথায় ধুলা ছড়িয়ে কান্নাকাটি ও শোক করতে করতে চিৎকার করছিল, পদ ১৯। তাদের এই সুখময় পাপ ছিল মাত্র কিছু সময়কালের জন্য, এবং তা যন্ত্রণা ও দুঃখের মধ্য দিয়ে শেষ হওয়ারই কথা ছিল। যারা মণ্ডলীর শত্রুদের সাফল্যে আনন্দ করেছে ও বিজয়োল্লাস করেছে, তারা এখন তাদেরই সাথে পতিত হবে। যারা নিজেদেরকে গর্বে ও ভোগ-বিলাসে সবচেয়ে বেশি মত্ত করেছে তারা কোনভাবেই এই এই দুর্যোগ সহ্য করতে পারবে না। তাদের দুঃখ ছিল অবধারিত এবং তাদের পূর্বেকার সকল আনন্দ ও উল্লাসের চেয়েও তা পরিমাণে অনেক বেশি ছিল।

৩. তাদের এই শোক ও শোকের কারণ কী ছিল: এই মাতমের কারণ তাদের পাপ ছিল না, বরং এর কারণ ছিল তাদের শাস্তি। তারা প্রতিমাপূজায়, বিলাসিতায় ও ধার্মিকদের প্রতি অত্যাচারে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করার কারণে শোক করে নি; বরং তারা শোক করেছে এই ধ্বংসে পতিত হওয়ার কারণে এবং তারা যে সকল মহা সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য হারিয়েছে সেসবের কারণে। খ্রীষ্টারির আত্মা হচ্ছে পার্থিব আত্মা, এবং তার দুঃখ বেদনা হচ্ছে পার্থিব

দুঃখ বেদনা। তারা ঈশ্বরের ক্রোধের কারণে শোক করে নি, যা এখন তাদের উপরে পতিত হচ্ছে। বরং তারা শোক করছিল কারণ তারা তাদের সমস্ত পার্থিব আনন্দ ও ভোগ-বিলাসের উৎস হারিয়েছে ফেলেছে। আমরা এখানে এই মহা নগরীর সমস্ত সম্পদ ও পণ্য সামগ্রীর একটি বড় তালিকা দেখতে পাই, যার সমস্ত কিছুই আকস্মিকভাবে হারিয়ে গিয়েছে (পদ ১২,১৩), এবং তা আর কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না (পদ ১৪): *তোমার প্রাণ যে সমস্ত ফল কামনা করতো, তা তোমার কাছ থেকে দূর হয়েছে, এবং তোমার সমস্ত ধন ও জাঁকজমক বিনষ্ট হয়েছে; লোকে তা আর কখনও পাবে না*। ঈশ্বরের মণ্ডলী কিছু কালের জন্য পতনের সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু তা আবারও উত্থিত হবে। কিন্তু বাবিলের পতনকে তুলনা করা যাবে সম্পূর্ণ ছুড়ে ফেলার মত করে, যেভাবে সাদুম ও আমুরাকে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। আত্মিক দুঃখবোধের সাথে আসে সান্ত্বনা, কিন্তু পার্থিব বিষয়ে দুঃখের সাথে যুক্ত হয় দুর্দশা।

খ. বাবিলের অলঙ্ঘনীয় পতনে স্বর্গ ও পৃথিবীতে যে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করা হল তার বিবরণ: বাবিলের নিজের লোকেরা তার জন্য শোক ও শোক করছিল, যে সময় ঈশ্বরের দাসেরা তার এই ধ্বংসে আনন্দ ও উল্লাস করছিলেন, পদ ২০। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. এই উল্লাস ছিল সার্বজনীন ও বিশ্বব্যাপী: স্বর্গ ও পৃথিবী, স্বর্গদূত ও পবিত্র ব্যক্তিগণ সকলেই এই উল্লাসে অংশ নিয়েছিলেন। কারণ সারা পৃথিবীয় ছড়িয়ে থাকা ঈশ্বরের লোকদের জন্য এই ঘটনা যেমন আনন্দজনক ছিল, তেমনি ছিল স্বর্গে ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের জন্যও।

২. কতটা ন্যায্য ও যুক্তিপূর্ণ ছিল এই আনন্দ: অবশ্যই এই আনন্দ ও উল্লাস ছিল ন্যায্য, কারণ:-

(১) বাবিলের পতন ছিল ঈশ্বরের ন্যায্য ধার্মিকতার বিচারের একটি যথাযোগ্য দৃষ্টান্ত। ঈশ্বর সে সময় তাঁর লোকদের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। যিনি প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন, তার সম্মুখে তারা তাদের পাপের বোঝা ভারী করেছে, আর এখন সিয়োনের বিরোধিতাকারীদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার কাল এসে গেছে। যদিও তারা কারও দুর্দশা দেখে আনন্দ করছেন না, তথাপি তারা আনন্দ করছেন ঈশ্বরের গৌরবময় বিচার কাজ অবলোকন করে।

(২) বাবিলের পতন ছিল অলঙ্ঘনীয় ও অমোচনীয়। এই শত্রু তাদেরকে আর কোন যাতনা দেবে না, আর এই ধ্বংসই ছিল তার চিরকালীন চিহ্ন (পদ ২১): *এক শক্তিমান স্বর্গদূত বড় এক পাটি জাঁতার মত একখানি পাথর নিয়ে সাগরে নিক্ষেপ করে বললেন, এর মত মহানগরী বাবিল মহাবলে নিপাতিত হবে, আর কখনও তার উদ্দেশ পাওয়া যাবে না*। এই স্থান আর মানুষের বসবাসের যোগ্য থাকবে না, এখানে আরও কোন ব্যবসা-বাণিজ্য হবে না, কোন বিলাস এখানে ভোগ করা যাবে না, কোন আলো দেখা যাবে না, এখানে থাকবে শুধুই অন্ধকার ও হতাশা, যা তার মহা মন্দতার যথাযোগ্য পুরস্কার। কারণ প্রথমত *তার মায়াশক্তিতে সমস্ত জাতি ভ্রান্ত হত;* আর *দ্বিতীয়ত*, যাদেরকে সে ভ্রান্ত করতে পারে নি,

তাদেরকে সে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছে," পদ ২৪। এমন ঘৃণ্য ও ক্ষমার অযোগ্য পাপের জন্য এমন মহা ধ্বংসই যথোপযুক্ত।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ১৯

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই:-

ক. বাবিলের পতনে স্বর্গদূত ও পবিত্র ব্যক্তিদের বিজয় সঙ্গীতের আরও বিবরণ, পদ ১-৪।

খ. খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর মধ্যকার প্রতীকী বিবাহ ঘোষিত ও সুসম্পন্ন হল, পদ ৫-১০।

গ. মণ্ডলীর মস্তক ও স্বামীর আরেকটি গৌরবময় যুদ্ধযাত্রা ও তাতে সাফল্য অর্জন, পদ ১০-২১।

প্রকাশিত বাক্য ১৯:১-৪ পদ

বাবিলের পতন অলঙ্ঘনীয় বলে নির্ধারিত, সম্পন্নকৃত ও ঘোষিত হয়েছিল বিগত অধ্যায়ে। আর এই অধ্যায়টি শুরু হচ্ছে এই মহানগরীর উপরে এক পবিত্র বিজয় ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে, যে উপলক্ষে এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে: *হে স্বর্গ আনন্দ কর, হে পবিত্র লোকেরা, হে প্রেরিতেরা, ভাববাদীরা, তোমরা তার বিষয়ে আনন্দ কর* (প্রকাশিত বাক্য ১৮:২০)। তারা এখন সেই আহ্বানের উত্তর জানাচ্ছেন। আর এখানে এই প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই:-

১. তাদের ধন্যবাদ জানাবার মাধ্যম: তা ছিল সেই পবিত্র ও সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দ, *হাল্লেলূয়া, পরিত্রাণ ও মহিমা ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই*। এর মধ্য দিয়ে তারা বাবিলের উপর বিজয় ঘোষণা করতে শুরু করলেন এবং এর মধ্য দিয়েই তারা তাদের বিজয় সঙ্গীত শেষ করলেন (পদ ৪)। তাদের প্রার্থনা এখন প্রশংসায় রূপ নিয়েছে, তাদের হোশান্না শেষ হয়েছে হাল্লেলূয়া দিয়ে।

২. তাদের ধন্যবাদ জানানোর কারণ: তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন তাঁর বাক্যের সত্যতার জন্য এবং তাঁর কর্তৃত্বপূর্ণ কাজে ধার্মিকতা ও ন্যায্যতা প্রকাশিত হওয়ার জন্য, বিশেষভাবে এই মহান ঘটনায় – বাবিলের ধ্বংস সাধনে, যে ছিল প্রতিমাপূজা, লাম্পট্য ও নিষ্ঠুরতার প্রসূতি, সেবিকা ও আশ্রয়দাত্রী (পদ ২)। আর তাকে ধ্বংস করার কারণে স্বর্গীয় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় তারা কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, *পরিত্রাণ, গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম আমাদের প্রভুরই*।

৩. তাদের এই প্রশংসা ধ্বনির প্রতিক্রিয়া: যখন স্বর্গদূতেরা ও পবিত্র ব্যক্তিবর্গ চিৎকার করে বলছিলেন হাল্লেলুইয়া, সে সময় বাবিল নগরীর ধ্বংসস্তূপে আগুন সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্করভাবে জ্বলতে শুরু করলো এবং *যুগপর্যায়ের যুগে যুগে সেই পতিতার ধোঁয়া উঠছে*, পদ ৩। আমাদের পরিত্রাণ সব সময় অটুট থাকার ও সুসম্পন্ন হওয়ার সবচেয়ে নিশ্চিত

উপায় হচ্ছে, ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানানো। আমাদের যা আছে তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করা হচ্ছে এর পরে তিনি আমাদের জন্য যা কিছু করবেন সেসবের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী উপায়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রার্থনা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধকে জাগিয়ে তোলে।

৪. এই বিজয় সঙ্গীতে স্বর্গদূত ও পবিত্র ব্যক্তিদের মধ্যকার অনুগ্রহপূর্ণ ঐক্য ও সাম্য প্রকাশিত হয়েছে, পদ ৪। মণ্ডলীসমূহ ও তাদের পরিচর্যাকারীরা এই সুমধুর সুর প্রথমে স্বর্গদূতদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনেছেন এবং এরপরে তারা নিজেরাই তাদের কণ্ঠে তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তারা নিজেদেরকে নত করে ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণিপাত করেছেন, তাঁর উপাসনা করেছেন ও উচ্চকিত স্বরে বলেছেন, *আমেন, হাল্লেলুইয়া*।

প্রকাশিত বাক্য ১৯:৫-১০ পদ

বিজয়-সঙ্গীতটি সমাপ্ত হল এবং একটি উঢ়রঃযধষধসরঁস অর্থাৎ বিবাহ-সঙ্গীত শুরু হল, পদ ৬। এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. স্বর্গীয় সঙ্গীতের ঐকতান। এই সমবেত সঙ্গীতটি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রচণ্ড তীব্র, *বড় লোকারণ্যের কোলাহল ও অনেক জলের কল্লোল ও প্রবল মেঘ-গর্জনের মত*। ঈশ্বর তাঁর প্রশংসায় ভয়াবহ। স্বর্গে কখনো তাল ও লয়ের বিচ্যুতি ঘটে না। প্রভাতী তারকারাজি একসাথে গান গায়। তাদের বীণার সুর কম্পিত হয় না, তাদের সুরে ব্যত্যয় ঘটে না, বরং শোনা যায় শুধুই নিখুঁত ও শুদ্ধ সুর।

খ. তাদের এই সঙ্গীতের উপলক্ষ: তাদের এই সমবেত সঙ্গীতটির উপলক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রশংসা করা, যিনি তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা তাঁর মণ্ডলীকে উদ্ধার করেছেন এবং এখন তিনি সকলের সম্মুখে নিজের কাছে তাকে আসতে দিচ্ছেন: *মেষশাবকের বিয়ে উপস্থিত হল*, পদ ৭। অনেকে মনে করে থাকেন এখানে বোঝানো হয়েছে যিহূদীদের মন পরিবর্তনের কথা, যার কারণে বাবিলের পতন তরান্বিত হয়েছিল বলে তারা মনে করেন। অন্যদের মতে এখানে সার্বজনীন পুনরুত্থানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। এখন:-

১. এখানে আমরা কনের একটি বর্ণনা দেখতে পাই। সে কী রূপে আবির্ভূত হল তা আমরা এখানে জানতে পারি। সে বেশ্যাদের জননীর মত কোন চাকচিক্যময় বা চটকদার পোশাক পরে নি, বরং সূক্ষ্ম মসীনা সুতার তৈরি সাদা ও পরিষ্কার কাপড় পরেছে, যা পবিত্র ব্যক্তিদের ধার্মিকতার প্রতীক। খাঁটিত্ব, নিষ্কলঙ্কতা ও সজীবতার চিহ্ন সাদা আলখেল্লা, যা প্রকাশ করে তার শুচিতা ও সার্বজনীন পবিত্রতা। সে তার সাদা পোশাক মেষশাবকের রক্তে ধুয়ে নিয়েছে ও তা শুভ্র করেছে। সে নিজে কোন মূল্য পরিশোধ করে এই সকল পোশাক ও আবরণ ক্রয় করে নি, বরং সে তা পেয়েছে দয়াময় প্রভুর অনুগ্রহের উপহার হিসেবে।

২. বিবাহ ভোজ, যা সম্পর্কে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি (মথি ২২:৪ পদের মত করে)

। তথাপি যাদেরকে এতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের সকলের এতে আনন্দিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। একটি ভোজ সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা ঈশ্বরের সত্য বাক্য, পদ ৯। এই প্রতিজ্ঞা উন্মোচিত হয়েছে, প্রয়োগকৃত হয়েছে, সীলমোহরকৃত হয়েছে এবং ঈশ্বরের আত্মা কর্তৃক সাধিত হয়েছে। তা সম্পন্ন করা হয়েছে পবিত্র আত্মার ক্ষমতাবলে। এই বিবাহ ভোজের পুরো অংশই হচ্ছে কনে, মেষশাবকের স্ত্রী। তারা এক দেহ হয়ে ভোজন করেছে এবং এক আত্মা হয়ে পান করেছে। তারা কোন সাধারণ দর্শনার্থী বা অতিথি নয়, বরং তারাই এই মহা ভোজের প্রাণস্বরূপ, তারা খ্রীষ্টের পবিত্র আত্মিক দেহ।

৩. এই দর্শন দেখার সময় প্রেরিত যোহনের অন্তরে এক অভাবনীয় আনন্দের সঞ্চার ঘটেছিল। তিনি সেই স্বর্গদূতের পায়ের উপর পড়ে গেলেন এবং তাকে প্রণিপাত করলেন, কারণ হয়তোবা তাঁর কাছে সেই স্বর্গদূতকে একজন সৃষ্টজীবের চাইতে আরও বেশি কিছু মনে হচ্ছিল, কিংবা স্বর্গদূত তাকে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) তিনি স্বর্গদূতকে কী সম্মান দিয়েছিলেন: তিনি তাঁর পায়ে পড়লেন ও তাঁকে প্রণিপাত করলেন। এই ভঙ্গিটি ছিল পবিত্র উপাসনার একটি ভঙ্গি, যথাযথ ভক্তি ও সম্মান প্রকাশের একটি ভঙ্গি।

(২) কীভাবে স্বর্গদূত তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সেই সাথে তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন: "*দেখো, এমন কাজ করো না;* তুমি কী করছো ভেবে দেখ, কারণ তুমি যা করছো তা ভুল।"

(৩) তিনি তাঁর এই প্রত্যাখ্যানের এক যথাযোগ্য কারণ দেখালেন: "*আমি তোমার সহদাস এবং তোমার যে ভাইয়েরা যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাদেরও সহদাস*। আমি একজন সৃষ্টজীব মাত্র, পদমর্যাদার দিক থেকে তোমরাই সম পর্যায়ের, যদিও স্বভাবগত দিক থেকেই সমান নই। আমি একজন স্বর্গদূত ও ঈশ্বরের দূত হিসেবে যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করি। আমার দায়িত্ব হল তাঁরই জন্য সাক্ষী হওয়া এবং তাঁর কথা সত্যায়ন করা। আর তুমি একজন প্রেরিত, যার রয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী দানের রূহ্, যার মধ্য দিয়ে তুমি সেই একই সাক্ষ্য দান করে থাক। সেই কারণে আমরা দু'জনে ভাই ও সহদাস।"

(৪) তিনি প্রেরিতকে সত্য ও একমাত্র উপাসনার পাত্র, তথা ঈশ্বরের প্রতি নির্দেশ করলেন: "*ঈশ্বরকেই সেজ্‌দা কর*, কেবল তাঁকেই, অন্য আর কাউকে নয়।" এই কথাটি যেমন পোপতন্ত্রের রুটি, আঙ্গুর-রস, সাধু-সন্ত ও স্বর্গদূতদের প্রতি উপাসনা বন্দেগি করার চর্চাকে অপরাধ বলে অভিযুক্ত করে, তেমনিভাবে অভিযুক্ত করে সোকিনীয় (ঝড়পরহরধহং) ও এ্যারিয়ানদের (অৎরধহং) চর্চাকেও, যারা বিশ্বাস করে না যে, খ্রীষ্টের সত্যিকার অর্থে কোন ঈশ্বরীয় সত্তা ও প্রকৃতি রয়েছে, কিন্তু তথাপি ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য সহকারে তাঁর উপাসনা করে। আর এটাই দেখায় যে, তারা তাদের নিজেদের কাজের প্রতি সমর্থন দানের জন্য যে সকল যুক্তি ও অজুহাত দেখিয়ে থাকে সেগুলো আসলে শুকিয়ে যাওয়া পাতার মত। তাই

তারা স্বর্গ হতে আগত একজন দূত কর্তৃক প্রতিমাপূজার দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১-২১ পদ

যিহূদী জাতির মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর মাঝে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়া মাত্রই মণ্ডলীর মস্তক ও স্বামী খ্রীষ্টকে একটি নতুন অভিযাত্রায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হল, যা আপাতদৃষ্টিতে সেই মহা যুদ্ধ, যা হরমাগিদোনে অনুষ্ঠিত হবে, যার সম্পর্কে প্রকাশিত বাকী ১৬:১৬ পদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আর এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. এই মহান অধিনায়কের বর্ণনা:-

১. তাঁর সাম্রাজ্যের সিংহাসন: এই সিংহাসনের অবস্থান স্বর্গে। তাঁর সিংহাসন স্বর্গীয় সিংহাসন এবং তাঁর সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বও স্বর্গীয় ও পবিত্র।

২. তাঁর যুদ্ধসজ্জা: তাঁর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে একটি সাদা রংয়ের ঘোড়ার উপর বসে থাকা অবস্থায়, যা তাঁর ধার্মিকতা ও পবিত্রতাকে প্রকাশ করে এবং সেই সাথে তাঁর অবশ্যম্ভাবী সাফল্যকে প্রকাশ করে।

৩. তাঁর গুণাবলী: তিনি তাঁর সকল চুক্তি ও প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত এবং সত্যময়, তিনি তাঁর সকল বিচার কাজ ও সামরিক অভিযাত্রায় ন্যায়পরায়ণ, তাঁর শত্রুদের সকল শক্তিমত্তা ও যুদ্ধ কৌশলের প্রতি তাঁর রয়েছে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর রয়েছে এক ব্যাপক বিস্তৃত সাম্রাজ্য, বহু রাজ্য, বহু রাজমুকুট, কারণ তিনি রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু।

৪. তাঁর বর্ম: তাঁর যুদ্ধের বর্ম হচ্ছে রক্তে ডুবানো একটি কাপড়। হতে পারে এটি তাঁর নিজ রক্ত, যার দ্বারা তিনি এই মধ্যস্থতাকারী পদমর্যাদা ক্রয় করেছেন, কিংবা হতে পারে তাঁর শত্রুদের রক্ত, যাদের উপরে তিনি বিজয় লাভ করেছেন।

৫. তাঁর নাম: "ঈশ্বরের বাক্য," যে নামে তিনি এক কথা সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠতে পারেন। আমরা জানি যে, ঈশ্বরের এই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিখুঁত ব্যক্তিসত্তা কোন মানুষের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

খ. যে সেনাবাহিনীকে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন (পদ ১৪): সেই সৈন্যবাহিনী ছিল অত্যন্ত বি-শাল, যা বহু সৈন্যের সমাবেশে গঠিত হয়েছিল। স্বর্গদূত ও পবিত্র ব্যক্তিরা তাঁর অধীনে চলছিলেন এবং তারা তাদের যুদ্ধসজ্জায় তাঁর প্রতিকৃতি প্রকাশ করছিলেন। তাঁর বর্ম ছিল পবিত্রতা ও ধার্মিকতা। তারা ছিলেন নির্বাচিত, আহ্বান প্রাপ্ত এবং বিশ্বস্ত।

গ. তাঁর যুদ্ধের হাতিয়ার: তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে আসা একটি ধারালো ছোরা (পদ ১৫)। এই ছোরা দিয়ে তিনি জাতিদেরকে আঘাত করেন। হতে পারে এটি তাঁর লিখিত বাক্যের হুমকি, যা তিনি এখন সম্পন্ন করতে চলেছেন। কিংবা হতে পারে এটি তাঁর আদেশ সূচক বাক্য, যার দ্বারা তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যেন তারা তাঁর ও তাদের

শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, যে শত্রুদেরকে এখন ঈশ্বরের ক্রোধের পেষণ-কুণ্ডে ফেলা হয়েছে, যেন তারা তাঁর পায়ের নিচে পিষ্ট হয়।

ঘ. তাঁর কর্তৃত্বের চিহ্ন: তাঁর যুদ্ধের পোশাক ও সজ্জা তাঁর কর্তৃত্ব বহন করছিল। তাঁর পরিচ্ছদে ও ঊরুদেশে এই নাম লেখা আছে– “রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু।” এই উপাধি তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রকাশ করে এবং এই যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করে, পদ ১৬।

ঙ. আকাশে উড়ে যাওয়া সমস্ত পাখিদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যেন তারা সকলে আসে এবং এই যুদ্ধ অবলোকন করে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা ধ্বংসস্তূপের মহা ভোজে জমায়েত হয় (পদ ১৭,১৮)। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, ঈশ্বরের মণ্ডলীর শত্রু হিসেবে যারা অবতীর্ণ হবে, তারা পাখির শিকারে পরিণত হবে এবং সারা পৃথিবী এই কারণে আনন্দ ও উল্লাস করবে।

চ. যুদ্ধে অংশগ্রহণ। শত্রুপক্ষ মহা ভয়ে প্রকম্পিত হল। এরা ছিল পৃথিবীর সেই সকল রাজা ও তাদের সৈন্যরা, যারা সেই পশুর অধীনে একত্রিত হয়েছিল। পৃথিবী ও নরকের শক্তি এক হয়েছে, যেন তারা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে স্বর্গকে পরাজিত করতে পারে, পদ ১৯।

ছ. মণ্ডলীর মহান ও গৌরবময় মস্তক কর্তৃক বিজয় অর্জিত হল: সেই পশু ও ভণ্ড ভাববাদী, শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীর প্রধানদেরকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হল। এদের মধ্যে সেই ব্যক্তিরা, যারা মানুষকে তাদের ক্ষমতা দিয়ে বিপথে নিয়েছিল এবং যারা তাদের মন্দ নীতি ও মিথ্যা কথা দিয়ে মানুষকে ভুলিয়েছিল। এদেরকে ধরে জ্বলন্ত আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হবে, যেন তারা ঈশ্বরের মণ্ডলীকে আর কোনভাবেই যন্ত্রণা ও পীড়ন দিতে না পারে। আর তাদের অনুসারীরা, তারা হোক কর্মকর্তা বা সাধারণ সৈন্য, তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রেই হত্যা করা হবে এবং তারা আকাশের উড়ে বেড়ানো পাখিদের খাবার হবে। যদিও স্বর্গীয় প্রতিশোধ মূলত সেই পশুর উপরে এবং ভণ্ড ভাববাদীর উপরে পতিত হবে, তথাপি তাদের জন্য কোন অজুহাতই খাটবে না যারা তাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করেছে এবং তাদের আদেশ মান্য করেছে। যেহেতু তারা তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে, সে কারণে তাদেরকে অবশ্যই তাদের সাথে ধ্বংস ও পতিত হতে হবে। অতএব এখন রাজাগণ! বিবেচক হও; পৃথিবীর বিচারকগণ! শাসন গ্রহণ কর। পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও, কারণ ক্ষণমাত্রে তাঁর ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে

(গীত ২:১০,১২।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ২০

এই অধ্যায়টিকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ অংশ হিসেবে। খুব সম্ভবত এই অংশে বর্ণিত বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত সম্পন্ন করা হয় নি। সে কারণেই আমরা যদি সাধারণভাবে এই অংশগুলো পর্যবেক্ষণ করি এবং এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের বিচার বিবেচনা ও অভিমত আরোপ করার চেষ্টা না করি, তাহলে সেটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এখানে আমরা যে সকল ঘটনার বিবরণ দেখতে পাই তা হচ্ছে:-

ক. এক হাজার বছরের জন্য শয়তানকে বেঁধে ফেলা হল, পদ ১-৩।

খ. একই সময়কালের জন্য খ্রীষ্ট তাঁর পবিত্র ব্যক্তিবর্গের সাথে রাজত্ব করলেন, পদ ৪-৬।

গ. শয়তানকে মুক্ত করে দেওয়া হল এবং ঈশ্বরের মণ্ডলীর সাথে গোগ ও মাগোগের যুদ্ধ সংঘটিত হল, পদ ৭-১০।

ঘ. শেষ বিচারের দিন, পদ ১১-১৫।

প্রকাশিত বাক্য ২০:১-১০ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. শয়তানকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধরে বেঁধে ফেলা হল, যাতে করে সেই সময়ে সে তার ক্ষমতা ও শক্তি ব্যবহার করতে না পারে এবং মণ্ডলী আগের যে কোন সময়ে চাইতে শান্তিতে অবস্থান করতে পারে। এই পৃথিবীতে সুসমাচারের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে শয়তানের শক্তি ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয়েছিল। আর পৃথিবীর সাম্রাজ্যগুলো খ্রীষ্টিয় ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়াতে তার শক্তি আরও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। আর প্রতীকী বাবিলের ধ্বংসের কারণে তার পতন ধ্বংসের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু তারপরও নাগের মাথা অনেক এবং যখন তার একটি মাথা আহত হয় তখন আরেকটিতে থাকে ফিরে ছোবল দেওয়ার ক্ষমতা। এখানে আমরা তার ক্ষমতাকে আরও সীমাবদ্ধ করে ফেলা ও হ্রাস করার বর্ণনা পাই। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. শয়তানকে বাঁধার এই দায়িত্ব কাকে দেওয়া হয়েছিল: স্বর্গ থেকে নেমে আসা একজন স্বর্গদূতকে। খুব সম্ভবত এই স্বর্গদূত আর কেউ নন, স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট। তাঁর বর্ণনা থেকে অন্য কারও কথা ধারণা করা বেশ কষ্টসাধ্য। তিনিই সেই ব্যক্তি, যার ক্ষমতা আছে বলবান বীরকে বাঁধার, তাকে ছুড়ে ফেলবার ও তার সমস্ত সম্পদ ধ্বংস করে দেওয়ার। সেই

কারণে তিনি নিশ্চয়ই তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

২. এই কাজ করতে গিয়ে যে সকল পন্থা অবলম্বন করেছেন: তাঁর হাতে রয়েছে একটি শেকল এবং একটি চাবি। একটি বড় শেকল, যা দিয়ে শয়তানকে বাঁধা যাবে এবং সেই কারাগারের চাবি, যেখানে তাকে বন্দী করে রাখা হবে। খ্রীষ্ট কখনোই শয়তানের ক্ষমতা ধ্বংস করতে গিয়ে উপযুক্ত উপকরণ ও শক্তির অভাব অনুভব করেন না, কারণ তাঁর হাতে রয়েছে স্বর্গের সমস্ত ক্ষমতা ও নরকের চাবি।

৩. তিনি তাঁর এই কাজটি সম্পাদন করলেন, পদ ২,৩।

(১) তিনি সেই নাগকে, সেই সর্পকে ধরলেন, যাকে বলা হয় দিয়াবল [অপবাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ]। নাগের শক্তিমত্তা, কিংবা সর্পের ধূর্ততা, কোন কিছুই তাকে খ্রীষ্টের হাত থেকে বাঁচানোর মত যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। সে তাঁর হাতে ধরা পড়লো এবং বন্দী হল।

(২) তিনি তাকে অতল গর্তে ফেলে দিলেন, তাকে সজোরে ও ন্যায্য প্রতিশোধ নিয়ে ছুড়ে ফেললেন, যার তার একান্ত নিজস্ব স্থান এবং তার কারাগার। এখান থেকেই তাকে এক সময় বেরিয়ে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং মণ্ডলীকে বিশৃঙ্খলায় ফেলতে ও জাতিসমূহকে ধোঁকা দিতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার সেই বন্দীশালায়। সেখানে তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।

(৩) তাকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং তাতে সীলমোহর করে দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্ট বন্ধ করলে কেউ তা খুলতে পারে না। তিনি তাঁর নিজ ক্ষমতায় তা বন্ধ করেছেন, নিজ কর্তৃত্বে তা সীলমোহর করেছেন এবং তাঁর এই তালা ও সীলমোহর শয়তান নিজেও কখনো ভেঙ্গে খুলতে পারবে না।

(৪) শয়তানের বন্দী থাকার সময়কাল আমরা জানতে পেরেছি: *এক হাজার বছর*। এই সময় পার হয়ে গেলে পর তাকে আবারও সংক্ষিপ্ত একটি সময়কালের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। মণ্ডলীর অবশ্যই একটি গ্রহণযোগ্য শান্তি ও সমৃদ্ধির সময় পার করার সুযোগ পাবে, কিন্তু তার পরীক্ষার কাল এখনো শেষ হয়ে যায় নি।

খ. একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পবিত্র ব্যক্তিরা রাজত্ব করবেন, ঠিক যে সময়টাতে শয়তান বন্দী অবস্থায় থাকবে (পদ ৪-৬), এবং এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. যারা এই মহা সম্মান লাভ করেছিলেন তাঁরা কারা ছিলেন: যারা খ্রীষ্টের জন্য কষ্টভোগ করেছিলেন এবং যারা সকলে বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা করেছেন, তাঁর অনুগত ছিলেন, সেই পশুর চিহ্ন ললাটে গ্রহণ করেন নি, তার মূর্তির পূজা করেন নি। তাঁরা সকলে নিজেদেরকে সকল প্রকার পৌত্তলিক ও পোপীয় মূর্তিপূজা থেকে বিরত রেখেছিলেন।

২. তাঁদের উপরে যে সম্মান আরোপিত হল:-

(১) তাঁদেরকে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত করা হয়েছিল এবং পুনরায় জীবন দান করা

হয়েছিল। এটি নেওয়া যেতে পারে আক্ষরিক অর্থে কিংবা রূপক অর্থে। তাঁরা সকলে নাগরিক ও রাজনৈতিক অর্থে মৃত ছিলেন, তাই তাঁদের রাজনৈতিক একটি পুনরুত্থান ঘটেছিল। তাঁদের স্বাধীনতা ও অধিকার পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

(২) সিংহাসন ও বিচার করার ক্ষমতা তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন মহা সম্মান, আগ্রহ ও কর্তৃত্বের অধিকারী। আমি মনে করি এই সকল বৈশিষ্ট্য যতটা না পার্থিব তার চেয়ে বেশি ছিল আত্মিক।

(৩) তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে এক হাজার বছর রাজত্ব করলেন। যারা খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ করবে তাঁরা তাঁর সাথে রাজত্ব করবে। তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে তাঁরই আত্মিক ও স্বর্গীয় রাজ্যে রাজত্ব করবেন। জ্ঞানে, ধার্মিকতায় ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে এক অনবদ্য গুণের সমাহারে ভূষিত হয়ে তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে রাজত্ব করবেন, যে সকল গুণের পরিচয় তাঁরা পৃথিবীর জীবদ্দশায় পান নি। একেই বলা হয়েছে প্রথম পুনরুত্থান, যা পাবেন শুধুমাত্র যারা খ্রীষ্টের জন্য পরিচর্যা কাজ করেছেন এবং তাঁর জন্য পৃথিবীতে কষ্টভোগ করেছেন তারা, অন্য আর কেউ নন। আর অন্যদিকে মন্দরা উত্থিত হবে না এবং তাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা হবে না, যে পর্যন্ত না শয়তানকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। এটিকে একটি পুনরুত্থান বলা যেতে পারে, যেহেতু যিহূদীদের মন পরিবর্তনকে বলা হয়েছে *মৃত্যু থেকে জীবন লাভ*।

৩. ঈশ্বরের দাসদের আনন্দ ও সুখের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) তারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও পবিত্র, পদ ৬। একমাত্র তারাই অনুগ্রহ পেতে পারে যারা পবিত্র; আর যারা পবিত্র তারা সকলে অনুগ্রহের অধিকারী। এরা ছিলেন ঈশ্বরের পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে প্রথমজাত ফলস্বরূপ এবং তাদেরকে তিনি সেভাবেই আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ দান করেছিলেন।

(২) তারা দ্বিতীয় মৃত্যুর ক্ষমতা থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। প্রথম মৃত্যু সম্পর্কে আমরা কিছু বিষয় জেনেছি এবং তা ভয়াবহ। কিন্তু আমরা জানি না এই দ্বিতীয় মৃত্যু কী। এই মৃত্যু নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। এটি হচ্ছে আত্মার মৃত্যু, ঈশ্বরের সাথে চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ। প্রভু আমাদের এখনই জানতে দেন নি যে, সেই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কেমন হতে পারে। যাদের আত্মিক পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা সকলে দ্বিতীয় মৃত্যুর ক্ষমতার আওতা থেকে মুক্ত।

গ. মণ্ডলীর দুর্দশার দিন আবার ফিরে আসার বর্ণনা এবং সেই সাথে একটি মহা লড়াইয়ের বিবরণ, যা ছিল অত্যন্ত তীব্র, সংক্ষিপ্ত, কিন্তু চূড়ান্ত। লক্ষ্য করুন:-

১. বহু কাল ধরে শয়তানের উপরে যে বন্দীত্বের শেকল চেপে বসে ছিল, তা সরিয়ে ফেলা হল। যে পর্যন্ত এই পৃথিবী টিকে থাকবে, সে পর্যন্ত এর মাঝে শয়তানের ক্ষমতা পুরোপুরি ধ্বংস করা হবে না। তার ক্ষমতা সীমিত বা হ্রাস করে ফেলা হবে, কিন্তু তারপরও তার এমন কিছু কিছু বিষয়ে সক্ষমতা থাকবে যার দ্বারা সে ঈশ্বরের লোকদেরকে ক্রমাগতভাবে পীড়ন দিয়ে যাবে।

২. শয়তানকে মুক্ত করে দিতে না দিতেই সে তার পুরানো কাজে আবার ফিরে গেল। সে জাতিদেরকে প্রবঞ্চনা করতে শুরু করল এবং পবিত্র ব্যক্তিবর্গ ও ঈশ্বরের দাসদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাদেরকে উসকে দিতে শুরু করল। তারা এই মন্দ কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য যেমন প্ররোচিত হল (কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল এই কাজটি অত্যন্ত উত্তম, যেখানে তা ছিল নিতান্তই মন্দ একটি কাজ) তেমনি তারা এর ফলাফল অনুমান করেও আগ্রহী হল। তারা ভাবল তারা নিশ্চয়ই বিজয়ী হবে, কিন্তু আসলে সেই দিনটিই ছিল তাদের পরাজয়ের দিন।

৩. তার শেষ চেষ্টাটি ছিল এক প্রাণপণ চেষ্টা। তাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তা আপাতদৃষ্টিতে আগের চাইতে আরও অধিক ও অসীম ছিল। এখন তাকে অনুমতি দেওয়া হল যেন সে পৃথিবীর চার কোণে তার অনুসারীদেরকে পাঠাতে পারে। তাদের মধ্য দিয়ে শয়তান আহ্বান করায় একটি মহা সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠল, যাদের সংখ্যা ছিল সমুদ্রের বালুকণার মত অসংখ্য, পদ ৮।

৪. সেই নাগের অধীনে যে সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠল তাদের অধিনায়কদের নাম এখানে আমরা পাই: গোগ ও মাগোগ। আমাদের এ বিষয়ে অতিরিক্ত কৌতূহলী হওয়ার প্রয়োজন নেই যে, এই নামের মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ ক্ষমতার কথা বোঝানো হয়েছে কি না, যেহেতু এই সৈন্যবাহিনী জড়ো করা হয়েছিল সারা পৃথিবী থেকে। এই নামগুলো পবিত্র শাস্ত্রের অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়। মাগোগের কথা আমরা দেখতে পাই আদিপুস্তক ১০:২ পদে। সে ছিল যিপ্তহের পুত্রদের মধ্যে একজন এবং সে সিরিয়া দেশে বসতি স্থাপন করেছিল। গোগ ও মাগোগের কথা একসাথে আমরা দেখতে পাই কেবল মাত্র যিহিস্কেল ৩৮:২ পদে, যেখানে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ আছে, যার সাথে প্রকাশিত বাক্যের এই অংশের বহুলাংশে মিল রয়েছে।

৫. আমরা এই বিশাল সৈন্যসমাবেশের অগ্রসর হওয়া এবং সামরিক অভিযানে লিপ্ত হওয়ার বিবরণ পাই (পদ ৯): *তারা বিস্তীর্ণ পৃথিবীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পবিত্র লোকদের শিবির এবং প্রিয় নগরটি ঘেরাও করলো*, অর্থাৎ পবিত্র যিরূশালেম নগরী, যেখানে ঈশ্বরের লোকদের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান স্বার্থটি গচ্ছিত আছে, এ কারণেই বলা হয়েছে *প্রিয় নগর*। পবিত্র ব্যক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনীর কথা এমনভাবে বোঝানো হয়েছে যেন তারা নগর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং নগরের সামনে দাঁড়িয়ে তা রক্ষা করার জন্য অবস্থান নিয়েছেন। তারা যিরূশালেমে তাদের শিবির বসিয়েছিলেন। কিন্তু শত্রুদের সৈন্যবাহিনী মণ্ডলীর সৈন্যবাহিনীর চেয়ে পরিমাণের দিক থেকে বহু গুণে বেশি ছিল, যে কারণে তারা পুরো শহর ঘেরাও করে ফেলল।

৬. আমাদের জন্য এই অংশে যুদ্ধের একটি বিবরণ রয়েছে: তখন স্বর্গ থেকে আগুন পড়ে তাদের গ্রাস করলো। এভাবেই গোগ ও মাগোগের ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে (যিহি ৩৮:২২): *আমি তার উপরে, তার সকল সৈন্যদলের ও তার সঙ্গী অনেক জাতির উপরে ভীষণ বৃষ্টি ও বড় বড় শিলাবৃষ্টি, আগুন ও গন্ধক বর্ষণ করবো*। ঈশ্বর অবশ্যই এক

মহান ও গৌরবময় উপায়ে তাঁর বিরুদ্ধে শয়তানের এই যুদ্ধে তাকে পরাজিত করবেন এবং বিজয় তাঁরই হবে।

৭. মহা শত্রু শয়তানের চূড়ান্ত পতন ও তার শাস্তি: তাদের ভ্রান্তিজনক দিয়াবলকে আগুন ও গন্ধকের হ্রদে নিক্ষেপ করা হল। তার সাথে আরও নিক্ষেপ করা হল তার দুই দোসরকে, সেই পশু এবং ভণ্ড ভাববাদী, স্বৈরাচার এবং প্রতিমাপূজাকারীকে। আর এখন তাদেরকে কোন সংক্ষিপ্ত বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দী করা হয় নি, বরং চিরকালের জন্য তাদেরকে নরকে বন্দী করা হয়েছে, যেখানে তারা যুগের পর যুগ ধরে দিনরাত যন্ত্রণা ভোগ করবে।

প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫ পদ

শয়তানের রাজ্যের পরিপূর্ণ ধ্বংস সাধিত হওয়ার মধ্য দিয়েই আমরা প্রবেশ করেছি শেষ বিচারের দিনের বর্ণনায়, যা প্রত্যেক মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য নির্ধারণ করবে। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারি যে, অবশ্যই এই শেষ বিচার অনুষ্ঠিত হবে, যখন আমরা এই পৃথিবীর রাজাকে বিচারিত হতে দেখব, যোহন ১৬:১১। এটি এক মহান দিন, সেই মহিমান্বিত দিন, যে দিন সকলে খ্রীষ্টের বিচার-আসনের সম্মুখে উপস্থিত হবে। প্রভু আমাদেরকে দৃঢ় ও নিশ্চিতভাবে এই শিক্ষায় বিশ্বাস করতে আদেশ দিয়েছেন যে, বিচারের এই মুহূর্ত অবশ্যই আমাদের জীবনে এসে উপস্থিত হবে। এটি এমন এক শিক্ষা যা শাসনকর্তা ফীলিক্সকে ভীত ও কম্পিত করেছিল। এখানে আমরা এই শেষ বিচারের দিনের একটি বর্ণনা দেখতে পাই। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. আমরা এই মুহূর্তে অবলোকন করছি একটি সিংহাসন এবং বিচারের আসন, যা অতি বৃহৎ ও সাদা রংয়ের, অত্যন্ত গৌরবমণ্ডিত ও উপযুক্তভাবে ধার্মিকতা ও ন্যায্যতায় পূর্ণ। সেই মন্দতার সিংহাসন, যা অন্যায়ের শাসন জারি করেছিল, তার সাথে এই ধার্মিকতার সিংহাসন ও বিচার-আসনের কোন সম্পর্ক নেই।

২ বিচারকের আবির্ভাব: বিচারক ছিলেন স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট, যিনি সে মুহূর্তে এমন গৌরব ও আতঙ্কজনক পোশাক পরিধান করেছিলেন যে, সারা পৃথিবী ও স্বর্গ তাঁর সম্মুখ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের লুকোবার জন্য কোন স্থান খুঁজে পাওয়া গেল না। এখানে সমস্ত সৃষ্টিজগতের কাঠামোর বিলুপ্ত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, ২ পিতর ৩:১০।

৩. যে লোকদের বিচার করা হবে (পদ ১২): ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত মৃত লোক; এর অর্থ হচ্ছে, যুবক ও বৃদ্ধ, উঁচু ও নিচু, দরিদ্র ও ধনী। কেউই ততটা তুচ্ছ নয়, কারণ সকলেরই কিছু কিছু তালন্ত আছে; আবারও কেউই এত মহান নয় যে, এই বিচার ঠেকাতে পারবে বা তা থেকে রেহাই পাবে। খ্রীষ্টের আগমনের সময় যাদেরকে জীবিত পাওয়া যাবে তাদেরকেই শুধু নয়, বরং সেই সাথে যারা যারা এর আগেই মারা গিয়েছিল তাদেরও প্রত্যেককে এই বিচারে হাজির করানো হবে। কবর নিজে তার মধ্যে শুয়ে থাকা লোকদেরকে উঠিয়ে দেবে, নরক তার মাঝে থাকা দুষ্টদের আত্মাকে উঠিয়ে নিয়ে আসবে, এবং সমুদ্রের অতল গহ্বরে যারা হারিয়ে গিয়েছিল সেই নিমজ্জিত মানুষদেরকে সমুদ্র উঠিয়ে নিয়ে আসবে।

৪. বিচারের বিধান স্থির করা হল: কয়েকখানি পুস্তক খোলা হল। কী কী পুস্তক? ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার পুস্তক, যাঁর জ্ঞান ও চেতনা আমাদের চাইতে বহু গুণ উপরের এবং যিনি সমস্ত কিছু জানেন (সমস্ত ভাল ও মন্দের বিষয় সম্বলিত একটি পুস্তক তাঁর কাছে আছে); এবং পাপীদের বিবেকের চেতনার পুস্তক, যা এর আগে গোপন থাকলেও এখন উন্মুক্ত করা হবে। এবং আরেকটি পুস্তকও উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। সেটি হল ব্যবস্থাসমূহের পুস্তক, স্বর্গের আইন পুস্তক, জীবন পরিচালনার নির্দেশ দানকারী পুস্তক। পুস্তকটি খোলা হয়েছে ব্যবস্থার ধারক হিসেবে, সেই পরশ পাথর হিসেবে, যার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর ও জীবন পরীক্ষা করা হবে। এই পুস্তকটি সকল উত্তম ও ন্যায্য বিষয়কে সনাক্ত করে ও অন্য পুস্তকটি বস্তুনিষ্ঠ বিষয়ের প্রমাণ দেয়। অনেকের মতে অন্য পুস্তকটি বলতে বোঝানো হয়েছে জীবন পুস্তকের কথা, যা ঈশ্বরের অনন্তকালীন নির্দেশনার ফল। কিন্তু এখানে আপাতদৃষ্টিতে বিচার সম্পর্কিত কোন কথা নেই। ঈশ্বরের চূড়ান্ত নির্বাচনে কোন বিচার কাজ সম্পন্ন করা হবে না, বরং সেখানে থাকবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।

৫. পরীক্ষা করার কারণ: এই পরীক্ষার কারণ হচ্ছে মানুষের কাজ, যা তারা করেছে এবং তা উত্তম না কি মন্দ তা যাচাই করা। মানুষের কাজ দিয়েই তাদেরকে ধার্মিক বলে গণিত করা হবে বা দোষী বলে সাব্যস্ত করা হবে। কারণ যদিও ঈশ্বর তাদের অবস্থান ও তাদের মনের চিন্তা ভাবনা জানেন এবং প্রধানত সেগুলোকে ধরেই বিচার করেন, তথাপি তিনি নিজেকে স্বর্গদূতদের ও মানুষের সামনে একজন ধার্মিক ঈশ্বর বলে প্রমাণ করতে চান। সে কারণেই তিনি তাদের নীতিকে তাদের কাজের দ্বারা পরীক্ষা করবেন এবং এভাবেই ঈশ্বর তাঁর নিজের কথা ন্যায্য বলে প্রতিপাদন করবেন এবং তাঁর বিচার স্বচ্ছ বলে প্রতীয়মান করবেন।

৬. এই পরীক্ষা ও বিচারের বিষয়বস্তু: এই বিচার কাজ সম্পন্ন করা হবে প্রাপ্ত প্রমাণসমূহের উপরে ভিত্তি করে, বিচারের কার্যনীতি অনুসারে। যারা মৃত্যুর সাথে চুক্তি করেছে এবং নরকের সাথে ঐক্য স্থাপন করেছে, তাদেরকে রাজদ্রোহী ও প্রধান আসামী বলে সাব্যস্ত করা হবে, তাদেরকে ধরে আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হবে, যেন তারা শেষ পর্যন্ত অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে না পারে। এর সবই ঘটবে ব্যবস্থায় জীবনের বিধান নিয়ে যা লেখা রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু যাদের নাম সেই পুস্তকে লেখা রয়েছে (অর্থাৎ যারা সুসমাচার কর্তৃক ন্যায্য ও যোগ্য বলে সাব্যস্ত হয়েছে) তাদেরকে মহান বিচারক বিচারে ধার্মিক বলে ঘোষণা করবেন এবং তাদেরকে অনন্ত জীবন দানের জন্য নির্বাচন করবেন। তাদের আর মৃত্যু, বা দোজখ, বা মন্দ মানুষদের আর কোন ভয় থাকবে না; কারণ এরা সকলে এক সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন যে, পবিত্র বাইবেলের কোন বিধান অনুসারে আমরা আমাদের জীবন অতিবাহিত করছি, তা আমাদের কাজকে অনুমোদন দিচ্ছে না কি দোষী সাব্যস্ত করছে, কারণ সকলের বিচার ঐ একই বিধান অনুসারে সম্পাদিত হবে। খ্রীষ্ট সুসমাচার অনুসারে সমস্ত মানুষের গোপন বিষয়সমূহের বিচার করবেন। তারাই সুখী, যারা এই বিধান অনুসারে চলে, যারা সুসমাচারের নীতি অনুসারে তাদের জীবন অতিবাহিত করে; কারণ তারা এখনই জেনে

গেছে যে, সেই মহান দিনে প্রভুর সামনে তারা ধার্মিক বলে গণ্য হবে!

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ২১

এর আগ পর্যন্ত প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটির সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের সামনে এই পৃথিবীয় অবস্থিত মণ্ডলীর প্রতি স্বর্গীয় পরিচালনা ও কর্তৃত্বের অধীনে এক আলো ও ছায়া, উন্নতি ও অবনতি, দয়া ও বিচারের এক অপূর্ব মিশ্রণ প্রকাশ পেয়েছে। আর এখন সমস্ত কিছুর শেষে এসে দিনের সূচনা হতে চলেছে এবং অন্ধকারের ছায়া দূরে পালিয়ে যাচ্ছে, একটি নতুন পৃথিবীর আবির্ভাব হতে চলেছে এবং পুরানো পৃথিবীটি হারিয়ে যাচ্ছে। বিগত দু'টি অধ্যায়ে যে সকল কথা বলা হয়েছে অনেকে সেগুলোকে এই পৃথিবীতে মণ্ডলীর অবস্থানের বর্ণনা বলে মনে করতে ইচ্ছুক, যা তার পরবর্তী দিনগুলোর মহিমান্বিত অবস্থার কথা প্রকাশ করে। কিন্তু অন্যান্যরা এই বর্ণনাটিকে স্বর্গে মণ্ডলীর এক উপযুক্ত ও বিজয়ী অবস্থানের বর্ণনা বলে মনে করে থাকেন। ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাসদের উচিত হবে এ সময় ধৈর্যপূর্বক অপেক্ষা করা। এ সময় তারা শুধুই দেখবেন না, বরং সেই সাথে উপভোগও করবেন সেই নিখুঁত পৃথিবীর পবিত্রতা ও আনন্দ। এই অধ্যায়ে আপনারা দেখতে পাবেন:-

ক. নতুন যিরূশালেমের দর্শনের একটি ভূমিকা, পদ ১-৯।

খ. দর্শনটির পূর্ণ বর্ণনা, পদ ১০-২৭।

প্রকাশিত বাক্য ২১:১-৮ পদ

আমাদের সামনে ভবিষ্যতে ঈশ্বরের মণ্ডলীর সুখ ও আনন্দের একটি সার্বজনীন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে স্বর্গের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা করাটা সবচেয়ে শ্রেয়।

ক. আমাদের সামনে এক নতুন পৃথিবীর দৃশ্যপট খুলে যাচ্ছে (পদ ১): আমি একটি নতুন আকাশ ও একটি নতুন পৃথিবী দেখলাম। এর অর্থ হচ্ছে একটি নতুন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কারণ পৃথিবী ও স্বর্গের সমস্ত অংশ নিয়েই পুরো সৃষ্টিজগত, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। নতুন পৃথিবীর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি মানুষের দেহের জন্য এক নতুন অবস্থান, সেই সাথে তাদের আত্মার জন্যও একটি স্বর্গ হিসেবে। এই পৃথিবী সবেমাত্র নির্মাণ করা হয় নি, কিন্তু তা এই প্রথমবারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং যারা যারা এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী তাদেরকে এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে। নতুন পৃথিবী ও নতুন স্বর্গ আর আলাদা থাকবে না। পবিত্র ব্যক্তিগণ ও তাদের গৌরবমণ্ডিত দেহ এখন হয়ে উঠবে আত্মিক ও স্বর্গীয়, আর তারা এই উভয় বাসস্থানে অবস্থান করার জন্যই সক্ষম ও যোগ্য হয়ে উঠবেন। এই নতুন পৃথিবীর সূচনা আরও আনন্দময় করে তোলার জন্য পুরাতন পৃথিবী তার সমস্ত দুঃখ, সন্তাপ ও সমস্যা সহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

খ. নতুন পৃথিবীতে প্রেরিত যোহন একটি পবিত্র নগর দেখলেন, আর সেই নগরটি হচ্ছে নতুন যিরূশালেম, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। স্থানীয় কোন নবীনতর সংস্করণ নয় এই নগর, বরং এটি সেই চিরচেনা আদি ও অকৃত্রিম পবিত্র যিরূশালেম নগর। এই নতুন যিরূশালেম হচ্ছে ঈশ্বরের মণ্ডলীর নতুন ও খাঁটি অবস্থান, *যাকে তার স্বামীর বরণ করে নেওয়ার জন্য সাজিয়ে তোলা হয়েছে*, সমস্ত প্রজ্ঞা ও পবিত্রতা দিয়ে যাকে নিখুঁত করে তোলা হয়েছে, যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর স্বগৌরবে আবির্ভূত হয়ে তার পূর্ণ ফল লাভ করতে পারেন।

গ. ঈশ্বরের সাথে তাঁর লোকদের অনুগ্রহপূর্ণ উপস্থিতির কথা এখানে ঘোষণা করা হয়েছে ও এর প্রেক্ষিতে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে: পরে আমি সিংহাসন থেকে জোরে এই কথা বলতে শুনলাম, দেখ, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের আবাস (পদ ৩)। লক্ষ্য করুন:-

১. ঈশ্বরের মণ্ডলীর সাথে তাঁর অবস্থান হচ্ছে মণ্ডলীর গৌরবস্বরূপ।

২. এটি খুবই আশ্চর্যের একটি বিষয় যে, ঈশ্বর মানুষের যে কোন সন্তানের সাথে এখন থেকে চিরকাল বসবাস করবেন।

৩. পৃথিবীতে যেমন, তেমনি স্বর্গের ঈশ্বরের লোকদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি কখনো বিঘ্নিত হবে না, বরং তিনি অবিরত তাদের মধ্যে অবস্থান করতে থাকবেন।

৪. চুক্তি, আকর্ষণ ও সম্পর্ক, যা এখন ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে, যা স্বর্গে গিয়ে পরিপূর্ণতা পাবে ও নিখুঁত অবস্থান অর্জন করবে। তারা তাঁর লোক হবে। তাদের আত্মা তাঁর আত্মার সাথে সম্মিলিত হবে, ঈশ্বরের সমস্ত ভালবাসায়, সম্মানে ও আনন্দে পূর্ণ হবে, যা তাঁর সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আশু প্রয়োজন। আর এটাই তাদের প্রকৃত পবিত্রতা আনয়ন করবে এবং তিনি তাদের ঈশ্বর হবেন: ঈশ্বর স্বয়ং তাদের ঈশ্বর হবেন। তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তাদের মধ্যে অবস্থান করবে, তাঁর ভালবাসা পরিপূর্ণভাবে তাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে এবং তাঁর মহিমার পূর্ণ প্রকাশ তাদের উপরে বিস্তার লাভ করবে, যা বয়ে নিয়ে আসবে তাদের পরিপূর্ণ সুখ ও আনন্দ। এর মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর পক্ষ থেকে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করবেন।

ঘ. এই নতুন ও অনুগ্রহপূর্ণ অবস্থান সমস্ত প্রকার সমস্যা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত; কারণ:-

১. পূর্ববর্তী সমস্ত দুঃখ কষ্টের প্রভাব একেবারে কেটে যাবে। এর আগে তাদেরকে প্রায়ই চোখের জল ফেলতে হয়েছে, যার কারণ ছিল পাপ, বা পীড়ন, বা মণ্ডলীর উপরে নেমে আসা বিভিন্ন দুর্যোগ। কিন্তু এখন তাদের সমস্ত অশ্রু মুছে ফেলা হবে। তাদের সেই আগেকার দুঃখ কষ্টের কোন চিহ্ন, কোন স্মৃতিই আর থাকবে না, তাদের বর্তমান আনন্দকে ন্যূনতম ক্ষুণ্ন করতে পারে এমন কোন অংশই তার অবশিষ্ট থাকবে না। ঈশ্বর, তাদের স্নেহময় পিতা নিজে তাঁর দয়ালু হাতের স্পর্শে তাঁর সন্তানদের সমস্ত অশ্রু মুছিয়ে দেবেন। আর ঈশ্বর যখন আসবেন এবং তাদের চোখের সমস্ত জল মুছিয়ে দেবেন, সে সময় তাদের আর কোন দুঃখ থাকবে না।

২. ভবিষ্যতে তাদের যে সমস্ত কারণে দুঃখ কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা এক নিমিষে দূর করে দেওয়া হয়েছে: মৃত্যু আর হবে না; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হবে না। আর সেই কারণে কোন দুঃখ বা কান্নাও থাকবে না। এর সবই হচ্ছে সেই সকল বিষয় যা আগে ঘটে থাকতো, কিন্তু এখন প্রথম বিষয়গুলো বিলুপ্ত হল।

ঙ. ঈশ্বরের কথায় ও তাঁর প্রতিজ্ঞায় এই সকল অনুগ্রহপূর্ণ অবস্থানের সত্যতা ও নিশ্চয়তার সাক্ষ্য দান করা হল। সেই সাথে এর সমস্ত কিছু পর্যায়ক্রমিক লিপিবদ্ধকরণের জন্য লিখে রাখা হল, পদ ৫,৬। এই দর্শনের বিষয়বস্তু অত্যন্ত মহান এবং তা ঈশ্বরের লোকদের ও মণ্ডলীর জন্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের এ বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করা প্রয়োজন। আর ঈশ্বরের এই কারণে স্বর্গ থেকে এই সত্যের প্রতি পুনরায় সাক্ষ্য দান করছেন। এর পাশাপাশি এই মহান দর্শন দান ও তা সম্পন্ন হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে বহু যুগ পার হয়ে যাবে। এরই মধ্যে বহু মহা মহা পরীক্ষার ঘটনা ঘটবে। আর তাই ঈশ্বর তাঁর লোকদের স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য এই সমস্ত বিষয় লিখে রাখার ব্যবস্থা করলেন, যেন তা বহু যুগ ধরে তাঁর লোকদের পাথেয় হয়ে থাকে। লক্ষ্য করুন:-

১. এই প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তার সাক্ষ্য কীভাবে দান করা হল: *এসব কথা বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য*। আর এর পরেই বলা হল, *হয়েছে*, যা এই নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, যা কিছু বলা হয়েছে সেগুলো এতটাই নিশ্চিত যে, ইতোমধ্যে সেগুলো ঘটে গেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। আমাদের উচিত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলোকে বর্তমানের নগদ প্রাপ্তি বলে ধরে নেওয়া; কারণ তিনি আমাদেরকে বলছেন, *আমি সকলই নতুন করে তৈরি করছি*।

২. তিনি আমাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণ নিশ্চয়তার প্রমাণ হিসেবে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ উপাধি দান করছেন, এমন কি *আলফা* ও *ওমেগা* উপাধি দু'টোও তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করছেন, যার অর্থ *আদি* ও *অন্ত*। এই পৃথিবী ও তাঁর মণ্ডলীর উত্থান ও তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেমন তাঁর গৌরব প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই যে কাজ শুরু হয়েছিল তা সমাপ্ত করার মধ্য দিয়ে তাঁর গৌরব ও মহিমা পরিপূর্ণতা পাবে। উপরন্তু তিনি তাঁর কোন কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখবেন না। যেহেতু সমস্ত কিছুর সূচনায় রয়েছে তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছা, তেমনি এর শেষ প্রান্তে রয়েছে তাঁর আনন্দ ও মহিমা। তিনি কখনো তাঁর পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত হবেন না, কারণ তাহলে তিনি আর আলফা ও ওমেগা থাকবেন না। মানুষ এমন পরিকল্পনা করে থাকে যা কখনো নিখুঁত হতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকবে এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সমস্ত কাজ করবেন।

৩. এই অনুগ্রহপূর্ণ ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত অবস্থানের প্রতি তাঁর লোকদের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে এর মহান সত্যের আরেকটি নিশ্চয়তা। তারা পাপবিহীন নিখুঁত এক জীবন এবং ঈশ্বরের সাথে অবিচ্ছন্ন সুখভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। ঈশ্বর তাদের মধ্যে এই চিরকালীন আকাঙ্ক্ষাগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাবেন, যা অন্য কোনভাবে বা অন্য কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করা যাবে না। সে কারণেই তারা যদি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও মহিমা উপভোগ করতে না পারে, যদি তারা তাঁর ভালবাসা না পায়, তারা যদি তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে নতুন স্বর্গীয় সত্তায়

পরিবর্তিত হতে না পারে, তাহলে তারা আত্মার অত্যন্ত ব্যথিত ও পীড়িত হবে এবং তারা অতৃপ্তই থেকে যাবে। সে কারণে তাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দান করা প্রয়োজন যে, যখন তারা তাদের বর্তমান প্রতিবন্ধকতাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারবে, তখনই তিনি তাদেরকে জীবন-জলের ফোয়ারা থেকে বিনামূল্যে জল দেবেন।

ছ. ভবিষ্যতের এই আনন্দের মহত্ব ঘোষিত হয়েছে ও চিত্রিত করা হয়েছে:-

১. তা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে: এটি ঈশ্বরের বিনামূল্যে দত্ত উপহার। *যে পিপাসিত, আমি তাকে জীবন-জলের ফোয়ারা থেকে বিনামূল্যে জল দেব*। এই কথাটির কারণে ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর প্রতি আরও বেশি কৃতজ্ঞচিত্ত হবে।

২. এর পরিপূর্ণতা: ঈশ্বরের লোকেরা সে সময় সকল অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের ঝর্ণাধারার উৎসে বসবাস করবে। তারা সব কিছুর অধিকারী হবে (পদ ৭)। তারা ঈশ্বরের সঙ্গ উপভোগ করবে, তারা সমস্ত কিছুই উপভোগ করতে পারবে; কারণ ঈশ্বরই সর্বেসর্বা।

৩. এই অধিকার ভোগ করার কারণে তাদেরকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হবে: তাদেরকে তাদের নিজ নিজ অধিকার অনুসারে ঈশ্বরের পুত্র বলে সম্বোধন করা হবে, যা সবচেয়ে সম্মানিত উপাধি, যা ঈশ্বরের সাথে সবচেয়ে কাছের ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝায়, যা চিরকালের জন্য সুনিশ্চিত এবং অব্যর্থ, যে সম্পর্ক কেউ ভেঙ্গে দিতে পারে না বা কেউ তা থেকে বিচ্যুত হতে পারে না।

৪. মন্দদের পরিণতি হবে ঠিক এর উল্টোটা। তাদের দুর্দশার কারণে পবিত্র ব্যক্তিগণের মহিমা ও অনুগ্রহ চিত্রায়িত করা এবং তাদের প্রতি কৃত সমস্ত অনুগ্রহপূর্ণ কাজ সুনির্দিষ্টভাবে ও পৃথকভাবে চিহ্নিত করা আরও সহজ হবে, পদ ৮। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) যারা ধ্বংস হয়ে যাবে তাদের পাপ, যাদের কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কাপুরুষতা ও অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। যারা ভীত হয়ে পালিয়ে যাবে তারা স্বর্গীয় সুখভোগ করতে পারবে না। তারা তাদের ধর্ম পালন করতে গিয়ে কোন ধরনের কষ্টভোগ বা সমস্যার মুখোমুখি হতে রাজি ছিল না এবং পাপের দাসত্বসূচক তাদের এই ভীতি তাদেরকে অবিশ্বাসের পথে ধাবিত করেছিল। কিন্তু যারা ভয় ভীতি বা অন্য কোন কারণে খ্রীষ্টের ক্রুশ বহন করতে চায় না এবং তাঁর প্রতি তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করতে চায় না, তারাও সকল প্রকার মন্দতার পথে নিজেদেরকে ধাবিত করেছে – খুন, ব্যভিচার, জাদুবিদ্যা ও মিথ্যা বলা।

(২) তাদের শাস্তি: *তাদের স্থান হবে আগুন ও গন্ধকে জ্বলন্ত হ্রদে; এটিই দ্বিতীয় মৃত্যু*।

[১] তারা খ্রীষ্টের জন্য নিজেদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও পোড়াতে রাজি হয় নি, তাই তাদেরকে অবশ্যই তাদের পাপের জন্য নরকের জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে হবে।

[২] স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের পরও তাদেরকে আরেকটিবার মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাদের প্রথম মৃত্যুর যন্ত্রণা ও ভীতি ঢাকা পড়ে যাবে, যখন তাদের চূড়ান্ত মৃত্যুর আরও ব্যাপক

যন্ত্রণা ও আতঙ্ক তাদেরকে আচ্ছন্ন করে তুলবে। তারা মারা যাবে এবং সব সময়ই তারা নরকে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে।

[৩] এই দুর্দশা হবে তাদের যথাযোগ্য পরিণতি, যা তাদের ন্যায্য পাওনা। তারা তাদের নিজেদের পাপের মধ্য দিয়ে এই পরিণতি বেছে নিয়েছে এবং এই দুর্দশা ভোগ করার জন্য তারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করেছে। এভাবেই পতিত মানুষদের দুর্দশা তাদেরকে আরও বেশি মহিমা ও গৌরবে পূর্ণ করবে, যারা জীবন লাভ করেছে এবং এই জীবন লাভকারী ব্যক্তিদের আনন্দ ও অনুগ্রহ সেই সকল পতিত মানুষদের দুর্দশাকে আরও বেশি বাড়িয়ে তুলবে।

প্রকাশিত বাক্য ২১:৯-২৭ পদ

আমরা ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ধারণা নিয়েছি যে, নতুন যিরূশালেমের দর্শনটির ধারণা আসলে স্বর্গীয় অবস্থানেরই একটি সাধারণ পূর্বাভাস। আমরা এখন সরাসরি দর্শনটিতে প্রবেশ করতে চলেছি, যেখানে আমরা দেখতে পাব:-

ক. যে ব্যক্তি প্রেরিত পৌলের কাছে এই দর্শনটি উন্মোচিত করলেন: যে সাত জন স্বর্গদূতের কাছে সাতটি শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সাতটি বাটি ছিল, তাঁদের মধ্যে এক জন স্বর্গদূত, পদ ৯। ঈশ্বরের পবিত্র স্বর্গদূতদের জন্য তাঁর তরফ বিভিন্ন ধরনের দায়িত্বে ও কর্তব্যে নিয়োজিত করা হয়েছিল। অনেক সময় তারা তূরীধ্বনি বাজিয়ে ঈশ্বরের স্বর্গীয় কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করেন এবং পৃথিবীতে সতর্কবার্তা প্রদান করেন। কখনো তারা অনুতাপবিহীন পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধের শাস্তিপূর্ণ পাত্র ঢেলে দেন। আবার কখনো তারা পরিত্রাণের উত্তরাধিকারীদের কাছে স্বর্গীয় বিভিন্ন অপ্রকাশিত বিষয় প্রকাশ করেন। তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে কোন আদেশ পাওয়া মাত্রই তাৎক্ষণিকভাবে তা সম্পাদন করেন। যখন এই পৃথিবী তার শেষ পর্যায়ে উপনীত হবে, তখনও পর্যন্ত স্বর্গদূতেরা মহান ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত থেকে তাদের কর্তব্য পালন করে যাবেন।

খ. যে স্থান থেকে প্রেরিত যোহন এই গৌরবময় দর্শনটি লাভ করেছিলেন: তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটি উঁচু মহাপর্বতে। এমন উঁচু পর্বত থেকে অবশ্যই দিগন্তরেখার মধ্যবর্তী সংলগ্ন প্রতিটি ভূখণ্ডের অভাবনীয় চমৎকার দৃশ্য অবলোকন করা সম্ভব। যারা এভাবে স্বর্গে পরিষ্কার দৃশ্য অবলোকন করার সুযোগ পেতে চাইবেন তাদের অবশ্যই স্বর্গের যত কাছে সম্ভব পৌঁছাতে হবে। তাদেরকে দর্শনের পর্বতে পৌঁছাতে হবে, ধ্যান ও বিশ্বাসের পর্বতে পৌঁছাতে হবে; যেভাবে পিসগা পর্বতের চূড়া থেকে মানুষ প্রতিজ্ঞাত কেনান দেশের দৃশ্য অবলোকন করতে পারতো।

গ. এই দর্শনের বিষয়বস্তু: কনে, মেষশাবকের স্ত্রী (পদ ১০)। এর অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের মণ্ডলী তার পূর্ণ মহিমায়, বিজয়ীর বেশে, যিরূশালেমের প্রতীকী চিহ্ন নিয়ে অবতীর্ণ হবে, যার পরিচ্ছদে ঈশ্বরের মহিমা জ্বলজ্বল করতে থাকবে। যেমনটা বলা হয়ে থাকে, ীড়ৎ *ৎঢ়ষবহফরঃ ৎধফররং সধৎরঃর*, অর্থাৎ *কনে তার স্বামীর দত্ত সৌন্দর্যের পোশাক পরিহিত হয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে*। মণ্ডলী খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আরও গৌরবে মহিমান্বিত

হয়েছে, তার অবয়ব এখন সবচেয়ে নিখুঁত হয়েছে এবং তাঁর অনুগ্রহ তার উপরে উজ্জ্বল কিরণ ছড়াচ্ছে। যিরূশালেম নগরের প্রতীকী স্বরূপ মণ্ডলীর বিজয়ের বর্ণনা আমরা এখন দেখতে পাব, যা তার সম্পদ ও জাঁকজমকের দিক থেকে পৃথিবীর অন্য যে কোন নগরকে ছাড়িয়ে যায়। আর এই নতুন যিরূশালেমের বাইরের ও ভেতরের উভয় অংশই এখানে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

১. নগরের বাইরের অংশ: শহরের প্রাচীর ও তোরণদ্বার। শহরে প্রাচীর দেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তা বিধানের জন্য এবং তোরণদ্বার স্থাপন করা হয়েছিল তাতে প্রবেশ করার জন্য।

(১) নিরাপত্তার জন্য স্থাপিত প্রাচীর: স্বর্গ একটি নিরাপদ স্থাপন। যারা সেখানে অবস্থান করেন তারা একটি দেয়াল বা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকেন, যা তাদেরকে সমস্ত মন্দতা ও তাদের সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে। নগরের প্রাচীরের এই বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই:-

[১] প্রাচীরের উচ্চতা: আমাদেরকে বলা হয়েছে বড় ও উঁচু প্রাচীর, যার উচ্চতা ছিল একশো চুয়াল্লিশ হাত বা সত্তর গজ (পদ ১৭), যা শহরের শোভা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য যথেষ্ট।

[২] প্রাচীরটি কী দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল: প্রাচীরের গাঁথুনি সূর্যকান্তমণির ছিল। এই প্রাচীরটির সম্পূর্ণ অংশ নির্মিত হয়েছিল অত্যন্ত দামী রত্ন দিয়ে, যেন তা দৃঢ় ও জমকালো হয়, পদ ১১। এই নগরের এমন একটি প্রাচীর রয়েছে যা একাধারে দুর্ভেদ্য এবং অমূল্য।

[৩] প্রাচীরটির কাঠামো ছিল বহুল প্রচলিত এবং সার্বজনীন: চারকোনা বিশিষ্ট, লম্বা ও চওড়া সমান। নতুন যিরূশালেমে সকলে পবিত্রতা ও যথার্থতার দিক থেকে থাকবে সমান। মণ্ডলীতে থাকবে একটি সার্বজনীন বিজয়ের আনন্দ, যার অভাব ও আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এই পৃথিবীতে, কিন্তু স্বর্গে না যাওয়া পর্যন্ত তা কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়।

[৪] প্রাচীরটির কাঠামো (পদ ১৫,১৬): পনের শত মাইল লম্বা, যা প্রাচীরটির মোট পরিধির পরিমাণ। সেখানে ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ থাকার জায়গা রয়েছে। পিতা গৃহে বহু সংখ্যক আবাসস্থল রয়েছে।

[৫] দেয়ালের ভিত্তি: স্বর্গ এমন এক নগর যার সুদৃঢ় ভিত্তি রয়েছে (পদ ১৯)। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও ক্ষমতা এবং খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা মূল্য ক্রয় হচ্ছে মণ্ডলীর সবচেয়ে নিরাপদ ও আনন্দদায়ক শক্তিশালী ভিত্তি। ভিত্তিগুলোকে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের সংখ্যা দ্বারা, আর তা হচ্ছে বারো, যা বারোজন প্রেরিতের প্রতীকী উপস্থাপন (পদ ১৪), যাদের সুসমাচার প্রচারের উপর ভিত্তি করেই নির্মিত হয়েছে খ্রীষ্টের মণ্ডলী, খ্রীষ্ট নিজে যার কোণের প্রধান প্রস্তর। আর এই নগরের কাঠামো স্থাপনের জন্য প্রয়োজন রয়েছে এই বারোটি বিভিন্ন ধরনের ও মহামূল্যবান ভিত্তি। এই স্তম্ভগুলো নির্মাণ করা হয়েছে বারোটি বিভিন্ন মূল্যবান পাথর দিয়ে, যা নির্দেশ করে সুসমাচারের শিক্ষার বিভিন্নতা ও মহামূল্যতার কথা, কিংবা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের কথা, কিংবা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের মহত্ত্বের কথা।

(২) প্রবেশের জন্য তোরণদ্বার: স্বর্গ অগম্য নয়। মহাপবিত্র স্থানে যাওয়ার জন্য একটি পথ খোলা রয়েছে। যারা পবিত্র হবে তাদের সকলের সেখানে বিনামূল্যে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তারা নিজেদেরকে আবদ্ধ অবস্থায় দেখবে না। এখন, এই দ্বারগুলোর দিকে লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] দ্বারগুলোর সংখ্যা: বারোটি তোরণদ্বার, যা ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠীর কথা নির্দেশ করে। যারা যারা ঈশ্বরের সত্যিকার ইস্রায়েল জাতির অংশ তারা প্রত্যেকেই এই নতুন যিরূশালেমের প্রবেশাধিকার পাবে, যেভাবে পার্থিব যিরূশালেমে পার্থিব ইস্রায়েলের প্রত্যেক গোষ্ঠী প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছিল।

[২] সেগুলোর উপরে যে রক্ষীদল স্থাপন করা হয়েছিল: বারো জন স্বর্গদূত। আত্মিক ইস্রায়েলের অসংখ্য জাতি ও গোষ্ঠীর উপরে নজর রাখার জন্য, নগরের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য ও বাইরের যে কাউকে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখার জন্য তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

[৩] তোরণদ্বারে খোদাই করে যা লেখা ছিল: বারোটি গোষ্ঠীর নাম। তাদের নাম লেখা ছিল এটি দেখানোর জন্য যে, জীবন বৃক্ষে তাদেরও অধিকার রয়েছে এবং সেই সাথে তোরণদ্বার পার হয়ে নগরে ঢুকবার অধিকার আছে।

[৪] তোরণদ্বারের অবস্থান: নগরটির চারটি সমান পাশ থাকায় তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারটি দিক, অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সাথে সমানভাবে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য প্রতি পাশে তিনটি করে দ্বার স্থাপন করা হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, বিশ্বের প্রত্যেক দিক থেকে, প্রত্যেক স্থান থেকে এমন কেউ না কেউ নিরাপদে স্বর্গে এসে পৌঁছাতে পারবে, যাকে আনন্দের সাথে স্বর্গে গ্রহণ করে নেওয়া হবে। এই বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে এসে বিনামূল্যে স্বর্গে প্রবেশ করা যাবে। প্রতিটি তোরণদ্বারে একইভাবে প্রবেশ করা যাবে, কোন দ্বার অন্য কোনটির চেয়ে মর্যাদার দিক থেকে ছোট বা বড় নয়। খ্রীষ্টতে কোন যিহূদী কি গ্রীক, বর্বর কি স্কুথীয়, বন্দী কি মুক্ত কেউই আলাদা নয়, সকলেই এক। সকল জাতি, সকল ভাষার লোকেরা, যারা খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করে, তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের মধ্য দিয়ে এই মহান স্বর্গে এসে প্রবেশ করতে পারে।

[৫] তোরণদ্বারগুলো নির্মাণের উপকরণ: সবগুলো তোরণদ্বারই মুক্তা দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোর মাঝে ব্যাপক পার্থক্য ছিল। বারোটি তোরণদ্বার বারোটি মুক্তা, এক একটি তোরণদ্বার এক একটি মুক্তা দিয়ে তৈরি হয়েছে। হতে পারে এখানে বোঝানো হয়েছে যে, একটি মুক্তাই আকৃতিতে এত বড় ছিল যে, সেটা দিয়ে পুরো তোরণদ্বার নির্মাণ করে ফেলা সম্ভব হয়েছে। নতুবা বোঝানো হয়েছে একটি তোরণদ্বার কেবল একটিমাত্র প্রজাতির মুক্তা দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। খ্রীষ্ট হলেন আমাদের জন্য মহামূল্যবান মুক্তা। তিনিই ঈশ্বরতে প্রবেশের জন্য আমাদের পথস্বরূপ। স্বর্গীয় মহিমা এমন চমৎকারভাবে প্রকাশ করার মত আর কিছুই এই পৃথিবীতে নেই। শুধুমাত্র কল্পনায় রং চড়িয়ে আমরা এখানে বর্ণিত এমন গৌরবময় নগরের চিত্র মনের পটে ফুটিয়ে তুলতে পারি এবং উপলব্ধি

করতে পারি, নগরটি আর কিছু না হোক, বাইরের দিক থেকে দেখতেও কত না মনোমুগ্ধকর! বিশেষ করে এর এমন চাকচিক্যময় প্রাচীর ও তোরণদ্বার কত না বিস্ময়কর, কত না গৌরবোজ্জ্বল! আর তথাপি এটি স্বর্গের এক পলকের একটি ফিকে ও সামান্য চিত্র মাত্র, যার থেকে আমরা বুঝতে পারি স্বর্গের প্রকৃত স্বরূপ আসলে কেমন হতে পারে!

২. নতুন যিরূশালেমের ভেতরের অংশ, পদ ২২-২৭। আমরা এর সুকঠিন প্রাচীর, সুদৃঢ় তোরণদ্বার এবং মহান রক্ষীদের দেখেছি। এখন আমাদেরকে নগরের তোরণদ্বারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো হচ্ছে। এখানে প্রথমেই আমরা যা আমাদের চোখে পড়বে তা হচ্ছে নগরটির রাস্তা, যা স্বচ্ছ কাচের মত খাঁটি সোনার, পদ ২১। স্বর্গে পবিত্র ব্যক্তিরা সোনার উপরেই বসবাস করেন। নতুন যিরূশালেমে একাধিক সড়ক রয়েছে। স্বর্গে শৃঙ্খলা ও ন্যায্যতা পুরোপুরি যথার্থভাবে রক্ষিত হয়েছে, কারণ প্রত্যেক পবিত্র ব্যক্তিরই সেখানে নিজ নিজ বাসস্থান রয়েছে। স্বর্গে একটি বিপরীতধর্মী চিত্র আমরা দেখতে পাই। সেখানে পবিত্র ব্যক্তিরা বিশ্রামে থাকেন ঠিকই, কিন্তু তারা সেখানে শুধুই চুপচাপ বিশ্রাম করতে থাকেন না। সেখানে তারা অলস ও অকর্মণ্য সময় কাটান না, বরং তারা প্রতি মুহূর্তে আনন্দময় সময় অতিবাহিত করতে থাকেন: জাতিসমূহ এর আলোতে চলাফেরা করে। তারা খ্রীষ্টের সাথে শুভ্র বসনে হাঁটেন। শুধুমাত্র ঈশ্বরের সাথেই তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে তা নয়, বরং পরস্পরের সাথেও তাদের সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে। তাদের সকলের পদক্ষেপ অতি দৃঢ় ও স্পষ্ট। তাদের অন্তর যেন সেই স্বর্ণ ও স্বচ্ছ কাজের মতই পরিষ্কার। লক্ষ্য করুন:-

(১) নতুন যিরূশালেমের উপাসনালয়: এটি কোন বস্তুগত উপাসনালয় নয়, যা কোন মানুষের হাতে নির্মিত হয় নি, যেমনটা নির্মিত হয়েছিল শলোমন ও সরুব্বাবিলের হাতে। বরং এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে আত্মিক ও স্বর্গীয় একটি উপাসনালয়; কারণ সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তার উপাসনালয়স্বরূপ। সেখানে পবিত্র ব্যক্তিদের কোন বিধানের প্রয়োজন নেই, যা ছিল স্বর্গের জন্য তাদের প্রস্তুতিস্বরপ। যখন লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায় তখন আর লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমগুলো কোন গুরুত্ব বহন করে না। ঈশ্বরের সাথে যথার্থ ও উপযুক্ত যোগাযোগ স্থাপন সুসমাচারের পরিচালনাকে বিলুপ্ত করে, কারণ তখন ঈশ্বর স্বয়ং বিশ্বাসীদের সাথে থাকেন।

(২) নতুন এই নগরের আলোর উৎস: যেখানে কোন আলো নেই, সেখানে কোন জাঁকজমক কিংবা আনন্দ-উল্লাস থাকতে পারে না। স্বর্গ হচ্ছে আলোতে পবিত্র ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার। কিন্তু এই আলোটি কোথা থেকে আসছিল? সেখানে তো কোন সূর্য বা চাঁদ আলো দেওয়ার জন্য ছিল না, পদ ২৩। আলো সুমিষ্ট এবং সূর্যের আলো যখন পৃথিবীতে কিরণ ছড়ায় তখন সব কিছু মনোহর মনে হয়। সূর্যের আলো যদি পৃথিবীতে না থাকতো তাহলে তা কত না বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হত! স্বর্গে এমন কী আছে যা আমাদের আলোর চাহিদা পূরণ করতে পারে? সূর্যের আলোর কোন প্রয়োজন নেই সেখানে, কারণ ঈশ্বরের মহিমা তা আলোকময় করে এবং মেষশাবক তার প্রদীপস্বরূপ। খ্রীষ্টতে ঈশ্বর স্বর্গের পবিত্র ব্যক্তিবর্গের কাছে এক অফুরন্ত জ্ঞান ও আনন্দের উৎস। যদি তাই হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কোন চাঁদ বা সূর্যের প্রয়োজন নেই, ঠিক যেমন ভর দুপুরে মোমের আলো জ্বালানোর কোন প্রয়োজন নেই, যখন

সূর্য তার পূর্ণ পরাক্রমে আলো বিকিরণ করতে থাকে।

(৩) নগরের অধিবাসীরাঃ এখানে তাদেরকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

[১] তাদের সংখ্যা দ্বারাঃ পরিত্রাণপ্রাপ্ত আত্মাদের সমস্ত জাতি। সমস্ত জাতি থেকে কেউ কেউ এসেছিল, আবার কিছু কিছু জাতি থেকে অনেকে এসেছিল। পৃথিবীতে যে সমস্ত মানুষকে সীলমোহর করা হয়েছিল, তারা সকলে স্বর্গে নতুন জীবন লাভ করেছে।

[২] তাদের মর্যাদা দ্বারাঃ পৃথিবীর কতিপয় রাজারা; মহান রাজারা। ঈশ্বর স্বর্গে সকল প্রকার পদমর্যাদা ও মানের মানুষকেই স্থান দেবেন। উঁচু ও নিচু সমস্ত প্রকার মানুষকেই তিনি স্বর্গের আবাসস্থল প্রদান করবেন। আর পৃথিবীর রাজারা যখন তাদের জাঁকজমক নিয়ে উপস্থিত হবে, সে সময় তারা দেখতে পাবে যে, স্বর্গের মহান গৌরব ও মহিমার সামনে এসে তাদের পার্থিব জাঁকজমক একেবারেই ঢাকা পড়ে গেছে এবং তখন তারা আর অন্যদের চাইতে নিজেদেরকে মহান ও বড় বলে ভাবতে চাইবে না।

[৩] নগরে তাদের অবরিত আগমন ও নির্গমনঃ ঐ নগরের তোরণদ্বারগুলো দিনের বেলা কখনও বন্ধ হবে না, বাস্তবিক সেখানে রাত আর হবে না। সেখানে যেহেতু কখনো রাত হবে না, তাই রাতের বেলায় দ্বার বন্ধ রাখারও প্রয়োজন পড়বে না। যে কেউ যে কোন মুহূর্তে পবিত্র হয়ে নগরের সামনে আসতে পারে এবং সে দেখবে যে, তার জন্য এই নগরের তোরণদ্বার সব সময়ই খোলা রয়েছে। স্বর্গীয় রাজ্যে তাদের গমনাগমন হবে অবিরত।

(৪) নগরের প্রাচুর্যঃ সমস্ত জাতির মহিমা ও ঐশ্বর্য তার মধ্যে আনা হবে। পৃথিবীতে যা কিছু মূল্যবান এবং চমৎকার, তা সেখানে আরও পরিশুদ্ধ উপায়ে ব্যবহার করা হবে। আর তার মান থাকবে আরও অনেক উঁচু পর্যায়ের, সেখানে সমস্ত বস্তু হবে আরও উত্তম ও আরও দীর্ঘস্থায়ী। সেখানে ভোজ হবে আরও সুমিষ্ট ও আরও সন্তোষজনক, সেখানে উপস্থিতি হবে আরও গৌরবময়, সেখানে থাকবে এক সত্যিকার সম্মানের অনুভূতি এবং আরও উঁচু পদমর্যাদা। সেখানকার অধিবাসীদের অন্তর আরও গৌরবে পূর্ণ ও পৃথিবীর তুলনায় তাদের গৌরব ও মহিমার পূর্ণতা বহুগুণ বেশি।

(৫) নতুন যিরূশালেমে যারা বসবাস করেন তাদের অবিমিশ্রিত পবিত্রতা, পদ ২৭।

[১] সেখানে পবিত্র ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আর কোন অপবিত্র বিষয় বা বস্তু বিদ্যমান থাকবে না। মৃত্যুর কবল তাদেরকে পুরোপুরিভাবে তুলে নিয়ে আসার কারণে তাদের মধ্যে আর কোন কলুষতা বা দূষিত অবস্থা বিরাজ করতে পারে না। এখন এই পৃথিবীতে থেকে তারা হয়তো কখনো কখনো তাদের অনুগ্রহের সাথে কলুষতা মিশ্রিত হওয়ায় একটি দুঃখবোধ অনুভব করেন, যা তাদেরকে ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজ করতে বাধা দেয়, তাঁর সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপন করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাঁর মহানুভবতার আলো তাদের উপরে পতিত হতে দেয় না। কিন্তু তারপরও তারা যখন মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে চান, সে মুহূর্তে তারা খ্রীষ্টের রক্ত ধারণকারী সমুদ্রপাত্র থেকে নিজেদেরকে ধৌত ও পরিষ্কৃত

করে নেন এবং নিজেদেরকে পিতা ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত করেন।

[২] নতুন যিরূশালেমে পবিত্র ব্যক্তিদের মধ্যে কোন অপবিত্রতা বা কলুষতা থাকবে না। পার্থিব যিরূশালেমে বিদ্যমান রয়েছে একটি মিশ্র অবস্থা। সেখানে মাঝে মাঝেই কোন তিক্ততা সৃষ্টি হয় এবং তা এক সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে মণ্ডলীতে ভাঙ্গন ধরাতে চায়। কিন্তু নতুন যিরূশালেমে যে সমাজটি রয়েছে তা সব সময় অত্যন্ত পবিত্র ও নিখুঁত।

প্রথমত, নতুন যিরূশালেমের মণ্ডলী এ ধরনের প্রকাশ্য কলুষতা থেকে মুক্ত। স্বর্গে এমন কেউ নেই যে এ ধরনের কলুষতা সৃষ্টি করতে পারে। পৃথিবীর মণ্ডলীতে কখনো কখনো ঘৃণ্য কাজ ঘটে থাকে, ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ বিধান লজ্ঘিত হয় এবং মানুষ তার পার্থিব স্বার্থ আদায় করার জন্য নিজেকে শয়তানের হাতে বিকিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত, নতুন যিরূশালেম ভণ্ডদের থেকে মুক্ত, যারা মিথ্যা কথা বলে, যারা ঈশ্বরের নির্বাচিত ইস্রায়েলের না হয়েও নিজেকে ইস্রায়েল জাতির লোক বলে দাবী করে। পৃথিবীর মণ্ডলীতে এ ধরনের লোকেরা হরহামেশাই ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তারা দীর্ঘকাল সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে, অনেক সময় তারা হয়তো সারা জীবনই ভাল মানুষের মুখোশ পরে মণ্ডলীতে মিশে থাকতে পারে। কিন্তু তারা কখনোই নতুন যিরূশালেমে প্রবেশ করতে পারবে না। এই নতুন যিরূশালেম পুরোপুরিভাবেই তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা রয়েছে, যাদেরকে সেখানে আহ্বান জানানো হয়েছে, যাদেরকে সেখানে প্রবেশের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে, যারা বিশ্বস্ত, যাদের নাম লেখা রয়েছে। তাদের নাম শুধু যে দৃশ্যমান মণ্ডলীর নিবন্ধন বইতে লেখা রয়েছে তা নয়, বরং সেই সাথে মেষশাবকের জীবন-পুস্তকেও তাদের নাম লেখা রয়েছে।

প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ২২

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব:-

ক. মণ্ডলীর স্বর্গীয় অবস্থানের আরও বিস্তারিত একটি বর্ণনা, পদ ১-৫।

খ. এই দর্শনটি এবং এই পুস্তকের অন্যান্য সমস্ত দর্শনের সত্যতার নিশ্চয়তা ও সত্যায়ন, পদ ৬-১৯।

গ. উপসংহার, পদ ২০,২১।

প্রকাশিত বাক্য ২২:১-৫ পদ

স্বর্গকে এর আগে আমরা দেখেছি একটি নগর হিসেবে, যাকে সম্বোধন করা হয়েছে নতুন যিরূশালেম নামে। আর এখানে তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে পরমদেশ হিসেবে, যাকে সেই পার্থিব পরমদেশের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা প্রথম আদমের পাপের কারণে হারিয়ে গিয়েছিল। আর এখানে দ্বিতীয় আদম আবার তা পুনরুদ্ধার করেছেন। একটি নগরের মাঝে পরমদেশ, কিংবা একটি পরমদেশে পুরো একটি নগর! প্রথম পরমদেশের সৌন্দর্য আস্বাদন করা ও আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন কেবল দু'জন মানুষ। কিন্তু এই দ্বিতীয় পরমদেশে পুরো নগর এবং সমস্ত জাতি অপরিমেয় আনন্দ ও সন্তুষ্টি ভোগ করবে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. পরমদেশের নদী: পার্থিব পরমদেশ ছিল নদী বিধৌত, জলের প্রবাহে পূর্ণ। কোন স্থানই জল ছাড়া সুখকর বা ফলযুক্ত হতে পারে না। নদীটিকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:-

১. নদীটির উৎসধারা: ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন। আমাদের সকল অনুগ্রহ, সান্ত্বনা ও গৌরবের ঝর্ণাধারা রয়েছে ঈশ্বরের মাঝে। আমাদের প্রতি এই সকল দয়া ও অনুগ্রহের স্রোত বয়ে আসে মেষশাবকের মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে।

২. তার গুণগত মান: তা স্ফটিকের মত উজ্জ্বল। পৃথিবীয় যত নদ-নদী রয়েছে তার সবই কর্দমাক্ত এবং তাতে কোন বিশুদ্ধতা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু তার বিপরীতে এই নদীটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যারা এর জল পান করবে তাদের কাছে এর জল অত্যন্ত স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ ও সজীবকারক, জীবনদায়ী ও সঞ্জীবনী।

খ. স্বর্গীয় জীবন-বৃক্ষ: পার্থিব পরমদেশ আদন বাগানে এমনই একটি জীবন-বৃক্ষ ছিল, পয়দা ২:৯। এই জীবন-বৃক্ষটি তাকে গুণে ও মানে উভয় দিক থেকে ছাড়িয়ে যায়। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. জীবন-বৃক্ষটির অবস্থান: নদীর এপারে এবং ওপারে; বা অন্যভাবে বলতে গেলে নগরের প্রধান সড়ক এবং নদীর মাঝখানে। জীবন-বৃক্ষটি ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে বেরিয়ে আসা নদীর সুমিষ্ট লহরে পুষ্ট হয়েছে। ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং পবিত্রতা স্বর্গের সকল মহিমা ও অনুগ্রহকে পরিপূর্ণ করেছে।

২. বৃক্ষটির ফলবন্ততা।

(১) এই বৃক্ষে বিভিন্ন ধরনের ফল ফলে থাকে: বারো রকম ফল দেয়, যা পবিত্র ব্যক্তিবর্গের ক্ষুধা নিবারণের জন্য বিভিন্ন প্রকার স্বাদযুক্ত।

(২) এই বৃক্ষে সব সময় ফল ধরে: তা বারো বার ফল উৎপন্ন করে। বৃক্ষটি কখনো শূন্য থাকে না, কখনো নিষ্ফলা থাকে না। সব সময়ই তা থেকে ফল পাওয়া যায়। স্বর্গে শুধু যে বিভিন্ন ধরনের ও স্বাদের আনন্দদায়ক উপাদান রয়েছে তাই নয়, সেই সাথে তা অবারিত ও অবিরল, এবং সব সময়ই সতেজ।

(৩) ফলটি শুধু সুস্বাদু নয়, স্বাস্থ্যকরও বটে। স্বর্গে ঈশ্বরের উপস্থিতিই পবিত্র ব্যক্তিবর্গের জন্য সুস্বাস্থ্য ও আনন্দের কারণ। সেখানে তারা তাঁকে তাদের সর্বপ্রকার পীড়ার প্রতিষেধক হিসেবে পাবেন এবং তিনি তাদের সকলকে পূর্ণ সুস্বাস্থ্য ও সজীবতা দ্বারা ঘিরে রাখবেন।

গ. যা কিছু মন্দ তার সমস্ত কিছু থেকে এই পরমদেশের, এই স্বর্গের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা রয়েছে (পদ ৩): সেখানে কোন অভিশাপ আর থাকবে না। অভিশাপপ্রাপ্ত (*শধঃধহধঃযবসধ*) কেউই সেখানে থাকবে না, কোন নাগ বা সাপ সেখানে থাকবে না, যেমনটা ছিল আদন উদ্যানে, সেই পার্থিব পরমদেশে। এখানেই স্বর্গের চরম সার্থকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। শয়তানের এখানে কোন কর্তৃত্ব নেই, কোন প্রবেশাধিকার নেই। সে সেখানে কখনোই ঈশ্বরের পবিত্র ব্যক্তিদেরকে ঈশ্বরের সেবা করা থেকে বিরত রেখে তার ঘৃণ্য অপচেষ্টা সফল করতে পারবে, যেটা সে করতে পেরেছি আমাদের আদি পিতা-মাতার সাথে। শয়তান আর কখনোই আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিচর্যা করার সময় বিরক্ত করতে পারবে না।

ঘ. এই স্বর্গীয় জীবনের চূড়ান্ত সুখভোগ।

১. সেখানে পবিত্র ব্যক্তিরা ঈশ্বরের চেহারা দেখতে পাবেন। সেখানে তারা এই পরম সুন্দর দৃশ্য অবলোকন করবেন।

২. ঈশ্বর তাদেরকে আপন করে নেবেন, তাঁর সীলমোহর দিয়ে তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং তাদের ললাটে তাঁর নাম লিখে দেবেন।

৩. তারা চিরকাল তাঁর সাথে রাজত্ব করবেন। তাদের এই পরিচর্যা কাজ যে শুধুমাত্র স্বাধীন তা নয়, তা অত্যন্ত সম্মানজনক এবং ক্ষমতাপূর্ণও বটে।

৪. এর সমস্ত কিছুর মধ্যে মিশে থাকবে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দ। তারা প্রজ্ঞায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে

দিন অতিবাহিত করবেন, সব সময় প্রভুর আলোতে পথ চলবেন। আর এবার শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য নয়, বরং অনন্তকাল ধরে।

প্রকাশিত বাক্য ২২:৬-১৯ পদ

এখানে আমরা এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর এবং বিশেষ করে সর্বশেষ দর্শনটির একটি ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ সাক্ষ্যদান দেখতে পাই। যদিও অনেকে মনে করেন এখানে আসলে হয়তো শুধু এই পুস্তকটির কথা বোঝানো হচ্ছে না, বরং পুরো নতুন নিয়ম, এমন কি হয়তো পুরো পবিত্র বাইবেলের কথাই বোঝানো হচ্ছে এবং পবিত্র শাস্ত্রের ক্যাননের সম্পূর্ণতা ও সত্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. সেই ঈশ্বরের নামে ও তাঁর স্বভাববিশিষ্ট হয়ে এই নিশ্চয়তা দান করা হচ্ছে, যিনি এই সকল কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন: তিনিই আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বর, বিশ্বস্ত ও সত্য; আর তাঁর সমস্ত বাক্যও তাই।

২. তিনি তাঁর যে সকল স্বর্গদূতদের বাছাই করেছেন এই সমস্ত বিষয় পৃথিবীর কাছে উন্মোচিত করার জন্য: পবিত্র স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের পবিত্র মানুষদের কাছে এই সকল বিষয় উন্মোচিত করেছেন। ঈশ্বর কখনোই তাঁর স্বর্গদূতদের ও লোকদেরকে পৃথিবীর মানুষের কাছে ধোঁকা দেওয়ার আদেশ দেবেন না।

৩. তারা খুব দ্রুত এই সকল বাক্যের পূর্ণতার মধ্য দিয়ে তার নিশ্চয়তা পাবে: এ সকল কথা খুব শীঘ্রই পূর্ণ হবে। খ্রীষ্ট খুব দ্রুত আসবেন, *তিনি ত্বরায় আগমন করবেন* এবং সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটাবেন। এরপরেই তিনি সেই সকল জ্ঞানী ও সুখী মানুষদের কথাকে সত্য বলে প্রমাণ করবেন যারা তাঁর কথা রেখেছিলেন।

৪. যে স্বর্গদূত প্রেরিত পৌলকে এই সকল দর্শনের বিষয়ে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন ও ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন তার বিশ্বস্ততা: এই স্বর্গদূতের বিশ্বস্ততা এমনই প্রগাঢ় ছিল যে, তিনি যোহনের কাছ থেকে কোন প্রকার ভক্তিসুলভ সম্মান বা শ্রদ্ধা গ্রহণের জন্য সম্মত হন নি, বরং বারবারই তিনি যোহনকে এর জন্য তিরস্কার করেছেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সম্মান ও মর্যাদার একজন ধারক, আর তাই ঈশ্বরের চোখে যা মন্দ ও ভুল তা তিনি কোনভাবেই করতে চান নি। ঈশ্বরের লোকদেরকে তার নিজের নামের অধীনে নিয়ে পরিচালনা ও শাসন করার কথা তিনি কখনো স্বপ্নে বা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেন নি। আর এটা প্রেরিত যোহনের সততারও দৃঢ় প্রমাণ যে, তিনি তাঁর নিজ পাপ ও ভুল অকপটে স্বীকার করেছেন, যার ফলে তাঁর এই পাপ মাফ করে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি এই ঘটনাটি তাঁর পুস্তক রচনা করার সময় বাদ দিয়ে যান নি। এটি দেখায় যে, তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ও নিরপেক্ষ লেখক।

৫. ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত পুস্তকটি খোলা অবস্থায় রাখার আদেশ দেওয়া হল: এর কারণ হল, সমস্ত জাতি যেন তা পাঠ করতে পারে, তারা যেন এর অর্থ বোঝার জন্য চেষ্টা করে, যেন তাদের এ নিয়ে কোন আপত্তি থাকলে তা উত্থাপন করতে পারে এবং ভবিষ্যদ্বাণী ও তার

পূর্ণতা প্রাপ্তির ঘটনাগুলোর সাথে তুলনা করে মিলিয়ে দেখতে পারে। ঈশ্বর এখানে প্রকাশ্যে ও উন্মুক্তভাবে পুরো কাজটি করেছেন। তিনি গোপনে কোন কথা বলেন নি, বরং তিনি যে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন তার সাক্ষী হওয়ার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন, পদ ১০।

৬. পুস্তকটি এভাবে খোলা রাখার কারণে মানুষের উপরে বিশেষ প্রভাব পড়লো: যারা পা যীশুর ও অধার্মিক তারা আরও বেশি করে পাপ ও অধার্মিকতার কাজ করতে শুরু করল। কিন্তু যারা ঈশ্বরের চোখে ধার্মিক, তারা তাদের বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতায় আরও দৃঢ়, সুনিশ্চিত ও শক্তিশালী হতে শুরু করলেন। এই পুস্তকটি কারও কাছে হবে জীবনদায়ী, আবার কারও কাছে হবে মৃত্যুস্বরপ; কারণ তা এসেছে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে, পদ ১২।

৭. মহান শেষ বিচারের দিনে এই পুস্তকটি হবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিচারের বিধান। ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে কাজ করা বা তাতে দ্বিমত পোষণ করার উপর ভিত্তি করে তিনি মানুষকে পুরস্কার দেবেন বা শাস্তি দেবেন। আর সে কারণেই স্বয়ং বাক্য হতে হবে বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য।

৮. এই কথাগুলো তাঁরই কথা, যিনি তাঁর নিজ লোকদের বিশ্বাস ও পবিত্রতার রচয়িতা, সম্পাদনকারী ও পুরস্কারদাতা, পদ ১৩,১৪। তিনিই প্রথম ও শেষ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি একই ছিলেন, আর তাঁর বাক্যও তাই। আর তাঁর লোকেরা, যারা এই কথায় বিশ্বাস করবে ও নির্ভর করবে, তাদেরকে তিনি দেবেন এক জীবন-বৃক্ষ এবং স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি। এটাই তাঁর বাক্যের সত্যতা ও কর্তৃত্বের পূর্ণ প্রমাণ, কারণ এর মধ্য দিয়ে সেই শিরোনাম ও সাক্ষ্য রয়েছে, যা স্বর্গে ঈশ্বরের লোকদের জন্য পবিত্রতা ও আনন্দে পূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা বহন করে।

৯. এটি এমন একটি পুস্তক যা সমস্ত প্রকার মন্দতা, পা যীশুর মানুষ ও বিশেষ করে যারা মিথ্যা কথা ভালবাসে ও রচনা করে (পদ ১৫) তাদের আওতা থেকে মুক্ত। এ কারণে কেউ তা মিথ্যা বলতে পারবে না বা মিথ্যায় রূপান্তরিত করতেও পারবে না।

১০. যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দ্বারা, অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা দ্বারা এর সাক্ষ্য দান করা হয়েছে। এই যীশুই হলেন ঈশ্বর, দায়ূদের মূল; যদিও তিনি তিনি একজন মানুষ হয়েছিলেন, দায়ূদের বংশধর হয়েছিলেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাঁর মাঝে যা কিছু সৃষ্টি করা হয় নি বা যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে তার সবই একত্রিত হয়েছে। তিনি এতটাই মহান ও ব্যাপক ক্ষমতাশালী যে, তাঁর মণ্ডলীকে ধোঁকা দেওয়া মোটেও সহজ নয়। তিনিই সকল আলোর উৎসধারা, উজ্জ্বল প্রভাতী নক্ষত্র। আর তাঁর মণ্ডলীকেও এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাতী আলো দেওয়া হয়েছে, যেন যে দিনটি এগিয়ে আসছে তার সঠিক আলো তারা খুঁজে পায়।

১১. সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা ও সুফলসমূহ ভোগ করার জন্য, সেই জীবনদায়ী জলের স্রোত থেকে পান করার জন্য সকলের প্রতি একটি উন্মুক্ত ও সার্বজনীন আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে এর নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা হয়েছে। আর এর মধ্য দিয়েই পুস্তকটির সমস্ত বাক্যের

সত্যতা নিরূপণ করা হয়েছে। তাদের কাছেই এই আমন্ত্রণ গ্রাহ্যনীয় হবে, যারা তাদের আত্মায় এমন এক তৃষ্ণা অনুভব করে যা এই পৃথিবীর কোন কিছুই নিবারণ করতে পারে না।

১২. সদাপ্রভু ঈশ্বরের আত্মার ও মহান অনুগ্রহপূর্ণ রহের দ্বৈত সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে এর সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই অনুগ্রহপূর্ণ আত্মা মণ্ডলীর প্রত্যেক প্রকৃত সদস্যের মাঝেই রয়েছে। পবিত্র আত্মা এবং কনে একযোগে মিলে সুসমাচারের সত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের সত্যায়ন করছেন।

১৩. যারা যারা ঈশ্বরের বাক্য পরিবর্তন বা বিকৃত করার চেষ্টা করবে, কিংবা তাতে কোন কিছু যোগ্য করা বা তা থেকে কিছু বিয়োগ করার চেষ্টা করবে, তাদের প্রতি ভয়ঙ্কর অভিশাপ বর্ষণ করার মধ্য দিয়ে এর সত্যতা প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে, পদ ১৮,১৯। যে ঈশ্বরের বাক্যে কোন কিছু যোগ করবে সে নিজের উপরে এই পুস্তকে বর্ণিত সমস্ত মহামারীর আঘাত বয়ে নিয়ে আসবে। আর যে এই পুস্তকের বাক্য থেকে একটি শব্দও মুছে ফেলতে চাইবে, তার প্রতি কৃত সমস্ত প্রতিজ্ঞা ও তাকে দেওয়া সমস্ত অনুগ্রহ ও সুযোগও মুছে ফেলা হবে। এই বিধান এক জ্বলন্ত ছোরার মত, যা কলুষিত হাত থেকে পবিত্র শাস্ত্রের ক্যাননকে রক্ষা করবে। মোশির ব্যবস্থার জন্য (দ্বি.বি. ৪:২) এবং সমগ্র পুরাতন নিয়মের (মালাখি ৪:৪) জন্য ঈশ্বর এমনই এক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন। আর এখন সম্পূর্ণ পবিত্র বাইবেলের জন্য তিনি আরও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ উপায়ে আমাদেরকে এই নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করছেন যে, এই পুস্তকটির প্রকৃতি সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে পবিত্র, এর কর্তৃত্ব স্বর্গ হতে আগত এবং সকল প্রকার বিধি-বিধানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আর সে কারণেই মহান ঈশ্বর এই পুস্তকের প্রতি বিশেষ যত্নশীল।

প্রকাশিত বাক্য ২২:২০-২১ পদ

এখন আমরা সমগ্র পবিত্র বাইবেলের সর্বশেষ অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি। তিনটি অংশের মধ্য দিয়ে এই মহান সমাপ্তি সূচিত হয়েছে:-

ক. প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে বিদায় জানাচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে আমরা মনে করতে পারি যে, তিনি এই সমস্ত বিষয় পৃথিবীতে প্রকাশ করার পর ও তাঁর লোকদেরকে জানানোর পর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন ও স্বর্গে ফিরে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি এক অমূল্য দয়া প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছেন এবং এই নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করছেন যে, তাদের কাছে আবার ফিরে আসতে তাঁর বিলম্ব হবে না: *সত্যি, আমি শীঘ্র আসছি*। খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর যখন স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, সে সময় তিনি তাঁর মহান উপস্থিতির প্রতিজ্ঞা করে বিদায় নিয়েছিলেন। কাজেই এখন তিনি আরও দ্রুত ফিরে আসার জন্য তাঁর মণ্ডলীর কাছে প্রতিজ্ঞা করছেন। যদি কেউ বলে যে, "বহু যুগ আগে এই সমস্ত কথা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি যে এখনও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করলেন না?" তাদের এই কথা জানা প্রয়োজন যে, তিনি তাঁর লোকদের কাছে দায়বদ্ধ নন, কিন্তু

তাঁর শত্রুদের প্রতি তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু। তারা যতটা ভাবছে তার চেয়েও দ্রুত তাঁর আগমন ঘটবে, তারা প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই তিনি আসবেন, যা তারা হয়তো আকাঙ্ক্ষাও করে নি। তাঁর লোকদের কথা বিবেচনা করলে, তিনি ঠিক সময়েই তাদের কাছে উপস্থিত হবেন। এই দর্শনটি দেওয়া হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং তা কোনভাবেই বিলম্বিত হবে না। তিনি শীঘ্র আসবেন: এই কথাটি সব সময় আমাদের কানে বাজতে থাকুক। আমাদের নিজেদেরকে সব সময় এই বলে তাগাদা দিতে হবে যে, তিনি এসে যেন আমাদেরকে দেখে আনন্দিত হন, আমাদেরকে যেন নিখুঁত ও নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় দেখেন।

খ. খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞার প্রতি মণ্ডলীর কৃতজ্ঞচিত্তের বন্দনা:-

১. এই প্রতিজ্ঞার প্রতি মণ্ডলীর দৃঢ় বিশ্বাসের ঘোষণা: *আমেন*, তবে তাই হোক; ঠিক যা বলা হল. সেভাবেই তা ঘটুক।

২. এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা সাধনের প্রতি মণ্ডলীর তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ: *প্রভু যীশু, এসো*। মণ্ডলী ঠিক সেভাবেই যীশুকে আহ্বান জানাচ্ছে, যেভাবে কনে তার স্বামীকে বলে, "হে আমার ভালবাসার পাত্র, তুমি শীঘ্র এসো আমার কাছে, যেভাবে ঘুঘু উড়ে এসে জানালায় বসে, বনের হরিণ দৌড়ে আসে জলাশয়ের কাছে।" এভাবেই মণ্ডলীর হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, এভাবেই প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে এই অনুগ্রহে পূর্ণ আত্মা, যা খ্রীষ্টের পবিত্র দেহের বাস্তবায়ন সাধন করেছে। আমরা কখনোই পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারি না, যে পর্যন্ত না আমরা আমাদের ভেতরের পবিত্রতার আত্মা খ্রীষ্টের মুখ দর্শন করে, যে পর্যন্ত না আমরা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের প্রতিজ্ঞাত অনুগ্রহ লাভ করতে পারি এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমান্বিত উপস্থিতির সামনে আসতে পারি। এটাই হচ্ছে প্রথমজাতদের মণ্ডলীর ভাষা এবং আমাদের উচিত তাদের সাথে কণ্ঠ মেলানো। অনেক সময় আমাদের উচিত তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা নিজেদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া। স্বর্গ থেকে যা প্রতিজ্ঞা হিসেবে আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আমরা স্বর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পারি আমাদের প্রার্থনা, "এসো, প্রভু যীশু, আমাদের এই পাপ, দুঃখ ও প্রলোভনের দিন দূর করে দাও। তোমার লোকদেরকে বর্তমান এই মন্দ পৃথিবী থেকে তুলে নাও এবং স্বর্গে স্থান দাও, যেখানে রয়েছে অকলুষ পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দ। তোমার মহা পরিক-ল্পনার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন ঘটাও এবং তুমি তোমার লোকদের মাঝে আশা জাগিয়েছে যে কথাগুলো বলে, তোমার সেই সকল কথার পরিপূর্ণতা সাধন কর।"

গ. প্রৈরিতিক শুভেচ্ছাবাণী, যার মধ্য দিয়ে সমগ্র পবিত্র বাইবেলের যবনিকাপাত ঘটতে চলেছে: আমাদের প্রভু যীশুও অনুগ্রহ পবিত্র লোকদের সঙ্গে থাকুক, আমেন। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. বাইবেল শেষ করা হচ্ছে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের একটি স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে। এ কারণে ঈশ্বরের আত্মা প্রেরিত যোহনকে শিখিয়েছেন খ্রীষ্টের নামে তাঁর লোকদের প্রতি শুভকামনা জ্ঞাপন করা এবং খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাদের জন্য আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ কামনা করার জন্য, যা তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের একটি নমুনা।

২. খ্রীষ্টের অনুগ্রহ যেন সব সময় এই পৃথিবীতে আমাদের সাথে থাকে এবং তিনি যেন আমাদেরকে অপর এক পৃথিবীতে খ্রীষ্টিয় গৌরবে পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন, এই আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য আর কিছুই আমাদের কাছে এর বেশি প্রতীক্ষিত হতে পারে না। তাঁরই অনুগ্রহ ও আশীর্বাদে আমরা তাঁর গৌরবে ও প্রশংসায় আনন্দ করি, উল্লাস করি। তাঁরই গৌরব আমরা আমাদের মাঝে ধারণ করতে চাই সব সময়। যারা এখন তাঁর অনুগ্রহ ও তাঁর অনুগ্রহের অংশীদার হবে, তাদের কাছে তাঁর গৌরবময় উপস্থিতি হবে বহুল আকাঙ্ক্ষিত ও আনন্দময়। আর সে কারণেই সবচেয়ে সহজ ও সরল এই প্রার্থনার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদেরও আনন্দিত চিত্তে বলে ওঠা উচিত, *আমেন*। আমাদের আত্মায় খ্রীষ্টের অনুগ্রহের ছোঁয়া ও আমাদের জীবনে তাঁর গৌরবময় উপস্থিতির জন্য আমাদের তীব্র তৃষ্ণা অনুভব করা প্রয়োজন; যে পর্যন্ত আমাদের প্রতি তাঁর সকল দয়া, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ তার সমস্ত পরিপূর্ণতা নিয়ে আবির্ভূত না হয়। তিনি আমাদের সূর্য, আমাদের প্রভাতী নক্ষত্র। *তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ ও গৌরব প্রদান করেন*। *যারা ধার্মিক মন নিয়ে চলে, তাদের উপর থেকে তাঁর উত্তম বিষয় সকল তিনি কখনোই তুলে নেবেন না*।